



# বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্গব

ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

ত্রিবিজ্ঞানাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত

## THE CASTES AND SECTS OF BENGAL

BY

NAGENDRANATH VASU M.R.A.S.

Editor, Visvakosha, Associate Member,

Asiatic Society of Bengal, &c. &c.

(THE HISTORY OF THE BENGAL KAYASTHAS)

Vol. VI.

( কায়স্থ-কাণ্ডের ষষ্ঠাংশ )

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-কাণ্ড

প্রথম খণ্ড

১৩৪০

পাণ্ডে বাধাই মূল্য ৩ টাকা ।

[ কাগজের মলাট ২১০ টাকা ।

১৯২৭ খ্রিঃ বিখকোষ লেন, বিখকোষ প্রেসে এ. সি. সেন কর্তৃক মুদ্রিত



## বক্তব্য

কায়স্থকাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ বা দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকাণ্ডের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ২০ বর্ষ পূর্বে রাজত্বকাণ্ড প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে পুরাবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে বাহা বাহির হইয়াছিল, এবং আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, তাহাই রাজত্বকাণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বলিতে কি তৎপরে এই সুদীর্ঘ বিংশ বর্ষ মধ্যে নানা শিলালিপি ও প্রাচীন তাম্রশাসন আবিষ্কারের সহিত ঐতিহাসিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পূর্বমত পরিবর্তন করিয়া আমাকেও সম-সাময়িক লিপির অনুগামী হইতে হইয়াছে। আলোচ্য কায়স্থকাণ্ডের প্রথম তিন অধ্যায়ে এই নবাবিস্কারের ফল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। চতুর্থ অধ্যায় হইতে আমি কুলপঞ্জিকার অনুসরণ করিয়াছি। আমার ৪০ বর্ষের চেহাঁয় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজের প্রায় সাড়ে তিনশত কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার মধ্যে কোন খানি অতি বৃহৎ, লম্বে ২৪ ইঞ্চ ও প্রস্থ ৮ ইঞ্চ আকারে ২০০ পত্রের অধিক, ভাবার নিতান্ত ছোট পুথি লম্বে ১ ফুট, প্রস্থে ৪ ইঞ্চ ও দুই এক পত্রে সম্পূর্ণ। তবে ক্ষুদ্র পুথির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; প্রায় দুইশত হইবে। বহু, ঘোষ ও মিত্র তিনঘর কুলীনের ছয় সমাজের বংশাবলি ও আদান-প্রদানের পরিচয় দিবার জন্ত সুবৃহৎ কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকাগুলি এবং চল্লিশ ঘর মৌলিকের বংশাবলি, কুলপরিচয় ও আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ লইয়া ছোট ছোট কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকা বা চাকুরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলীন ও মৌলিকগণের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কুলজগণের অত্যধিক প্রভাব থাকায় তাঁহাদের ইচ্ছায় সুপ্রাচীন কুলবিবরণ অধিকাংশ রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সকল সমাজেই সংক্ষিপ্ত সমাজপরিচয়-মূলক ‘জিজ্ঞাসার পুথি’ প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেই কুলকারিকা বা বিশাল কুলপঞ্জিকা-গুলির সৃষ্টি। আমরা দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজের তিনশত বর্ষের প্রাচীন ‘জিজ্ঞাসা’ পুথির কণা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছি, এই ‘জিজ্ঞাসার পুথি’ অনুসারে দত্ত, ঘোষ, বহু, মিত্র, চন্দ্র, সেন, দেও, দাস, সিংহ ও গুহ এই ১০ ঘরই রাঢ়ের আদিবাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই জিজ্ঞাসার পুথিতে গোড়াগত সৌকালিন, ভরবাজ, গৌতম, আলম্যান ও বাৎস্ত এই পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সৌকালিন, গৌতম ও আলম্যান গোত্র নাই। সুতরাং ‘জিজ্ঞাসা’-বর্ণিত রাঢ়রাজসভায় সমাগত পঞ্চ গোত্রের যে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহিত কনোজাগত পঞ্চ বিপ্রবংশধরগণের কোন সম্বন্ধ নাই।



‘জিজ্ঞাসা’ হইতে বেশ বুঝিতে পারি ১০ বর কায়স্থ রাজসভায় সম্মানিত হইলেও তাঁহার রাঢ়বাসী ছিলেন এবং রাঢ়ে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া আসেন।

“যার শিষ্য যে হইল সেই গোত্র পায়। সবারে সন্তোষ করি করিলেন বিদায়॥”

জিজ্ঞাসার এই উক্তি হইতে মনে হয় রাজসভাগত দত্তাদি দশজন, রাজপুজিত ব্রাহ্মণগণের বিভাজ্ঞপণ্যে মুগ্ধ হইয়া যিনি যে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সেই ব্রাহ্মণের গোত্রে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে কনোজাগত বিপ্রগণ যখন গৌড়রাজসভায় উপস্থিত হন, তৎকালে ঐ দশবর তাঁহাদের সহিত উপস্থিত হন নাই, সুতরাং তাঁহাদের শিষ্যত্ব বা গোত্র গ্রহণ করেন নাই। কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিকের যে আনুগত্যকথা কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক কবিকল্পনা। চতুর্থ অধ্যায়ে সেই সকল কুলগ্রন্থকথা সমালোচিত হইয়াছে। বলিতে কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য দেবীবরের সময় হইতেই ঐ সকল অর্ধাচীন কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ হইতে দেখা যায়। দেবীবর রাঢ়বাসী ও রাঢ়েই তাঁহার প্রভাব অব্যাহত থাকিলেও সুদূর পূর্ববঙ্গের বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণও সেই দেবীবরের দোহাই দিয়া ৯৯ বর কায়স্থপদ্ধতি ও তন্মধ্যে কতকগুলির গোত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ঘটক-চূড়ামণির কারিকাতেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রতিষ্ঠাতা পুরন্দর খানের সহিত দেবীবরের নামও গৃহীত হইয়াছে। ঘটক-চূড়ামণি স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

“সভাই সমান ছিল ছোট বড় নাহি ছিল জ্ঞান। ছোট বড় করি গেল রবির সন্তান॥

দেবীবর হইতে হইল ছোট বড় জ্ঞান। তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধান॥

কায়স্থ-ব্রাহ্মণে করিল কুলের বন্ধন। কতাগত হৈল বিপ্র কুলের গঠন॥ \* \* \*

পুরন্দর খান বঙ্গ কুলের শ্রেষ্ঠত : সমাজ পর্যায় বাঁধিলেন হইয়া বিধাতা॥”

( দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা )

বলিতে কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেন্‌বন্ধনকালে দেবীবর বঙ্গালী কুলপ্রথা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিলেও মহারাজ বঙ্গালসেনের সময় হইতে দেবীবরের সময় পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন কুলবিধি, সামাজিক নিয়ম ও বতগুলি সমীকরণ হইয়াছিল, দেবীবরের পরে ও বহু পূর্ব হইতেই কুলাচার্য্যগণ সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।<sup>১</sup> সকলেই জানেন যে মহারাজ বঙ্গালসেন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজেও কোলোত্তমর্ঘ্যাদা, কুলীন ও মৌলিক মধ্যে স্তত্র কুলপ্রথা, এবং ব্রাহ্মণসমাজের ভ্রায় বংশানুক্রমে আদান প্রদানের কারিকা বা তালিকা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের সেই সকল কারিকা বা তালিকা বধাষণ পাইতেছি, কিন্তু রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের পুরন্দর খানের পূর্ববর্তী সেই সকল অংশনির্ণয়-কারিকাগুলি কোথায় গেল? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কুলপঞ্জিকা হইতে জানিতে পারি যে

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম অংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবিবরণ গ্রন্থে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

বিভিন্ন গোত্রের বঙ্গালী কুলীন ও ১ম মেলী কুলীনগণের মধ্যে ৭ম হইতে ১১শ পুরুষ হইতেছে,<sup>১</sup> কিন্তু দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকায় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-কুলীনগণের মধ্যে বঙ্গালী কুলীন হইতে পুরন্দরী ১ম একজাই বা মেল পর্য্যন্ত সর্বত্র ৮ পুরুষ পাইতেছি।<sup>২</sup> আবার দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কায়স্থ-কারিকায় বহুবংশে ৫ম, বোম্বংশে ৬ষ্ঠ এবং মিত্রবংশে ৯ম পর্য্যায়ে বঙ্গালী কোলীন্তের কথা আছে, অথচ পুরন্দর খানের সময়ে উক্ত তিন বংশেরই ১৩শ পর্য্যায় হইয়াছিল বলা হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকায় মহারাজ বঙ্গালসেনের পরবর্ত্তী ও পুরন্দরের পূর্ববর্ত্তী যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা সব ঠিক নহে।

কুলপঞ্জিকাসমূহ হইতে জানিতে পারি মহামতি পুরন্দর খানের যত্নে তাঁহার সভা হইতে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজে রীতিমত অংশ ও বংশ লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বলিতে কি পুরন্দর খানের সময়ে দেবীবর প্রমুখ রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কুলাচাৰ্য্যগণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তাঁহাদের পরামর্শ বা উপদেশ লইয়া ‘গোড়াধিকারী’ পুরন্দর দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলবিধি সংস্থারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজ বঙ্গালের দ্বারা প্রধানতঃ কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও কয়েকজন কায়স্থকে কুলাচাৰ্য্যপদে নিয়োগ করিয়া কুলপঞ্জিকা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার এই মহাকাৰ্য্যের জন্ত তিনি ২য় বঙ্গাল বা দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজের কুলবিধাতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণপ্রভাবের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচাৰ্য্য ও তদনুবর্ত্তী কায়স্থ কুলজগণ পুরন্দরের সময় হইতে অংশবংশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিলেও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজের পূর্ব্বতন কুলকথা ও পূর্ব্ববংশপরিচয় দেবীবরের অনুবর্ত্তী হইয়া উল্টাইয়া ফেলেন, সেই পূর্ব্বতন সমাজের অতীত ক্ষীণ স্মৃতি জিজ্ঞাসার পুথিতে কিছু পাইতেছি।

মহারাজ বঙ্গালসেন কোন্ স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথম কোলীন্তমর্যাদা প্রদান করেন, পূর্বে তাহার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইবার পর ইদিলপুরের কুলাচাৰ্য্য লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মার সংগৃহীত তালপত্রের পুথির নকল হইতে সেই অবশ্য জ্ঞাতব্য কুলস্থানের সন্ধান পাইয়াছি।<sup>৩</sup> সেই কুলস্থানের নাম হইতেছে কঙ্কগ্রাম। এই কঙ্কগ্রামই রাঢ়ে সেনবংশের আদি কুলস্থান। মহারাজ বঙ্গাল এখানে বহু, বোম্ব, ও মিত্রকে আনাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয় ও মহারাজ লক্ষণের পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থানের পর অনেক

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ, ১৯৭-২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকাণ্ড, ১ম খণ্ড ১১৬ হইতে ১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পুথির নকল দেখিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কুলীনও রাঢ় হইতে পূর্ববঙ্গে গমন করেন। এখানে প্রথমে দনোজামাধবের সভায়, পরে চন্দ্র-  
দীপপতি দত্তজমর্দনের সভায় বঙ্গাগত কুলীন সম্মানগণের সমীকরণ হইয়াছিল। বঙ্গজ কুল্যার্চ্য  
আচার্য্য-চূড়ামণির কারিকায় লিখিত আছে—পূর্বতন ঘটকেরা রাঢ়দেশবাসী সিংহ হইতে নন্দন  
পর্যন্ত ২৭ ঘরের কুল নির্দেশ করিয়াছেন। বল্লালসেন আট সমাজের এই ২৭ ঘরের মধ্য  
হইতে মুখ্যদিগকে বঙ্গে বাস করাইয়াছিলেন। তৎপরে এই সকল বংশ চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত  
হন। উক্ত তালপাতার পুথিতে পাই কোণগ্রাম হইতে বসু, বটগ্রাম হইতে ঘোষ এবং  
বর্দ্ধমান হইতে মিত্র বল্লাল কর্তৃক সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।<sup>১</sup> আচার্য্যচূড়ামণির  
কারিকা ও তালপাতার পুথি আলোচনা করিলে মনে হইবে বল্লাল কর্তৃক কঙ্কগ্রামে বসু,  
ঘোষ ও মিত্র সম্মানিত হইবার পূর্বে উত্তররাঢ়ে সিংহ, দাস, ঘোষ আদি মুখ্য কুলীন বলিয়া  
সম্মানিত ছিলেন। বল্লালসেন হইতেই বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিনজন মাত্র  
মুখ্য কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন। এই তিন বংশের সহিত রাঢ়ে গুহবংশ সম্মানিত  
হইয়াছিলেন কিনা উক্ত তালপত্রের পুথি হইতে বুঝা যায় না। গুহবংশ পরে পূর্ববঙ্গে  
মুখ্য মধ্যে সম্মানিত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কাম্বুসমাজে ২৭ ঘর মধ্যে আজও বাৎস্ত  
সিংহ, সৌকালিন ঘোষ ও মোদগল্য দাস এই তিন ঘর কুলীন, এ ছাড়া বিশ্বামিত্র মিত্র,  
কান্তপ দত্ত, মোদগল্য কর, ভরদ্বাজ সিংহ, শাণ্ডিল্য ঘোষ ও কান্তপ দাস মৌলিক বলিয়া  
পরিচিত। এ ছাড়া উত্তররাঢ়ীয় বর্তমান সমাজে অপর পদবীর কায়স্থ গৃহীত হয় নাই।<sup>২</sup>

ইদিলপুরের তালপাতার পুথি হইতে বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিন জন মাত্র প্রথমে বল্লালী  
কৌলীজ পাইয়াছিলেন জানা যায়। এদিকে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকাতেও পাইতেছি—

“কৈলা মুখ্য কুলরাজ দক্ষিণ রাঢ়ের মাঝ চন্দনে তুষিল তিন জনে।

সপ্তঘর মৌলিক সিদ্ধি ছিল রাজার মুগ্ধস্বামী তিনেতে চিহ্নিত কৈল দানে ॥

বল্লালের পূজিত হয়ে ঘোষ বসু মিত্র লয়ে গোড়দেশে ছিল সর্বজন।

রাজার হইল অপবাদ ডোমকন্ডা পরিবাদ গোড় ছাড়ি করিল গমন ॥” (৭৭পৃঃ দ্রষ্টব্য)

উক্ত তালপাতার পুথি ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা এবং ২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ‘প্রজ্ঞাসার’ পুথি  
একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে আত্মপূর্বে দক্ষিণ-রাঢ়বাসী ১০ ঘর মাত্র রাজসম্মানিত  
ছিলেন ও পরস্পরে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। পরে গোড়াধিপ শূরবংশের উত্তর-রাঢ়ে  
অধিষ্ঠানকালে ঐ দশঘরই উত্তর রাঢ়ে ছড়াইয়া পড়েন। বল্লালসেনের কঙ্কগ্রাম হইতে কুল্যাবিধি-  
কালেও তাঁহার উত্তররাঢ়েই বাস করিতেন। পরে বল্লালসেন গোড় বা উত্তর রাঢ় পরিত্যাগ  
করিয়া বিক্রমপুরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবার পরে বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিন জনের ছয়টা  
পুত্র দক্ষিণরাঢ়ে ছয় সমাজে এবং বঙ্গে সাতজন বল্লাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।<sup>৩</sup>

(৫) এই গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণ, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৭) এই গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠা এবং রাজস্বকাণ্ড, ৩৩৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ মধ্যে কায়স্থপ্রধান ২৭ বরের সমাজস্থান এক সময় উত্তররাঢ়ে হইলেও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জিকায় তাহা গৃহীত হয় নাই। এইরূপ প্রয়োজনীয় বহু তথ্যই দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে সেনবংশের আধিপত্য ও পরে চন্দ্রদ্বীপপতি দমুজ-মর্দনদেবের আচ্ছাদনে গোড় রাঢ় হইতে কুলপতি ও কুলাচার্যগণ চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত আদিপরিচয়মূলক কুলগ্রন্থগুলিও গিয়াছিল। এই সকল কুলগ্রন্থগুলি চন্দ্রদ্বীপ বা হিঙ্গলপুরের কুলাচার্য ও স্বর্ণমাত্যগণের গৃহে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা ঐ স্থানের পুথি হইতে ধারাবাহিক কথা লিখিবার জন্য যে অভীতের স্মৃতি বাহির করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিয়াছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুরন্দর খানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাঁহার কুলবিধির বিস্তৃত বিবরণ এবং সপ্তম অধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২৫শ পর্যায়ের একজাই বা সমীকরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজে সাধারণের বিশ্বাস পুরন্দর খানের ১ম একজাই-সভায় তৎকর্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুলপ্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলীন সমাজ ব্যতীত বারেন্দ্র, উত্তররাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ মধ্যে প্রচলিত নাই। কিন্তু আচার্য-চূড়ামণির বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় সংস্কৃত ভাষায় যে বঙ্গজ কুলপ্রথা বর্ণিত হইয়াছে—তন্মধ্যে বঙ্গালী প্রধার প্রায় সম্যক আদর্শ পাইলেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

“কুলীনান্তনুজাং মুখ্যং জ্যেষ্ঠপুত্রায় যজ্ঞতঃ। দেয়া পর্যায়বিধিনা গ্রহণন্তোতি লক্ষণম্ ॥”

অর্থাৎ পর্যায়-বিধি অনুসারে কুলীন কর্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিয়া কুলীন-কথাগ্রহণের নামই গ্রহণ। অবশ্য এই প্রথা এখনো বঙ্গজ সমাজে প্রচলিত নাই। কিন্তু আচার্য চূড়ামণির কারিকা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি যে কথাগত বঙ্গালী কুলপ্রধার সহিত এক সময় বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজেও জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুলপ্রথা চলিত ছিল। বঙ্গজ কায়স্থসমাজস্থ প্রধান ২৭ বরের পূর্ববাস রাঢ়দেশেই ছিল, তাহা এই গ্রন্থে (৮০-৮২ ও ৯১ পৃষ্ঠায়) বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে মনে হয় জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল রাঢ়ীয় সমাজের বিশেষত্ব, বঙ্গাল-সেনের পূর্ক হইতে এ দেশে প্রচলিত ছিল। বঙ্গালের কথাগত কুলপ্রথা রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত এবং রাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজে বঙ্গালী কুলমর্যাদা স্বীকৃত হইলেও দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজ পূর্ক কুলপ্রথা এককালে পরিত্যাগ করেন নাই। মনে হয় পুরন্দর খান সেই প্রাচীন প্রথাই কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজ দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী মনে করিয়াই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে কি পুরন্দরের সময় হইতেই দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে।

৮ম অধ্যায়ে কেবল বসুবংশীয় সমী কুলীন বা একজাই-সভায় সম্মানিত কুলীন-গণের বংশলতা ও অংশনির্ণয়কারিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল এই খণ্ডে বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিন বংশের ছয় সমাজের বংশলতা ও অংশনির্ণয়কারিকা সম্পূর্ণ করব।

(৮) এই গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ ছাড়া নব্য কুলপ্রথা ও নানাসমাজের গোষ্ঠীপতির পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু এই খণ্ডের আকার আর বাড়ান উচিত নহে মনে করিয়া ঘোষ ও মহাবংশের বংশলতা ও অংশনির্ণয়কারিকা মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

স্বর্গগত অনাথনাথ দেবের সাময়িক একজাই-কাগজ-পত্র হইতে জানা যায় ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই-কালেও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ সমাজে ব্রাহ্মণ কুলার্চাৰ্য্য ও কায়স্থ ঘটকের সংখ্যা ৪৫ জন ছিল। কিন্তু অধুনা একজনও কুলার্চাৰ্য্য বা কুলজ ঘটক নাই, আর কেহ কুলপঞ্জিকা রক্ষা করেন না বা বংশপরিচয় লিখিয়া রাখেন না। এ কারণ ৫ম অধ্যায় হইতে ৮ম অধ্যায় পর্য্যন্ত যতদূর পারিয়াছি প্রাচীন কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকাগুলি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরন্দর খানের সময় বা ১৩শ পর্য্যায় হইতে যে সকল বিভিন্ন কুলার্চাৰ্য্য-রচিত সংস্কৃত কারিকা ও বাঙ্গালা কারিকা পাওয়া গিয়াছে এবং এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত কারিকাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশী। বাঙ্গালা কাব্য বা সামাজিক সাহিত্যে বাঙ্গালা কারিকাগুলিও বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য। সংস্কৃত কারিকার ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদনের জন্ত এখানে একটি কারিকা উদ্ধৃত করিতেছি—

“মুখ্যঃ শ্রীচক্রপাণিব'হ্মকুটমণি'ছত্রনাজীরনামা

গৌড়ানাং সার্কভৌমপ্রতিনিধিরভবৎ সৰ্ক্ষকাৰ্য্যাধিকারী।

কিং কাৰ্য্যং তন্ত্ৰ শৌৰ্য্যং সকলগুণযুতে ঘোষবৰ্য্যে মুরারৌ

গৃহ্মণোজ্জলমিত্রং সহজকৃতিবরং মাধবং বাসুদেবং॥”

পুরন্দরখানের অসাধারণ প্রতিপত্তি ও প্রভাবের পরিচয় অনেকে শুনিয়াছেন ; তৎপুত্র মন্নি-প্রবর কেশবছত্রী নামও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক লীলাগ্রন্থসমূহে উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু কেশবপুত্র ছত্রনাজীর চক্রপাণিব'হ্ম নাম হয়ত অনেকে জানেন না। এই চক্রপাণি সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি গৌড়ের সার্কভৌম নৃপতি বা সুলতানের রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) ও সৰ্ক্ষকাৰ্য্যাধিকারী এবং সুলতানের পরই রাজকীয় শাসনবিভাগে সৰ্কশ্রেষ্ঠ অধিকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত কুলকারিকা হইতে সেই অত্যন্ত ইতিহাসের উজ্জল স্মৃতি পাইতেছি। পূর্বে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজের মুখে শুনিয়াছি, “তিনি শত বর্ষ পূর্বে ঘটকবিশারদ সংস্কৃত ভাষায় সমীকরণকারিকা রচনা করেন, পরে বাঁহারা সংস্কৃত কারিকা রচনা করেন, পরবর্তী পর্য্যায়ের অংশ ধরিয়া সেই কারিকা বাড়াইয়া যান।” আমরা সংস্কৃত কারিকাগুলি যে ভাবে যতদূর পাইয়াছি, অবিকল মুদ্রিত করিলাম, কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে সাহসী হই নাই। ৪০ বর্ষ অহুসন্ধানের ফলে কুলপঞ্জিকা এবং সংস্কৃত কারিকা ও বাঙ্গালা কারিকা বা ঢাকুরগুলি যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ভবিষ্য খণ্ডেও মুদ্রিত হইবে। অহুসন্ধানের

কলে বুঝিয়াছি—শত শত কুলগ্রহ কীটপট্ট হইয়া বা গৃহদাহে নষ্ট হইলেও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের মৃত কুলাচার্যগণের গৃহে এখনও শত শত কুলগ্রহ রহিয়াছে এবং যত্নভাবে বহু কুলগ্রহ দিন দিন নষ্ট হইতেছে। অথচ তাঁহাদের বংশধর বা আত্মীয়স্বজনগণ ঐ সকল গ্রহ হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত নহেন। ঐ সকল জাতীয় গ্রহ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সামাজিকগণের একান্ত কর্তব্য।

বাঁহাদের সাহায্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রহ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহলোক পরিভ্রাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নড়াইল হাটবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গগত গোবিন্দচন্দ্র রায়, স্বর্গগত রায় বিনোদবিহারী বসু, পাঁজিয়া-নিবাসী রাজা পার্শ্বনাথের বংশধর স্বর্গগত রমেশচন্দ্র বসু, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আমার গুরুদ্বানীর স্বর্গগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের প্রদত্ত উপকরণ ভিন্ন আমি অনেক বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না। অনেকেই অবগত আছেন, স্বর্গগত রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের উজোগে ‘দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা’ নামক প্রবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বিশাল গ্রন্থের কএক সংখ্যা প্রকাশের পর কেহ কেহ বসু মহাশয়কে প্রকাশিত খণ্ডে অনেক ত্রুটি দেখাইয়া দেন। ভবিষ্যতে বাহাতে ত্রুটি না থাকে এই উদ্দেশ্যে বসু মহাশয় তখনকার প্রধান কুলাচার্য্য দীনবন্ধু ঘটক কুলভূষণ, ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজশিরোমণি, ও বিজয়কৃষ্ণ ঘটকশেখরের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকাগুলি হস্তগত করেন। তদনুসারে কায়স্থকারিকা ছাপাইবার ব্যবস্থা হয়। তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমার হিতৈষী বন্ধু রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় আমার জাতীয় ইতিহাসে ব্যবহারের জন্ত সেই সমস্ত কুলগ্রহ প্রদান করেন। পরমাত্মীয় রমেশচন্দ্রের নিকট পাঁজিয়ার ঘটকরত্ন নন্দরাম মিত্রের পুঁথি প্রাপ্ত হই। বাঁহা উৎসাহে আমি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হই, সেই গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত গুরুদাস রায় মহাশয়ের সংগৃহীত কুলগ্রহগুলি দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের পানসীতে উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিয়া যশোর জেলাস্থ সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটকের গৃহে আমায় পাঠাইয়া দেন। এই সময় আমি রাধামোহন বাচস্পতি, ঘটক সাক্ষভোম, ঘটকরত্ন শঙ্কুবিজ্ঞানিধি, কাশীরাম বসু প্রভৃতির গৃহে তাঁহাদের রচিত ও সংগৃহীত বহু কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকা বা ঢাকুর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এ ছাড়া আমি পাঁজিয়ায় গিয়া ঘটকরত্ন নন্দরাম মিত্রের গৃহ হইতে বহু কুলগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তন্মধ্যে তাঁহার গৃহে রক্ষিত ‘জিজ্ঞাসার’

(৯) স্বর্গগত বসু মহাশয় বহু অথবা ঐ সমস্ত কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিলেও ঐ সকল পুঁথি ও মুদ্রিত কায়স্থকারিকা মিলাইয়া বুঝিবে যে কায়স্থকারিকা মুদ্রণকালে কেবল ঈশানচন্দ্র ঘটক রাজশিরোমণির পুঁথি ছাপা হইয়াছে। অপর নানা পুঁথি মিলান হয় নাই, এ কারণ কায়স্থকারিকায় অনেকের বংশ ও অংশ ছাড় হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নানাস্থানের পুঁথি মিলাইয়া কায়স্থকারিকার ভ্রম ও অভাবগুলি পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার প্রিয়পুত্র শ্রীমান বিষ্ণুনাথ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

পুথিখানি পাইয়াছি। যশোর-খুলনার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও কতকগুলি প্রাচীন কুলপঞ্জী পাঠাইয়াছিলেন। মিক্সিমিল গ্রাম হইতেও অতিপ্রাচীন কতকগুলি কুলকারিকা পাইয়াছি। রাজা রাজকৃষ্ণদেব বাহাদুর, ও সার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের একজাই বিবরণ যাহা রাজা বাহাদুর নিজে ছাপাইয়া তাঁহার একজাই সভায় পিতরণ করেন এবং রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর নিজে রচনা করিয়া যে নব্য কুলপ্রদীপ প্রকাশ করেন, তাহা রাজা রাধাকান্তের উপযুক্ত দৌহিত্র স্বর্গগত আনন্দকৃষ্ণ বহু মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন। এ ছাড়া বর্তমান গ্রন্থে অপরাপর যে সকল ব্যক্তির নিকট উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই খণ্ড মুদ্রণকালে আমার স্থায়ী রোগের উপর দুইবার প্রবল জ্বরে ও কঠিন উপসর্গে আমাকে বৃত্ত্যমুখে ফেলিবার উপক্রম হইয়াছিল। আমি এই গ্রন্থ যে প্রকাশ করিতে পারিব সে আশা ছিল না; বিশেষতঃ আমাকে দারুণ অভাবের মধ্যে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকাণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে বারেন্দ্র ও উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থকাণ্ড প্রকাশকালে বারেন্দ্র ও উত্তররাষ্ট্রীয় সমাজের ধনী দরিদ্র অনেকেই স্ব স্ব সমাজের ইতিহাস মুদ্রণের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন, প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বংশই যথাসাধ্য অর্থসাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজ হইতে এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় বলিয়া এখনও কোনরূপ অর্থসাহায্য পাই নাই। অনেকে আমার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনে করেন যে এক্ষণ পীড়িত ব্যক্তি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কিরূপে সমাধা করিবে? বাস্তবিক আমার গৃহের বাহির হইবার শক্তি নাই। দুই একবার বাড়ীর বাহির হইয়া তাহার অবশুস্তাবী পরিণাম সহ করিয়াছি, এমন কি তজ্জন্ত হৃদরোগবৃদ্ধির সহিত আমাকে কিছুকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে মা আত্মাশক্তির রূপায় তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি শয্যায় বসিয়া নিজ সমাজের ইতিহাস লিখিবার শক্তি পাইতেছি।

বারেন্দ্র ও উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজের তুলনায় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজ চতুর্গুণেরও বেশী বড় হইবে। তাই এই বৃহৎ সমাজের কুলগ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। বহু চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে সেই সকল অমূল্যগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই ব্যয় বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। তাই আমার স্বজাতীয় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজকে নিবেদন করিতেছি যদি তাহারা লুপ্তপ্রায় সামাজিক অমূল্য গ্রন্থগুলি রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সুবিধা ও সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া য য কর্তব্য পালন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কুটীর  
৮নং বিশ্বকোষ লেন,  
বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদক  
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু  
ভাদ্র-পূর্ণিমা, ১৩৪০

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>প্রথম অধ্যায়</b>		<b>দ্বিতীয় অধ্যায়</b>	
গোড়ের আদি কায়স্থ সমাজ	১-১৮	বিভিন্ন ধর্মপ্রভাব ও প্রাচীন কুলস্থান :	
খৃষ্টীয় ৫ম শতকে গোড়ীয় কায়স্থ	১		৩৪-৫০
গোড়বঙ্গই সর্বপ্রাচীন কায়স্থকেন্দ্র	৩	২য় আদিশূর ( জয়ন্ত )	৩৮
আদি কায়স্থ-সমাজে অবৈদিক ধর্মপ্রভাব	৩	রাঢ়ে বৌদ্ধপ্রভাব ও কায়স্থ আচার্য	৩৯✓
গোড়কায়স্থের সংখ্যাধিক্যের কারণ	৬	সিংহপুর ও সিংহেশ্বর	৪০
শ্রীবাস্তব-বংশের আদিস্থান	৬	বিক্রমপুর	৪৩
শ্রীবাস্তব বা বহুবংশ	১১	<b>চতুর্থ অধ্যায়</b>	
স্বর্ধ্যধ্বজ বা ঘোষবংশ	১১	অপ্রাচীন কুলগ্রন্থ-সমালোচনা	৫১-৬৭
শকসেন বা দত্তবংশ	১১	উদ্ধৃত ঘটককারিকা সম্বন্ধে মন্তব্য	৬২
শ্রীকরণ মিত্র, সিংহ, নাগ ও দাসবংশ	১২	বঙ্গজ ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থ	৬৪✓
মহারাজাধিরাজ বৈষ্ণবগুপ্তের তাম্রশাসন	১৪	<b>পঞ্চম অধ্যায়</b>	
করণকায়স্থ দত্ত ও নাথবংশ	১৫	বল্লালী কুলপ্রথা	৬৮
করণরাজ লোকনাথের তাম্রশাসন	১৬	দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলবিধি	৭৫
গোড়কায়স্থবংশ	১৭	রাজা বল্লালসেনের প্রথম কুলস্থান	৮১
<b>দ্বিতীয় অধ্যায়</b>		রাঢ়ের প্রাচীন অষ্ট কুলস্থান ও	
রাঢ়ের আদি কায়স্থ-সমাজ	১৮-৩৪	সেই সেই কুলস্থানবাসী	
মহারাজ জয়নাগ ও তাঁহার তাম্রশাসন	১৮	২৭ শরের পদবী ও গোত্র	৮১,৮৫,৯১✓
নাগবংশের কুলপরিচয়	২০	সেনরাজধানী কঙ্কগ্রাম ও তাহার অবস্থান	৮৩
'জিহ্বাসা' বর্ণিত ১০শরের পরিচয়	২১	বল্লালী কুলবিধির কাল	৮৮
১ম আদিশূর ( ভাস্করবর্মা )	২৩-৩৭	বল্লালী কুলীন ও তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের	
রাঢ় ও বঙ্গে চন্দ্রবংশ	২৪	নাম	৮৮-৯০
রাঢ়ে চন্দ্রবংশ	২৭	প্রাচীন বঙ্গ-কারিকা-বর্ণিত	
রাঢ় ও বঙ্গের কায়স্থপদ্ধতি	২৮	রাঢ়ীয় ২৭ শরের গোত্র ও কুলস্থান	৯১
কায়স্থের বিভিন্ন গোত্র	২৯	কুলপ্রদীপ মতে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজস্থান	৯২
কায়স্থপনবীধারী প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও		দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধমৌলিক ও কষ্টমৌলিক	৯৩
তাঁহাদের বিভিন্ন গোত্র	৩১	রাজা দত্তজয়দেবের কুলবিধি	৯৪



বিষয়

পৃষ্ঠা

বিষয়

পৃষ্ঠা

## ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরন্দর খান ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-

বড়িশা-সমাজ—মিত্রবংশ, ১ম হইতে ১৩শ ১২১

টেকা-সমাজ—মিত্রবংশ ৯ম হইতে ১৩শ ১২১ক

সমাজ ৯৯

## সপ্তম অধ্যায়

পুরন্দর খানের কুলবিধি ১০৭, ১০৮, ১১২

মুখ্যকুলের কার্য ১০৭ ১০৯, ১১২

কনিষ্ঠ কুলের কার্য ১০৭, ১০৯, ১১৩

ছভায়া " ১০৭, ১১০, ১১৩

মধ্যাংশ " ১১০, ১১৩

তেওজ " ১০৮, ১১০

বাড়ি তেওজের কার্য ১১১, ১১৩

মুখ্যের তৃতীয় পুত্রের কার্য ১১৩

মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রের কার্য ১০৮, ১১১, ১১৪

তেওজ-দ্বিতীয়-পুত্রের কার্য ১০৮, ১১১, ১১৪

দত্তাদির কার্য ১১২, ১১৪

কনিষ্ঠ-২য় পুত্রের কার্য ১০৮, ১১৩

ছভায়া-২য় পুত্রের কার্য ১০৮, ১১৪

বংশজের নিয়ম ১১৪

সিদ্ধ মৌলিকের কার্য ১০৮, ১১৪

প্রামাণিকের কার্য ১১৪

মৌলিকের কার্য ১১৫

কনিষ্ঠাদি অষ্টকুলের গ্রহণ ১১৫

গোষ্ঠীপতির লক্ষণ ১১৫

মৌলিকের পশ্চাদ্ধোম ১১৫

মৌলিকান্ত বিবরণ ১১৫

, মাহীনগর-সমাজ—বসুবংশ

৫ম হইতে ১৩শ পর্যায় ১১৬-১১৭

, বাগাণ্ডা-সমাজ—বসুবংশ

৫ম হইতে ১৩শ পর্যায় ১১৮, ১১৮ক

আকনা-সমাজ—ঘোষবংশ

৬ষ্ঠ হইতে ১৩শ পর্যায় ১১৯-১১৯ক

বালী-সমাজ—ঘোষবংশ

৬ষ্ঠ হইতে ১৩শ পর্যায় ১২০, ১২০ক

সমীকরণ বা একজাই ১২২-১৭৪

১৩শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ১২৩

১৪শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ১২৪

১৪শ পর্যায় মুখ্যের একজাই ১২৫

১৪শ প কনিষ্ঠের " ১২৫

১৪শ প ছভায়ার " ১২৬

১৪শ প তেওজের " ১২৬

১৫শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ১২৬

১৫শ প মুখ্যের একজাই ১২৭

১৫শ প কনিষ্ঠের একজাই ১২৭

১৫শ প তেওজের একজাই ১২৮

১৬শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ১২৮

১৬শ প মুখ্যের একজাই ১২৯

১৬শ প কনিষ্ঠের " ১২৯

১৬শ প ছভায়ার " ১৩০

১৬শ প তেওজের " ১৩০

১৭শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ১৩০

১৭শ প মুখ্যের একজাই ১৩১

১৭শ প কনিষ্ঠের " ১৩১

১৭শ প ছভায়ার " ১৩১

১৭শ প তেওজের " ১৩২

১৭শ প মধ্যাংশের একজাই ১৩২

১৮শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ১৩২

১৮শ প মুখ্যের একজাই ১৩৩

১৮শ প কনিষ্ঠের " ১৩৩

১৮শ প ছভায়ার " ১৩৩

১৮শ প মধ্যাংশের " ১৩৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৮শ প ভেড়জের একজাই	১৩৭	মাহীনগর-সমাজ—বহুঃবংশ	১৭৪-২৭১
১৯শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৩৪	১। প্রকৃতরাজ বিখনাথ বহুর বংশলতা	১৭৬
১৯শ প মুখ্যের একজাই	১৩৪	বিখনাথ বহু ও তৎবংশধরগণের অংশ	
১৯শ প কনিষ্ঠের ”	১৩৫	বা আদান প্রদানের পারিচয়-কারিকা	১৭৯
১৯শ পর্যায় হত্যার ”	১৩৬	২। সহজ মুখ্য ও নবরজা শ্রীমান্	
২০শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৩৬	বহুর বংশলতা	১৮৪-১৯৩
২০শ প মুখ্যের একজাই	১৩৮	শ্রীমান্ ও তৎবংশধরগণের অংশ-কারিকা	
২০শ প কনিষ্ঠের ”	১৩৯		১৯৪-২০৪
২০শ প হত্যার ”	১৪০	৩। সহজমুখ্য গোবিন্দ গন্ধর্ব খানের	
২১শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৪০	বংশলতা	২০৫-২১১
২১শ প মুখ্যের একজাই	১৪১	গোবিন্দ গন্ধর্ব খান্ ও তৎবংশের	
২২শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৪৩	অংশ-কারিকা	২১২-২১৭
২২শ প মুখ্যের একজাই-তালিকা	১৪৩-৪৬	৪। বাড় সহজ মুখ্য গোপীনাথ পুরন্দরখানের	
২২শ প কনিষ্ঠের একজাই-তালিকা	১৫৩	বংশলতা	২১৮-২২৬
২২শ প হত্যার একজাই-তালিকা	১৫৩	গোপীনাথ পুরন্দরখান্ ও তৎবংশের	
২৩শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৪৬	অংশ-কারিকা	২২৭-২৩৯
২৩শ প মুখ্যের একজাই	১৪৮	৫। বাড় কোমলমুখ্য সুল্লবর খানের	
২৪শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৫৪	বংশলতা	২৩৯-২৪৪
২৪শ প মুখ্যের একজাই-কারিকা	১৫২	সুল্লবর খান্ ও তৎবংশের	
২৪শ প মুখ্যকুলের (ছাতুবাবুর)		অংশ-কারিকা	২৪৫-২৪৯
একজাই	১৬২	৬। সহজমুখ্য উগ্রকর্ত বহুর	
২৪শ প জিবিধ মুখ্যের (রাজা রাধাকান্ত		বংশলতা	২৫১-২৫৩
বাহাদুরের) একজাই-তালিকা	১৬৪	উগ্রকর্ত ও তৎবংশের অংশ-কারিকা	
২৪শ প কনিষ্ঠের একজাই-তালিকা	১৬৭		২৫৪-২৫৭
২৪শ প হত্যার একজাই-তালিকা	১৬৯	৭। ছাত্তা পুরন্দর বহুর বংশলতা	২৫৮
২৫শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই	১৬৯	ঐ পুরন্দর বহু ও তৎবংশের	
২৫শ প মুখ্যকুলের একজাই-তালিকা	১৭০	অংশ-কারিকা	২৫৮
২৫শ প কনিষ্ঠের একজাই-তালিকা	১৭৩	৮। বাড় কনিষ্ঠ ভরত বহুর বংশলতা	২৫৮
		ঐ ভরত বহু ও তৎবংশের	
অষ্টম অধ্যায়		অংশ-কারিকা	২৫৮
সমীকুলীনগণের বংশলতা ও অংশ		৯। কনিষ্ঠ লোকনাথ বহুর বংশ	২৫৯
বা কুলকার্যের বিবরণ ১৭৪—৩০১		১০। ছাত্তা মার্কণ্ডেয় বহুর বংশলতা	২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ছডায়া মার্কণ্ডেয় বসু ও		তেওজ অর্ক বসু ও তত্ত্বশেখর	
তত্ত্বশেখর অংশ-কারিকা	২৫৯	অংশ-কারিকা	২৬৯
১১। ছডায়া পৃথীধর বসুর বংশ	২৬০	২২। তেওজ কামেশ্বর বসুর বংশ	২৭০
ঐ পৃথীধর ও তত্ত্বশেখর		ঐ কামেশ্বর ও তত্ত্বশেখর	
অংশ-কারিকা	২৬০	অংশকারিকা	২৭০
১২। কনিষ্ঠ কোণার্কবসুর বংশলতা	২৬২	২৩। তেওজ পুরন্দর বসুর বংশলতা	২৭০
ঐ কোণার্ক ও তত্ত্বশেখর		ঐ পুরন্দর ও তত্ত্বশেখর	
অংশ-কারিকা	২৬২	অংশকারিকা	২৭০
১৩। কনিষ্ঠ দৈত্যারি বসুবংশ	২৬২	২৪। তেওজ বিশ্বনাথ বসুর বংশ	২৭০
ঐ দৈত্যারি ও তত্ত্বশেখর অংশ-		ঐ বিশ্বনাথ ও তত্ত্বশেখর	
কারিকা	২৬২	অংশ-কারিকা	২৭১
১৪। মধ্যাংশ গোবিন্দ বসুর বংশলতা	২৬২	২৫। তেওজ পৃথীধর বসুর বংশ	২৭০
ঐ গোবিন্দ ও তত্ত্বশেখর		ঐ পৃথীধরের অংশ-কারিকা	২৭১
অংশ-কারিকা	২৬৩	বাগাণ্ডা-সমাজ—বসুবংশ	২৭২-৩০০
১৫। মধ্যাংশ বল্লাল বসুর বংশ	২৬৪	২। প্রকৃত মুখা শ্রীবর বসুর	
ঐ বল্লাল ও তত্ত্বশেখর অংশ-কারিকা	২৬৪	বংশলতা	২৭২-২৮০
১৬। মধ্যাংশ শ্রীনিবাস বর বংশ	২৬৪	ঐ শ্রীবর বসু ও তত্ত্বশেখর	
ঐ শ্রীনিবাস ও তত্ত্বশেখর		অংশনির্ণয়	২৮১-২৯৪
অংশ-কারিকা	২৬৫	২। কোমল মুখা কুণ্ডেরসুত শঙ্কুবসুর	
১৭। মধ্যাংশ পুণ্ডরীকাক বসুবংশ	২৬৫	বংশলতা	২৯৫
ঐ পুণ্ডরীকাক ও তত্ত্বশেখর		ঐ শঙ্কুবসু ও তত্ত্বশেখর অংশনির্ণয়	২৯৬
অংশ-কারিকা	২৬৫	৩। ঐ কুণ্ডেরসুত কুণ্ডেরবংশ ও অংশনির্ণয়	২৯৭
১৮। মধ্যাংশ জটধর বসুর বংশলতা	২৬৬	৪। ঐ কুণ্ডেরসুত শঙ্কর বসুর বংশ ও অংশ	২৯৮
ঐ জটধর ও তত্ত্বশেখর অংশ-কারিকা	২৬৬	৫। মধ্যাংশ সর্কাসিষ্ বংশজ শ্রীমান্ বসুর	
১৯। মধ্যাংশ মালাধর বসুর বংশ	২৬৭	বংশলতা	২৯৮
ঐ মালাধর ও তত্ত্বশেখর		ঐ শ্রীমান্ বসু ও তত্ত্বশেখর অংশনির্ণয়	২৯৯
অংশ-কারিকা	২৬৭	৬। সুদর্শন বংশজ বাড়ি তেওজ মালাধর বসুর	
২০। তেওজ বিশ্বম্ভর বসুর বংশলতা	২৬৮	বংশলতা	২৯৯
ঐ বিশ্বম্ভর ও তত্ত্বশেখর		ঐ মালাধর বসু ও তত্ত্বশেখর	
অংশ-কারিকা	২৬৮	অংশনির্ণয়	৩০০
২১। তেওজ অর্ক বসুর বংশ	২৬৯	৭। তেওজ চতুর্ভূজ বসুর বংশ ও অংশনির্ণয়	৩০০
		৮। তেওজ ভৈরব বসুর বংশ ও অংশনির্ণয়	৩০০
		ক ও খ পরিশিষ্ট বসুবংশ	৩০১
		ক্রম সংশোধন	৩০১-৩০৪

# বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

## দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকাণ্ড

### প্রথম অধ্যায়

#### গৌড়ের আদি কায়স্থ-সমাজ

এদেশের অনেকের বিশ্বাস,—গৌড়দেশে যে সকল অভিজাত কায়স্থবংশ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বীজপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছেন। আমাদেরও বহুকাল এই বিশ্বাস ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষগণের পূর্ববাস পশ্চিম প্রদেশই মনে করিতাম। এমন কি ‘অঙ্গ’ ‘বঙ্গ’ নাম করিলেই প্রচলিত মনুসংহিতা-বর্ণিত ‘পুনঃসংস্কারযোগ্য’ স্থান মনে হইত, কিন্তু পুরাতত্ত্ব উদ্ধার এবং নব নব শিলালেখ ও তাত্ত্বশাসন আবিষ্কারের ফলে আমাদের পূর্বের বিশ্বাস ক্রমেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে মনে করিতাম, মহারাজ আদিশূরের সময় হইতেই গৌড়ে বাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু এখন প্রত্নতত্ত্বের নূতন আলোকে দেখিতেছি, আদিশূরের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে এমন কি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে গৌড়দেশের নানা স্থানে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্য লক্ষ্য রাধিবার বা রাজকীয় ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্ত বহু উচ্চপদে কায়স্থ কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ডে দেখাইয়াছি—গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত ও ভাস্করগুপ্তের শাসনাধিকারকালে ৪৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই সেই গুপ্তসম্রাট্গণের অধীনে মিত্র, দত্ত, দাস, নন্দী, পাল ও ভদ্র উপাধিধারী রাজপুরুষগণ কোটিবর্ষ বা উত্তর বারেন্দ্র (বর্তমান দিনাজপুরের অধিকাংশ) শাসন করিতেন।<sup>১</sup> ইহারই অব্যবহিত পরে মহারাজ ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেবের সময়ে বারকমণ্ডল বা সমুদ্রতরঙ্গ-বিধৌত নিম্ন গৌড়ে দত্ত, মিত্র,

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (বারেন্দ্র কায়স্থ-বিবরণ) কায়স্থকাণ্ডের ২৫৫শ, ২৬—২৮, ৩১ পৃষ্ঠা  
জটব্য।

ঘোষ, সেন, কুণ্ড, নাগ, পালিত, চন্দ্র, ভোগ ও ভূতি উপাধিধারী কায়স্থ-রাজপুরুষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।<sup>২</sup> আবার প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভাস্করবর্ষ কর্তৃক কর্ণমূৰ্ণ জয়ন্তকাবার হইতে প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ষার সময় হইতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম শতকে বসু, ঘোষ, দত্ত, সোম, পালিত, পাল, কুণ্ড, ভূতি, দাম প্রভৃতি উপাধিধারী রাজামুগ্ধীত বহু ব্যক্তি চন্দ্রপুরী বিষয়ে রাজলক্ষ শাসন-ভূভাগে বাস করিতেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর তাম্রশাসনে ত্রিপুরা জেলাতেও ঐরূপ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়।<sup>৩</sup>

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রায় দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত ব্যক্তিগণ গোড়দেশে বাস করিতেন।<sup>৪</sup> গোড়বঙ্গের বাহিরে যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও রাজপুতানায় নানা শ্রেণীর কায়স্থের বাস আছে এবং কায়স্থের গৌরবোত্তম বহু শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলেও উপরোক্ত অধিকাংশ পদ্ধতি গোড়বঙ্গের কায়স্থসমাজ ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। এই সকল পদ্ধতিই গোড়বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কায়স্থ রাজকর্মচারীর বিশেষত্ব।

উপরিবর্ণিত অধিকাংশ বংশপদ্ধতিই গোড়বঙ্গের বাহিরে কায়স্থ-সমাজে এখন প্রচলিত ছিল না বা অধুনা প্রচলিত নাই, তখন কি বলিতে পারি না—ঐ সকল পদ্ধতি বাঙ্গালী কায়স্থের নিজস্ব। পরে বাঙ্গালার বাহিরে দূরদেশেও কায়স্থ মধ্যে যে দুই একটি অমুরূপ উপাধির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—সে সকল কি গোড়বাসী সঙ্গে লইয়া যায় নাই?

ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি বাঙ্গলায় যত কায়স্থের বাস ভারতের অপর কোন প্রদেশে তাহার অর্ধ সংখ্যকেরও বাস নাই। অপর প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলায় সর্বাধিক বেশী সংখ্যক কায়স্থের বাস হইবার কারণ কি?

আমাদের মনে হয় বহু পূর্বকাল হইতেই গোড়বঙ্গ ভারতীয় কায়স্থসমাজের প্রধান কেন্দ্র

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের ১মংশ, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) *Epigraphia Indica*, vol. xv, pp. 301 ff.

(৪) গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এবং শ্রীমাল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঐ সকল উপাধি লক্ষিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলেখ হইতে নাগর ব্রাহ্মণদিগের ঐরূপ উপাধির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (*Ind. Ant.*, 1911, p. 31) সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর তাম্রলেখ হইতে উড়িষ্যা ও কান্যকুব্জ হইতেও ঐরূপ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (*Ep. Ind.*, vol. xv, pp 1 ff & 179). উৎকল ও সম্বলপুর হইতে এককটি তাম্রশাসনে ঐরূপ উপাধিযুক্ত কায়স্থ রাজপুরুষের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহারা গোড়ানগর কাষস্থ সন্তান বলিয়া পরিচিত। (*Ep. Ind.*, vol. III, p. 835, vol VIII. p. 143, vol, XI; and B. C Mazumdar's Sonpur, p. 115).

ছিল। সাড়ে তিন শত বর্ষেরও কিছু পূর্বে দিল্লীস্থর অকবরের সভাসদ ও ঐতিহাসিক আবুলফজল লিখিয়াছেন—গৌড়বঙ্গ উনিশ শত বর্ষের অধিককাল কায়স্থ-শাসিত ছিল। আবুলফজলের কথা এককালে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই সেদিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন—খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতেই সমগ্র গৌড়বঙ্গের শাসনভূভাগ কায়স্থজাতির একচেটিয়া ছিল, কায়স্থের অমুমোদন ভিন্ন বিন্দুমাত্র জমি কাহারও দখল করিবার সুবিধা ছিল না। সুতরাং সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্বে আবুলফজল যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—নবাবিস্বত ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এরূপ সুদীর্ঘকাল কায়স্থশাসন গৌড়বঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও শুনা যায় নাই।

অতি পূর্বকাল হইতেই গৌড়বঙ্গে বৈদিক আৰ্য্য ও আর্য্যোত্তর জাতির সংমিশ্রণে মিলনস্থানে অনেক সুপ্রাচীন তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, নানা প্রাচীন পুরাণে ও মহাভারতে সেই সকল প্রাচীন তীর্থের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কৌশিকী, কোকামুখ ও বরাহতীর্থের প্রসঙ্গ খৃষ্টীয় ৫ম শতকের তাম্রলেখ মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে। এই সকল তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্রে বাসের আশায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এখানে অনেক সুসভ্য জাতির আগমন হইয়াছিল। সেই সকল অধিবাসীর মধ্যে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করিবার জন্ত ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এবং ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ দেখা দিয়াছিলেন। এই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জাতি ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাত্ত্বতমত-বিরোধী ভিক্ষুধর্ম অঙ্গবঙ্গে প্রচার করিয়াছিলেন। এই অরিষ্টনেমির নামানুসারেই এখানে সেই অতি প্রাচীনকালে ‘অরিষ্টপুর’ নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে সেই প্রাচীনকালে এখানকার নৃপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রভৃতি স্থানীয় জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণ বা সাত্ত্বতমতের বিরোধী হইয়াছিলেন। তৎপরে খৃষ্টাব্দের ৮০০ বর্ষ পূর্বে পার্শ্বনাথ স্বামী পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে বৈদিক কর্মকাণ্ড-বিরোধী চাতুর্ধাম ধর্ম প্রচার করেন। বলিতে কি সেই দূর অতীতকালে রাঢ়, বরেন্দ্র ও সাগরচুম্বিত গৌড়মণ্ডল মধ্যেও পার্শ্বনাথের প্রভাবে অনেকে জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার প্রায় সাক্ষি ৩ই শত বর্ষ পরে ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী ও জ্ঞানাবতার শাক্যবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণের

(৫) পাণিনির ‘অরিষ্টগৌড়পুরে চ।’ এই সূত্রানুসারে বেশ জানা যায় যে পাণিনিরও বহু পূর্বে প্রাচ্য ভারতে ‘অরিষ্টপুর’ ও ‘গৌড়পুর’ স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রভাবে গোড়বঙ্গের নানাস্থানে বেদবিরোধী জৈন বা বৌদ্ধমতে জনসাধারণে অমুরক্ত হইয়াছিল।

আমাদের মনে হয় ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথস্বামীর সময়ে প্রায় দুই হাজার সাতশত বর্ষ পূর্বে হইতেই এখানে কায়স্থ সংস্রব ঘটয়াছিল। অতঃপর ক্রমশঃই তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন এবং অনেকে অবৈদিক যাতুর্ধাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। জৈনদিগের কল্প-সূত্র-বিবরণ পাঠে জানা যায় এক্রূপ কোন কায়স্থের গৃহে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী পারণ করিয়াছিলেন। যিনি বেদবিরুদ্ধ অহিংসা ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই বৈদিক কর্ম্মানুগীর গৃহে আহার করিতেন না : বিশেষতঃ যে কায়স্থের ঘরে মহাবীর স্বামী পারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহার ভক্ত ও মতানুবর্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্ততঃ দেখাইয়াছি—মহাবীরস্বামীর মোক্ষলাভের পর তাঁহার শিষ্যপরম্পরা প্রাচ্য ভারতে জৈন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে নন্দ-রাজমন্ত্রী জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। নন্দরাজমন্ত্রী শকটালের পুত্র জৈনাচার্য্য স্থলভদ্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈন-দিগের শেষ শ্রুতকেবলী সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুরও ঐ সময়ে অভ্যুদয়। এই ভদ্রবাহুর শিষ্য কান্তপ গোত্রীয় গোদাস হইতে তাম্রলিপিকা, কোটীবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়ী ও দাসী কর্ম্ম-টীয়া এই চারিশাখার উৎপত্তি হইয়াছিল।\* ইহাতে মনে হয় সমস্ত গোড়বঙ্গেই জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তন্মধ্যে বহু কায়স্থ ছিলেন। বগুড়া জেলার পাঁহাড়পুর হইতে অষ্টম শতাব্দীর জৈন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্রগুপ্ত অন্তিম কালে ভদ্রবাহুর শিষ্য হইয়া জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, সম্রাট অশোকও প্রথমে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন, শেষে তিনি বুদ্ধদেবের মতানুসরণ করিয়া তাঁহার সাত্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মরাজিকা স্থাপন ও অনুশাসন লিপি প্রচার করেন।

আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বেও এখানে সম্রাস্ত কায়স্থের বাস ছিল, তাঁহারাই গোড় কায়স্থ। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৫৭৭ বর্ষ পূর্বে জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী সিদ্ধিলাভ করিয়া এক্রূপ কায়স্থের ঘরে আসিয়া পারণ করেন। মনে হয় তখন বা তৎপূর্বে হইতেই এখানকার কায়স্থগণ অবৈদিক জৈন-মতানুগী ছিলেন। নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশের সময়েও জৈন প্রভাবের পরিচয় পাই। মৌর্য্যসম্রাট অশোক এক সময়ে জৈনপ্রিয় ও পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মানুগী হইয়াছিলেন। পূর্বে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্রাহ্মণসমাজের বিচার অপর করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিবার অপর কাহারও অধিকার ছিল না! কিন্তু সম্রাট অশোক সকল বর্ণকে সমভাবে দেখিবার জন্ত ব্যবহারসমতা ও দণ্ডসমতা ঘোষণা করেন। তাঁহার ধর্ম্মলিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার অভিষেকে ২৬ বর্ষে তিনি রাজ্য বা কায়স্থগণের উপর সম্পূর্ণ শাসনকর্তৃত্ব

অর্পণ করিয়াছিলেন। অশোকের স্তম্ভলিপিতে স্পষ্ট বোঝিত হইয়াছে, “যেমন কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ধাত্তীর হস্তে শিশুকে স্তম্ভ করিয়া শাস্তি বোধ করে এবং মনে মনে বলিয়া থাকে, ধাত্তী আমার শিশুটিকে ভাল করিয়াই রাখিবে, আমিও সেইরূপ জ্ঞানপদগণের মঙ্গল ও সুখের জন্ত রাজ্যকে দিয়া কার্য্য করিতেছি। আমি পুরস্কার ও দণ্ডবিধানে রাজ্যকগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি। তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যে সমতা দেখাইবেন, দণ্ডবিধানেও সমতা দেখাইবেন।”<sup>১</sup>

বলা বাহুল্য সম্রাট অশোকের আধিপত্যকালে সৌরাষ্ট্রে এবং প্রাচ্য ভারতে রাজ্যকগণ বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। প্রাচ্যভারতের রাজ্যকগণেরই আত্মীয় স্বজন ও বংশধরেরাই বাসস্থান অনুসারে গৌড়কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কেবল শাসনবিভাগে বলিয়া নহে, অশোকের ধর্ম্মাধিকরণেও রাজ্যকগণ ‘ধর্ম্মমহামাত্র’ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমাত্য পদ পূর্বে কেবল উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণই ভোগ করিতেন। নন্দবংশ ও মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধিকারে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইলেও সেই সকল সম্রাটগণের সময়ও উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সম্রাট অশোক রাজ্যক বা কায়স্থগণকে কেবল শাসনকর্ত্ত্বক নহে, ধর্ম্মাধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ‘ধর্ম্মমহামাত্র’ পদে প্রতিষ্ঠিত করায় সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের বোরতর বিদ্বেষ ও আপত্তির কারণ হইয়াছিল। এই দায়িত্বপূর্ণ মহোচ্চ পদের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত রাজ্যককে সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছিল। এই কারণেই তাঁহারা বংশপরম্পরায় সকল উচ্চ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই গৌড় কায়স্থ মধ্যে পরবর্ত্তী কালে বহু ধর্ম্মাচার্য্য ও বহু অসাধারণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে তাঁহারা গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত বিভিন্ন হিন্দু রাজসভায় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে কালঞ্জর ও চেদি রাজসভায় খৃষ্টীয় ১০ম ও ১২ শতকে সম্মানিত গৌড় কায়স্থ ‘গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রণাবিসয়ে অগ্রণী ও অসমশাস্ত্রাভিজ্ঞ’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।<sup>২</sup>

প্রাচীন কাল হইতে গৌড়বাসী বা গৌড়গত বিভিন্ন দেশবাসী কায়স্থের যে বিত্তবত্তা ও রাজকশম্ভুকুলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মমহামাত্রগণের বংশপরম্পরালব্ধ প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কারের অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য।

গৌড় কায়স্থগণ নানাদেশের রাজসভায় অনেক উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং মহাবীর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতি লাভ কবেন।

( ১ ) Epigraphia Indica, Vol, II, p. 252-253, রাজন্যাকাণ্ড ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

( ২ ) Vincent Smith's Asoka, ( 2nd Ed )

( ৩ ) “গুরুপ্রসিদ্ধিমন্ত্রণী কায়স্থোঃসমশাস্ত্রসারহমতিঃ শ্রীমান্ স গৌড়ায়ৈ।”



পূর্বেই লিখিয়াছি রাজ্যে ধর্মমহামাত্রগণ ব্রাহ্মণগণের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন, তজ্জন্তই ব্রাহ্মণগণ ধর্মমহামাত্র-শাসিত জনপদ ব্রাহ্মণগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত করিয়া ছিলেন, তাই পরে শুদ্ধ বা কাশ্যয়ন ব্রাহ্মণপ্রভাব-কালে সঙ্কলিত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় পাইতেছি—

“অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥”

অর্থাৎ ‘অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রা ব্যতীত যে ব্রাহ্মণ গমন করিবে, তাহাকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।’ বলা বাহুল্য এই স্মৃতিশাসন দ্বারা পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণসমাজ প্রাচ্য সমাজকে ‘বয়কট’ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এখানে কিছুকাল বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করা সুবিধাজনক মনে করেন। গৌড় কায়স্থের সংখ্যাধিক্যের কারণ নাই। অপর পক্ষে সম্রাট অশোকের দক্ষিণহস্ত ধর্মমহামাত্র পদে অধিষ্ঠিত রাজ্যগণের সম্পর্কিত কায়স্থগণ দলে দলে আসিয়া প্রাচ্যভারতে উপনিবেশ ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে শককর্তৃপক্ষের সময়েও বহু কায়স্থ আসিয়া মিলিত হন। তাহারই ফলে এখানে কায়স্থজাতির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল।

এখন ভারতের নানাস্থানে যে নানা শ্রেণীর কায়স্থের বাস দেখিতেছি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এক সময়ে এই গৌড়দেশেই বাস ছিল, গৌড়ই তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের জন্মভূমি এবং এখান হইতেই তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ দূর পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষত্রিয়রাজসভায় আহূত ও সম্মানিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সুপ্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দ্বাদশ শাখার চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ মধ্যে ত্রীবাস্তব বংশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন, তাহা হইতেই ত্রীবাস্তব নাম হইয়াছে। কাহারও মতে শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশধরগণ ‘ত্রীবাস্তব’ নামে পরিচিত হন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতকের কুটিলাক্ষরে উৎকীর্ণ অজয়গড়ের শৈললিপিতে এক ত্রীবাস্তব বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে—

‘কায়স্থগণের বাস দ্বারা পবিত্র সমৃদ্ধিশালী ছত্রিশটা পুর ছিল, তন্মধ্যে টকারিকা নামী পুরীই সর্বশ্রেষ্ঠা, পণ্ডিতগণের সম্ভ্রাতা ও স্পৃহণীয়া ছিল। সর্বলোকের উপকারক, সংপাত্র-

বৃত্ত, দ্বিজগণের আশ্রয় স্বরূপ কল্লাস্তকাল পর্যন্ত যে বিত্তমান ত্রীবাস্তব বংশের আদিস্থান থাকিবে আশায় স্বয়ং বাস্তবই সেই পুরীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। বেদনির্বোধ-নির্নাদিত সেই টকারিকা পুরীতেই বাস্তববংশীয় কায়স্থগণ বাস করিতেন। যে বংশ বিশেষ বিশেষ কীর্তিদ্বারা হংসধবলৌকিত সমস্ত ভুবন দ্বিগুণল পূর্ণ হইয়া-

ছিল, চতুর্দশ বিত্তা ও সকল কলা জন্ম হইতেই যাহাদিগকে অদ্বিতীয় প্রিয়তম রূপে বরণ করিয়াছিল,—সেই কায়স্থ-বংশে ঠকুর ধর্মযুক্ত জাজুক জন্মগ্রহণ করেন, যিনি রণভূজয় গণ নৃপতি কর্তৃক সর্বাধিকারকরণে অর্থাৎ সর্বপ্রধান বিচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই রাজার নিকট হইতে তাম্রশাসনসহ ‘দুগৌড়’ নামক গ্রাম লাভ করেন ।’ ১০

এখন কথা হইতেছে উক্ত বাস্তব্যবংশীয় বীজপুরুষগণের পূর্বনিবাস টকারিকা কোথায় ? অল্পদিন হইল, বগুড়া জেলায় সিলিমপুর নামক স্থান হইতে এক অতিপ্রাচীন শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে । এই শিলাফলকে বর্ণিত হইয়াছে—

‘হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতে জাত অঙ্গিরার বংশে প্রসূত এবং ভরদ্বাজের সমান গৌত্র চরণে যাহাদের শ্রেষ্ঠতা বোঝিত হইয়াছে, সেই আর্য্যজনাভিপূজিত বংশ দ্বিজগণের বিদিত শ্রাবস্তী-প্রতিবন্ধ টকারী নামক স্থানে বাস করিতেন । বেদস্মৃতি পরিচয়ে উদ্ভিন্ন দ্বিজাতিগণের যজ্ঞীয় ও গৃহ্য কর্ম্মসম্বন্ধীয় ঘৃতাহতির ধূমে ব্যোমমণ্ডলে শুভ্র কীর্ত্তি প্রচারিত হইয়াছিল, সেই স্থানপ্রসূত অর্থাৎ টকারী ও শকটির মধ্যে ব্যবধান স্থান বালগ্রাম, বরেন্দ্রীর প্রধান গ্রাম বলিয়া পুণ্ড্র বিস্তৃত ছিল ।’ ১১

উক্ত শিলাফলকখানি ভরদ্বাজগৌত্রজ প্রহাস নামক এক ব্রাহ্মণের কুলপ্রশস্তি । এই

(১০) “বটত্রিংশতঃ করণকর্ম্মনিবাসপুত্রা আসন্ পুরং পরমসৌখ্যগুণাতিরিক্তাঃ ।

তন্মধ্যগা বিবৃথলোকমতা বরিষ্ঠা টকারিকা সমজনি স্পৃহনীয়কলা । ২

সর্কোপকারকরণৈকনিধেঃ স্বকীয়বংশস্ত পাত্রভূতগস্য দ্বিজাশ্রয়স্ত ।

কলাবাসানসমরয়স্থিতয়ে পুরীং বাঃ বাস্তুঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসাদ । ৩

তস্তাঃ শ্রুতেনিন্দসজ্বনিনাদিতায়াং বাস্তব্যবংশভবিনং করণান্ত আসন্ ।

আশাঃ সমস্তভুবানি বদীয়কীর্ত্ত্যা পুণ্যানি হংসধবলানি বিশেষবস্ত্যা । ৪

বিদ্যাশ্চতুর্দশকলাঃ সকলাঃ সমীযু পদ্মাভিরামমিব বস্ত্রভমায়তাক্ষাঃ ।

যং গর্ভমবলম্বিতমদ্বিতীয়ং দুঃখং ব্যোগজমসংবৃত্তমুদ্বহন্ত্যঃ । ৫

তৎসংশতঃ স উদপাদি নরেশ্বরেণ গণ্ডালয়েন যুধি দুর্জয়তাং গতেন ।

জাজুকসংজ্ঞ ইতি ঠকুরধর্ম্মবৃত্তঃ সর্কোপকারকরণেষু সদা নিযুক্তঃ । ৬

আরাধ্য তং নৃপতিমণ্ডলমণ্ডনৈকং দেবং গণাধরম্বাচ্যুতবাসমান্তম্ ।

কায়স্থবংশনলিনোগণতাধিনেশো গ্রামং দুগৌড়মপি তাম্রকমাণ্ডুলেভে । ৭”

অজয়গড়শৈললিপি কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা )

(১১) “যেহাং তস্ত হিরণ্যগর্ভবপুষঃ স্বাজপ্রসূতাসিরো

বংশে জন্মসমানগৌত্রবচনোৎকর্ষে ভরদ্বাজতঃ ।

স্তেযামাধ্যজনাভপূজিতকুলং তক ারিত্যাখ্যায়

শ্রাবস্তীপ্রতিবন্ধমন্তি বিদিতঃ হংস পুনর্জন্মনাম্ । ২

যস্মিন্ বেদস্মৃতিপরিচয়োদ্ভিন্নবৈতানগার্হ্য

প্রাজ্যাবৃত্তাহতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোমি শুভ্রে

শিল ফিলকে কোন সন তারিখ নাই। কামরূপনৃপতি জয়পাল দেব তুলাপুরুষরূপ মহাদান উপলক্ষে ৯০০ স্বর্ণ এবং ১০০০ স্বর্ণ আয়ুক্ত ভূমির শাসন দান করিলেও পণ্ডিতপ্রবর প্রহাস তাহা গ্রহণ করেন নাই,<sup>১২</sup> এরূপ প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং কামরূপপত জয়পাল দেবের সময়ে প্রহাস জীবিত ছিলেন এবং সেই সময়ে শিলাফলক উৎকীর্ণ হয়। ত্রীনারায়ণের ‘ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ’ হইতে জানা যায় যে তাঁহার পূর্বপুরুষ মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।<sup>১৩</sup> শেষোক্ত জয়পাল গোড়াধিপ দেবপালের ভ্রাতা ছিলেন। কোন কোন পুরাবিদ মনে করেন, সিলিমপুর-শিলাফলক ও ‘ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ’ বর্ণিত জয়পাল দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু মহাদানকারী উভয় জয়পালকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি মনে করি। আমরা অগ্রত দেখাইয়াছি—দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল একজন দিগ্বিজয়ী মহাবীর ছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে দেবপাল সমগ্র আর্যাবর্ত এমন কি কর্ণাট-লাট পর্যন্ত জয় করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপিতে জয়পাল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে,—‘উপেন্দ্রের ত্রায় চরিতমাহাত্ম্যে জগৎকে পবিত্র করিয়া ও ধর্মদেব-গণকে যুদ্ধে শাসন করিয়া জয়পাল পূর্বজ দেবপালকে ভুবনরাজ্য-সুখের অধিকারী করিয়া-ছিলেন। ভ্রাতার নির্দেশক্রমে সেই মহাবীর দিগ্বিজয়ের আশায় চতুর্দিকে ধাবিত হইলে দূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া উৎকলাধিপতি ব্যাকুল হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি যুদ্ধসংক্রান্ত বাদানুবাদে ক্রান্ত হওয়ায় প্রিয়জন পরিবৃত্ত হইয়া চিরজুখী হইয়াছিলেন।’<sup>১৪</sup> এই জয়পাল প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ বিজয় করিয়া অধিপতিরূপে তুলাপুরুষ করিয়া থাকিবেন; তাহাতে নিষ্ঠাবান বৈদিক প্রহাস নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হুপতি জয়পালের নিকট মহাদান গ্রহণ করেন নাই। জয়পাল গোড়াধিপ দেবপালের সময়ে (৮৩৪ হইতে ৮৭৪ খৃঃ অব্দ মধ্যে) বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং সিলিমপুরলিপি এই সময় মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। বলাবাহুল্য তাহার বহু পূর্ব হইতেই শ্রাবস্তী প্রতিবদ্ধ টঙ্কারী বেদপাঠী ব্রাহ্মণ এবং নানা শ্রেণীর কায়স্থের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ব্রাহ্মজ্যোতিষপরিপদিসরঃকামধূমা দ্বিজানাং

দুক্ষাঃপ্রাধিগ্রহৃতবিলসচ্ছবলালীচয়াভ্যঃ ১৩

তৎপ্রসূতশ্চ পুণ্ড্রশু শকটগ্যবধানবান্।

বরেলীমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ ১৪”

( Epigraphia Indica, Vol. XIII, p. 290 )

(১২) “যঃ কামরূপনৃপতেজয়পালদেবনামঃ তুলাপুরুষদাতুরচিন্ত্যধামঃ ।

হেমাংশতানি নব নির্ভরমর্থ্যমানানি নৈবদ্যদে দশশতোদয়শাসনক চ ১”

সিলিমপুর-শিলাফলকলিপি ( Epigraphia Indica, Vol. XIII, p. 292 )

(১৩) রাজস্বকাণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪) রাজস্বকাণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠায় মূল প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

টকারিকা সম্বন্ধে সুদূর অজয়গড়ের গিরিলিপি এবং বগুড়া জেলার সিলিমপুর হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলাফলকের বর্ণনা একই প্রকার। অজয়গড়ের গিরিলিপির ‘ব্রহ্মতে-  
নিন্দসজ্জনিনাদিতায়াং’ অর্থাৎ বেদনির্বোধিনিনাদিত টকারিকা এবং সিলিমপুর-শিলাফলকে  
শ্রাবস্তীপ্রতিবন্ধ পুণ্ডুর অন্তর্গত ‘বেদস্মৃতিপরিচয়োদ্ভিন্নবৈতানগার্হ্য’ তর্কারী অভিন্ন স্থান  
বলিয়াই মনে হয়। পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীবাস্তব কায়স্থেরা শ্রাবস্তী হইতে নামোৎপত্তি করিয়া  
করিয়া থাকেন। সিলিমপুর-শিলালেখও আমরা শ্রাবস্তীপ্রতিবন্ধ তর্কারী পাইতেছি।  
মৎস্যকুর্মাণ্ডি মহাপুরাণেও পাই—সূর্য্যবংশীয় যুবনাথপুত্র শ্রাবস্ত ( নিজ নামানুসারে) গৌড়দেশে  
শ্রাবস্তী নামে মহাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।<sup>১৫</sup> তৎপরে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও পরবর্ত্তী  
গ্রন্থে আর এক শ্রাবস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের তিরোধানের পর অযোধ্যা পরিত্যাগ  
করিয়া রামচন্দ্রের পুত্র লব আসিয়া এখানে রাজধানী করেন।<sup>১৬</sup> বিষ্ণুপুরাণের ঋশাখ্যান  
স্বীকার করিলে ব্রহ্মা হইতে ১৪শ পুরুষে শ্রাবস্ত, এবং ৬৭ম পুরুষে রামচন্দ্র হইতেছেন।<sup>১৭</sup>  
এ অবস্থায় গৌড়দেশে শ্রাবস্তের নামানুসারে নির্মিত শ্রাবস্তীই আদিশ্রাবস্তী হইতেছে।  
সম্ভবতঃ এই আদিশ্রাবস্তীর লোক গিয়া অযোধ্যা অঞ্চলে ২য় শ্রাবস্তী পত্তন করেন এবং  
রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর অযোধ্যা পরিত্যক্ত হইলে এই ২য় শ্রাবস্তীতে রামচন্দ্র-পুত্র লবের  
রাজধানী হইয়াছিল।

অজয়গড়ের শৈলিলিপি ও সিলিমপুরের উক্ত শিলাফলক একত্র আলোচনা করিলে মনে হয়  
যে, গৌড়দেশে কায়স্থনিবাস ৩৬টি পুর ছিল, তন্মধ্যে টকারী বা তর্কারি একটি। বরেন্দ্র মথ্যেই  
আদি শ্রাবস্তী ও তাহার নিকটেই টকারী বিद्यমান ছিল এবং এখানে বৈদিক-ক্রিয়ানিপুণ  
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিতেন। যৌর্য্যবংশ ও শকপ্রভাবকালেও গৌড়ের ধর্ম্মমহামাত্র-বংশধর  
কায়স্থগণ অবৈদিক ক্রিয়াপর—বৌদ্ধ বা আইত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কাশ্যবংশের সময়ও  
এখানকার শকক্ষত্রপগণ পূর্ব সংস্কার পরিত্যাগ করেন নাই। কাশ্যবংশের রাজকীয় প্রভাব  
আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থলে বিস্তৃত হইলেও গৌড়দেশে তাঁহাদের আধিপত্য প্রসারের কোন  
সংবাদ পাওয়া যায় না। এমন কি খৃষ্টীয় ৩য় শতকে সাক্ষিস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালেখ  
পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসীর বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগের পরিচয় ঘোষিত হইয়াছে। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালেও

(১৫) “শ্রাবস্ত্য মহাতেজা বংশকন্ত ততোহভবৎ।

নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে বিজ্ঞোত্তমাঃ।” ( মৎস্যপু. ১২।৩০ )

কুর্মাণ্ড ও লিঙ্গপুরাণে “নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী।” ( কুর্মাণ্ড ২০ অঃ )

(১৬) রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৮ অঃ।

(১৭) বিষ্ণুপুরাণ, ঋষাংশ ১ম হইতে ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। রামায়ণে ব্রহ্মা হইতে অধস্তন ১৪শ পুরুষে যুবনাথ,  
এবং ৪০শ পুরুষে রাম ( আদিকাণ্ড ৭২ সর্গ ), পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ব্রহ্মা হইতে ১৩শ পুরুষে শ্রাবস্ত, এবং ৭৯  
পুরুষে রাম, মৎস্যপুরাণে ইক্ষ্বাকুর ৮ম পুরুষে শ্রাবস্ত এবং ৪৭ পুরুষে রাম হইতেছেন। ( মৎস্যপু. ১২ অঃ )

এখানে ক্ষত্রপ কায়স্থ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, সে কথা অগ্রত্বে লিখিয়াছি।<sup>১৮</sup> সুতরাং সে সময় পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সংস্কারহীন জনপদ মনে করিয়া ‘বয়কট’ করিয়াছিলেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে সমস্ত গৌড়মণ্ডল বৈদিকমার্গানুসারী গুপ্তবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। ‘রাজবল্লভ’ কায়স্থগণ চিরদিন রাজধর্ম অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। গুপ্তসম্রাটগণের সময়ে প্রচারিত তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে এসময় স্থানীয় রাজপুরুষগণ বৈদিক কর্মে সাহায্যকারী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়ে এখানকার প্রধান প্রধান কায়স্থপল্লীতে বৈদিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, সিলিমপুর শিলা ফলক ও অজয়গড়-শৈললিপিতে তাহারই আভাস পাইতেছি।

এখন কথা হইতেছে—অজয়গড়-শৈললিপি-বর্ণিত বাস্তব্য কায়স্থবংশ কোন্ সময় তথায় গিয়াছিলেন এবং রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন? খাজুরাহর ও লালাজীর শিলালেখ হইতে জানা যায় (খৃষ্টীয় ১০ম শতকে, চন্দ্রাভ্রৈয়রাজ যশোবর্ষা গোড়, কোশল, মিথিলা, চেদি প্রভৃতি নানা স্থান জয় করেন তৎপুত্র ধঙ্গদেবও গোড় জয় করিয়া অঙ্গ, রাঢ় প্রভৃতি দেশের রাজমহিবীগণকে সহচরী করিয়াছিলেন।<sup>১৯</sup> সম্ভবতঃ গোড়জয় করিয়া ফিরিবার সময় যশো-বর্ষা বা তৎপুত্র ধঙ্গদেবের সহিত বাস্তব্যবংশ চন্দ্রাভ্রৈয়-রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত জাজুক নামে এক মহাবীরের ও তাঁহার অধস্তন দশপুরুষের কীর্তিগাথা অজয়গড়-শৈলোপরি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। জাজুক গুপ্ত নৃপতির নিকট তাম্রশাসন দ্বারা যে গ্রাম লাভ করেন, তাঁহার নাম হইয়াছিল ‘দুগোড়’ বা দ্বিতীয় গোড়।<sup>২০</sup> যেক্রপ জাজুক ও তাঁহার বংশধর বাস্তব্য কায়স্থগণ পুরুষপরম্পরায় চন্দ্রাভ্রৈয়-রাজসভায় শ্রেষ্ঠ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতৃ গোড় হইতে কাশ্যপগোত্র এক কায়স্থবংশ পরবর্তী কালে গোড় দেশের অপরার্শ হইতে গিয়া চন্দ্রাভ্রৈয়-রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত ও যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।<sup>২১</sup> এই শেণোক্ত বংশও (গোড়ের) কোশাষপুর হইতে গিয়াছিলেন।<sup>২২</sup> কেবল চন্দ্রাভ্রৈয়-রাজসভা বলিয়া নহে, চেদি-রাজসভাতেও বাস্তব্য কায়স্থবংশ খৃষ্টীয় ১২শ শতক হইতে ১৫শ শতক পর্য্যন্ত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত এবং ‘কাশ্যপীয়াক্ষপাদীয় নয়সিদ্ধান্তবেদী’ ‘নিঃশেষা-

(১৮) রাজন্যাকাণ্ড, ৫১ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) বিবকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৬২ ও ১৬৩ পৃষ্ঠা; এবং রাজন্যাকাণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২০) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৭২—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২১) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৭২—৮০ ও ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২২) খৃষ্টীয় ৫ম শতকে রচিত বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশে—“অস্তি গোড়বিষয়ে কোশাখী নাম নগরী” এইরূপ লিখিত আছে। সন্যাসীর নন্দীর রামচরিতে বরেন্দ্রের অন্তর্গত কোশাখীর সামন্তরাজের উল্লেখ আছে। এই কোশাখী অধুনা রাজসাহী জেলায় ‘কুশখী’ নামে পরিচিত। (রাজন্যাকাণ্ড, ১৯৭, ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

গমগন্ধবোধবিভব' 'সন্তর্কাসুধিপারগ' ও 'পণ্ডিতাধীশ্বর' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।<sup>১০</sup> দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ ঘটককারিকায় শ্রীবাস্তববংশই শ্রীবাস্তব ও বহুবংশ 'বসু' নামে পরিচিত।<sup>১১</sup> খৃষ্টীয় ৫ম শতকে পূর্বোক্তর গৌড়ে যে বসুবংশ বাস করিতেন, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি।

বসুবংশের ভ্রাতৃ ঘোষবংশও যে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে বাস করিতেন, তাহা উক্ত ভাস্করবংশীর তাত্ত্বশাসন এবং ফরিদপুর জেলার ঘাঘরাহাটা হইতে আবিষ্কৃত ৩ খানি তাত্ত্বশাসনেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গজ ও উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থকারিকায় 'স্বর্ধ্যধ্বজ'-কায়স্থ-বংশই 'ঘোষ' উপাধিতে পরিচিত।<sup>১২</sup> মৈথিল কুলাচার্যগণ স্বর্ধ্যধ্বজ কায়স্থের

স্বর্ধ্যধ্বজ বা ঘোষবংশ

আদিনিবাস অলকাপুরে মঘদেশে নির্দেশ করিয়াছেন।<sup>১৩</sup> শাক-

দ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ভবিষ্যপুরাণে ও তাঁহাদের কুলগ্রন্থে 'মগ' বা 'মঘ' নামে অভিহিত।<sup>১৪</sup> বলা বাহুল্য উক্ত মৈথিল প্রমাণে স্বর্ধ্যধ্বজদিগকেও শাকদ্বীপীয় ও শকপ্রভাবকালে এদেশে আগত বলিয়া মনে হয়। এদেশে আসিয়া তাঁহারা শকক্ষত্রপ

শকসেনদত্তবংশ

শকসেন-বংশের সহিত মিলিত হন।<sup>১৫</sup> ক্ষত্রপবংশের প্রভাবে

স্বর্ধ্যঘোষ সূদূর মধ্য প্রদেশে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজ স্বর্ধ্যঘোষ বৌদ্ধ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।<sup>১৬</sup> শকক্ষত্রপবংশ বহুকাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী থাকিলেও শশাঙ্কদেবের সময় হইতে অনেকে শৈবধর্ম আশ্রয় করেন।

কুলগণ হইতে জানা যায়, স্বর্ধ্যঘোষ-বংশধর মধ্যপ্রদেশ হইতে অযোধ্যায় এবং তথা হইতে এদেশে আগমন করেন। আগমনকালে তাঁহারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। উত্তররাষ্ট্রীয় কুলগ্রন্থ-মতে 'বেদোত্তরাষ্ট্রশকাদে' অর্থাৎ ৮০৪ শাকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে সোমঘোষ রাঢ়দেশে আদিত্যশূরের সভায় আগমন করেন।<sup>১৭</sup> এই সোম-ঘোষ কতকটা বৈদিক প্রভাবাবিহীন ছিলেন বটে, কিন্তু গৌড়ের অগ্নত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী স্বর্ধ্যধ্বজ ঘোষবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। তিব্বতের তেসুর নামক মহাকোষ হইতে জানিতে পারি, খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতকের মধ্যে জিনবর ঘোষ ভদ্রপদে, স্বর্ধ্যধ্বজ শ্রীভদ্র 'মহাচার্য'

(২৩) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৬৬—৬৭ পৃঃ।

(২৪) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সং, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

(২৫) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৭৮ পৃঃ ও রাজ্য-কাণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৬) মৈথিলাদর্পণ, ২য় খণ্ড, কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

(২৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২৮) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সং, ১৮০ পৃষ্ঠা, রাজন্যকাণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা।

(২৯) রাজন্যকাণ্ড, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা ও তৎসংলগ্ন শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

(৩০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৩য় অংশ (উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থবিবরণ, ৩য় অংশ, ১২ পৃঃ)।

পদে, তৎপুত্র রাহুলঘোষ ‘মহামণ্ডলাচার্য’ পদে এবং ‘মহাশাস্ত্রিক’ ‘উপাধ্যায়’ স্বর্গ্যধ্বজ ভেতকর্ণ ‘মহাচার্য’ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বহুতর কালচক্রবান সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।<sup>৩১</sup> তিব্বতের তেঙ্গুর গ্রন্থ হইতে এইরূপ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঘোষ বংশীয় বহু গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায়।

পূর্ববর্ণিত শিলালেখ, তাম্রলেখ, কুলগ্রন্থ ও তিব্বতের তেঙ্গুর হইতে জানা গিয়াছে যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হইতেই বৈদিক ধর্মাবলম্বীরাগী ও বৌদ্ধমার্গী উভয় প্রকার ঘোষ-বংশই গৌড়মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেবল উৎকল ও মধ্যপ্রদেশ বলিয়া নহে, রাঢ়বাসী ঘোষবংশ খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে কায়রূপে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, মহামাণ্ডলিক জৈবের ঘোষের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে।<sup>৩২</sup>

বহু ও ঘোষবংশের ত্রায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হইতেই মিত্রবংশের আভাস পাই।<sup>৩৩</sup> দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটককারিকায় মিত্র ও সিংহ বংশ চিত্রগুপ্তের দ্বাদশ সন্তানের মধ্যে গণ্য করণশাখা বা ত্রীকরণ মিত্র, সিংহ, ত্রীকরণ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।<sup>৩৪</sup> সিংহপদ্ধতি করণকায়স্থ নাগ ও দাসবংশ বাজলায় প্রধানতঃ বাস করিতেন। তাঁহাদের বাসস্থান সিংহপুর নামে পরিচিত। খৃষ্টজন্মের বহু শতবর্ষ পূর্ব হইতে সিংহপুর রাঢ়দেশের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা পালি মহাবংশ হইতে জানা যায়। রাঢ়রাজকুমার বিজয়সিংহ হইতে ‘সিংহল’ দেশের নামকরণ হইয়াছে। কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে আদিশূরের সময় হইতে সিংহপুর কুলস্থান বলিয়া গণ্য হয়। এই স্থান হইতে যে সকল কায়স্থ পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের সিংহ উপাধি ও ‘সিংহপুরকায়স্থ’ বলিয়া পরিচিত হন। গোরখপুর হইতে আবিষ্কৃত জয়াদিত্য দেবের সংবৎ ৯২১ অব্দে (৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকর্ষী তাম্রশাসনে তাহার পরিচয় পাইতেছি।<sup>৩৫</sup> পূর্বেই লিখিয়াছি ঘোষ ও মিত্র-

(৩১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রি-সম্পাদিত ‘হাজার বছরের বৌদ্ধগান ও দোঁরা’, ১৮৮০, ৭৮, ৮৮/১ পৃঃ, রাজন্যকাণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা এবং কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩২) The Social History of Kamrup, Vol. I. p. 199.

(৩৩) রাজন্যকাণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৪) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

(৩৫) উক্ত তাম্রশাসনে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে - “কায়স্থ কদ্রপোজায় কায়স্থ বৈমুদপুত্রায় মিত্রপদ্ধতেঃ কায়স্থ কেশবায় শাসনেন প্রসঙ্গিকৃতঃ। জাতং মহামিত্রী জৈবপুত্রেন মহন্তরী জৈবপুত্রেন দূতকোত্র মহামামন্ত্রী জৈবপুত্রঃ। লিখিতকৈতন মহানন্দিপুত্রায় মৈত্রপুত্রকায়স্থ মহাপুত্রপটলিক জৈবপুত্রকেন্নেতি সংবৎ ৯২১।” (Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXX. pt. I)

অর্থাৎ ‘কায়স্থ কদ্রপোজায় কায়স্থ বৈমুদকৈ পুত্র সিংহপদ্ধতি কেশবকে (বা কেশবসিংহকে) শাসন দ্বারা প্রসন্ন মনে দান বরা হয়। মহানন্দী জৈবপুত্রের অনুনোদিত। মহন্তরী জৈবপুত্র মহামামন্ত্র

বংশ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বারকমণ্ডলে বা পূর্বোত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বাস করিতেন এবং বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ঘটককারিকাতেও লিখিত আছে—

“ঘোষ সিংহ মিত্র দাস বিবাদ করিয়া ।

উত্তর-রাঢ়েতে আইল পৃথক হইয়া ॥”

উক্ত বচন হইতে মনে হয়, ঘোষ, সিংহ, মিত্র, ও দাস এই চারি ঘর পূর্বে দক্ষিণরাঢ় বা দক্ষিণ-বঙ্গে বাস করিতেন। কিন্তু উত্তররাষ্ট্রীয় কুলাচাৰ্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই চারি ঘর পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন। এ কথা সত্য হইলেও বারকমণ্ডল বা দক্ষিণবঙ্গে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ঘোষ মিত্রাদি বাস করিতেন, সমসাময়িক লিপি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় উক্ত চারি ঘর বহুকাল পূর্বে এদেশ হইতে নানাদেশে ছড়াইয়া পড়েন, আবার তাঁহাদের বংশধরেরা নানাদেশ ঘুরিয়া উত্তররাঢ়ের রাজসভাতে আসিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থকারিকার মতে নাগ, নাথ ও দাস করণ হইতে উদ্ভব। বলা বাহুল্য গৌড়বঙ্গে অতি পূর্বকাল হইতেই এই সকল উপাধিদারী কায়স্থগণের বাস। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে রাঢ়দেশে নাগবংশের আধিপত্যের প্রমাণ পাইয়াছি। (পরবর্তী অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) তিব্বতের তেঙ্গুর মহাগ্রন্থ অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে মিত্র, সিংহ ও দাস বংশে বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য আবিভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বুদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস, মজ্জদাস, চাকাদাস, মহাপণ্ডিত বিনয়শ্রী মিত্র, মহোপাধ্যায় পূণ্যশ্রী মিত্র, মহাযোগী জগৎমিত্র, ও উপাধ্যায় বিজ্ঞানকর সিংহ বহুসংখ্যক তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। নাগ ও নাথবংশের মধ্যেও বৌদ্ধাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলিতে কি উক্ত শ্রীকরণ বা করণ কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন।

উক্ত নাগ ও দাস বংশের এক শাখা সূদ্র কামরূপে গিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই দাস বংশেরই এক শাখা মিথিলায় গিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতক হইতে পুরুষানুক্রমে প্রধান মন্ত্রিপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।\* তাহারও পঞ্চ শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে সূদ্র পূর্ববঙ্গে ও ত্রিপুরায় নাথবংশকে আধিপত্য করিতে দেখি।

১৮শ শতাব্দী (৫০৭ খৃষ্টাব্দে) উৎকর্ষ ত্রিপুরা জেলায় গুণাইঘর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত

শ্রীগ্রন্থও এই শাসনে দৃঢ়ত। মহানন্দপুত্র সিংহপুত্র-কায়স্থ মহাক্ষপটলিক শ্রীবল্লভ কর্তৃক ৯২১ সংবতে লিখিত। এখানে পাইতেছি—খৃষ্টীয় ৯ম শতকে সিংহপুত্রের সিংহবংশ সূদ্র গোরখপুরে গিয়া বাস করিয়া ছিলেন ও কায়স্থ হইলেও ব্রাহ্মণের দ্বারা শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

(৫৬) The Social History of Kamrup, Vol. I, p. 183—187.



মহারাজাধিরাজ বৈষ্ণবগুপ্তের তাম্রশাসনে সন্ধিবিগ্রহাদিকারী নরদত্ত 'করণকায়স্থ' ৩৭ এবং

(৩৭) Indian Historical Quarterly, vol. VI p, 45f. ত্রিপুরা জেলার গুণাইখর হইতে আবিষ্কৃত  
এই হুশাচীন তাম্রশাসনখানির পাঠ এদন্ত হইল ।

( সমুখভাগ )

- ১ম পং স্বস্তি মহানৌহত্যবজয়জ্ঞকাবারাংকীপুরাভবন্ মহাদেবপাদানুধ্যাতো মহারাজ শ্রীবৈষ্ণবগুপ্তঃ
- ২য় পং কুশলী স্বপাদোপজীবিনশ্চ কুশলমাশংস্ত সমাজাপয়তি শিখিতঃ ভবতামন্ত যথা
- ৩য় পং ময়া মাতাপিত্রোরাশ্রয়শ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়েশ্বংপাষদাস মহারাজ রুদ্রদত্ত বিজ্ঞাপ্য দানেনৈব  
মাহাযানিক শাক্যভিক্ষা
- ৪র্থ পং চার্বা শান্তিদেবমুদ্ভিত্ত গোপা.....স্তাগে কাধ্যমাণ কাধ্যাবলোকিতেস্বরাশ্রমবিহারে অনেনৈ-
- ৫ম পং বাচাৰ্ণোপ প্রতিপাদিত মাহাযানিক বৈবর্ত্তিকভিক্ষুসংঘাণং পরিগ্রহে ভগবতো বুদ্ধস্ত সততঃ ত্রিকালং
- ৬ষ্ঠ পং গন্ধপ্পদীপধূপাদি প্রবর্ত্তনায় তস্ত ভিক্ষুসংঘস্ত চ চীবরপিণ্ডপাত-শয়নাসনদ্রাব্যভৈষজ্যাদি
- ৭ম পং পরিভোগায় বিহারে (৫) ২৩পুটপ্রতিসংস্কারকরণায় উত্তরমাণ্ডলিক কাঙ্কডুদকগ্রামে সৰ্ব্বতো ভো-
- ৮ম পং গেনাগ্রাহারভেনৈকাদশ খিলপটিকা পঞ্চতিঃ ঋগুত্তাশ্রপট্টেনাতিস্থিতাঃ অপিচ থলু অতিমুতী-
- ৯ম পং হাপবিহিতা পুণ্যভূমিদানপ্রতিনৈহিকামুক্তিক ফলবিশেষে স্মৃতো ভবতঃ সমুপগম্য স্বতস্ত পী-
- ১০ম পং ডামপূরীকৃত্য পাঞ্জেভ্যো ভূমিং.....বিদ্বস্তিহ্মাৎ বচনগৌরবাৎ স্ববশোধর্ষাবাণ্ডরে চৈতে
- ১১ পং পাটিকা অগ্নিন্ বিহারে শব্বৎকালমভ্যো.....অনুপালনং প্রতি ভগবতো পরাশরাস্বজেন বেদব্যা-
- ১২ পং সেন ব্যাসেন গীতা শ্লোকা ভবন্তি ষষ্টিং বধসহস্রাণি স্বর্ণে মোদতি ভূমিদঃ । অক্ষেপ্যামুনস্তাং তা-
- ১৩পং জেব নরকে বসেৎ । স্বদন্তান্ পরদন্তান্ বা যো হরৈত বহুকরাম্ । স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূতা  
পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
- ১৪ পং পূর্বদন্তাঃ বিজ্ঞাতিভ্যো যত্রাৎ দক্ষ মুখিষ্ঠির মহীঃ মহিমতাং শ্রেষ্ঠ দানাৎ শ্রেয়োমুপালনং ।  
বর্ধমানাষ্টাশীতু-
- ১৫ পং স্তবশতদম্বৎসরে পৌষমাসস্ত চতুর্কিং শততমদিবসে দূতকেন মহাপ্রভীহার মহাপিলুপতি পঞ্চাধি-
- ১৬ পং করণোপরিচ পাট্যপরিচ মহাপ্রপালোপরিচ মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেনেনৈতদ্ একাদশ  
পাটকদা—
- ১৭ পং নায়াজামন্তভাষিতঃ কুমারামাত্য এবজ্জখামীজামহ বৎসভোগিকাঃ । লিখিতং সন্ধিবিগ্রহারিকরণকায়-
- ১৮ পং স্ব নরদত্তেন ॥ যত্রৈকক্ষেত্রখণ্ডে নবদ্রোণবাণাদিক সমুপাটকপরিমাণে সীমালিঙ্গানি পূর্বেণ গুণৈকা-
- ১৯ পং এহারগ্রামসীমা বিষ্ণুবর্দ্ধকীক্ষেত্রশ্চ দক্ষিণেন মিহুবিললক্ষেত্রং রাজবিহারক্ষেত্রঞ্চ পশ্চিমে  
সুন্নিনাশীরং পূর্বেক
- ২০ পং ক্ষেত্রঃ উত্তরেণ দোবীভোগপুষ্করিণী.....বল্লিপাক্যাবিত্যবক্ষুক্ষেত্রঞ্চ সীমা
- ২১ পং দ্বিতীয়খণ্ডস্তষ্টাবিংশতি দ্রোণবাণপরিমাণস্ত সীমা পূর্বেণ গুণি কাগ্রহারগ্রামসীমা দক্ষিণেন পঞ্চ
- ২২ পং বিলালক্ষেত্রং পশ্চিমে রাজবিহারক্ষেত্রং উত্তরেণ বৈষ্ণবক্ষেত্রং তৃতীয়খণ্ডস্ত ত্রয়োবিংশতিদ্রোণবাণ
- ২৩ পং পরিমাণস্ত সীমা পূর্বেণ.....ক্ষেত্রং দক্ষিণে নবদ্রাবর্দ্ধকীক্ষেত্রসীমা পশ্চিমেণ

( পশ্চাভাগ )

- ১ম পং জোলায়িক্ষেত্রং উত্তরেণ নাগীজোড়াক্ষেত্রং চতুর্ধন্ত ত্রিংশদ্রোণবাণ পরিমাণ ক্ষেত্রখণ্ডস্ত সীমা  
পূর্বেণ

ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত রাজা লোকনাথের তাম্রশাসনে স্বয়ং রাজা লোকনাথ করণকায়স্থ ‘করণ’ নামে পরিচিত হইয়াছেন।<sup>৭৮</sup> উক্ত গুণাইষরের দত্ত ও নাথবংশ তাম্রশাসনে মহারাজ রুদ্রদত্ত মহারাজাধিরাজ বৈষ্ণবগুপ্তের অধীন সামন্তরূপে প্রথিত হইয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধের পূজা, ও মহাবানসম্প্রদায়ভূক্ত বৈবর্তিক ভিক্ষুসম্প্রদায়ের পরিগৃহীত বিহারের সাহায্যার্থ আচার্য্য শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে তাম্রশাসন দ্বারা ধেরূপ ভূমিদানের পরিচয় আছে, তাহা হইতে মহারাজ রুদ্রদত্তকে একজন বৌদ্ধ বলিয়াই মনে হইবে। এই তাম্রশাসনের দূতক হইতেছেন ‘মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেন’ এবং লেখক হইতেছেন ‘সন্ধিবিগ্রহাধিকারী করণকায়স্থ নরদত্ত’। এস্থলে মহারাজ রুদ্রদত্ত সকলের উর্দ্ধতন রাজপুরুষ বা ‘উপরিক’ হইতেছেন। মহারাজ রুদ্রদত্তের ছায় গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্তের অধীনে ১২৪ ও ১২৯ গুপ্তাব্দে চিরাতদন্ত, সম্রাট্ বৃহগুপ্তের সময়ে ১৬৩ গুপ্তাব্দে ব্রহ্মদত্ত এবং তৎপরে জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিক ছিলেন।<sup>৭৯</sup>

গুপ্তসম্রাট্ গণের অধীনে দত্তবংশ যেরূপ বারেন্দ্র ও পূর্ববঙ্গে ‘মহারাজ’ উপাধিভূষিত হইয়া উপরিক ও মহাশাণ্ডলিক ছিলেন, ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের অধিরাজরূপে আধিপত্যকালে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বারকমণ্ডলে বা সমুদ্রকূলবর্তী সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে মহারাজ স্বানুদত্ত, নাগদেব ও জয়দত্ত সেইরূপ উপরিক ছিলেন।<sup>৮০</sup> কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গীয় দত্তবংশের প্রভাব খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে ত্রিকলিঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রবল পরাক্রান্ত সোমবংশীয় ত্রিকলিঙ্গ-রাজগণের অধীনে বাঙ্গালী দত্ত, ঘোষ ও নাগবংশ পুরুষানুক্রমে মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন।<sup>৮১</sup>

২য় পং ব্রহ্মক্ষেত্রসীমা দক্ষিণে কালক্ষেত্রঃ পশ্চিমে নৃসিংক্ষেত্রসীমা উত্তরেণ মহাপালক্ষেত্রঃ পঞ্চমস্ত

৩য় পং পাদোদ্যাপটিকদ্বয় পরিমাণ ক্ষেত্রখণ্ডস্ত সীমা পূর্বেণ খণ্ডশ্চিৎ গগ্নরিক্ষেত্রঃ দক্ষিণে মণিভদ্র-

৪র্থ পং ক্ষেত্রঃ পশ্চিমে যজ্ঞরাতক্ষেত্র সীমা উত্তরেণ নাদড়কগ্রামসীমৈতি বিহারতলভূমেরপ সীমালিঙ্গানি

৫ম পং পূর্বেণ চূড়ামণি নগরশ্রীনৌযোগগোমধ্যে জোলা দক্ষিণে গণেশ্বর বিলালপুষ্করিণ্যা নৌখাতঃ

৬ষ্ঠ পং পশ্চিমে প্রহ্মায়েশ্বরদেবকুলক্ষেত্রগ্রান্তঃ উত্তরেণ প্রডামারনৌযোগখাতঃ এতদ্বিহারপ্রাবেশ্ত শূন্যপ্রতিকর

৭ম পং হিঙ্গকখিলভূমেরপ সীমালিঙ্গানি পূর্বেণ প্রহ্মায়েশ্বরদেবকুল ক্ষেত্রসীমা দক্ষিণে শাকাভিক্ষাচাধ্যাক্তি

৮ম পং সেনবৈহারিকক্ষেত্রাবসানঃ পশ্চিমে হচাটগঙ্গ উত্তরেণ দণ্ডপুষ্করিণী চেতি সং ১৮৮ পোষ্য দি ২৪

(৩৮) Epigraphia Indica, vol. XV, p. 306.

(৩৯) কাহ্নস্বকাণ্ড, ২য়ঃশ (বারেন্দ্র কাহ্নস্বকাণ্ড) ২০—৩৫ পৃষ্ঠায় দামোদরপুরের তাম্রশাসন প্রসঙ্গ উষ্টব্য। ই সময়ে দত্তবংশের উক্ত প্রকার রাজকীয় অধিকার কেবল প্রাচ্যভারত বলিয়া নহে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতেও দেখা যায়। (রাজস্বকাণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা উষ্টব্য।)

(৪০) ফরিদপুরের ঘাঘরাহাটী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের বিবরণ—রাজন্যাকাণ্ড, ৪২-৪৯ পৃষ্ঠা উষ্টব্য।

(৪১) রাজন্যাকাণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা উষ্টব্য।

করণশ্রেণির নাথবংশের মধ্যে কেবল বৌদ্ধ প্রভাব নহে, বৈদিক প্রভাবও লক্ষিত হয় ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, যে সময়ে বারকমণ্ডে দেববংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে লোকনাথের পিতামহ অধিরাজক্কে পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে আধিপত্য করিতেছিলেন। মহাসমরে তিনি রাজ্য হারাইলে তৎপুত্র শ্রীনাথ অধিমহারাজের সামন্তরূপে রণক্ষেত্রে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া অধিরাজের নিকট শ্রীপালাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবনাথ একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংসার বৈরাগ্যহেতু নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য দান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত গোত্রদেবীর বিবাহ হয়। গোত্রদেবীর মাতার নাম অষ্টায়িকা। তাঁহার পিতামহ অর্থাৎ গোত্রদেবীর প্রপিতামহ স্থাবর ও মাতামহ বীর উভয়েই ‘দ্বিজসন্তম’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এদিকে গোত্রদেবীর পিতা কেশব ‘বলগণপ্রাপ্তাধিকার’, সাধু, সংলোকের নিকট পারশব ও দোদীপ্তপ্রতাপশালী সচিব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা লোকনাথ নিজপুত্র লক্ষ্মীনাথের অমুরোধে প্রদোষণশ্রমকে এক বৃহৎ জঙ্গল অর্পণ করেন। সেই জঙ্গল কাট হইলে তন্মধ্যে শতাধিক বেদবিৎ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রদোষণশ্রম একটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অনন্তনারায়ণের মূর্তি স্থাপন করেন।

উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে অম্বলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাজা লোকনাথের পিতা করণকায়স্থ হইয়া দ্বিজসন্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বীরের পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ধর্মের কোনরূপ গোঁড়ামী ছিল না। লোকনাথ শৈব হইলেও প্রদোষণশ্রম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি আবার শতাধিক চাটুর্ধ্বজ বা চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাদটীকায় এই তাম্রশাসনের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল।<sup>৪২</sup>

- (৪২) “শস্তোঃ পদাঙ্কৈরুৎকরকৃষ্ণৈঃপুতদিব্যান্তিকৈঃ প্রাপ্তা চন্দ্রা.....মূনি ভরদ্বাজ সঙ্ঘশ্রীভঃ।  
 শ্রীমান্ প্রথাগতকৃষ্ণিঃ প্রভবদ্বিমহারাজশ্রদ্ধাধিকারঃ সংসারাজিহ্বিতোঃপ্রশমিতদুরিতো.....নাথোঃবনীশঃ।  
 নৃপশ্চ মহাশ্বনো গুণনিঃ প্রথাগতব্যাঃ মহান্ সামন্তা যুধিলকপৌরুষধনো ধর্ম্য ক্রিয়ৈকাগ্রঃ।  
 শ্রীনাথো ভগবানিবা প্রতিহত ব্যাপৎশস্ত্র্যাপ্তদৈ বীরোঃভূৎ অবনীতলশ্রকটী প্রাপ্তব্যাব্যংক্রিয়ঃ।  
 তত্তাঙ্কজোহপি গুণবান্ ভবনাথনামা সংসারসাগরজলোত্তরৈকচিত্তঃ।  
 ভ্রাতুঃ সূতে গুণবতী প্রতিপাত্ত রাজ্যঃ শ্রীমান্ভূৎ ঋষিসমো বি.....ঃ।  
 তেজোদপাদি কুলশস্ত্রয়ে সদৃশ্যঃ বিত্রং পতিব্রতগুণাভরণোজ্জ্বলায়ঃ।  
 গোত্রাশ্রয়ামিব মহৌজসি গোত্রদেব্যঃ অষ্টায়িকাবিহিতজন্মান পূজবর্ধাঃ।  
 বস্তা স্বাবরসজ্জকো দ্বজবরপ্রার্থোজনন্যঃ পিতু দ্বিজসন্তমঃ মহামান্যঃ প্রমাতামহঃ।  
 প্রথাগতো নৃপগোচরো বলগণপ্রাপ্তাধিকারকৃত্য সাগঃ পার্শবঃ সত্যমভিমতো মাতামহঃ কেশবঃ।  
 দৌধিত্রস্ত দেশবন্ত গুণবান্ সৈত্যকবজ্জসরা দেদীপ্তজলিতোত্তমসি সচিব প্রজ্ঞাজয়ৎসাধনঃ।  
 নির্বাজোজ্জিতসত্যারতুরগঃ শ্রীলোকনাথো পূণো সাম্যন্ চতুর্পদমেববস্ত বহুশো জাতং কয়ং সৈনিকং।  
 ইত্যাপ্তো যত্রাহবিনিস্তকৃত্যবস্তঃ শ্রীজীবধাঃ নৃপশ্চ.....পেতা।  
 যস্মৈ দদৌ স্ববিষয়াং সহসা ধনেন ঐগটিকাপ্ত-করণায় বিহায় যুদ্ধং।”

Epigraphia Indica, vol xv. p. 306-7

উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী তাম্রশাসনের নিবন্ধ ৪৪ অঙ্কে হর্ষদ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রাজা লোকনাথের বয়ঃক্রম, তাঁহার পুত্র কুমার লক্ষ্মীনাথের অনুরোধ ও তাঁহার দূতকর্ত্ত হইতে মনে হয়, ঐ অঙ্ক হর্ষদ না হইয়া রাজা লোকনাথের রাজ্যাক্ষ।

পূর্বেই লিখিয়াছি, বহু পূর্বকাল হইতে এই গৌড়দেশে যাহাদের বাস, তাঁহারা ই গৌড়কায়স্থ ।  
 উত্তররাষ্ট্রীয়-কুলপঞ্জিকা অনুসারে বাৎস্র সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, মোদগল্য দাস, বিশ্বামিত্র মিত্র  
 গৌড় কায়স্থ-বংশ ও কাশ্যপদত্ত এই ৫ ঘর ব্যতীত অপর সকলেই গৌড় কায়স্থ । দক্ষিণ-  
 রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জিকানুসারে গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র  
 মিত্র, কাশ্যপ গুহ ও ভরদ্বাজ দত্ত এই পাঁচ ঘর ব্যতীত অপর সকলেই গৌড় কায়স্থ এবং  
 বজ্জ-কুলপঞ্জিকার মতে গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, কাশ্যপ গুহ, বিশ্বামিত্র মিত্র এবং  
 মোদগল্য দত্ত এই পাঁচ ঘর এবং নাগ, নাথ ও দাস ব্যতীত অপর প্রাচীন ঘরের সন্তানগণ  
 গৌড় কায়স্থ । কিন্তু পূর্বেই লিখিত হইয়াছে,—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, সিংহ ও দাসবংশ  
 রাজা আদিশূর জয়ন্ত বা রাজা আদিত্যশূরের বহুপূর্বে এমন কি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে এদেশে বাস  
 করিতেন । সুতরাং ঐ সকল পদ্ধতির কায়স্থকেও গৌড়কায়স্থ বলিয়া ধরিতে পারি । পরে  
 তাঁহাদেরই বংশধর কেহ কেহ পশ্চিম ভারতে কএক পুরুষ বাস করিয়া আবার এদেশে  
 উপনিবেশী হইয়াছিলেন ।

ঠাটলপুর হইতে সংগৃহীত একখানি প্রাচীন কুলজীতে লিখিত আছে—

“চিত্রগুপ্ত বিচিত্র আর চিত্রসেন ভাই ।  
 যমের অমুজ বলি কীর্তিকথা গাই ॥

চিত্র হইতে হইল যে চারি কুমার ।  
 গৌড় মাথুর সকসেন ভট্টনাগর ॥

গৌড়ের গমন হইল পশ্চিম ভূবন ।  
 মাথুর রহিল গিয়া কলিঙ্গ সদন ॥

সকসেন কনৌজে ছিলা কতকাল ।  
 বিপ্রমুনি সেবা করি পাইলেক কাল ॥

ভট্টনাগর হইলা কনৌজের রাজা ।  
 মহাগুপ্ত মহাশীল সর্বগুণতেজা ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর হইল অপার ।  
 কত হইল কত মৈল কি কহিব তার ॥”

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে মনে হয়—চিত্রসন্তান গৌড় শাখা এদেশ ছাড়িয়া বহু পূর্বকালেই  
 কেহ কেহ পশ্চিম প্রদেশে, মাথুর শাখা স্বস্থান মথুরা ছাড়িয়া কলিঙ্গ বা উৎকলে, শকসেন  
 ও ভট্টনাগর শাখা ঐরূপ কনৌজে বাস করিয়াছিলেন । সুতরাং উক্ত কুলজীর বচন হইতে  
 মনে হয় নানা শাখার কায়স্থই একস্থানে স্থিরভাবে ছিলেন না । স্বস্থান হইতে বহু স্থানে  
 ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন । তন্মধ্যে গৌড় বা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে অতি প্রাচীনকাল হইতেই  
 প্রধান শাখার বাস এবং সকল হান অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ছিল, সে কথা পূর্বেই  
 লিখিয়াছি । রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গেও অতি পূর্বকাল হইতে শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণের বাস হইয়াছিল,  
 পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।

যাহারা গৌড়দেশেই আপনাদের আদিবাস মনে করিতেন, অতি পূর্বকাল হইতেই  
 তাঁহাদের সন্তানগণ ভিন্নদেশে গৌড় কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । দ্বাদশ প্রকার  
 চিত্রগুপ্ত-কায়স্থ শাখার মধ্যে গৌড় শাখা একটী । গৌড়শাখার কায়স্থবংশ গৌড় হইতে  
 গিয়া নানাদেশের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও মহাবীর বলিয়া খ্যাতি

লাভ করেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। গৌড়কায়স্থবংশে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বিদ্যাবত্তায় গৌড়মণ্ডল আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ধরবংশে মহোপাধ্যায় গয়াধর, রক্ষিত বংশে মহাচার্য তথাগত রক্ষিত, শীলবংশে মহাপণ্ডিত দানশীল, চন্দ্রবংশে দ্বিবাকর চন্দ্র ও বিভূতি চন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষায় বহুতর বৌদ্ধ তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিব্বতের তেঙ্গুর মহাকোষে তাঁহাদের রচিত সেই সকল গ্রন্থের মনুবাদ রক্ষিত হইয়াছে !

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### রাঢ়ের আদি কায়স্থ-সমাজ

রাঢ় গৌড়দেশেরই এক প্রধান অংশ।<sup>১</sup> পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায় শাক্য বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ‘লাল’ ( রাঢ় ) দেশে সিংহপুরে সিংহবাছ নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি নিজ পুত্র বিজয়সিংহকে রাজ্য হইতে নির্বাসনের আদেশ করেন। বিজয়সিংহ সদলবলে সমুদ্রপথে ৫৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিংহলে আসিয়া এখানকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং রাঢ়ীয় সভ্যতা প্রচারের সহিত এখানে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তন করেন। এই জাতিভেদপ্রথা হইতে মনে হয় যে বিজয়সিংহের জন্মভূমি রাঢ়দেশে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়-কালে চাতুর্বর্ণ সমাজ বিद्यমান ছিল। এ সময় সিংহপুরই রাঢ়ের রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় রাঢ়দেশে কর্ণসুবর্ণই প্রাচীনতর রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে মহারাজ জয়নাগের তাম্রশাসনে

মহারাজ জয়নাগ

এবং ৭ম শতকে মহারাজ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে ও চীন-পরিব্রাজক য়ুঅন চুয়ঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে কর্ণসুবর্ণের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐ সময়ে বারকমণ্ডলে ( পূর্ব বারেন্দ্র ও পূর্ববঙ্গে ) মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব আধিপত্য করিতেছিলেন, তাহারই কিছু পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে বা রাঢ়দেশে মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মহাভাগবত জয়নাগ আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণে অবস্থানকালে কাণ্ডপগোত্র ছান্দোগ ভট্ট ব্রহ্মবীরস্বামীকে তাম্রশাসনদ্বারা ‘বল্লঘোষবাটক’ নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই দানপত্রের শাসনপাঠে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ জয়নাগের অধীনে সামন্ত নারায়ণ ভদ্র ঔদম্বরিক শাসন করিতেছিলেন, তাহার

(১) খৃষ্টীয় ১০ম শতকে রচিত গ্রন্থোৎক্রেদাদয়নাটকে লিখিত আছে—

“গৌড়রাষ্ট্রমুখ্যমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।”

ব্যবহারি-মহাপ্রতীহার ছিলেন স্বর্ধ্যসেন। সামন্তরাজের আজ্ঞাক্রমেই মহাপ্রতীহার স্বর্ধ্যসেন ব্রহ্মবীরস্বামীকে উক্ত গ্রাম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পাদটীকায় সেই সুপ্রাচীন তাম্রপটের পাঠ প্রদত্ত হইল।<sup>২</sup>

উক্ত তাম্রপট হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে—যে ভট্ট ব্রহ্মবীরস্বামী ব্যতীত ভট্ট উদয়ালন স্বামী, ভরণি স্বামী, ও কুরুটগ্রামী ব্রাহ্মগণেরও তাম্রপটনির্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ শাসনভূমি ছিল। সুতরাং পরম ভাগবত নাগবংশের আধিপত্যকালে প্রায় চৌদ্দশত বর্ষ পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক ব্রাহ্মশাসন ছিল, তাহার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহারাজাধিরাজ জয়নাগের সময় নারায়ণ ভদ্র ঔদ্যধরিক দেশের (বর্ধমান ভুক্তির) সামন্তরাজ এবং ব্যবহারী স্বর্ধ্যসেন মহাপ্রতীহার (Chief Commissioner) ছিলেন। অন্নদিন হইল উক্ত মহারাজাধিরাজ জয়নাগের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অধিরাজের নাম ব্যতীত আর কোন পরিচয় এখনও বাহির হয় নাই।

আমরা ব্রহ্মাণ্ডাদি মহাপুরাণ-পাঠে জানিতে পারি—গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে মগ্ধরাতে নাগবংশ আধিপত্য করিতেন।<sup>৩</sup> গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শিলালেখ হইতে

(২) (মহারাজ জয়নাগের তাম্রশাসন)

- ১৬ পংক্তি ঐ শস্ত্র কর্ণস্বয়ং বিহিতস্ত মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত
- ২য় „ ঐ জয়নাগদেবতাত্ত্বাদয়-নাথংসরে তৎপাদানুধ্যাত
- ৩য় „ নারায়ণভদ্রভৌদধরিক [বিষয়] সম্ভোগকালে তব্যব্যহারি-মহাপ্রতীহার স্বর্ধ্য-
- ৪র্থ „ সেনে ব্যাহরতিঃ তদভাজা ঐসামন্তপাদৈঃ প্রদত্তা কাণ্ডপ সগোজ্জায় ছা-
- ৫ „ ক্ষোগ-সংক্ষচাধিণে ভট্ট-ব্রহ্মবীরস্বামিনে ময়া মাতাপিত্রোরাগ্নয়ন-
- ৬ „ ৬৫ পুণ্যভিষুক্ষে বঙ্গবোষবাটক গ্রামাক্ষয়ণী ধর্মণা প্রদত্তা বিষ-
- ৭ „ য় মুদালঙ্কৃত তাম্রশাসনং সীমাবাটপরিচ্ছিন্নং। দাত্তখেতি। অত্র সীমা-
- ৮ „ লিজ্জানি য় পশ্চিমস্তাল্লিশি কুংকুটগ্রামিণ ব্রাহ্মগণানাং সংক তাম্রপট
- ৯ „ সীমা উত্তরস্থং গদিশিকা পূর্বস্থামিয়মেব গদ্বিনিকা ততো নিম্নতো
- ১০ „ অমলপৌণ্ডিকগ্রাম পশ্চিম সীমানুগত সমপয়ানকঃ তেনৈব সী-
- ১১ „ য়া সম্প্রিচ্ছিন্না যাবন্তটোন্নালনস্বামিতাম্রপট ইতি তন্মাজ দক্ষিণদিগ্ভাগা-
- ১২ „ দত্তয়ন্তেনৈব সীমা উত্তরান্ দিশমমুবেলমানস্তাবদাগতো যাবন্তর্যস্বামি
- ১৩ „ তাম্রপটসীমেতি। ততোপি প্রপ্তেনে ভট্টোন্নালনস্বামিতাম্রপটসীমিবধট-
- ১৪ „ লিকাদেব খাতম্প্রবিশ্ত তাবদাগতো যাবৎ সএব কুংকুটগ্রামিণ ব্রাহ্মগণসীমেতি।
- ১৫ „ (অস্পষ্ট)

Vide Epigraphia Indica, vol. XVIII. Vappaghoshavataka Grant of Jayanaga  
by L. D. Burnett, p. 60 ff.

(৩) “মথুরাক পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষান্তি সপ্ত বৈ।

অনুগঙ্গং প্রয়াগক সাক্যেতং মাগধস্তথা।

এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্তান্তে গুপ্তবংশজাঃ।” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অনুবঙ্গপাদ)

জানা যায় ( খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের শেষ ভাগে ) তিনি গণপতিনাগকে পরাজয় করেন । ঐ সময় নাগবংশ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন । তন্মধ্যে গোড়ে আসিয়া কেহ কেহ সামন্তরূপে কেহ বা নাগরিক মহত্তররূপে বাস করিতে থাকেন । বারেন্দ্র বা পুণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তিতে গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইলেও রাঢ়দেশে তাঁহাদের আধিপত্যের স্পষ্ট নিদর্শন এখনও বাহির হয় নাই । গুপ্ত-প্রভাব হ্রাসকালে সম্ভবতঃ রাঢ়ের নাগবংশ ধীরে ধীরে মন্তকোত্তলন করিয়া সমগ্র রাঢ়ের একচ্ছত্রী নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণেই ( খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ) তাঁহাদের রাজধানী হইয়াছিল । মহারাজ জয়নাগের বংশধরগণের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই । তবে মহারাজ শশাঙ্কদেব যে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠিত হইয়া সুদূর গঙ্গাম প্রদেশ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে ।<sup>৪</sup>

মুসলমান-বিজয়ের পর সেনবংশের একধারা যেমন হিমালয় প্রদেশে গিয়া তথায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের সহিত সুখেত, মন্দী প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগবংশের একধারা গুপ্তবংশের হস্তে রাজ্য হারাইয়া হিমালয় প্রদেশে কাশ্মীরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । এখানে কাশ্মীরপতির সহায়তায় নানা রাজকর্ম করিয়া অবশেষে কাশ্মীরে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন ।<sup>৫</sup> অপর এক ধারা রাঢ়ে আসিয়া রাজত্ব করেন, তাহা মহারাজাধিরাজ জয়নাগপ্রসঙ্গে পূর্বেই লিখিয়াছি । রাজা শশাঙ্কদেবের প্রভাবে রাজ্য হারাইয়া উক্ত নাগবংশধরগণ কলিঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন, মেদিনীপুর জেলায় রাইবনিয়াগড়ে ও ময়ূরভঞ্জের দক্ষিণাংশে খিচিঙ্গ নামক স্থানে সেই নাগবংশের কীর্তি বিস্তৃত ।<sup>৬</sup> কলিঙ্গে তাঁহারা গুহ বা বিরটিবংশ বলিয়া পরে পরিচিত হন ।<sup>৭</sup>

প্রাচীন কুলগ্রন্থে নাগবংশের মধ্যে নাগ, সেন ও গুহ প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয় ।<sup>৮</sup> দামোদরপুরের তাম্রশাসন, ঘাঘরাহাটীর তাম্রশাসন ও জয়নাগের তাম্রশাসন ইহাতে জানা যায় যে কোটিবর্ষ বা উত্তরবঙ্গের বারকমণ্ডলে বা পূর্ব ও দক্ষিণ বারেন্দ্রে এবং রাঢ়দেশে ঔদ্রব বা বর্দ্ধমান বিভাগে সেনবংশ বিস্তৃত ছিলেন । মহারাজাধিরাজ জয়নাগের তাম্রশাসনে জয়নাগের অধীনে সূর্যাসেন ঔদ্রবের ব্যবহারি-মহাপ্রতিহার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । এই সেনবংশকে বাসুকী-কুলগাথা বর্ণিত নাগবংশেরই এক শাখা মনে করি । অধিরাজ নাগবংশের সহিত সেনবংশ আধিপত্য হারাইলেও বাসুকীকুলগাথা ও কাশীদাসের আদিচাকুর মতে সেনবংশ ও নাগবংশ গোড়াধিপ আদিশূরের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন ।<sup>৯</sup> এই সেনবংশ

(৪) রাজস্বকাণ্ড, ৬২-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(৫) রাজস্বকাণ্ড, ৮০—৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(৬) Archæological Survey Reports of Mayurbhanja Vol I.

(৭) রাজস্বকাণ্ড, ৩১৫—৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(৮) রাজস্বকাণ্ড, ২৪০—২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

বাসুকীগোত্র এবং নাগবংশ সৌপায়নগোত্র ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে মহাপ্রতীহার খ্যাসেন হইতে রাঢ়ে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা। উত্তররাষ্ট্রীয় প্রাচীন কুলপঞ্জিকা হইতেও পাইতেছি—

“শূর সেন দেব নাগ কুণ্ড বিষ্ণু পাল ।” নন্দী আদি করি দেখা আটে যুথ মান ॥

শূর সেন দেব নাগ কুণ্ড বিষ্ণু মূল । পঞ্চকুল নিরাবিল ভঙ্গ যুথকুল ॥”

উদ্ধৃত কুলপঞ্জিকা অনুসারে শূর, সেন, দেব, নাগ, কুণ্ড ও বিষ্ণু এই ছয় ঘরই মূল রাষ্ট্রীয় কাব্যস্থ, পাল ও নন্দী ইহাদের মধ্যে গিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয়সমাজের আদিপরিচয়মূলক ‘জিজ্ঞাসা’ নামক সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয়গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“চিত্রগুপ্ত গেল স্বর্গে বিচিত্র পাতালে । চিত্রসেন পৃথিবীতে আদিবাস রাঢ়ে ॥

তাহার ঘরেতে পুত্র কতজন হই। কি কার নাম কোথা বাস কহ মহাশয় ॥

তাহান কার ঘরে পুত্র কতজন হইল । কোন্ গুণে কাহার স্থানে পদ্ধতি পাইল ॥

এহার উত্তর ।

মোর এক নিবেদন শুন মহাশয় । বিনয়পূর্ব্বকে কিছু কহিতে ইচ্ছা হই ॥

চিত্রসেন পৃথিবীতে জখন আসিল । আনিআ পদ্মিনী কন্তা ব্রহ্মা সমর্পিল ॥

তাহান ঘরেতে পুত্র তিনজন হয় । চিত্রপাল কীর্ত্তিচন্দ্র বিচিত্র উদয় ॥

চিত্রপাল তথা রৈল, কীর্ত্তিচন্দ্র কটকে গেল, বিচিত্র উদয় রাঢ়ে কই ।

শুন শুন সভাজন, আমি করি নিবেদন, প্রতিউত্তর দিলাম আমি এই ॥

বিচিত্র উদয় রাঢ়ে, কয় পুত্র তাহান ঘরে, নিবাস করিল গিয়া কে ।

আদিবাস বংশাবলী, স্নেহিঁ সকলে মিলি, হই নঞ আজ্ঞা কর মোকে ॥

এহার উত্তর ।

মোর এক নিবেদন সোন মহাশয় । রাঢ়েতে আছিলেন যখন বিচিত্র উদয় ॥

পদ্মিনী ব হই কন্তা বিবাহ করিল । হই ঘরে দশ পুত্র তাহান জন্মিল ॥

তাহাক দেখিয়া ব্রহ্মা সন্তোষ হইয়া । রাখিল সভার নাম পদ্ধতি করিয়া ॥

সর্ব্বজ্যোষ্ঠ নারায়ণ দত্ত মহাশয় । মহানাদ ঘোষ বহু মিত্র মৃত্যুঞ্জয় ॥

এই চাইর পুত্র হইল পদ্মিনীর ঘরে । আর ছয় পুত্র হইল সম্ভবার উদরে ॥

চন্দ্র সেন বড় জন দেও মহাশয় । হরিপুরে দাস সিংহ মহাতেজোময় ॥

তাহার অমুজ নাহি আর কেহ । সকলের কনিষ্ঠ হইল চন্দ্রভান গুহ ॥

সোন সবে একমনে বচন মধুর । যে কালেতে যজ্ঞ কৈল রাজা আদিশূর ॥



পঞ্চবিপ্র আনাইল বজ্জের কারণ । সৌকালিন ভরদ্বাজ গৌতম ব্রাহ্মণ ॥  
 আলিম্যান বাৎস্র আদি এই পঞ্চজন । তাহাদের সঙ্গে আইল কায়স্থ দশজন ॥  
 যজ্ঞশেষে জিজ্ঞাসিল রাজা আদিশুর । কে কাহার ভক্ত হও কে কাহার ঠাকুর ॥  
 নারায়ণ দত্ত কহেন সোন রাজাজী । দত্ত কারো শিষ্য নয় সঙ্গে আসিয়াছি ॥  
 ঘোষ বসু মিশে বোলেন সোন মহাশয় । ব্রাহ্মণের ভক্ত হয়ে আসিয়াছি নিশ্চয় ॥  
 গুহে বোলেন মহারাজা করি নিবেদন । এক পিতার ঘরে পুত্র হইলাম দশজন ॥  
 কি কারণে বিধি যোরে করিলেন স্বজন । জ্ঞাতিজনে উপহাস করে সর্বক্ষণ ॥  
 আমার উপায় কিবা কহ মহারাজ ! কার সঙ্গে গিয়া আমি করিব সমাজ ॥

এহার উত্তর ।

সোন সবে একমনে বচন মধুর । ছাটি বড় ভেদ কৈলেন রাজা আদিশুর ॥  
 বার শিষ্য যে হইলা সেই গোত্র পায় । সবারে সন্তোষ করি করলেন বিদায় ॥  
 বিদায় পাইয়া সবে রাঢ়েতে চলিল । দশজন দশ গ্রামে বসতি করিল ॥  
 আক্‌নাতে গেল ঘোষ মাহিনাতে বসু । বরিসা রহিল মিত্র দুঃখ রহে কিছু ॥  
 বালীতে রহিল দত্ত প্রতাপ প্রচুর । ব্রহ্মগ্রামে গেলা সেন দেও চিত্রপুর ॥  
 সিংহপুরে রয় সিংহ হরিপুরে দাস । পানিহাটা গত চন্দ্র গুহ বঙ্গবাস ॥  
 কীর্ত্তিচন্দ্র কটকেতে যখন উত্তরিল । মাহিঙ্গ ঘোষের কণ্ঠা বিবাহ করিল ॥  
 তাহার ঘরেতে পুত্র হইল দুইজন । উদয় কুই দুইরাম রাখিল তখন ॥  
 স্বস্থানে রহিল উদয় কুই বিষ্ণুপুর গেলা । নারায়ণ মিশ্রের কণ্ঠা পরিণয় করিল ॥  
 তাহার ঘরেতে পুত্র হইল তিন পর । রাম মধু বীরচন্দ্র তিন মহোদর ॥  
 স্বস্থানে রহিল রাম মধু বীরভূমি । পদ্মদেশে বীরচন্দ্র আসিলেক আপনি ॥  
 চন্দ্রদ্বীপ আসিয়া হইল নৃপতি । রমণপুর গ্রামে গিয়া রহিল সন্ততি ॥  
 সাগরের তীরে গিয়া করেন পরিণয় । তাহার ঘরেতে পুত্র কতজন হয় ॥”

এই পুঁথিখানির লিপি ও অবস্থা দেখিলে তিনশত বর্ষের কম বলিয়া মনে হইবে না । বলা বাহুল্য বঙ্গের সকল গুরু জাতির মধ্যে রীতিমত কুলপঞ্জিকা লিখিত হইবার পূর্ব হইতেই সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয়মূলক এইরূপ ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল । বলিতে কি ‘আলোচ্য ‘জিজ্ঞাসা’ পুঁথি হইতে যেরূপ আদিপরিচয় পাই, ‘অপর কুলগ্রন্থে এরূপ দেখি নাই । এই ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থের মতে—কায়স্থ-বীজপুরুষ বিচিত্র দুই বিবাহ করেন, তন্মধ্যে একের নাম পদ্মিনী ও অপরের নাম সম্ভবা । পদ্মিনীর গর্ভে দত্ত, ঘোষ, বসু ও মিত্র এই চারি ঘর এবং সম্ভবার গর্ভে চন্দ্র, সেন, দেও ( দেব ), দাস, সিংহ ও গুহ এই ছয় ঘরের উৎপত্তি । এই দশ ঘর সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, তাহার আদিশুরের সময় রাঢ়দেশে বাস করিতেন । এই আদিশুরের সভায় সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিম্যান ও বাৎস্র এই পঞ্চ গৌত্র ব্রাহ্মণ

আগমন করেন। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষের মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্ত, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ মাত্র এই পঞ্চ গোত্র দৃষ্ট হয়। এই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে সৌকালিন, আলিঙ্গ্যান ও গোতম এই তিন গোত্র নাই। সুতরাং ‘জিজ্ঞাসার’ পুথিতে যে আদিশুরের নাম পাইতেছি, তিনি রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণবীজী-আনয়নকারী হইতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বীজীগণের আগমনের বহুপূর্বে রাঢ়দেশের কর্ণস্ববর্ণ হইতে প্রদত্ত মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার প্রকাণ্ড তাম্রশাসনের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আলিঙ্গ্যান ও গোতম গোত্রের সন্ধান পাই, সৌকালিন নাই, কিন্তু তাম্রশাসনের সমস্ত অংশ এখনও বাহির হয় নাই।<sup>১০</sup> অপ্রাপ্ত অংশে ‘সৌকালীন’ গোত্রের নাম থাকিতে পারে। অথবা পরে এই গোত্র আসিয়া মিলিত হইয়া থাকিবেন। উক্ত সুপ্রাচীন তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায়—চন্দ্রপুরী বিষয়ে এক প্রকাণ্ড অগ্রহার বা ব্রাহ্মণশাসন ছিল। সেখানে বহু, ঘোষ, মিত্র, কুণ্ড, পালিত, ও নাগ পদ্ধতিযুক্ত স্বামিপাদগণ বাস করিতেন।

কামরূপপতি মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা যে সময়ে বিজয়ী নৃপতিরূপে রাঢ়দেশে কর্ণস্ববর্ণের সংস্থাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় উপরোক্ত চন্দ্রপুরী বিষয় হইতে বহু গোত্রের স্বামিপাদগণ কর্ণস্ববর্ণে উপস্থিত হইয়া মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করেন যে মহারাজের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ মহাভূতিবর্ম্মা তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণকে তাম্রশাসন দ্বারা যে সকল ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাম্রশাসন নষ্ট হওয়ায় রাজপুরুষগণ সেই সকল ভূমির কর ধার্য্য করিতেছেন, একারণ উক্ত শাসনের ভূমিগৃহীতা স্বামিপাদগণের বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদের দখলী নিধির জমি বজায় রাখিবার জন্ত আবেদন করিতেছেন। তদনুসারে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা শাসনগৃহীতা স্বামিপাদগণের বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণকে পুনরায় উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ-প্রদত্ত তাম্রশাসনের ভূমিদান স্বীকার করিয়া এই নূতন তাম্রশাসন লিখিয়া দেন।

বলা বাহুল্য এই তাম্রশাসন হইতেও আমরা জানিতে পারি যে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা বেদমার্গরত ব্রাহ্মণভক্ত নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার সভায় অনেক কায়স্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।<sup>১১</sup>

এরূপ স্থলে পূর্ব বর্ণিত ‘জিজ্ঞাসা’ হইতে যে আদিশুরের নাম পাইতেছি তাঁহাকে আমরা মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা মনে করিতে পারি। কেবল ভাস্করবর্ম্মা বলিয়া নহে তাঁহার বংশধর

ভৌমরাজগণ সমগ্র রাঢ় ও উৎকল শাসন করিয়াছিলেন এবং

১০ আদিশুর

‘গৌড়-উদ্র-কলিঙ্গ-কোশল-পতি’ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মহারাজ ভাস্করবর্ম্মাই রাঢ়দেশে ভৌমবংশের আদি হইতেছেন, এ অবস্থায় ভৌমরাজগণের

(১০) Epigraphia Indica, vol, XIX.

(১১) ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে এইরূপ কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে—“২১য়কর্ম্মণিক জ্ঞানার্জনধারী যথাহরিদত্ত কায়স্থ চুড়নাথ কায়স্থ প্রভৃতিঃ শাসয়িতা লেখয়িতা চ বহু বর্ষ ভাণ্ডারাদিকৃত মহাসামন্ত দিবাকর প্রভঃ উৎখেষ্টয়িতা দত্ত করপুত্রো সেক্যকার কালিয়া।” Epigraphia Indica, vol XII, p. 68.

মধ্যে তিনি 'আদি' ও দ্বিখিজয়ী শূরবীর ছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে 'আদিশূর' রূপে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্বেও যে বহু পদ্ধতির কায়স্থের বাস ছিল, তাহার কথা পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গুরুর গোত্রানুসারে শিষ্যের গোত্র হইয়াছিল। স্বামিপাদগণের পদ্ধতি হইতেও মনে হয় কেবল গোত্র নহে, অনেকে পদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পদ্ধতির ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব না থাকায় বস্তুযোষাদি পদ্ধতিযুক্ত স্বামিপাদগণের বংশধরগণও পরে কায়স্থসমাজে মিশিয়া গিয়া থাকিবেন। রাঢ়দেশে বহু পদ্ধতির কায়স্থের বাস থাকিলেও 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে কেবল প্রধান দশ ঘরের নাম কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্র ও সেন বংশকে 'বড় জন', দেবকে 'মহাশয়' এবং সিংহকে 'মহাতেজো-ময়' বলা হইয়াছে। এ ছাড়া ঘোষের আকনা, বসুর মাহিনা, শিত্রের বরিসা, দত্তের বালি, সেনের ব্রহ্মগ্রাম, দেবের চিত্রপুর, সিংহের সিংহপুর, দাসের হরিপুর ও চন্দ্রের কুলস্থান পানিহাটা নির্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রবংশ পানিহাটা হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। গুহবংশও বঙ্গবাসী হন।

পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ময়নমতীর গান, গোপীচাঁদের গান, তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং রামপাল হইতে আবিস্কৃত মহারাজ ঐচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে তাহার বিবরণী পাওয়া যায়।

রাঢ় ও বঙ্গে চন্দ্রবংশ তারনাথ ১৯ জন চন্দ্র-নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কে কোন্ সময় রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। এই বংশীয় শেষ নৃপতি ললিত-চন্দ্র সম্বন্ধে তারনাথ লিখিয়াছেন, তাঁহা হইতেই চন্দ্ররাজবংশের অবসান হয়, কিছুদিন অরাজকতা চলিতে থাকে! রাজবংশীয়দিগের মধ্যে যাহাকেই নির্বাচন করা হয়, তিনিই চন্দ্রবংশের এক রাণীর কৌশলে রাত্রিকালে নিহত হইতেন। অবশেষে রাণীর করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গোপাল প্রজাসাধারণ কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।<sup>১২</sup> সুতরাং ১ম পাল-নৃপতি গোপালের অভ্যুদয়ের পূর্বে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতকে গোপালের অভ্যুদয়। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপূর্বে ১৯ জন চন্দ্রনৃপতির রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাঢ় হইতে এক শাখা তৎপূর্বে গিয়া পূর্ববঙ্গে অস্তিত্ব: খৃষ্টীয় ৭ম শতকে আধিপত্য করিয়া থাকিবেন। তারনাথের মতে রাজা বালচন্দ্র এক সিংহ নৃপতির হস্তে পরাজিত হইয়া বঙ্গরাজ্য হারাইয়া ত্রিহতে পলাইয়া গিয়া প্রথমে সামন্তরা-রূপে পরে কামরূপে গিয়া বাস করেন। যামরা কিন্তু ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে আরাকানের মোরঙ্গে বালচন্দ্র নামে এক রাজা ও তৎবংশধর লইয়া ১৯ জন চন্দ্ররাজের এইরূপ তালিকা পাইতেছি—

নাম	রাজ্যকাল	নাম	রাজ্যকাল
১। বালচন্দ্র	?	১০। নীতিচন্দ্র	?
২। দেবচন্দ্র	২২ বর্ষ	১১। মহাবীর নরেন্দ্র	১২
৩। যজ্ঞচন্দ্র	৭	১২। ?	১২
৪। ... (ভূমিচন্দ্রপুত্র) ?		১৩। ?	১২
৫। ... (কীর্তিচন্দ্রপুত্র) ২৪		১৪। ধর্মশূর	৩
৬। ... (নীতিচন্দ্রপুত্র) ৫৫		১৫। ?	৮
৭। দীপচন্দ্র	?	১৬। শ্রীধর্মবিজয়	?
৮। প্রীতিচন্দ্র	২২	১৭। নরেন্দ্রবিজয় (ধর্মবিজয়পুত্র) ২	
৯। ... চন্দ্র	?	১৮। নরেন্দ্রচন্দ্র	৮
		১৯। আনন্দচন্দ্র	

অল্পদিন, হইল পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজগণের শিলালিপি আলোচনা করিয়া একটা অজ্ঞাতপূর্ব ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি মোরঙ্গের সিংধৌল মন্দিরের চত্বরে স্তম্ভগাত্রে পরবর্তী গুপ্তসম্রাটগণের সময়ের অক্ষরে খোদিত কতকগুলি শিলালিপিতে উপরোক্ত নামগুলি পাইয়াছেন। তন্মধ্যে অন্তিম নরপতি আনন্দচন্দ্র তাঁহার শিলালিপিতে “ধর্মরাজ্যমুজবংশ” ও তাম্রপট্টনপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার এক সামন্ত-নৃপতি নিজ কস্তারত্নকে রাজা আনন্দচন্দ্রের করে দান ও তদুপলক্ষে শ্রীপট্টন নামক নগরী সৌতুক করেন। কাহারও কাহারও মতে আনন্দচন্দ্র ১১০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। মোরঙ্গের স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে—

‘আনন্দচন্দ্র দানে কর্ণ সত্যে যুধিষ্ঠির, রূপে কাম ও দীপ্তিতে সূর্যাসদৃশ ছিলেন, তিনি বহু বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন নিজের বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ ৫০টা ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াও যশস্বী হইয়াছিলেন।’ ১৩

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—‘রাজা বল্লালসেন গৌড়দেশে ১০০, মগধে ৫০, ভোটে ৬০, মোরঙ্গে ৬০, উৎকলে ২২, এবং রসাতলে ২২ মোট ৩১৪ ঘর ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন।’ ১৪

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী পাঠে মনে হয়, তাঁহার অধিকার মধ্যে যেখানে যেখানে বৌদ্ধপ্রভাব

(১৩) Annual Report of the Archaeological Survey of India for 1925-26, p. 146-148,

(১৪) “গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশদ্বর্গে তথা।

ভোটে ষষ্ঠ সম্রাট্যাতাঃ মোরঙ্গে চ তথাবিধঃ।

উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাতলে চ তথাবিধঃ।

এবং স্থিতিব্রাহ্মণানাং সর্গদেশনিবাসিনাম্।”

(বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী)

ছিল, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব করিবার জন্য রাজা বল্লালসেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে মোরঙ্গ ও রসঙ্গ ভিন্ন জনপদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত শিলালেখ হইতে মোরঙ্গ ও রসঙ্গ দুইটাই আরাকান মধ্যে পড়িয়াছে। পূর্বে মোরঙ্গ বৃহৎ ও রসঙ্গ ক্ষুদ্র ছিল। পরে মোরঙ্গ রসঙ্গের সামিল হইয়া পড়ে। মোরঙ্গই সম্ভবতঃ রাজা আনন্দচন্দ্রের সময় তান্ত্রপত্তন নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তিনি বিবাহে যৌতুক স্বরূপ যে 'শ্রীপত্তন' লাভ করেন, তাহাই সম্ভবতঃ পরে 'শ্রীহট্ট' নামে পরিচিত হইয়াছে।

রাজা আনন্দচন্দ্রকে যদি রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি গোড়া বৌদ্ধ হইয়াও যে তাঁহার শিলালেখে ব্রাহ্মণ স্থাপনের কথা পাইতেছি, তাহা রাজা বল্লালসেন প্রেরিত ব্রাহ্মণপ্রভাবের ফল হইতে পারে।

আনন্দচন্দ্রকে ধরিয়া ১২ জন চন্দ্ররাজের নাম পাইতেছি, তিন পুরুষে গড়-পড়তা এক শতাব্দী ধরিলে এই বংশের ১ম রাজা বালচন্দ্রকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতকে পাই। বৌদ্ধ ধর্মের তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ চন্দ্রবংশীয় এক বালচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বঙ্গরাজ্য ছাড়িয়া ত্রিহতে পলাইয়া যাইবার কথা লিখিয়াছেন। বালচন্দ্র স্বরাজ্য ছাড়িয়া গেলেও তৎপুত্র বিমলচন্দ্র পৈতৃক বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া কামরূপ পর্যান্ত অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র ললিতচন্দ্র হইতেই রাজ্যাবসান এবং প্রজা সাধারণ কর্তৃক গোপালের সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

পণ্ডিত হীরাচাঁদ মোরঙ্গে খৃষ্টীয় ৭ম শতকের অক্ষরে চন্দ্রবংশের লিপি উদ্ধার করিয়াছেন। আনন্দচন্দ্রের লিপিতে এখানকার ১২ জন নৃপতির ১ম বালচন্দ্রকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতকে পাইতেছি। এদিকে তারনাথের বালচন্দ্রও ঐ সময় পড়িতেছেন। তারনাথের বঙ্গাধিপ বালচন্দ্র ত্রিহতের পরিবর্তে যদি মোরঙ্গে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্গের চন্দ্রবংশ এবং মোরঙ্গের চন্দ্রবংশ একই বংশসমূহ হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় কুলপরিচায়ক সুপ্রাচীন 'জিজ্ঞাসা'র পুথিতে রাত্ হঠতে বঙ্গাগত যে বীরচন্দ্রের নাম পাইতেছি, তিনিই কি রাজা বালচন্দ্র বলিয়া পূর্ববঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন? মোরঙ্গের চন্দ্রবংশ 'ধর্মরাজামুজবংশ' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র কায়হের আদিপুরুষ ও 'ধর্মরাজামুজ' বলিয়াই পরিচিত।<sup>১০</sup> এই অব্যয়ের প্রারম্ভে 'জিজ্ঞাসা' নামক প্রাচীন

(১০) "বায়ুঃ সর্বগতঃ সৃষ্টঃ সৃষ্টান্তোঃ বিদ্যমান্।

ধর্মরাজস্তুতঃ সৃষ্টো যত্র ওপেন সংসৃতঃ।

সৃষ্টেবমাদিকঃ সর্বঃ তপস্তুপেতু পদ্মতঃ ॥

( গরুড়পুরাণ ৬০৬ পৃষ্ঠা—১৩ ৪ মাংসে বঙ্গবাসী কাখ্যালয় হইতে প্রকাশিত )

"প্রবর্তি চিত্রনগরং বিচিত্রো যত্র পার্থিবঃ।

নমস্তৈবামুজঃ সৌমি যত্র রাজ্যঃ প্রশান্তিহ ॥"

( গরুড়পুরাণ, উক্ত সংস্করণ, ৩২২ পৃষ্ঠা )

কুলপরিচয় গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে চিত্র বা বিচিত্র হইতে দশম্বর রাষ্ট্রীয় কায়স্থের উৎপত্তি, তন্মধ্যে চন্দ্রবংশ ‘বড় জন’ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। এখন আমরা বুঝিতেছি, বহু পূর্বকালে রাঢ়ের চন্দ্রবংশ কেবল পূর্ববঙ্গ বলিয়া নহে, পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে সুদূর আরাকানে বহু শত বর্ষ প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এবং পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের পরই খৃষ্টীয় ৮ম শতকে ১ম গোপালের সহিত বৌদ্ধ পালবংশের অভ্যুদয়। যদি তারনাথের বর্ণনায় কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পালবংশের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতক হইতেই পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের আবির্ভাব। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বারকমণ্ডলে চন্দ্রবংশ যে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা বাঘরাহাটীর তাম্রশাসন প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ‘জিজ্ঞাসার’ কথা সত্য হইলে বলিতে হয় তৎপূর্বেও রাঢ়দেশে চন্দ্রপদ্ধতির কায়স্থের বাস ছিল এবং পাণিহাটী তাঁহাদের সমাজস্থান বলিয়া গণ্য হইত।

‘চন্দ্র’ বংশের আয় ‘নাগবংশ’ও এই রাঢ়দেশে বাস করিতেন, এমন কি খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে তাঁহারা রাঢ়দেশে আধিপত্য করিতেন তাহাও সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে সন্ধান বাহির হইয়াছে। পূর্বেই মহারাজ জয়নাগপ্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ জয়নাগের তাম্রশাসনে আমরা ভদ্রবংশের উল্লেখ পাইতেছি। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কর্ণসুবর্ণপতি মহারাজাধিরাজ জয়নাগের অধীনে নারায়ণভদ্র তাঁহার সামন্ত-নৃপতিরূপে ঔদয়িক বিষয় শাসন করিতেন, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। পরবর্তী শশাঙ্কদেবের সময়ও এই ভদ্রবংশ সম্ভবতঃ অধিকারচ্যুত হন নাই। শশাঙ্কদেবের পরও আমরা ভদ্রবংশের সন্ধান পাই। যে সময়ে কর্ণসুবর্ণে মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মা বিজয়ী নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সময়েও আমরা মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রের উল্লেখ পাইতেছি। ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা চন্দ্রপুরি বিষয়ে ময়ূরশাখাল অগ্রহারে বহু ব্রাহ্মণকে যে শাসন দ্বারা নিস্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন, মূল তাম্রপটখানি নষ্ট হওয়ায় সেই সকল জমির উপর কর ধার্য্য হইতে থাকে। উক্ত অগ্রহারের ব্রাহ্মণবংশধরগণ কর্ণসুবর্ণে আসিয়া মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করেন। মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মা অভিনব তাম্রপট প্রদান করবার অমুমতি দিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত নারায়ণভদ্র ‘সামন্ত’ বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার কোন রাজপোষির উল্লেখ নাই, কিন্তু জ্যেষ্ঠভদ্রের ‘মহারাজ’ উপাধি হইতে মনে হয়, তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী ছিল। বলিতে কি শশাঙ্কদেব যেমন প্রধানতঃ ‘মহাসামন্ত’ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রও সেইরূপ মহাসামন্ত ছিলেন। কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর অনতিদূরবর্তী ভদ্রপুরে সম্ভবতঃ এই ভদ্রবংশের রাজধানী ছিল। গোড়ের ১ম পালনৃপতি গোপাল এই ভদ্রবংশের কস্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রবংশ প্রথমে পরম ভাগবত থাকিলেও বৌদ্ধ পালরাজ-সংশ্রবে পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন।

ভদ্রবংশের শাসনকেন্দ্র ভদ্রপুরে প্রাচীন হিন্দুকীর্তির মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন স্বপ্রাচীন অবলোকিতেশ্বর ও আৰ্য্যতারা মূর্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি ।

‘জিজ্ঞাসা’-বর্ণিত শ্রেষ্ঠ দশঘর ব্যতীত রাঢ়দেশে বহু পূর্বকাল হইতে বহু পদ্ধতি বা পদবী ও বহু গোত্র কায়স্থের বাস ছিল । দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় এদেশের কায়স্থসমাজে ৯৯টি পদ্ধতি বা পদবী নির্দিষ্ট হইয়াছে—

রাঢ় ও বঙ্গের  
কায়স্থপদ্ধতি

ইহার মধ্যে ‘বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত ও সিংহ এই ষাটশটি সিদ্ধ বলিয়া

কুলগ্রন্থে প্রসিদ্ধ ।’<sup>১৬</sup> এতদ্ভিন্ন ৮৭ ঘর মূল গোড় কায়স্থ । এই ৮৭ ঘরের নাম—‘কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অক্ষর, দাম, হোড়, স্বর ( স্বর ), ধরণী, বাণ, আইচ, সোম, পৈ, শূর, গোলক, ভঞ্জ, বিন্দু, গ্রহ, বল, লোধ, শর্মা, বর্মা, ভূমিক, হই, রুদ্র, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, পীল, চাক্রি, ওম ( হোম ), বঙ্গ, শাক্রি, স্মমুহ, গণ্ড, রাহা, হেস, রাণা, রাহত, দাহক, দানা, গণ, অপ, মান, কাম, অপক্ষেম, ঘর, নাই, তোষ, বেদক, ইন্দ্র, অর্ণব, চাশ, শক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, ভুজঙ্গ, বর্দন, হেম, রঙ্গ, গুত্রি, কীর্তি, যশ, কুণ্ড, শীল, ধমু, গুণ, দাড়ি, মন, ভূতি, চাকি, নন্দন, শ্রাল ( শাল ), আচ্য, পুত্রি, তেজ, নাদ, ভটি, ভট, হাতি, ঢোল, ও দূতক এই ৮৭ ঘর এবং পুরোক্ত সিদ্ধ ১২ ঘর লইয়া ৯৯ পদ্ধতি হইতেছে । পুরোহিতের গোত্রপ্রবর অনুসারে প্রত্যেক পদ্ধতির গোত্রপ্রবর নির্দিষ্ট হইয়াছে ।’<sup>১৭</sup>

(১৬) “বসু-ঘোষ-গুহ-মিত্র-দত্ত-নাগশ নাথকঃ । দাস-দেবসুখা সেন-পালিত-সিংহ এষ চ ।

এতে ষাটশ নামানি প্রসিদ্ধাঃ সিদ্ধ-সংজ্ঞকাঃ ॥” ( বঙ্গ-কুলপঞ্জিকা )

(১৭) “কর-ভদ্র-ধর-নন্দী পালশচাক্ষুরদামকঃ । হোড়-স্বর-ধরণী ১ বাণশাটচ-সোমকঃ ।

পৈ-শূর-গোলকশ্চৈব ভঞ্জবিন্দুগ্রহসুখা । বঙ্গশ লোধকশ্চৈব শর্মা বর্মা চ ভূমিকঃ ।

ইন্দ্ৰ-রুদ্রকশ্চৈব চন্দ্র-রক্ষিত-রাজকঃ । আদিত্য-বিষ্ণু-গুপ্তশ্চ খিলশ পীলকসুখা ।

চাক্রিওমশ বঙ্গশ শাক্রিওমসুখা । গণ্ডকো রাহক-হেম-রাণা-রাহত-দাহকঃ ।

দানাগণাপমানাশ্চ কান্যকোদয়ঘরকঃ । নাই-তোষ-বেদকশ্চৈব অর্ণবলোশ-শক্তিঃ ।

ভূতব্রহ্মভুজঙ্গশ বর্দনো হেমরঙ্গকো । গুত্রি-কীর্তিশ্চ কুণ্ড-শীলশ্চ ধমুগুণকঃ ।

দাড়িমনো ভূতিকেব চাকিশ্চ নন্দনসুখা । শ্রালশাচ্যশ্চ পুত্রিশ্চ তেজকো নাদকসুখা ।

ভটিভটশ্চ হাতিশ্চ ঢোলশ্চ দূতকসুখা । এতে পদ্ধতিকার্য্যশ্চ সপ্তাশ্চৈব প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৮৭॥

এত সপ্তাশীপদ্ধতিঃ সিদ্ধাঃ ষাটশসংজ্ঞকাঃ । সর্কৌষ নবাধিবনবতি পদ্ধতিঃ । ৯৯ ।

এতেনাং পুরোহিতগোত্রপ্রবরা গোত্রপ্রবরাঃ । ( দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা )

উক্ত ৯৯টি পদবীর মধ্যে আবার কোন কোন পদবীর একাধিক গৌত্র দেখা যায়। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গ-কুলপঞ্জিকায় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—১৮

বংশোপাধি বা পদ্ধতি	গৌত্র
বহু	গৌতম
ঘোষ	সৌকালিন, শাণ্ডিল্য, বাৎস্ত
শুহ	কাশ্যপ, কন্ধিব,
মিত্র	বিশ্বামিত্র
দত্ত	মৌগল্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, অগ্নিবৈশ্ব, কৃষ্ণাশ্রয়, কন্ধিব
নাগ	সৌপায়ন
নাথ	পরশর
দাস	কাশ্যপ, মৌগল্য, গৌতম, অত্রি, কৃষ্ণাশ্রয়
সেন	আলম্যান, বাসুকী, শাণ্ডিল্য

- (১৮) “বহু গৌতমগোত্রোহিভূদেক এব প্রশস্ততে। যোষে গোত্রত্রয়ং সৌকালিন-শাণ্ডিল্য-বাৎস্তকাঃ। শুহবংশে তু ঘৌ গোত্রৌ ধ্যাতৌ কাশ্যপ-কন্ধিমৌ। বিশ্বামিত্রশ্চৈক গোত্র মিত্রবংশে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ। দত্তৌ মৌগল্য-শাণ্ডিল্যৌ ভরদ্বাজশ্চ কাশ্যপঃ বশিষ্ঠশ্চ অগ্নিবৈশ্বশ্চ কৃষ্ণাশ্রয়শ্চ কন্ধিবঃ। নাগঃ সৌপায়নশ্চৈকঃ নাথস্যৈক পরশরঃ। দাসস্ত কাশ্যপগ্নয়ে মৌগল্য গৌতমস্তথা। অত্রি-কৃষ্ণাশ্রয়শ্চৈব পঞ্চগোত্র প্রকীৰ্ত্তিতাঃ। সেনে গোত্রত্রয়ং শ্রোত্র আলম্যানশ্চ বাসুকী। শাণ্ডিল্যশ্চ তথা শ্রোত্রঃ ধ্যাতং তৎকুলকৰ্ম্মণি। আলম্যানো গৌতমশ্চ কাশ্যপশ্চ কয়ে ত্রয়ং। মৌগল্যশ্চৈব শাণ্ডিল্যৌ দামগোত্রবরস্তথা। পালিতেষু ভরদ্বাজগোত্রমেকং প্রশস্ততে। চন্দ্রবংশেষু রোহিতো ভরদ্বাজশ্চ কাশ্যপঃ। ভরদ্বাজশ্চ শাণ্ডিল্য আলম্যানশ্চ কাশ্যপঃ। পাণবংশেষু বিখ্যাতমিতি গোত্র-চতুষ্টয়ং। রাহা কাশ্যপ-শাণ্ডিল্য-ভরদ্বাজ-প্রকীৰ্ত্তিতাঃ। মৌগল্যশ্চ তথা শ্রোত্রং গোত্রমেতৎ চতুষ্টয়ং। ভয়ে শাণ্ডিল্যমৌগল্যৌ গৌতমৌ বাৎস্ত এব চ। এতচ্চতুষ্টয়ং গোত্রঃ ধ্যাতং তৎকুলকৰ্ম্মণি। আলম্যান-কাশ্যপশ্চ শাণ্ডিল্যশ্চ তথাপরঃ। গোত্রত্রয়মিতি শ্রোত্রং নল্লিবংশে প্রতিষ্ঠিতং। আলম্যানো গৌতমশ্চ যুক্তকৌশিক এব চ। মৌগল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্ত শাণ্ডিল্যশ্চ পরশরঃ। ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ দশ দেবে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ। কুণ্ডে গৌতম-শাণ্ডিল্যৌ গোত্রৌ সৌমকূলে ত্রয়ং। শাণ্ডিল্যো রোহিতশ্চৈব মৌগল্যশ্চ তথাপরঃ। মৌগল্যো রিক্তিতে চৈকং গোত্রমকুরকে ধরং। ভরদ্বাজে গৌতমশ্চ সিংহে গোত্রত্রয়ং ভবেৎ। শাণ্ডিল্যো বাৎস্তশ্চৈব যুক্তকৌশিক এব চ। বিকুবংশে ভরদ্বাজো বৈশ্বামিত্রো গৌতমঃ। গোত্রত্রয়ং তথা চাটো শাণ্ডিল্যমেকমেব হি। নন্দনে কাশ্যপশ্চৈব কাশ্যপা সপ্তবিংশতি। গোত্রং পদ্ধতি নির্দিষ্টাঃ কথিতা পূৰ্ব্বমুত্তরিভাঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ অগ্নিবৈশ্বশ্চ ভরদ্বাজ শীলে ত্রয়ং। শুবংশে তথা চৈকং বাৎস্তগোত্রস্ত কেবলং। ভগ্নে চৈকং জামদগ্ন্য নহি-বংশে ধরস্তথা। শাণ্ডিল্যশ্চ ভরদ্বাজঃ শোভং প্রাপ্তপণ্ডিতৈরিতি।” (দক্ষিণরাষ্ট্রীয়-কুলপঞ্জিকা)



বংশোদ্ভূত

গোত্র

কর	আলম্যান, গৌতম, কাশ্মপ
দাম	মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য
পালিত	ভরদ্বাজ
চন্দ্র	রোহিত, ভরদ্বাজ, কাশ্মপ
পাল	ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, আলম্যান, কাশ্মপ
রাহা	কাশ্মপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, মৌদগল্য
ভদ্র	শাণ্ডিল্য, মৌদগল্য, গৌতম, বাৎস্ত
নন্দী	আলম্যান, কাশ্মপ, শাণ্ডিল্য
দেব	আলম্যান, গৌতম, দ্ব্যতকৌশিক, মৌদগল্য, কাশ্মপ, বাৎস্ত, শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ
কুণ্ড	গৌতম, শাণ্ডিল্য
সোম	শাণ্ডিল্য, রোহিত, মৌদগল্য
রক্ষিত	মৌদগল্য
অকুর	ভরদ্বাজ, গৌতম
সিংহ	শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, দ্ব্যতকৌশিক
বিষ্ণু	ভরদ্বাজ, বৈয়াসপন্থ, গৌতম
আঢ্য	শাণ্ডিল্য
নন্দন	কাশ্মপ
শাল	শাণ্ডিল্য, অগ্নিবংশ, ভরদ্বাজ
শূর	বাৎস্ত
ভঞ্জ	জামদগ্ন্য
নাই	শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ

অপর একখানি প্রাচীন কুলপঞ্জীতে বিভিন্ন পদ্ধতির সহিত আরও কএকটা গোত্র নামের  
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—

পদ্ধতি

গোত্র

কুণ্ড	কাশ্মপ, মৌদগল্য, ভরদ্বাজ
লাহা	মৌদগল্য, ভরদ্বাজ
কেতু	শাণ্ডিল্য, গৌতম
অকুর	কাশ্মপ

পদ্ধতি	গোত্র
আইচ	শাণ্ডিল্য
ধর	জামদগ্ন্য
দত্ত	বৈয়াত্রপদ্য, আলম্যান
চন্দ	কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাশ্রম, বৈয়াত্রপদ্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ,
সিংহ	ভরদ্বাজ, আলম্যান, কাশ্যপ

জিজ্ঞাসার পুঁথি এবং দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ কুলপঞ্জীর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি—  
যে গুরুপুত্রোহিতের গোত্রপ্রবর অমুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির কায়স্থের গোত্রপ্রবর নির্দিষ্ট  
হইয়াছিল। এরূপস্থলে বলিতে হইবে কায়স্থসমাজে যে সকল গোত্র পাইতেছি, ঐ সকল  
গোত্রের ব্রাহ্মণও এক সময়ে বিद्यমান ছিল।

উপরে রাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজকায়স্থগণের যে সকল পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল পদ্ধতি  
না পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ যে এক সময়ে বিद्यমান ছিলেন, কর্ণস্বর্ণ জয়স্বক্কাবার হইতে প্রদত্ত  
মহারাজ ভাস্করবর্ষার স্মৃৎহং তাম্রশাসনে তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলির সন্ধান পাওয়া  
গিয়াছে। নিম্নে সেই সকল ব্রাহ্মণের পদ্ধতি বা পদবীর সহিত প্রত্যেকের গোত্র ও  
বেদশাখা অকারাদিক্রমে উদ্ধৃত হইল—

পদবী	গোত্র	বেদশাখা	পদবী	গোত্র	বেদশাখা
আচ্য	বাহ'স্পত্য	বাহ্ব'চ্য	দাস	কৌশিক	বাহ্ব'চ্য
কোষ্ঠি	গৌতম	বাজসনেয়ী	দেব	১ যাস্ক	ঐ
কুণ্ড	শৌনক	ঐ	"	২ গৌতম	বাজসনেয়ী
কুল	বাহ'স্পত্য	বাহ্ব'চ্য	"	৩ ভরদ্বাজ	ঐ
ঘোষ	১ কাশ্যপ	বাজসনেয়ী	ধর	কাশ্যপ	বাহ্ব'চ্য
"	২ কাত্যায়ন	ছান্দোগ	নন্দ	বাহ'স্পত্য	ঐ
"	৩ ভরদ্বাজ	বাহ্ব'চ্য	নন্দি	পারাপর্য্য	ঐ
দত্ত	১ ভরদ্বাজ	ছান্দোগ	নাগ	১ বরাহ	ঐ
"	২ বাৎস	চারক্য	"	২ কৃষ্ণাশ্রম	বাজসনেয়ী
"	৩ ভরদ্বাজ	বাজসনেয়ী	"	৩ সাবর্ণি	ঐ
"	৪ কাশ্যপ	তৈত্তিরীয়	পাল	১ যাস্ক	বাজসনেয়ী
"	৫ বাশিষ্ঠ	বাহ্ব'চ্য	"	২ কৌশিক	বাহ্ব'চ্য
"	৬ কোণ্ডিন্য	ঐ	পালিত	ভরদ্বাজ	বাজসনেয়ী
দাম	১ কাশ্যপ	বাজসনেয়ী	ভট্ট	গৌতম	বাহ্ব'চ্য
"	২ বাৎস	বাহ্ব'চ্য	ভট্ট	১ শৌনক	ঐ

পদবী	গোত্র	বেদশাখা	পদবী	গোত্র	বেদশাখা
ভট্ট	২ যাস্ক	বাস্ক্য	বসু	২ কাত্যায়ন	বাস্ক্য
"	৩ পৌরাণ	ঐ	বৃদ্ধি	বাহ্র্মপত্য	ঐ
ভূতি	১ কোৎস	বাজসনেয়ী	শর্মা	পারশর্য্য	ঐ
"	২ আঙ্গিরস	ঐ	সেন	১ কোণ্ডিন্য	বাজসনেয়ী
"	৩ কৃষ্ণাত্রেয়	ঐ	"	২ গার্গ্য	চারক্য
"	৪ অগ্নিবেশ্ঠ	ঐ	সোম	১ গৌতম	ছান্দোগ
"	৫ ভার্গব	বাস্ক্য	"	২ কাত্যায়ন	চারক্য
মিত্র	গৌতম	ঐ	"	৩ কোটিল্য	বাজসনেয়ী
রাত বা ত্রাত	গার্গ্য	বাজসনেয়ী	"	৪ যৌগল্য	ঐ
বসু	১ প্রাচেতস	ঐ			

উপরোক্ত ২৭ পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও বেদশাখা ধরিলে ৪৯ ঘর হইতেছে। ১৯ ভাস্করবর্ষ্মার উক্ত তাত্ত্বশাসনখানির এখনও সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই, অপ্রকাশিত অংশে আরও বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন গোত্র থাকা সম্ভবপর। এতদ্ভিন্ন ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ লোকনাথের তাত্ত্বশাসনেও আমরা দাস, দত্ত, নন্দি, সোম, চন্দ্র, দেব, ঘোষ, শর্মা, বিন্দু, খজা, ভূতি, ব্রহ্ম, ধৃতি, দত্তশর্মা, মিত্র, গণ, তোষ, গণ্ড, ভদ্র, কর, নন্দ, গোপ, ইন্দ্র, কেশ, গুপ্ত, ভট্ট, শ্রী, ওম, বিষ্ণু ও বসু পদ্ধতির ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি।<sup>১০</sup> এতদ্ভিন্ন ভৌমবংশীয় রাজ-পত্নী পরম ভট্টারিকা মহারাজ্ঞী দণ্ডীমহাদেবীর তাত্ত্বশাসনে বিখ্যামিত্র গোত্রীয় ঘোষ-বংশের উল্লেখ পাইয়াছি।<sup>১১</sup> বলিতে কি উক্ত তাত্ত্বশাসন হইতে বুঝিতেছি যে গোড়ে বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট, রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণে এবং পূর্ববঙ্গে ঐ সকল পদবী বা পদ্ধতিযুক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এখন ঐ সকল পদ্ধতিযুক্ত অধিকাংশ ব্রাহ্মণের কোন খবর নাই। তাঁহারা কোথায় গেলেন? যেমন উদয়পুরের রাণাবংশের বীজ-পুত্র বিষ্ণু ব্রাহ্মণ হইলেও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপ উপরোক্ত কায়স্তোপাধিক ব্রাহ্মণগণ কালে সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজের অনুরূপ চিত্রগুপ্ত বা বিচিত্র বংশীয় কায়স্থ-গণের সহিত মিশিয়া গিয়া থাকিবেন। এই ব্রাহ্মণ মিশ্রণ হেতু কুলগ্রন্থে কায়স্থের 'ব্রহ্মকায়স্থ' আখ্যা এবং পুরাণে চিত্রগুপ্ত কর্তৃক ধর্ম্মশর্ম্মার কস্তার পাণিগ্রহণকথা কীর্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। মহারাজ ভাস্করবর্ষ্মার ও লোকনাথের তাত্ত্বশাসনে যখন এতগুলি পদ্ধতি ও এতগুলি গোত্র বাহির হইতেছে, না জানি তৎকালে আরও কত বিভিন্ন পদবীর ও গোত্রের ব্রাহ্মণ বিद्यমান ছিলেন।

(১৯) Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 65-75 vol XIX pp, 245 দ্রষ্টব্য।

(২০) Epigraphia Indica, Vol. XV, pp. 309-313.

(২১) Epigraphia Indica, vol. VI. pp, 133 ff.

ঐ সকল পদবী ও গোত্রবিশিষ্ট গুরুপুরোহিতের পদবী ও গোত্রপ্রবর অনুসারে কায়স্থ-বীজপুরুষগণের গোত্রপ্রবর হওয়া অসম্ভব নহে। বলিতে ৭৭ ঐ সকল কায়স্থপদবীবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক স্থপত ও লাঞ্ছিত হইয়া কেহ বা কায়স্থসমাজে কেহ বা ভিন্ন জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ছাঃ ২২

পূর্বে কায়স্থ-কুলপঞ্জী হইতে যে ৯৯ ঘর এবং তন্মধ্যবর্তী ৩৫ ঘরের যে গোত্রপরিচয় উদ্ধৃত হইল, তাহা আলোচনা করিলে মনে হইবে যে এক এক ঘরের মধ্যেও আবার বহু গোত্র ছিল; যেমন দেববংশের দশটি গোত্র অর্থাৎ এক দেববংশের মধ্যে আবার ১০ ঘর পাওয়া যাইতেছে। এই দশ ঘর পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা পৃথক্। সুতরাং ৯৯টি পদবী এবং ৩৫টি গোত্রপরিচয় হইতে উক্ত কুলগ্রন্থানুসারে ১৭৪ ঘর হইতেছে। কুলপঞ্জী-বর্ণিত মাঃ ৩৫ ঘরের গোত্র পরিচয় যখন ১৭৪ ঘর হইতেছে, তখন অবশিষ্ট ৬৪ ঘরের প্রত্যেকের অতিরিক্ত গোত্র ধরিলে সংখ্যায় আড়াই শত ঘরের অধিক হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং গোড়বংশের কায়স্থসমাজ কত বিশাল ও প্রাচীন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা বল্লালসেনের কুলবিধির পূর্ণ পর্য্যন্ত এই বিরাট কায়স্থসমাজের মধ্যে সগৌরব বাদ দিয়া পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ হইত—তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকাংশ স্ববোধ মতাবলম্বী হইলেও ২৩ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর প্রাতি ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের অভাব ছিল না এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী হইলেও পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। গোড়বংশের বিপুল ভূমিভাগ তাহাদেরই একমুখে করায়ত্ত ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের তাম্রশাসনে প্রকাশ যে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরও কার্যের নিকট ভূমি ক্রয় করিতে হইয়াছে।<sup>১</sup> ইহা হইতেই সেই সুপ্রাচীন-কালেও গোড়ীয় কায়স্থের কিরূপ ভূম্যধিকার ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহার কদম্বিৎ আভাস মিলিতেছে। আলোচ্য দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজের ইতিহাসে সেই বিশাল কায়স্থ-সমাজ ও তাহাদের বংশধরগণের অতীত কথা লিখিতে অগ্রসর হইতেছি।

Ar 22,558

(২২) The Social History of Kamarupa, Vol III, Ch. II. হষ্টব্য।

(২৩) পূর্বেই লিখিয়াছি—বোধ, সিংহ, দত্ত, ধর, শীল, রক্ষিত, চন্দ্র, নাথ, দাস, দেব প্রভৃতি কায়স্থ-বংশে বহু বৌদ্ধাচাৰ্য্য ও অস্থিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে লিখিয়াছেন—“চান্দ্রদাসের কারিকাত্তাল এখনও উড়িষ্যার পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি লিখিয়াছেন, চান্দ্রদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন? তিনি বলেন অশ্বকোরেয়া প্রায় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেবতা বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন, কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। সুতরাং স্মরণ করে স্থানদেবকে, শ্রেয়সাশিব ও অগস্ত্যদেবতাকে স্মরণ করে।” (সামিতি পত্রিক-পত্রিকা, ১৩৩৬ সাল, ৭ পৃষ্ঠা)।

(২৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ড, ২৩-২৫ পৃষ্ঠা হষ্টব্য।

এদেশে প্রধানতঃ যে সকল কুলজ্ঞ বা কুলাচার্য্য কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এইরূপ কুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যা বেশী নহে। শূরবংশ ও সেনবংশের আধিপত্যকালে সমস্ত রাঢ়ে অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ বাস করিলেও রাষ্ট্রীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণেরাই অনেকটা প্রধান ছিলেন। সমস্ত রাঢ়দেশের মধ্যে ইহাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। রাষ্ট্রীয় হিন্দুসমাজের উপর তাঁহারা সামাজিক কর্তৃত্ব চালাইতেন। বলিতে কি তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মনীতির গুণে বৌদ্ধ মতানুরক্ত কায়স্থসমাজ অনেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। সময়সময়িক শিলালেখ ও তাম্রশাসন হইতে খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৮ম শতক পর্য্যন্ত ভাগবত ও শৈব নৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত অনেক কায়স্থরাজপুরুষের রাজধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিরাট কায়স্থসমাজে যাহারা পূর্ব্বপুরুষাচারিত বৌদ্ধাচারে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁহারাই মৌলিক বা খাঁটি গৌড়কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

## তৃতীয় অধ্যায়

### বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রভাব ও প্রাচীন কুলস্থান

পূর্বে লিখিয়াছি, এই রাঢ়দেশে নাগ, চন্দ্র ও হ্রদ্রবংশ আধিপত্য করিতেন এবং আভিষেক পরাক্রান্ত ছিলেন। পূর্ব্বের তাঁহারা মহাভাগবত বা পরম মাহেশ্বর বলিয়া পরিচিত থাকিলেও প্রজাগণ কর্তৃক পরম সৌগত গোপাল গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া গৃহীত হইলে পর আত্মীয়তাস্বত্রে ভদ্র প্রভৃতি সামন্তবংশ বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভদ্রবংশের কেহ কেবল ভদ্রপুর বলিয়া নহে, রাঢ়ের বহুস্থানে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাচীন স্মৃতিনিদর্শন বিস্তারিত।<sup>১</sup> খৃষ্টীয় ৭ম শতকে চীনপরিব্রাজক য়ুঅন-চুয়ঙ পরমশৈব শশাঙ্কদেবের রাজ্যানুভেদে বহু বৌদ্ধ সজ্জারাম ও বৌদ্ধাচার্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কর্ণস্বর্গে ১০০ সজ্জারামে সম্ভ্রান্তীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। তৎকালে এখানে ২৫০টি দেবমন্দির ও নান্য ধর্ম্মাবলম্বী বাস করিত।<sup>২</sup> বলিতে কি গৌড়বঙ্গের প্রজাসাধারণ

( ১ ) বীরভূমি বিবরণ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ৩ ও ১৩ পৃষ্ঠা; এবং ২য় খণ্ড, ভূমিকা ৫ হইতে ৯ পৃষ্ঠা চিহ্নিত।

( ২ ) Watters, Vol, II, p. 63, 193.

বৌদ্ধধর্মাসুরাগী না হইলে বৌদ্ধ গোপালকে কখনই আপনাদের অধীশ্বরপদে বরণ করিত না।

কেবল নাগ, চন্দ্র বা ভদ্রবংশ বলিয়া নহে, ঘোষ, মিত্র, গুহ, সিংহ, দাস ও দেববংশের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মাসুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। গোড়ের পালবংশ ও রাঢ়ের সামন্তরাজবংশ বলিয়া নহে; মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্মা, যিনি ব্রাহ্মণভক্ত গোড়া হিন্দু বলিয় পরিচিত ছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক দ্বারা 'প্রাগজ্যোতিষপতি' এবং অপর দ্বারা 'গোড়-উড়-কলিঙ্গ-কোশলপতি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। উক্ত দ্বারাই প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় ও 'ভৌমাবয়' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নেপালার্ধিপ লিচ্ছাবংশীয় ২য় জয়দেবের শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে তিনি ভগদত্ত বংশীয় 'গোড়োড়-কলিঙ্গ-কোশলপতি' হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী মোখরিরাজ ভোগবর্মার কন্যা বৎসদেবীর গর্ভে উক্ত জয়দেবের জন্ম। বলা বাহুল্য মহারাজ ভাস্করবর্মার অব্যবহিত পরেই আদিত্যসেন, মগধে মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্রী বৎসদেবীকে তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্মা লঙ্ঘন হইতে পারে এবং তাঁহার গর্ভজাত ২য় জয়দেব আদিত্যসেনের অল্পকাল পরেই রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি হইতে ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে। তৎপূর্বে ভাস্করবর্মার স্বংশীয় হর্ষদেব বিজয়মান ছিলেন। কামরূপের সামাজিক ঐতিহাসে দালমন্তবংশীয় শ্রীহরিরথকে ও ২য় জয়দেবের শস্তুর শ্রীহর্ষদেবকে অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম;—কিন্তু এখন আত্মসঙ্গিক প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি যে শ্রীহরিরথ ও শ্রীহর্ষদেব একব্যক্তি হইতে পারেন না। কামরূপপতি শ্রীহরিরথ পায় ৭৫৫ হইতে ৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয়মান ছিলেন, এ সময় গোড়মণ্ডল আদিশুর নামে পরিচিত জয়ন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। কুলগ্রন্থ ও কনোজের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যশোবর্মদেব গোড় মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তকে পায় ৭২৯ খৃঃ অব্দে নিহত করেন। গুপ্তবংশের সেই প্রভাবলোপের সময় জয়ন্ত গোড় অধিকার করিয়া বসেন। পরে জমাতা কাম্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে পঞ্চগোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ঐ সময়ে শ্রীহরিরথের গোড়াধিপ বলিয়া পরিচিত হওয়া অসম্ভব। গোড়োড়-কলিঙ্গ-কোশলপতি শ্রীহর্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন।

সম্রাট হর্ষদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার বালাসহচর মাধবগুপ্ত মগধে এবং মহারাজ ভাস্করবর্মার প্রাগজ্যোতিষের সহিত সমগ্র গোড়, উড়, কলিঙ্গ ও দক্ষিণকোশলে আধিপত্য করিয়াছিলেন। মহারাজ ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ ও প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর হইবার চেষ্টা করেন। মগধের পশ্চিমদিকে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারে কতকটা সুবিধা হইলেও পূর্বদিকে গোড় ও কলিঙ্গে তিনি কিছু সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সময় গোড় ও

উৎকলের উপর মহারাজ ভাস্করবর্মার বংশধর জয়তুঙ্গবর্মী আধিপত্য করিতেছিলেন। রাজা লোকনাথের ২৪৪ গুপ্তাধিকৃত তাম্রশাসন হইতে আভাস পাওয়া যায় জীবধারণ নামে এক রাজা তাঁহার অধিকার গ্রাস করিতে আসিয়াছিলেন, রাজা জয়তুঙ্গবর্মীর সহিত মহাসমরে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তৎকর্তৃক পটুক লাভ করিয়া লোকনাথ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তবংশের ‘ধারণ’ গৌত্র ছিল। আদিত্যসেনের পৌত্রের নাম জীবিতগুপ্ত। কেহ কেহ জীবধারণ ও জীবিতগুপ্তকে অভিন্ন মনে করেন। তাহা সম্ভবপর নহে। ১৪৪ গুপ্তাব্দে বা ৬<sup>শ</sup> ১ খৃষ্টাব্দের বা তাহার অনতিপূর্বে আদিত্যসেন অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তত্পলক্ষে পূর্ববঙ্গে জীবধারণ নামে তাঁহার কোন আত্মীয়কে পাঠাইয়া দেন। জীবধারণ প্রথমে লোকনাথের রাজ্য অধিকার করেন। পরে মহারাজ জয়তুঙ্গবর্মী সসৈন্তে আসিয়া পড়ায় জীবধারণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং মহারাজ জয়তুঙ্গ রাজা লোকনাথের বীরচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পটুক প্রদান করিয়াছিলেন।

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের অনেক পুথিতে ১মাদ্ধেঃ শেবে চঃগুপ্তের স্থানে রাজা অবন্তি-বর্মীর এবং বরাহ অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদৃষ্টে কেহ কেহ এই অবন্তিবর্মীকে নরকবংশীয় ভাস্করবর্মার বংশধর মনে করেন।<sup>১০</sup> আমরা এই অবন্তিবর্মীকে জয়তুঙ্গবর্মীর পরবর্তী গোড়ের ভোমনৃপতি বলিয়া মনে করি। তৎপরে গোড়ের সিংহাসনে ২ জয়দেবের খণ্ডর শ্রীহর্ষদেবকে পাই সম্ভবতঃ তিনি কর্ণসুবর্ণ রাজধানীতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। নেপালাধিপ ২য় জয়দেবের লিপিতে তিনি পুরুষানুক্রমে ‘সুগতশাসন পক্ষপাতী’ বা বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ। এক্ষণে হলে কর্ণসুবর্ণপতি বা গোড়পতি হর্ষদেবও পরে ‘সুগতশাসনপক্ষপাতী’ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। যদিও তাঁহার কোন শাসনপত্র এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালঙ্গের ভোমরাজবংশের যে সকল তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই বংশ ‘ভোমায়’ ‘পরম সৌগত’ ও ‘পরম তথাগত’ বা বুদ্ধভক্ত এবং ‘কর’বংশ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন।<sup>১১</sup> খৃষ্টীয় ৮ম শতকের অক্ষরে উৎকর্ণ ‘ভোমায়’ শুভদেবের তাম্রশাসনে বর্ণাশ্রমপরমোপাসক’ ফেমঙ্গর দেব, তৎপুত্র ‘পরম-তথাগত’ শিবকর দেব এবং তৎপুত্র ‘পরম-সৌগত’ শুভকর দেবের নাম পাইতেছি।<sup>১২</sup>

পূর্বেই লিখিয়াছি—ভোমবংশীয় হর্ষদেব খৃষ্টীয় ৮ম শতকের প্রথম ভাগে ‘গোড়োড়কলিঙ্গ

( ৩ ) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1930, pp. 244.

( ৪ ) The Social History of Kamarupa, Vol. III, Chap. 1.

( ৫ ) করাসী প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মান বেনী বীনরাজকীর কাগজপত্র হইতে দেখাটিয়াছেন চীনসম্রাট ৭২৫ খৃঃ অব্দে শুভকরদেবের নিকট দৃত পাঠাইয়াছিলেন। ( Ep. Ind. Vol. XV, p. 363 )

কোশলপতি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের আহ্বানে কাশ্মীরে গমন করেন এবং কাশ্মীররাজের বিশ্বাসঘাতকতায় ত্রিগামীর হস্তে পরিহাসকেশবের মন্দিরে প্রায় ৭৩১ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। গৌড়পাতির বিনাশসংবাদে কএকজন রাজভক্ত গৌড়বীর প্রাতশোধ লইবার জন্ত কাশ্মীরে গমন করেন। তাঁহারা পরিহাসকেশব ভ্রমে রামস্বামী মন্দিরধ্বংসে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর-সৈন্ত আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল। প্রভুভক্তির অসাধারণ নিদর্শন রাখিয়া একে একে গৌড়বীরগণ সকলেই প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাঁহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে কবি ও ঐতিহাসিক কল্লণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, “আজও সেই রামস্বামীর মন্দির শূন্য, কিন্তু সেই গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।”<sup>১০</sup> খৃষ্টীয় ৮ম শতকে জয়ন্ত নামা আদিশূরের অভ্যুদয়। বাচস্পতিমিশ্রের রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জীমতে আদিশুর ‘কর্ণস্বর্ণ’ বা কর্ণস্বর্ণ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় হর্ষদেবের বংশধর রাজা হারাইয়া সম্ভবতঃ উৎকলে বা কলিঙ্গে গমন করেন। গৌড়রাজ্য হারাইকেও ভৌমবংশ বহুকাল কলিঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিলেন।<sup>১১</sup>

যাহা হউক খৃষ্টীয় ৮ম শতকে আদিশুর জয়ন্তের অভ্যুদয়কালে সমগ্র গৌড়বঙ্গ বৌদ্ধধর্মাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। যদও গৌড়েশ্বর জয়ন্ত পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়া কাত্যকুক্ত হইতে পঞ্চ সাংঘিক ব্রাহ্মণ আনাহইয়া এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বংশ হইতে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হইয়াছে।<sup>১২</sup> কিন্তু মহাগাজ জয়ন্ত যে উদ্দেশ্যে সাংঘিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সসিক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

১ম আদিশুর বা রাঢ়ের ১ম ভৌমরাজ ভাস্করবংশীর ২ সময়ে যে সকল বৈদিকভক্ত কাশ্মীর

(৬) “অতাপি দৃশ্যতে শূন্য রামস্বামিপূরাঙ্গমঃ।

ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরগণাঃ সনাথং দশদা পুনঃ।” (রাজতরঙ্গিনী ৪৩৩৩।)

(৭) প্রথমে এই বংশ ‘পরম সৌর্য’ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও অন্ততঃ ১০ পুরুষ পরে এই বংশের নামান্তর বিজয়-পরমেশ্বরী দণ্ডী মহাদেবী আপনাকে ‘পরম শৈব’ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। (Vide Epigraphia Indica, vol. VI. pp. 133 ff.) এই দণ্ডী মহাদেবীর তাম্রশাসনে ‘গুহেশ্বরগৌড়িক’, এবং গাননগৌড়ী অপ্রতীত ঘোষের গোত্র ও বাহুঘোষের পুত্র বিশ্বামিত্র গোত্র ধবলের নাম পাওয়াই।

(৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে রাঢ়ী, ব্রাহ্মণবিভাগ এবং ২মাংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ উদ্ভূত।

(৯) শ্রীহট্ট বৈদিকগণের কুলপরিচয় হইতে জানা যায় ত্রিপুরাধিপ আদিধর্মপা ৫১ ‘ত্রিপুরাদে বা ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ গোত্র ব্রাহ্মণকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই স্থানই পরে পঞ্চবঙ নামে পরিচিত হয়। (ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩মাংশ, পান্ড্যতো বৈদিক বিবরণ, ১৮৬ নং)। বলাবাহুল্য এই পঞ্চবঙ হইতেই ব্রাহ্মণগণের দ্বন্দ্ব তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। কুলপরিচয়ে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, ই সময়ের ভাস্করবংশের



সমবেত হইয়াছিলেন, বৈদিকধর্ম্মানুরাগী ২য় আদিশুর বা জয়ন্তের সভায় তাঁহাদের বংশধরগণের আগমন অসম্ভব নহে। ১ম আদিশুরের সভায় যে সকল কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, সেই দশজনের মধ্যে আমরা নারায়ণ দত্ত, মহানাদ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মিত্র ও চন্দ্রভানু গুহ এই চারি জনের মাত্র নাম পাইতেছি। বসু প্রভৃতির নাম পাইতেছি না।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গ-কুলগ্রন্থে দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত, ও দশরথ গুহ এই পঞ্চ কায়স্থকে উক্ত ২য় আদিশুর বা জয়ন্তের সভায় পঞ্চসাম্মিক বিপ্লবের সহিত সমাগত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস পাঠ করিলে সকলেই উক্ত পঞ্চ কায়স্থকে উক্ত ২য় আদিশুরের সময় সমাগত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কাঞ্চকুলাগত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, স্মৃধা-নিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ সাম্মিকের অন্ততঃ দুইশত বর্ষ পরে দশরথ বসু প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা উভয় বর্ণের বংশলতা আলোচনা করিলে সকলের সন্দেহ দূর হইবে। এখানে একটা প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে, ১ম আদিশুরের সভাগত দশজনের মধ্যে বসুবংশে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাহার নাম না থাকিলেও আচার্য্যচূড়ামণির বঙ্গ-কায়স্থকারিকা হইতে পাইতেছি—১ম অনন্তানন্দ বসু, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকর, তৎপুত্র ত্রয়দন, তৎপুত্র যশোধন, তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র রাবণ অপর নাম বীরনাথ, তৎপুত্র দশরথ।<sup>১০</sup> সুতরাং দশরথ বসুর ৮ পুরুষ পূর্ব্বে অনন্তানন্দ বসু হইতেছেন। সাম্মিক ব্রাহ্মণ বংশে এই অনন্তানন্দ বসুর বংশলতা একত্র আলোচনা করিলে অনন্তানন্দকে আমরা ২য় আদিশুরের পৌত্র বর্দ্ধন রাজসভায় সমাগত মনে করিতে পারি।<sup>১১</sup>

যদিও সাম্মিক ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের মতানুসারী কায়স্থ রাজপুরুষগণ আদিশুরের সভায় সমাদৃত ও ধনসম্পদে উন্নত হইতেছিলেন, কিন্তু প্রজা সাধারণের তাহা অনুমোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

অন্তান্ত দেখাইয়াছি, —খৃষ্টীয় ৮ম শতকে আদিশুর জয়ন্তের অভ্যুদয়ে সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণভারতের উত্তরপশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের সহিত যেমন এ দেশের বহু কায়স্থ রাজপুরুষ আদিশুরের অধিকৃত দূরবর্ত্তী জনপদে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-

সহায়তায় প্রাচ্যভারত-পরিবর্ত্তনে। খৃষ্টীয় ৮ম শতকে হইয়াছে এবং ষ্টিক ব্র বর্ষেই সম্রাট চর্ম্মবর্দ্ধন চানসম্রাটের নিকটে ব্রাহ্মা পঠাইয়াছিলেন। (বিষয়কোষ. ২৭৭ ভাগ, ৫৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এ আশ্রয় মনে হয় ভাস্করসম্রাট ভবিষ্যতে ষ্ট্রোটের পঞ্চমণ্ডে ‘আদিধর্ম্মপা’ এবং রাজত্বের পরবর্ত্তী কালে ‘আদিশুর’ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

(১০) বাসুকাণ্ডে ৩১৬ পুত্রীয় মূল লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ২য় অংশ, বারেন্দ্র কায়স্থ-বিবরণ, ৪১ পৃষ্ঠার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন, গুর্জরপতি বৎসরাজের গোড় আক্রমণকালে তাঁহার সহিত পশ্চিমভারতের বহু অভিজাত-বংশধর গোড়বাসী হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য গুর্জরপতি বৎসরাজের হস্তে জয়ন্তের পরাজয় এবং বৎসের প্রত্যাগর্তনের পর মগ গোড়মণ্ডলে দাংশু-জ্ঞায়ের অবতারণা হইয়াছিল। প্রত্যেক সমাজেই দুই দশ জন একত্র হইয়া বলসঞ্চয় করিয়া দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতেছিল, 'জোর যার মল্লুক তার' এই কথাই সিদ্ধ হইয়াছিল। এই মহাদুর্দিনে প্রজাসাধারণ বঙ্গপতি গোপালকে আপনাদের অধিনায়করূপে গোড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এ সময়ে গোড়বঙ্গের প্রজাসাধারণ হধিকংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই প্রজাসাধারণ কর্তৃক বৌদ্ধপতি গোপালই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এদিকে রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দর হস্তে বৎসরাজ পরাজিত ও রাজ্য হারাইয়াছিলেন। এই সময় রাষ্ট্রকূটপতি কেবল পশ্চিমভারত বলিয়া নহে, গোড় মগধ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পালনৃপতি ১ম গোপালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সীমান্তরক্ষা করিবার জন্য গোপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে না থাকিয়া পাটলপুত্র রাজধানীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গোপালের সৌজ্ঞেয় ও বীরত্ব মুগ্ধ হইয়া রাষ্ট্রকূট-নাটক পরবল গোপালপুত্র ধর্মপালের সহিত আপন কন্যা রত্নাদেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর ও পালবংশের সম্বন্ধ স্বত্রে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে মিলন হইয়াছিল। তাহার ফলে গুর্জর, লাট, কর্ণাট, রাষ্ট্রকূট, ভোজ, মৎস্ত, কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি বহু অভিজাত-বংশ আদিয়া পূণ্যতোয়া জন্মবাতারে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট-জাতিরা মহাশয় ধর্মপাল সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত, এমন কি পশ্চিম ভারতের সমুদ্রপ্রান্তে গোবর্ধন পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে লাট ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা পাইতেছি। তাহা হইতে বুঝিতেছি—যে এ সময় এ দেশে কিরূপ পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। এই সময় বৌদ্ধপ্রিয় উপরক্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়া সাম্রাজ্যত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৯ম শতকে বৌদ্ধ পালবংশের অভ্যুদয়ের সহিত ভাগবত ও শৈব কায়স্থগণ অনেকেই পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতকে যে সকল কায়স্থচাৰ্য্য ভোটদেশে গিয়া তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের ধর্মমত ও তৎসংশ্লিষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা ঘোষ, মিত্র, গুহ, সিংহ, দাস, দেব, চন্দ্র, কীর্তি, পাল, ভদ্র প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত বহু বৌদ্ধাচার্য্যের সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যে তিব্বতের কঙ্গুর ও তেন্সুর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে নিম্নলিখিত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় ৯ম শতকে তিব্বতে গিয়াছিলেন—মঞ্জু ঘোষ, বিমলামিত্র, জিনামিত্র, বোধিমিত্র, মুক্তামিত্র, কল্যাণমিত্র, বুদ্ধগুহ, প্রজ্ঞাগুহ, অমরচন্দ্র, বাণচন্দ্র, বিভূতিচন্দ্র, বিজ্ঞানসিংহ, সর্বজ্ঞদেব, নিকলঙ্ক দেব, জয়দেব, অতুল্য দাস, বুদ্ধপাল, ধর্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, ধীরপাল, গয়াবর, শান্ত-রক্ষিত, কমলশীল, দানশীল, দীনশীল, সুমতি কীর্তি, সূর্য্যকীর্তি, বজ্রকীর্তি, সাধুকীর্তি, লক্ষ্মাকর;

মিত্রেনন্দী, শ্রীভদ্র প্রভৃতি । ঐ সকল পণ্ডিত তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তথায় আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়াছিলেন ।<sup>১২</sup>

উক্ত বিভিন্ন পদ্ধতির কায়স্থচার্য্য হইতে মনে হয় যে আজ খাঁহারা কুলীন বা মৌলিক বলিয়া পারচিত, তাঁহাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে বৌদ্ধাচার বা বৌদ্ধমত বেশ প্রচলিত ছিল ।

খৃষ্টীয় ৯ম শতক হইতে বৌদ্ধ পালরাজগণের আধিপত্যকালে রাজবর্গে কায়স্থসমাজ অনেকটা তাত্ত্বিক বৌদ্ধমতানুবর্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

রাজা আদিত্যশূরের সময় খৃষ্টীয় ৯ম শতকের শেষে রাঢ়দেশে শৈব ও শাক্ত ধর্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয় ।

৭৯৭ শকে বা ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণ অকাল বর্ষের অভিষেকের পর তিনি গাঙ্গ্য প্রদেশ জয় করেন । কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাই গহিত সোমঘোষ অনাদিবর সিংহ কনোজ হইয়া এদেশে আগমন করেন ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে লিখিয়াছি ৮০৫ শকাব্দে ৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা আদিত্য-শূরের অভ্যুদয়ে উত্তররাঢ়ে ‘সিংহেশ্বর’ নামক স্থানে উত্তররাঢ়ের রাজধানী হইয়াছিল এবং উত্তররাঢ়ের ‘সিংহপুর’ অনাদিবরসিংহকে প্রদত্ত হইয়াছিল । উত্তররাঢ়ীয় কুলাচাৰ্য্য গ্রামদাসের ‘ডাক’ বা ‘ঢাকুর’ গ্রন্থে লিখিত আছে

“রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম ,

গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম ॥

আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চজন ।

সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র করিল গমন ॥”

মনে হয় মহারাজ আদিত্যশূর রাঢ়ের পূর্বতন সিংহবংশকে পরাজয় করিয়া গঙ্গাতটে ‘সিংহেশ্বর’ নামে নগর পত্তন ও তথায় আপনার রাজধানী করিয়াছিলেন, এবং অনাদিবর সিংহকে সিংহবংশের কুলস্থান ‘সিংহপুর’ প্রদান করিয়াছিলেন । পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি অতি পূর্বকালে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার আধিপত্যকালে দক্ষিণরাঢ়ে সিংহপুরে সিংহবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । সুতরাং রাঢ়দেশে প্রাচীনকাল হইতে ২টা সিংহপুর বিদ্যমান । একটা উত্তররাঢ়ে ও অপরটা দক্ষিণরাঢ়ে । উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা-অনুসারে আদিত্যশূর অনাদিবরকে সিংহপুর দান করেন । এরূপ স্থলে অনাদিবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে উত্তররাঢ়ে ‘সিংহপুর’ বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই । আদিত্যশূর যখন উত্তররাঢ়ে আগমন করেন, তাহার বহু পূর্বে পূর্বতন সিংহবংশের মধ্যে কেহ কেহ নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৌভাগ্য্যবেশে ধাবিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গোরখপুর হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ জয়াদিত্যদেবের তাম্রফলকে যে ‘সিদ্ধপুত্রীয় কায়স্থের’ নাম উৎকীর্ণ আছে, তাঁহাদিগকে আমরা রাষ্ট্রীয় সিংহবংশধর বলিয়া মনে করি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উচ্চারণ অনুসারে ‘সিংহ’ শব্দ ‘সিং’ নামে চলিয়া থাকে, ‘সিংহ’ শব্দের ‘সিদ্ধ’ উচ্চারণ রাঢ়-বঙ্গেই প্রচলিত, এ অবস্থায় তাম্রশাসন বর্ণিত ‘সিদ্ধপুত্রীয় কায়স্থ’ রাষ্ট্রীয় সিংহবংশ মনে করিতে পারি।

উপরোক্ত দুইটি সিংহপুর মধ্যে কোনটি প্রাচীনতম তাহাই আলোচ্য।

‘জিজ্ঞাসা’র পুঁথি-মতে সিংহবংশের কুলস্থান ‘সিংহপুর’ দক্ষিণরাঢ়ে পড়িতেছে। পূর্বে অধ্যায়ে লিখিয়াছি ১ম আদিশুর মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে দত্ত ঘোষাদি দশ ঘরের দশটি কুলস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিংহপুর একটি। দক্ষিণরাঢ়ের এই সুপ্রাচীন সিংহপুর অধুনা ‘সিদ্ধুর’ বা ‘সিঙ্গুর’ নামে পরিচিত। এই স্থান বর্তমান হুগলী জেলায় ত্রীরামপুর মহকুমার মধ্যে পড়িয়াছে। এই স্থান যে অতি প্রাচীন এবং ক্ষত্রিয়বংশের মিলনস্থান তাহা এখানকার স্থানীয় প্রবাদ, অবস্থান ও চতুঃপার্শ্ববর্তী ধ্বংসাবশেষ হইতেই পরিলক্ষিত হয়। এই সিঙ্গুরের নিকট দাসের কুলস্থান হরিপুর ও সেনের কুলস্থান ব্রহ্মপুর বা ব্রহ্মগ্রাম বিद्यমান। বহু প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এখানে নানাপ্রকারের রাজপুত বা ক্ষত্রিয়জাতির বাস দেখা যায়। অতি পূর্বকালে যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত এখানে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা সমসাময়িক কায়স্থ রাজপুত্রবর্গের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পরে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা ‘ছত্রী’ বা ‘রাজপুত’ পরিচয়ে স্বাভাব্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

সামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার বেলাবো তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

“বর্ম্মাগোতিগভীরতামদধতঃ শ্লাঘ্যো ভূজো বিভ্রতো।

ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরেবাক্রবাঃ॥”

‘বর্ম্মন’ এই গভীর নাম ধারণপূর্বক হরির বাক্রব বা যাদববংশ শ্লাঘ্য ভূজযুগল লইয়া মৃগেন্দ্রগণের গুহা স্থানীয় সিংহপুর আশ্রয় করিয়াছিলেন।’

এক সময় এই সিংহপুর হিমালয় প্রদেশে স্থির করিয়াছিলাম।<sup>১০</sup> কিন্তু এক্ষণে তদপেক্ষা সুপ্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী সিংহপুরই রাজা ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে মনে করিতেছি। পালি মহাবংশে লিখিত আছে এখানকার রাজকুমার ও রাজকন্তা সিংহের

গুহায় সিংহ ও সিংহিনী কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল, পরে সেই রাজপুত্র এখানকার রাজা হইয়া সিংহকর্তৃক পালিত বলিয়া তাঁহার রাজধানী ‘সিংহপুর’ নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। ভোজবর্মার তাত্রশাসনের উক্ত শ্লোকে সেই সিংহের গুহা ও যাদববংশের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। একরূপ স্থলে মনে হয় দক্ষিণরাঢ়ের প্রাচীন উপনিবেশ সিংহপুরেই যাদববংশীয় ভোজবর্মার পিতা সামলবর্মার অভ্যুদয়। এই প্রাচীন সিংহপুর হইতেই একদল কায়স্থ গোরখপুর অঞ্চলে গিয়া রাজসম্মান এমন কি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের স্থায় উচ্চাসনলাভ করিয়াছিলেন। আর একদল উত্তররাঢ়ে গিয়া স্ব স্ব পূর্বনিবাসের নামানুসারে ‘সিংহপুর’ স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন, পরে অনাদিবর সিংহ ও তৎবংশধরগণের যত্নে এই স্থান ‘সিংহপুরগড়’ নামে পরিচিত হয়।

দক্ষিণরাঢ়ের সিংহপুর কায়স্থ সিংহবংশের আদি কুলস্থান হইলেও এক্ষণে পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয় উপনিবেশ হেতু প্রাচীন সিংহবংশ স্বস্থানচ্যুত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন, দক্ষিণরাঢ়ীয় সিংহবংশ প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইবে।

যাদবরাজ মহাবীর সামলবর্মার এই সিংহপুর হইতে আসিয়া পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে ১১৪ শকে ( ১০৭২ খৃঃ অব্দে ) অধিষ্ঠিত হইয়া নানা যাজ্ঞ করিয়াছিলেন।<sup>১০</sup> বলিতে কি কিছুদিনের জন্ত তিনি সমস্ত রাঢ়বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উক্ত শকে তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বহু সজ্জন শুভাগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাগম ও বাগবজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কুলাচার্য্যগণ ইহার প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়া ইহাকেও আদিশূর ধরিয়া লইয়াছেন।

সারাবলী নামক বঙ্গ কায়স্থ কুলগ্রন্থে লিখিত আছে - গৌড়াধিপের আস্থানে ১১৪ শকে ( ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ) বিরাটগুহ এখানে রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদিলপুরের বঙ্গ কায়স্থকারিকা মতে বিরাটরাজ না আসিয়া পৌত্র দশরথ গুহকে ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য বিরাটরাজ কোটদেশাধিপ অর্থাৎ উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।<sup>১১</sup>

রাঢ়দেশে বিজয়সেনের অভ্যুদয়ে রাজা সামলবর্মার পূর্ববঙ্গে গিয়া ১১৪ শকে আধিপত্য বিস্তার ও তথায় বিক্রমপুরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সহিত দশরথগুহ পূর্ববঙ্গে গমন করেন এবং তথায় রাজসম্মানিত ও কায়স্থসমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হন।

(১০) রাজন্যকাণ্ড, ২২২-২২৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১১) রাজন্যকাণ্ড, ৩১৪—৩১৬ পৃষ্ঠা ও the Social History of Kamarupa, Vol. III. pp. 52-54 দ্রষ্টব্য।

এ দিকে সেনকুলপ্রদীপ রাজা বিজয়সেনও রাঢ়ের সীমান্তে বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানে সর্বপ্রধান কুলস্থান বিক্রমপুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

### বিক্রমপুর।

গৌড়বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে বিক্রমপুরের নাম অতি প্রসিদ্ধ। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈষ্ণব বিক্রমপুরের নামে অতীত গৌরবের স্মৃতিতে উল্লসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই অতীতের গৌরবস্পর্শী বিক্রমপুর রাজধানী ঠিক কোথায় ছিল তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল-তাম্রশাসন ও রাজা ভোজবর্ষ দেবের বেলাবো-তাম্রশাসন পাঠ করিলে তাঁহাদের তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুর রাজধানী যে পূর্ববঙ্গে বিद्यমান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু রাজা বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন, রাজা বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, এবং রাজা লক্ষণসেনের জয়নগর-মজিলপুর, তাঁহার তপনদীঘির ও ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানের তাম্রশাসন পাঠ করিলে উক্ত সেনরাজগণের বর্ণিত বিক্রমপুর পূর্ববঙ্গে না হইয়া পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানে ছিল বলিয়া মনে হইবে। রাজা বিজয়সেন কখনও পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি, তৎপুত্র রাজা বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থ, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য এবং বল্লালসেনের তাম্রশাসন ইহাতে মনে হয় বরেন্দ্রেই রাজা বিজয়সেনের অভ্যুদয়,—রাঢ়দেশই তাঁহার ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের পূর্বলীলাস্থান। বারাকপুর-তাম্রশাসন ইহাতে জানা যায় রাজা বিজয়সেনের পটুমহিষী শূররাজকন্তা বিলাসদেবী বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে যে তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন, সেই মহাদানে হোমকর্ণের দক্ষিণস্বরূপ মহারাজ বিজয়সেন বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়ন্তকাবার ইহাতে উদয়কর শস্যকে খাড়ি-বিষয়ে ঘাসসন্তোষ ভট্টকরা গ্রামে পাটক চতুর্দ্বয় ভূমিদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে নিদ্রাবলীয বিজয়রাজ ও দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভৌপতি বিক্রমরাজ এই দুইজন রাজার উল্লেখ আছে। উক্ত নিদ্রাবলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে ‘নিদ্রালি’ নামে পরিচিত। বর্তমান রাজসাহী জেলায় গোদাগাড়ী থানা ইহাতে ৮ মাইল পূর্বদক্ষিণে এবং বোয়ালিয়া ইহাতে ৯ মাইল পশ্চিমে বিজয়নগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের নিকটেই নিদ্রাবলি বা নিদ্রালি গ্রাম ছিল। উক্ত বিজয়নগরের কিছুদূরে দেওপাড়া গ্রামে বিজয়সেনের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শিলালিপি অনুসারে মহারাজ বিজয়সেন প্রত্নায়ত্তরলিজের স্তম্ভ এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তদুপলক্ষে তাঁহার প্রশস্তিস্বরূপ উক্ত শিলালিপি উৎকর্ষ হইয়াছিল।

উক্ত শিলালিপিতে বিক্রমপুর নামের উল্লেখ নাই। পূর্বেই লিখিয়াছি, যে সময়ে বিজয়সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রে বিজয়নগরে নিদ্রাবলিরাজরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে রাঢ়ের দক্ষিণাংশে দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ বালবলভী নামক স্থানে বিক্রমরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। বালবলভীর বর্তমান নাম বগড়ী। বিজয়সেন যেরূপ বিজয়রাজ নামে, সেইরূপ বিক্রমসেন বা বিক্রমকেশরী বিক্রমরাজ নামে রামচরিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছেন। রাঢ়দেশে বগড়ী অঞ্চলে আজও বিক্রমসেন বা বিক্রমকেশরীর কীর্তি ও পরাক্রমের কথা লোকমুখে শুনা যায়। বঙ্গালসেনের সীতাহাটী তাম্রলেখ পাওয়া যায়—

‘তাহা ( হেমন্তসেন ) হইতে অখিলপার্শ্ব-চক্রবর্তী, নির্বাজবিক্রম, তিরস্কৃত-সাহসাক্ষ, দিক্‌পাল, চক্রপুটেভদ্রনগীতকীর্তি, পৃথ্বীপতি বিজয়সেন আবিস্কৃত হইয়াছিলেন।’<sup>১\*</sup> এই উক্তি হইতে আমরা আভাস পাইতেছি, সাহসাক্ষ বা বিক্রমাদিত্যের বীরত্ব যে বিক্রমের কাছে তিরস্কৃত বা হীন বলিয়া প্রথিত হইয়াছিল, সেই বিক্রমকেও পরাজয় করিয়া এবং চক্রবর্তী দিক্‌পালরূপে পালরাজের চক্রভেদ করিয়া পৃথ্বীপতি বিজয়সেন রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। রামচরিতে “বিক্রম ইতি দেবগ্রামপ্রতিবন্ধ বহুধাচক্রবাল বালবলভী ত্বরঙ্গবহু-গলুহস্ত-প্রশস্তহস্ত-বিক্রমো বিক্রমরাজঃ,” বিক্রমরাজের এইরূপ পরিচয় হইতে “নির্বাজবিক্রমতিরস্কৃতসাহসাক্ষঃ” ইত্যাদি সীতাহাটী তাম্রশাসনের সহিত সামঞ্জস্য করিলে এক ব্যক্তির বর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণবরেন্দ্রে দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরের সন্ধান পাইতেছি। রাজা বঙ্গালসেনের দানসাগরের উপক্রমে লিখিত আছে—“তদস্থবিজয়সেনো প্রাচুরাসীদরেন্দ্রে, দিশি বিদিশি ভজন্তে যশ ধীরধ্বজত্বং” অর্থাৎ হেমন্তসেনের পর বিজয়সেন বরেন্দ্রে প্রাচুর্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ বরেন্দ্রে তাঁহার প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। উত্তররাঢ়ে পাইকোড় নামক স্থানে বিজয়সেনের নামাঙ্কিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এ অঞ্চলে যে বিজয়সেন কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাই। তৎপরে বিজয়সেনের বারাকপুর-তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তাঁহার ৩২ রাজ্যাকে বিক্রমপুর হইতে তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। ঐ সময়ে তৎপুত্র বঙ্গালসেন যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি উক্ত তাম্রশাসন রাঢ়দেশে বারাকপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তাম্রশাসন-নির্দিষ্ট ভূখণ্ড খাড়ীবিষয়ে বা ২৪ পরগণার মধ্যে হইতেছে। বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ের দেবগ্রাম স্টেশন হইতে ঈর্দমাইল দূরে প্রাচীন দেবগ্রাম অবস্থিত।

এইস্থান রাতের বগড়ী ভূভাগের মধ্যে পড়িয়াছে। এই দেবগ্রামের নিকটে ৩ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের সীমা। রামচরিতবর্ণিত “দেবগ্রাম প্রতিবন্ধ-বালবলভী-তরঙ্গ-বহল গলহস্ত-গ্রহস্তহস্ত বিক্রম” নামধেয় যে বিক্রমরাজের উল্লেখ আছে, এই বিক্রমপুর তাঁহারই রাজধানী ছিল। উক্ত দেবগ্রামের পূর্বভাগে দম্ভমা নামক স্থানে একটি উচ্চ স্তূপ বা টিপি আছে। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসী মাঝেই ঐ টিপিকে “বল্লালের ভিটা” বা “বল্লালের বাড়ী” বলিয়া থাকে। পূর্বে এখানে ভীষণ জঙ্গল ছিল। অনেকেই এখানে বাঘশীকার করিতে আসিতেন। অল্পদিন হইল জঙ্গল সাফ হইয়াছে। ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুর রোড হইবার পূর্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এইজন্ত প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম “বল্লালদীঘী” শুনা গিয়াছে।

দেবগ্রামের রকবা প্রায় সাড়ে চৌদ্দহাজার বিঘা। এই সীমার উত্তরে পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বমপলাশী। ভাগা দেবগ্রাম হইতে বিক্রমপুরকে পৃথক করিয়াছে। উত্তর সীমার মধ্যে গঙ্গার শাখা পাঁগ্লাই চণ্ডীর দহ। দেবগ্রামের উত্তর পশ্চিম সীমায় একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে এই গড়ের এবং গোবিন্দপুরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। গোবিন্দপুরের উত্তর গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে মীরে গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরে পলাশীর রণক্ষেত্র। গঙ্গার গর্ভে যেখানে যেখানে অত্যাঁপি জল আছে, সেই সেই স্থান দহ অথবা বিল নামে পরিচিত।

বর্তমান দেবগ্রামের মধ্যে পূর্বভাগে দম্ভমার টিপি, বল্লালসেনের ভিটা। এই ভিটা বা স্তূপ পূর্বে বরাবর সাঁওতার দীঘীর পাড় পর্যন্ত ছিল। ঐ দীঘী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের মধ্যে ছিল বলিয়া প্রবাদ। টিপির পূর্বে দিয়া রাজার জাঙ্গাল বা রাজপথ ছিল। এখান হইতে ৬ মাইল ঘুনী চণ্ডাপুর পর্যন্ত উক্ত রাজপথের নিদর্শন আছে। উক্ত দম্ভমার স্তূপ হইলে ২১ মাইল দূরে এবং বর্তমান বিক্রমপুরের ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি প্রাচীন হাট আছে, তাহার নাম বিক্রমপুরের হাট। হাটের নিকট অতি প্রাচীন একটি বড় পুকুরগী আছে। বিক্রমপুর মাঠেই সোণাডাঙ্গা স্টেশন। সোণাডাঙ্গা স্টেশন হইতে বিক্রমপুর গ্রাম ১২ মাইল। এখানকার পূর্বতন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এখন যে ৫৬ ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা ৫০৬০ বৎসরের মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে কাটোয়ার ডেপুটী সেক্সরচঞ্জ মিত্র মহাশয় বল্লালের টিপি খনন করাইয়াছিলেন। তাহাতে ৫.৬ হাত লম্বা বহু পাথরের চোকা, মকরমুখ নর্দায়া ও বহু শিল্পযুক্ত প্রস্তরখণ্ড ও কয়েকটি প্রাচীন দেবীমূর্তি বাহির হইয়াছিল। মিত্র মহাশয় কয়েকটি সুন্দর দেবীমূর্তি কলিকাতা মিউজিয়মে পাঠাইয়া দেন এবং পাথরগুলি স্থানীয় জমিদারেরা ব্যবহার করেন। গ্রামবাসী



বৃদ্ধগণের বিশ্বাস বল্লালের ভিটার নিকটবর্তী সাঁওতার সমস্ত জমিতে পূর্বে বহু লোকের বাস ছিল। সেখানকার লোকেরা ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিয়া বর্তমান দেবগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে। উক্ত সাঁওতার দক্ষিণসীমা হইতে প্রাচীন বিক্রমপুর ক্রমেই সরিয়া গিয়া বর্তমান বিক্রমপুরে পরিণত হইয়াছে। এ দিকে উত্তর সীমা হইতে দেবগ্রামও ক্রমশঃ সরিয়া আসিয়া বর্তমান গ্রামের অবস্থা হইয়াছে।

পূর্বতন বিক্রমপুরে ধবংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি দেব-গ্রামের মধ্যে আনিয়া রাখা হয়।<sup>(১)</sup> তন্মধ্যে কুলাইচণ্ডী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদিগের মঞ্জু বী মূর্তিই অধুনা কুলাইচণ্ডী নামে খ্যাত হইয়াছে। দুইশত বর্ষ পূর্বে কবিশেখর এখানকার ‘বিশালাক্ষী’ দেবীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সাঁওতা হইতে দুইটী প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটা পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগ্যা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের “জিতের মাঠ” দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিলগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, মুরী ও সেনপুর হইয়া ঘূর্ণীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন-লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই “রাজার জাঙ্গাল” বা “বল্লালের জাঙ্গাল” নামে স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুকুরিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগ্যা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিলগ্রাম ও নবদীপের পুকুরিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নবদীপের পুকুরিণী আজও “বল্লালের দোবা” নামেই পরিচিত। আজও কেহ অপর স্থানের মজাপুকুর-গুলিতে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশ ‘বল্লামসেনের’ কীর্তি বলিয়া মনে করেন।

এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুর-হাট, বিক্রমপুর-কুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোলা বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব সীমা ততদূর বিস্তৃত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে “জান্নীর খাল” আছে, সেই খাল দিয়া পূর্বে ভাগীরথীর স্রোত

(১) তন্মধ্যে, মঞ্জুবী, মাহেশ্বরী, বাহুদেব প্রভৃতি কয়েকটা প্রস্তরমূর্তি গ্রামবাসীরা অনুকল্পায় বর্জমানের সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের কার্যবিবরণ; ট-পরিশিষ্টে দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের প্রাচীন দেবমূর্তি এবং সাবর্ণেশ্বর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সকল মূর্তি এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে)।

বহিত। বর্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম “জিতের মাঠ”। এখানে “জিতের পুষ্করিণী” নামে একটা সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ—উক্ত “জিতের মাঠ” বহুপূর্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকামধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটি খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি কুমারের সাজ পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের পূর্বে দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্তিরাজির সমস্তই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিক্রমপুর ও দেবগ্রাম পূর্বে বর্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যে ছিল। এই বিক্রমপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অগ্রদ্বীপ। বর্ধমানের নতুন গেজেটীয়ারে লিখিত আছে, উজানি হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে, বর্তমান অগ্রদ্বীপের মত এই উভয় স্থান ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশেই ছিল। প্রবাদ অনুসারে উজানি মঙ্গলকোট (বক্রমকেশর) বা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সম্ভবতঃ রাজা বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইয়া বিক্রমরাজ উজানি মঙ্গলকোটে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজা বিজয়সেন এখানে রাজধানী করিয়াছিলেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন এই ৩ জন নৃপতির সময়ে বিক্রমপুর সেনরাজধানীরূপে গণ্য ছিল। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজী নদীয়া জয়ের পর বিক্রমপুরও আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেখানকার সমস্ত প্রাচীন কীর্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। বাঙ্গলার প্রায় সর্বত্রই পূর্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজ্যের রাজধানী ছিল, আজকাল সেই সকল স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম বা মোড়ায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। মুসলমানেরা এখানকার প্রাচীন হিন্দুকীর্তিও সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। প্রাচীন বিশালাক্ষীদেবী এখনও এখানে বিরাজ করিতেছেন। অধুনা এই বিশালাক্ষী দেবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা অনেকের অপরিজ্ঞাত হইলেও এক সময়ে তাঁহার মাহাত্ম্য যে পূর্ববঙ্গেও প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গবাসী পুরাতন কবি কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী “কালিকামঙ্গল” বা বিথাসুন্দর গ্রন্থে রাঢ়দেশের বিভিন্নস্থানের প্রসিদ্ধ দেবীমূর্তিগুলির প্রসঙ্গে বিক্রমপুরের “বিশালাক্ষীদেবীর” বন্দনা করিয়াছেন।<sup>১৮</sup> এখন সাধারণে এই বিক্রমপুরের পূর্বপরিচয় বিস্মৃত হইয়া পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে সেনবংশের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ববঙ্গেও বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধ নগর বিদ্যমান ছিল। ঈশ্বর বৈদিকের সুপ্রাচীন বৈদিক-কুলপঞ্জীর মতে এই বিক্রমপুর ব্রহ্মপুত্রের কূলে অবস্থিত ছিল।<sup>১১</sup> এই বিক্রমপুরে পরাক্রান্ত বর্ষবংশ ও চন্দ্রবংশ অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ষবংশের মধ্যে রাজা হরিবর্ষদেবের ৪২ রাজ্যাব্দে প্রদত্ত তাম্রশাসনে এবং ভোজবর্ষদেবের বেলাব তাম্রশাসন এবং শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বিক্রমপুর-সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণের উল্লেখ আছে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের “ভবভূমিবর্তা” হইতে জানা যায় কোটালীপাড়বাসী গৌতমগোত্রের বাজপুরুষ গঙ্গাপতি রাজ্যনাশ ও যবনাগম লক্ষ্য করিয়া জন্মভূমি কাশ্যকুজ পরিত্যাগ করিয়া রাজা হরিবর্ষদেবের আশ্রয়ে কোটালীপাড়ে আগমন করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে কনৌজ আক্রমণ করেন। সুতরাং ঐ সময়ে গঙ্গাগতির বঙ্গাগমন সম্ভব। তৎকালে হরিবর্ষদেব বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজত্বকাণ্ডে লিখিয়াছি রাজা হরিবর্ষদেবের ৭ জন সচিব ছিলেন, তন্মধ্যে ভবদেবভট্ট বাচস্পতি এই দুই জন প্রধান। ভুবনেশ্বরের বাসুদেব-মন্দিরে যে ভবদেবভট্টের প্রশস্তি খোদিত আছে তাহা তাঁহার বহু বাচস্পতির রচিত; বাচস্পতির স্মারসূচীনিবন্ধ গ্রন্থে তাহার রচনাকাল “বসুদেবভট্টবংশের” অর্থাৎ ৮৯৮ শকের বা ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার রাজা হরিবর্ষের নামোল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি বঙ্গাধিপের সচিব লাভ করেন নাই। হরিবর্ষদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার দ্বাঃস্বাক্ষরিত অক্ষয় বা ৪২ রাজ্যাব্দের উল্লেখ আছে। এদিকে দ্বিধিজয়ী চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে তৎকর্তৃক বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের পরাজয় কথা বর্ণিত আছে। প্রায় ১০২২-২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে আক্রমণ করেন। এ অবস্থায় তাহার কয়েক বৎসর পূর্বেই হরিবর্ষদেবের রাজ্যাবসান স্বীকার করিতেই হইবে। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কর্তৃক কনৌজ আক্রমণ ও রাজা হরিবর্ষদেবের সভায় গঙ্গাপতির আগমনের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ঐ সময়ে বা অল্প পরে হরিবর্ষদেবের রাজ্যাবসান হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ ৪২ বর্ষ তাঁহার রাজত্বকাল ধরিয়া লইলে ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যারম্ভ মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি। হরিবর্ষদেবের পর সম্ভবতঃ রাজা গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গাধিপ হইয়াছিলেন। তিনিও রাজা রাজেন্দ্রচোলের হস্তে পরাজিত ও সম্রাসদধর্ম গ্রহণ করিলে চন্দ্রদ্বীপপতি শ্রীচন্দ্র আসিয়া বঙ্গরাজ্যাধিকার করেন এবং বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ হরিবর্ষদেব নিজ তাম্রশাসনে যেরূপ পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত

(১১) ঈশ্বর বৈদিক বিক্রমপুর গ্রন্থে লিখিয়াছেন “বীরেশ্বর, শঙ্করবসতি, ব্রহ্মপুত্রকূলকল্লোলকলরিত, ববিধমলোহরমন্দিরনগরভরুবাতিভূষিত বিধিব্যুৎপন্নসেবিত”—(রাজনাট্য, ২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

হইয়াছেন, রাজা শ্রীচন্দ্রদেবও সেইরূপ তাঁহার তাম্রশাসনে “পরমসৌগত” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হরিবর্ষদেব বাৎস্যগোত্র ঋগ্বেদ আখ্যায়ন শাখাধারী কৃষ্ণধর মিশ্রকে উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করেন। শ্রীচন্দ্রদেব শান্তিল্যগোত্র শাস্তিবারিক শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্মাকে তাম্রশাসন দ্বারা বহু ভূমিদান করিয়াছিলেন। হরিবর্ষদেবের তাম্রশাসন-গৃহীতা কৃষ্ণধর মিশ্রের বেদ ও শাখার উল্লেখ আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন-গৃহীতার বেদ বা শাখার উল্লেখ না থাকায় তাঁহাকে বেদবিরোধী বোদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে; সুতরাং পূর্ব-বঙ্গে বিক্রমপুরাধিকারে বোদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভাব ছিল তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। হরিবর্ষদেব নিজে পরম বৈষ্ণব ও শত শত দেবকীর্তি-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত হইলেও এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভবদেবভট্ট অনন্তবাসুদেব-প্রশস্তিতে ‘বোদ্ধান্তোনিধিকুন্তসম্ভব-মুনিঃ’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইলেও তৎকালে বঙ্গভূমি বোদ্ধপ্রভাবশূন্য হইতে পারে নাই। এই সময়ে বহুসংখ্যক বোদ্ধাচার্য্য হরিবর্ষদেবের অধিকারে বাস করিতেছিলেন, তিব্বতের তেজুর গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। হরিবর্ষের সমসাময়িক বোদ্ধাচার্য্যগণের হস্তলিখিত বা রচিত বহু গ্রন্থ নেপাল হইতে বাহির হইয়াছে।

রাজা শ্রীচন্দ্রদেব কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক ঘটনাবলী আলোচনা করিলে মনে হয় চন্দ্রবংশ চন্দ্রদ্বীপে এবং বর্ষবংশ বঙ্গে একই সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজত্বকাণ্ডে লিখিয়াছি, চন্দ্রবংশের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া আবার বর্ষবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। হরিবর্ষদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জাতবর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা বিক্রমপুর অধিকার করেন। কিন্তু এক্ষণে হরিবর্ষদেবের তাম্রশাসনের লিপিপ্রণালী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার পিতার নাম জ্যোতির্বর্ম্মা এবং ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে সামলবর্ম্মার পিতার নাম জাতবর্ম্মা উৎকর্ণ হইয়াছে। এ অংশস্থ হরিবর্ম্মা ও সামলবর্ম্মার কোন সম্বন্ধ স্থচিত হইতেছে না। বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে ৯৯৪ শকে ( ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ) সামলবর্ম্মার অভিষেক। শাকুনসম্ভোগলক্ষে ১০০১ শকে ( ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে ) তিনি শুনকগোত্রীয় যশোদরমিশ্রকে আনাইয়া ছিলেন।

বহুবার লিখিয়াছি রাঢ়বংশের ইতিহাসে ৯৯৩ শকাব্দে স্বর্ণাঙ্করে লিখিত হইবার যোগ্য। এই সময়ে পূর্বোক্ত দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বিক্রমপুরে মহারাজ বিজয়সেন গোড়াধিপক্ষে এবং ব্রহ্মপুত্র-জলকল্লোলবলয়িত বিক্রমপুরে মহারাজ সামলবর্ম্মা বঙ্গাধিপক্ষে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিষেককালে উভয় বিক্রমপুরেই বহু সজ্জনের শুভাগমন হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর রাঢ় হইতে বহু শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৌকালীন সোমঘোষবংশীয় মকরন্দ ঘোষ, বিখ্যাত সুদর্শন মিত্রবংশধর কালিদাস মিত্র, মৌল্য পুরুষোত্তম দত্তবংশধর এবং গোড় হইতে দশরথ বসু আসিয়া রাজা বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বিরাট গুহের আগমনের কথা কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা ও গুহবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় বিরাটগুহ রাজা বিজয়-

সেনের সভায় আগমন করেন নাই। তিনি বরাবর সামলবন্দীর সভায় আহূত হইয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে সম্মানিত।

কুলপঞ্জিকা হইতে মনে হয় ঘোষ, মিত্র ও দত্ত এই তিনজন উত্তররাঢ় হইতে, দশরথ বস্তু গৌড় বা বরেন্দ্র হইতে এবং দে, দত্ত, কয়, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, এই সাতজন মহারাজ বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ় হইতে যে দত্তের কথা লিখিত হইয়াছে তিনি মোদগল্য এবং অপর যে মৌলিক দত্তের কথা বলা হইয়াছে তিনি ভরদ্বাজগোত্র। ভরদ্বাজগোত্রের ঢাকুরী হইতে জানা যায়, কাঞ্চীপুর হইতে ভরদ্বাজ দত্ত বংশের বীজপুরুষ এদেশে আগমন করেন। দত্তবংশের ঢাকুরীতে এইরূপ লিখিত আছে :—

“বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরক্ত, কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।

শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ, কুলাভাব হইল নিজ দোষে।”

গৌড়পতি বিজয়সেন ও বঙ্গপতি সামলবন্দীর অভিষেক উপলক্ষে একই সময়ে উভয় স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন ঘটিয়াছিল। উভয় রাজার রাজধানীর নাম বিক্রমপুর ছিল এবং একই সময়ে উভয়ের অভিষেক উৎসব হইয়াছিল। একই সময় ও একই রাজধানীর নাম থাকায় বহু পরবর্তীকালে এক রাজার সভার ঘটনা অপরের দ্বন্ধে আরোপ কিছু বিচিত্র নহে। প্রাচীন কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে জানা যায়, উত্তররাঢ়পতি আদিত্যশূরের সময়ে ৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে উত্তররাঢ়ীয় বীজপুরুষগণের সমাগমে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সূত্রপাত। পরে মহারাজ বিজয়সেনের সময়ে ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সূত্রপাত হইয়াছিল। অবশ্য সে সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সূত্রপাত হইলেও উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে পার্থক্য ঘটে নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে মহারাজ বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের কুলপদ্ধতি স্বীকার না করায় বল্লালসেনের নিগ্রহে কয়েকঘর মাত্র একন হইয়া বল্লালসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়েন। বল্লালসেনের রাজধানী বিক্রমপুর দক্ষিণরাঢ়ে অবস্থিত থাকায় বল্লালসেনের মতানুবর্তী বিশাল কায়স্থসমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয় আখ্যা লাভ করেন। বলিতে কি, বল্লালসেনের কুলবিধির পূর্ব পর্য্যন্ত কি উত্তররাঢ় কি দক্ষিণরাঢ় সমস্ত রাঢ়বাসী কায়স্থগণ কনোজাগত ব্রাহ্মণসমাজের ত্রায় একমাত্র রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন যাহারা পূর্ববঙ্গে বাস করিতে গেলেন, তাঁহারা বঙ্গীয় বলিয়া পরিচিত হন।

# চতুর্থ অধ্যায়

## অপ্রাচীন কুলগ্রন্থ সমালোচনা।

রাজা বিজয়সেনের সভায় রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সমবেত হইয়াছিলেন। তৎপরে রাজা বিজয়সেন-পুত্র রাজা বল্লালসেনের সভায় তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ কুলমর্যাদা পাইয়া বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন। পূর্বে যে এদেশে বিরাট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজ ছিল, সেনবংশের অভ্যুদয়ে দাক্ষিণাত্যের বিধিনিয়মাদি প্রচলনের সহিত রাজসম্মানিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কয়েকঘর ব্যতীত আর সকলেই সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়া সম্মানিত ও অসম্মানিত উভয়দলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজসম্মানিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ দলবদ্ধ হইয়া নূতন সমাজগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে নবদল প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস ও প্রাচীন রীতিনীতি লোপ করিতে বহুপরিকর হইয়াছিলেন। সে সময় রাজসম্মানিত কায়স্থসমাজকে রাজসম্মানিত রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজ আপনাদের কৃষ্ণিগত করবার অভিপ্রায়ে যেরূপ উত্তোষ করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসম্পর্কিত কায়স্থসমাজের আধুনিক কুলপঞ্জিকা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়, সেই সকল কৃত্রিম কুলপঞ্জিকা পরবর্ত্তীকালে প্রামাণিক বলশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। এই সকল কুলগ্রন্থে আদি কায়স্থপরিচয় কিরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

### ১। দেবীবর-রচিত কুলপঞ্জিকায়—

“অষ্টকুলসমুত্ত আদি যুরো নৃপেশ্বরঃ।

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্বভূমীশ্বরো যথা।

এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।

কেন যজ্ঞেন ভগবান্ প্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং।

ইতি শ্রদ্ধা দ্বিজাঃ সর্বৈ খর্ব্বীকৃতকণ্ঠবরং।

কেন কেন বিধানেন যজ্ঞং বা ক্রিয়তে বৃধৈঃ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রদ্ধা চিন্ত্যামিত মহীপতিঃ।

ততঃ ক্রোধাৎ সমানোত দূতেন দ্বিজপঞ্চকান্।

গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খজ্ঞাচন্দ্রাদিভির্ধূতান্।

অশ্রদ্ধা জায়তে রাজি ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।

তদা কাষ্ঠং সজীবঃ শ্রাৎ ফলপল্লবসংবৃতঃ।

রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ।

অমাত্যৈর্বাঙ্করৈশ্চৈব যন্তির্ভিদ্ধিবৃন্দকৈঃ।

উপবিষ্টা দ্বিজান্ প্রেষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রপারায়ণঃ।

তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়...দ্বিজসত্তমাঃ।

কথয়ন্তি নৃপাণ্যে তু সর্বৈ বিকৃতমানসাঃ।

বয়ং সর্বৈ ন জানামি বিধানং কীদৃশংকুতোঃ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ।

বেদশাস্ত্রাবগতান্ সর্কানস্তান্ বিশারদান্।

পত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদ জায়তে হৃদি।

আশীর্বাদার্থ নিশ্চাল্যঃ মল্লকাটোপরিস্থিতাঃ।

ইতি দৃষ্ট্বা নৃপন্তশ্চিন্ কম্পাদিতকলেবরঃ।

স্তোত্রঞ্চ বহুধাতুযু ক্রিয়তে স নৃপোত্তমঃ  
 উপবিষ্টাঃ দ্বিজাঃ পঞ্চ তথা চ শূদ্রপঞ্চমঃ ।  
 অস্ত্র মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং ।  
 এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং প্রচ্ছান্তং শূদ্রপঞ্চকে ।  
 তৎ সৰ্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যচ শূদ্রপঞ্চবাঃ ।  
 কাশ্রপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতি :  
 শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণ কৃতী ।  
 ভরদ্বাজেষু বিখ্যাত ত্রিহৰ্ষ মুনিসত্তমঃ ।  
 সাবর্ণগোত্রনির্দিষ্টো বেদগৰ্ভমুনিস্বয়ং ।  
 কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ ।  
 মৌদগল্য গোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ  
 ইতি শ্রদ্ধা নৃপসুত্ৰ মনসি হৃষ্টমাগতঃ ।  
 গ্রামং সুবর্ণং গার্গ্যে বস্ত্রাদি বিবিধানি চ ।  
 অত্র দেশে কৃতা বাস সৰ্ব্বে চ দ্বিজশূদ্রকাঃ ।  
 এতেষাং কীর্তনং যন্ত শ্রয়তাং ভক্তিমানসঃ ।

আসনং পাণ্ডমানীয় দত্তা বিনয়পূৰ্ব্বকং ।  
 রাজস্তু কুশলং সৰ্ব্বং প্রোবাচেতি বদ স্ম তৎ ।  
 পুত্ৰঞ্চ ভবনং জাতং যুগ্মদভিগমনং যতঃ ।  
 যুগ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমৰ্থে বা দ্বিজৈঃ সহ ।  
 ইতি রাজঃ বচঃ শ্রদ্ধা কথ্যাস্তে নাম গোত্রকান্ ।  
 তস্ত দাসো গোত্রমস্ত গোত্রে দশরথ বহুঃ ।  
 সৌকালিনে চ দাসোহয়ং ধোষ ত্রীমকরন্দকঃ ।  
 দাসস্তস্ত বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্রপঃ স্মৃতঃ ।  
 অস্ত্র দাসো মিত্রবংশ বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ ।  
 বাৎস্ত গোত্রেসু সম্ভূত ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ ॥  
 এতেষাং রক্ষণার্থায় আগমোহসি তবাংয়ে ॥  
 বিধানেনৈব নির্বৃত্য ক্রতুঞ্চ ধৰ্ম্মসংজ্ঞিতং ।  
 দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদত্তঃ সঃ নৃপোত্তমঃ ।  
 বহুবচ প্রজাঃ জাতাঃ নানাদেশনিবাসিনঃ ॥  
 তেষাঞ্চ বংশ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ”

ইতি শ্রীদেবীবর কৃতং পঞ্চবিপ্রোপাখ্যানং

২ । মাধব বহুর আধুনিক দক্ষিণরাষ্ট্রীয়-কারিকায় লিখিত আছে,

“গৌড়দেশবাসী, রাজা অভিলাষী, আদিশূর নৃপরায় ।  
 যেন তুল্য ব্রহ্মা সৃষ্টি কৃতি কৰ্ম্মী আদিশূর মহাশয় ॥  
 কোলাঙ্কর দেশ শুন সবিশেষ হৃদয় হইল খেদ ।  
 সেই দ্বিজ আনি শুন নৃপমণি পুরাণ পড়ায়ে বেদ ॥  
 কিবা মনে গণি পাত্র কহ শুনি শুনিয়া ভাবয়ে তারা ।  
 যজ্ঞারম্ভ কর শুন নৃপের তবে দ্বিজ আসি পারা ॥  
 শুনি যুক্তিযুক্ত বচন নিয়ত দূত পাঠাইল রাজ ।  
 করি প্রণিপাত সবে জুড়ি হাত নিবেদন করি কাজ ॥  
 আদিশূর রাজা গৌড়ে মহাতেজা লইবে যজ্ঞের লীকা ।  
 তুমি গেলে সবে তবে যজ্ঞ হবে আছেন এই অপেক্ষা ॥  
 শুনিয়া এতেক শক্তি পরতক মনেতে বিষাদ হৈলা ।  
 যজ্ঞ আরাধন যার সৰ্ব্বজন অত্যন্ত হরিষ পাইলা ॥

আদিশুর রাজা গোড়ে মহাতেজা বিবাদে কুপিল অতি ।  
 আমা হৈতে রাজা কেবা আছে তেজা স্মরণে না শুনি ক্ষিতি ॥  
 মজ্জী কহে দৃঢ় শুন ওহে মূঢ়, ভূপের ঈশ্বর তিনি ।  
 আর কে ভূপতি আছে বহুমতী কর্ণেতে নাহিক শুনি ॥  
 পুনঃ ভক্তি ভাবে দ্বিজবর তপে দয়া হৈল যজ্ঞ শুনি ।  
 দ্বিজ নাহি যাবে তবে বিয় হবে অগ্নিষ্টোম ব্রত জানি ॥  
 দেহ পরিরাজ গোড় রাজ্য মাঝ যথা গোড়পাল ধাম ।  
 সাক্ষ পরিষদ দেহ পরিষদ রূপে গুণে অনুপাম ॥  
 সোম ঘোষ বংশ, মুখ্য অবতংশ মকরন্দ অরবিন্দ ।  
 শেষে সৃষ্টিধর ঘোষে পরাংপর কহিব যেন সানন্দ ॥  
 বীরনাথ বহু হৈল দুই শিশু দশরথ সিন্ধুনাথে ।  
 শঙ্কু মিঞা নাম, সূত অনুপাম, কালী আদি তিন সূত ॥  
 ত্রিলোচন মিত্র পরম পবিত্র অরিমিত্র দাশরথী ।  
 অহঙ্কার দত্ত পরম মহত্ব তত্ত্ব সূত শুভ ইতি ॥  
 ত্রীপুরুষোত্তম দত্তকুলোত্তম দত্তকুলে দুই জন ।  
 গুহ ত্রিবিক্রমে তিন পুত্রক্রেমে শুন সতে সভাজন ॥  
 দশরথ জ্যেষ্ঠ দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ শুচিরথ সর্কশেষে ।  
 রাজ আজ্ঞা পাইয়া ইষ্ট স্মরণ লইয়া চলিলেন গোড়দেশে ॥  
 ভট্টনারায়ণ সঙ্গে নিরূপণ ঘোষ মকরন্দ সার ।  
 দক্ষ দ্বিজনাথে বহু দশরথে ক্রমে নিবেদিব আর ॥  
 ছান্দড় দ্বিজ সে কালী মিত্র সাথে পশ্চাৎ হইয়া যান ।  
 বেদগর্ভ শর্মা পুণাতেজকর্মা পুরুষোত্তমের পরাণ ॥  
 ত্রীহরি দ্বিজেন্দ্রে গুহ দশরথে গোড় দেশেতে চলিল ।  
 পঞ্চ দ্বিজনাথ পঞ্চ পাত্র সাথ সবে সাক্ষিতে লাগিল ॥  
 মুখে গোপ দাড়ী শিরে জটাবেড়ী করপদে দীর্ঘনখ ।  
 ভগবান্ বস্ত্র তরকোট অস্ত্র, পৃষ্ঠে কাশান গণ্ডলিখ ॥  
 অসি চর্ম্ম পাশ দেখি লাগে হাস, চরণ যুগলে মোজা ।  
 আকরাখা গায়, শরাসন রায় রবির কিরণ তেজা ॥  
 চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে দ্বিতীয়তঃ বৈশ্বানর ।  
 মুখে বেদবাণী, অগ্নি হয় পানি ক্ষিতি কাঁপে সসাগর ॥  
 প্রতাপে প্রচণ্ড দীপ্ত রবি খণ্ড হেলায় জ্বিলি ক্ষিতি ।  
 চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে স্থির হইল বহুমতী ॥



আসি এইরূপে গৌড় অধীপে আদিশূর সিংহবারে ।  
 দ্বি-আগমন দেখি সর্বজন কহেত রাজার তরে ॥  
 শুন অপরূপ দেখিলাম ভূপ কোলাঞ্চ দ্বিজের ঠাঁট ।  
 চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে ধূলায় পুরিয়া বাট ॥  
 শরাসন বাঁধা চক্ষু লাগে ধাঁধা মোজা যে যুগল পায় ।  
 আসি চর্ম সাথে পাগ আছে মাথে দোশালা পাসরি গায় ॥  
 ব্রহ্মচারী প্রায় দেখিলাম রায় আশায় বৃষ্টিতে নারি ।  
 ভগবান বস্ত্র তরকোচ অস্ত্র দাড়ি ঢুল নখ ভারী ॥  
 কদাচারময় নাহি বৃষ্টি প্রায় দেশাচার নাহি জানি ।  
 দ্বিজ আচরণ শুনিয়া রাজন্ না আইলা পুটপানি ॥  
 দেখি রাজনীত বৃষ্টিলা ইঙ্গিত ফিরিতে হইল সাধ ।  
 অর্ঘ্য ছিল হাতে মল্লকাষ্ঠ মাথে রাখিলেন আশীর্বাদ ॥  
 দেশপানে যাই অঃ বেগে ধাই উন্মায় পূরিত দেহ ।  
 পঞ্চ মহাশুর দেখি ভয়ঙ্কর সভয়ে চমকে কেহ ॥  
 রাজা স্থানে যায় অতি বেগে ধায় কহিল সকল বাণী ।  
 মল্লকাষ্ঠ মাথে অর্ঘ্য থুইয়া তাণে দেশে গেলা বিমনি ॥  
 মল্লকাষ্ঠ বাণী শুনি নৃপমণি কহে রাজা আদিশূরে ।  
 আগু বাড়াইয়া পদ জড়াইয়া ধর দ্বিজ কত দূরে ॥  
 শতে শতে যত ধায় গতি দ্রুত কুঠার বাঁধিয়া গলে ।  
 রাজা আসি শেষে কহে স্তুতি ভাষে দ্রুত পড়ে পদতলে ॥  
 আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি, তুমি সে দেবের রাজ ॥  
 হর দ্বিজ উয়, আমি হয় ভঙ্গ, এহেন নহিবে কাজ ॥  
 দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় ব্রাহ্মণ কো ঠাণ্ডেশী ।  
 আনি দ্বিজগণ কর বিড়ম্বন কি হেতু মন বাসী ।  
 দেশাচার ধর অবধান কর শুন হে গৌড়ের রায় ।  
 দেখ যে এমন মোরা পঞ্চজন যোদ্ধা দ্বিজ বেশ প্রায় ॥  
 ব্রহ্মচারী জানি পঞ্চ দ্বিজমণি বৃষ আরোহণে স্থির ।  
 শরিতে শীপেতে ছবন দহিতে পারি এক দ্বিজবীর ।  
 রাজা বলে বাণী মিথ্যা নহে জানি অসাধ্য তোমার নয় ।  
 তব আশীষিয়ে মল্লকাষ্ঠ জ্বিয়ে দেখি মনে লাগে ভয় ॥  
 হেন অপরূপ দেখিলেন ভূপ সাজ শূদ্র পঞ্চজন ।  
 যোদ্ধা বেশ ধন্ত সাধে করি পুণ্য ফিরে এই মনে লয় ॥

আদি বিবরণ ভট্টনারায়ণ কহেছেন অমৃত ভাষ ।  
 দেশে পঞ্চরত্ন করি বহু বস্তু তনয় পাঠায় পাশ ।  
 সোমঘোষ বংশ মুখ্য অবতংস মকরন্দ ঘোষ নাম ।  
 কুলে রাজরানী সর্বলোকে মানি কোলক্ষে রহিল ধাম ॥  
 ঘোষ কহে বাণী, শুন নৃপমণি, পুরুষক্রমে হই দাস ।  
 নৃপ বলে শ্রুত, ঘোষ বড় পুণ্য হৃদয় অন্বেষে আশ ॥  
 যে হয় প্রধান সর্বত্র সমান তুমি মুখ্য কুলরাজ ।  
 দক্ষ পাণি চাইয়া যুগপাণি হইয়া জিজ্ঞাসিতে বাসি লাজ ॥  
 দ্বিজের কয় শুন সদাশয় বীরনাথ বসু সূত ।  
 দশরথ নাম কুল অমুপাম সঙ্গেতে সেনা অযুত ॥  
 বসু কহে বাণী শুন নৃপমণি দ্বিজদাসে আছি চিহ্ন ।  
 রাজা বলে বট তুমি নহে খাট কুলে শীলে অগ্রগণ্য :  
 ছান্দড়ের প্রতি রাজা করে স্তুতি কি নাম সন্তান কার ।  
 দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় শম্ভু, মিত্র অবতার :  
 মিত্র কালিদাস কুলে শীলে আশ আমার ভকতি যেরা ।  
 মিত্র কহে বাণী শুন নৃপমণি পুরুষক্রমে করি সেবা :  
 রাজা বলে মিত্র পরম পবিত্র বচন মধুর ভাব ।  
 দেখি ভব জন দ্বিজ পদে শুন মনেতে করিয়া লাভ :  
 বেদগর্ভের তরে রাজা আদিশূরে দত্তের জিজ্ঞাসে কুল ।  
 দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় অহঙ্কার দত্তমূল ॥  
 ত্রীপুরুষোত্তম দত্তকুলোত্তম কোলধননগরবাসী ।  
 পুরুষোত্তম দত্তে কাঙ্ছে মুহূর্ত্তে দ্বিজেরে সংহতি আসি ।  
 আমরা কুলীন জানে সর্বজন কোলাধ নগরে ধাম ।  
 শুনি আদিশূর বলে কহুত্তর দত্ত তোরে বিশি বাম :  
 রাজা বলে দত্ত ছাড়ি মহত্ব কহত কুৎসিত কথা ।  
 ইন্দ্র সুরপতি দ্বিজপদে নতি দত্ত সে না জানে মূল্য ॥  
 ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র নহিবে ইহার তুল্য ।  
 এত শুন দত্ত দূরে গেল মহত্ব পাইল পরম লাজ ।  
 কুলহীন হৈল সঙ্গে মাত্র রৈল হইয়া মৌলিকরাজ ॥  
 ত্রীহরি দ্বিজের কহে নৃপবরে ইহার শুনব কথা ।  
 গুহ ত্রিবিক্রমে সূত অমুক্তমে শুনি হাসিল সর্বথা ।  
 গুহ দশরথে সেবে অমুক্ততে সভা হাসে মনে মনে ।

পশু শুনি সবে হাসে কলরবে শুহ শুনি মনে মনে ॥  
 এই সঙ্গে বাস নাহি মোর আশ বঙ্গেতে চঞ্জিয়া বাব ।  
 এখা থাকা ভাল নাহি কোন কাল পরম লজ্জা যে পাব ॥  
 ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র কুলীন হইলা তবে ।  
 শুহ গেল বঙ্গে দত্ত রৈল সঙ্গে শ্রেষ্ঠ যে মৌলিক ভাবে ॥  
 ব্রহ্ম সংস্থাপন করিলা রাজনু, দিঘী বাটী ভূমিবর্তী ।  
 নিত্য নৌতুন মানে বিজ্ঞের সম্মানে মহারাজ চক্রবর্তী ॥  
 করি যজ্ঞ কাজ সাঙ্গ মহারাজ পূজা করি দ্বিজগণে ।  
 মল্লিকা মালতী পুরে অবস্থিতি নিত্য যে নৌতুন মানে ॥  
 ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র দত্ত যে রহিলা গাথে ।  
 পশ্চাতে ছয় ঘর আনি নৃপবর সমাজ পুরিলা তাথে ॥  
 দেবেতে হরিরাম পালিতে শ্রীরাম আর গিরিধর কর ।  
 সেনেতে চরণ দাসেতে শরণ সংহেতে মুরারি ধর ॥  
 কায়স্থের দশ সমাজের যশঃ কহিতে সে অমুপাম ।  
 আসি গোড় মাঝে করিয়া সমাজে ছাড়িয়া কোলাক ধাম ॥  
 কুলীনের ঘর তিন অতঃপর আদান প্রদান লবে ।  
 মৌলিকের কাজ শুন মহারাজ আশ্চর্যস দান দিবে ॥  
 কবিতার ছন্দ যদি থাকে মন্দ সৃজনে করিবে দোষ ।  
 সারদার পদ আমার সম্পদ কহে মাধব বসু তোষ ॥”

৩। ঘটক-চূড়ামণি কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে—

“আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভণ	নিমন্ত্রণ আনিলেন ঋষি পঞ্চজন ॥
সভাতে বসিল তবে মুনি পঞ্চজন ।	পাঁচ মিত্র সভাসদ সহিত রাজনু ॥
পঞ্চজন কায়স্থ আছে নৃপতি সদন ।	সম্মুখে নরপতি দিলা আলিঙ্গন ॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে ।	এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে ॥
এই পঞ্চ জন হয় কায়স্থ কুমার ।	দ্বিজাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর ॥
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয় ।	শিষ্য অমুগত মোরা শুন মহাশয় ॥
দক্ষ দ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন ।	ইহাদের দাস হৈলু শুন সর্বজন ॥
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে ।	তোমা দরশনে আইলাম মুনি সঙ্গে বটে ॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহাপাল ।	এক গ্রামে বসতি আছেয়ে বহুকাল ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি ॥	রাঢ় দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি ॥
এত শুনি কহে মুনি হয়ে অগিৎ ॥	আমাদের সঙ্গে আসি অহঙ্কার এত ॥
দাস বলি পরিচয় কেন নাহি দিলে ।	এখনি তাহার ফল পাইবে অচিরে ॥

গুহকে জিজ্ঞাসিলে কহে হর্ষশিষ্য আমি ।  
 ঘোষ বসু মিত্র রাঢ়ে বঙ্গে কুলীন গুহ  
 ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী ।  
 কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন ।  
 এত বলি আশীর্বাদ দিল পঞ্চ জনে ।

তায় তুষ্ট নৃপ কহে ভাল বট তুমি  
 এই তিন কুলীন হইল নিশ্চয় জানিহ ॥  
 অভিমানে বালীর দত্ত বায় গড়াগড়ি ॥  
 সম্মৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম ॥  
 মুনি সনে রহিলেন ধর্ম্মের রক্ষণে ॥

আর যত কায়স্থ আইলেন পরে ।  
 পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে  
 আর যত কায়স্থ আইল তবে তত ॥”

পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভারে ॥  
 সপ্তগ্রামে মিলিল মৌলিক আসি যত ১  
 ( দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা )

৪ । ঘটককেশরীর দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকুলকারিকায় পাইতেছি—

“শুনি আপনার পরিচয় দেন তাঁরে ।  
 জাতিতে কায়স্থ হই মুনিদের দাস ;  
 দশরথ গুহ আর পুরুষোত্তম দত্ত ।  
 প্রাতিবাসী দুই দ্বিজ সঙ্গে আগমন ।  
 এ দৌহার বাক্যে রাজা চিত্তে অসন্তোষ  
 রাজ্য বলে বুঝিলাম তোমাদের মতি ।  
 দর্প করি দশরথ কহে পুনর্বার ।  
 শুনিয়া হাসিল রাজ্য গর্ষিত বচন ।  
 দত্ত সূত তত্ত্ব বুঝি স্মৃতি হইল ।  
 ঘোষ বসু মিত্র দত্ত এই চারি জন ।  
 তার পর ছয় জন মৌলিক আনাইল ।  
 ইহাদের পরিজন পরে আনাইল ।

কালিদাস মকরন্দ দশরথ পরে ॥  
 দ্বিজ সঙ্গে আসিয়াছি তীর্থ অভিলাষ ॥  
 কহিতে লাগিল দৌহে আপনার তত্ত্ব ॥  
 মনের মানস যাই তীর্থ দরশন ॥  
 আমার রাজ্যেতে পূজ্য বসু মিত্র ঘোষ ॥  
 পুনর্বার বল দেখি আপন পদ্ধতি ॥  
 আমার পদ্ধতি গুহ রাজার কুমার ॥  
 লজ্জা পেয়ে গুহ কৈল বন্ধেতে গমন ॥  
 বিনতি প্রণতি করি দ্বিজে না ছাড়িল ॥  
 দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন ॥  
 সম্মান করিয়া স্থান সভাকারে দিল ॥  
 বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে সভারে খুইল ॥”

রামানন্দের বঙ্গজকুলকারিকায় পাইতেছি—

“ভট্টনারায়ণো দক্ষ ছান্দড় শ্রীহরিসুখা । বেদগর্ভ-সমাখ্যাতো পঠিতে বঙ্গবাহিনী ॥

এই পঞ্চ মুনি সঙ্গে দশরথ বসু সঙ্গে চলিতে লাগিল শ্রমণি ॥  
 চলে মকরন্দ ঘোষ নিশাপতি পরিতোষ দশরথ গুহ অমুসার ।  
 মিত্রবংশে কালিদাস ধর্ম্মেতে সদাই আশ পঞ্চমেতে এই তত্ত্ব সার ॥  
 আর পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন এই তত্ত্ব চলিলেন এই পঞ্চজন ।  
 তিল তুলসী কুশীকোশা সত্য ধর্ম্ম পরিতোষা দত্ত কমণ্ডলু লইয়া হাতে ।  
 বুধভবানে বিপ্র চলিলেন দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত দশজন চলে এক সাথে ॥  
 হই সুরধনী পার করি গঙ্গা পরিহার বড়গঙ্গা জগতে বাধানী ॥

বজদেশেতে আসি রাজস্থানেতে বসি বলদ ছেদিল মহামুনি ॥  
 চর আসি বলিল বাণী শুন রাজা নৃপমণি গোবধ হইল তব পুরে ॥  
 শুনিয়া এ সব বাণী ক্রোধ হইল পঞ্চমুনি এথা হইতে চলিল তখন ।  
 দণ্ড কমণ্ডলু ধরি মস্ত্র উচ্চারণ করি বলদ জিয়াইলা ততক্ষণ ॥  
 × × × ×  
 জোড় হস্তে নৃপতি নানাবিধ স্তব স্তুতি নিবেদন করি ও পাএ ।  
 চলিল হরিষ মনে বসাইলা সিংহাসনে নৃপতি ধরিল ছই পাএ ॥  
 পঞ্চ কায়স্থ আনে বসাইলা সিংহাসনে তবে দত্ত দেয় পরিচয় ।  
 শুন পরিচয় বন্ধে আলিয়াছি মুনি সঙ্গে আমি কাহার নক্ষর নয় ॥  
 গুহ দিলা পরিচয় শুন রাজা মহাশয় আমি হই রাজার তনয় ।  
 ঘোষ বসু মিত্র বলে শুন রাজা যজ্ঞস্থলে আমাগারো তিনের পার্শ্বে ॥  
 অবধান কর রায় দিব মোরা পরিচয় আমরা হই পঞ্চ মুনির দাস ।  
 দত্ত বলে শুন তব আমি নহি কাহার ভৃত্য আমি হই এক গ্রামে বাস ॥  
 শুন রাজা কহেন কথা গুহ দত্তের এক কথা হেথা কুল নহিবে দোহার ।  
 দত্ত চলিলা অভিমানে নৃপতি শুনিলা কাণে ডাকিয়া আনিল পুনর্বার ।  
 এথা কুল না পাইবা কুলীন সমান হবা উপস্থিত হইলা দক্ষিণরাঢ় ॥”

৬। শব্দকল্পদ্রুমোক্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিবা ও চন্দ্রদ্বীপপতি প্রেমনারায়ণের সভায় রচিত শৌড়বংশাবলী বা বজ্রকায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

“স্মৃকৃতালিকৃতাস্থর এষ কৃতী ক্ষিতিদেবপদাশুজচারুরতিঃ ।

মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতির্বিজ্ঞান্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ ॥১

(স চ ঘোষকুলঃশুজ-ভানুরয়ং প্রথিতেন্দ্রবংশঃ সুরলোকবংশঃ ।

সততঃ সুরস্বামী সুরমতিশ্চ গৃধীঃ শরদিন্দুপয়োদ্বিপকুন্দবংশঃ ॥২)

(স সৌকালীনগোত্রজঃ শৈব এব তদগোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্য ।

ত্ৰীভট্টস্ত শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্যঃ সূর্য্যধ্বজধর ইহাপি শুরাগ্রগণাঃ ॥৩)

বসুধাধিপচক্রবর্তিনো বসুতুল্যাঃ বসুবংশসমুদাঃ ।

বসুধাবিদিতাঃ শুণার্গবৈনয়তং তে জয়নো ভবন্ত নঃ ॥৪

দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে ।

দশদিশাং জয়িনাং বংশস্য জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥৫

(সচ চৈত্তুকুলশুজসূর্য্যসমো গৌতমগোত্রতঃ ত্ৰী ।

দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সখীরো ধার্ম্মিকমতিনির্মলাশ্রুঃ ॥৬)

বংশস্থিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্বাস দরঃ প্রমত্ত সঙ্কমত্তহঃ শরংসুধাংগুদবংশঃ ॥৭

প্রতাপতাপনোগুপদ্মিষালিষোদিদালিকো বিভাতি মিত্রবংশসিদ্ধ কালিকাদাসচন্দ্রকঃ ৮

বিজালি-পালনার্থকোহপ্যসৌ চ হৰ্ষসেবকঃ । কুলাধ্বজপ্রকাশকো বধাধিকারদীপকঃ ॥৯  
 (মহাত্মিকো বীরবৰ্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী ॥ ) অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথবংশাভিধানো মহান্ ॥১০  
 কুলাধ্বজমধুভ্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জাঙ্ঘিতঃ । বিরাটপুরুষসমঃ বিরাটাবিধানো গরীয়ান্ ॥১১  
 সূতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্মপগৌরবসম্ভবঃ । ত্রিহৰ্ষশিষ্যো যতিমান্ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ ॥১২)  
 নিশমা ভট্টেন গুহপ্রভাষিতং সকলসভ্যৈরতিহাস্ততামভূৎ । স বঙ্গগমনোত্তমো বিবিধমানভঙ্গে যতঃ ॥১৩  
 অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদগ্রগণ্যঃ কৃতী । সূদন্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিভোত্তমঃ ॥  
 (মহাকৃতিমহামানী কুলভূদগ্রগণ্যকঃ । স আগতো বঙ্গদেশে সৰ্ব্বেষাং রক্ষণায় চ ॥  
 স চ শৈকসেনাধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মোদগল্যাগোত্রঃ ।  
 শত্ৰুজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞো ভাস্করশ্চ বলী পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চ) ॥২০

৬। বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

“মকরন্দো মহাকৃতী ঘোষবংশশিরোমণিঃ ।  
 দশরথো মহাশূৰো বসুকুলস্ত দীপকঃ ॥  
 গুহস্ত ভূষণো ধীরঃ বিরাটশ্চ :হাবলী ।  
 তথা মিত্রকুলাধ্বজঃ কালিদাসো মহাভূজঃ ॥  
 পুরুষোত্তমো বীর্যবান্ দত্তকুলস্ত ভ স্বরঃ ।  
 নাগস্ত দীপকঃ সূৰ্য্যো দেবদত্তো মহাযশঃ ॥  
 চন্দ্রভাস্করমহাক্ষানী নাথস্ত বংশশেখরঃ ।  
 তথা শুদ্ধ চন্দ্রচূড়ো দাসস্ত কুলভূষণঃ ॥  
 অষ্টৌ খ্যাতাস্ত কায়স্থঃ কাশ্মকুজাং সমাগতাঃ ।  
 অষ্টম্য কুলমেকং সেনবংশ-প্রসিদ্ধকং ॥  
 অষ্টম্য গোড়মাস্ত ততো গোড়ঃ প্রকীর্তিতঃ ।  
 তৎপুত্রবু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ ॥  
 করস্য বংশসমুদ্ভূতো ভূমিজয়ো মহাযশাঃ ।  
 ভূধরো ভূধরসমঃ দাসস্ত কুলভূষণঃ ॥  
 জয়পালো মহাবাহুঃ পালস্ত বংশচন্দ্রকঃ ।  
 পাণিত-বংশ-সমুদ্ভূতশ্চক্রী চন্দ্রধরস্তথা ॥  
 চন্দ্রধরজো মহামানী চন্দ্রবংশস্য দীপকঃ ।  
 রিপুঞ্জয়ো মহাপ্রাজ্ঞো রাহাবংশসমুদ্ভবঃ ।  
 বীরভদ্ৰ স্মল্লিশ্চ ভদ্ৰকুলাধ্বজস্তথা ।  
 দণ্ডধরো মহাবলী ধরস্ত ভূষণঃ স্মৃতঃ ॥

তেজোবরঃ সুধীরশ নন্দীবংশ-শিরোমণিঃ ।  
 শিখিবলো মহাবাহুদেববংশাশুজন্তুধা ॥  
 বশিষ্ঠশ কুণ্ডপতিঃ কুণ্ডবংশস্ত চন্দ্রকঃ ।  
 তথা ধীরো ভজবাহুঃ সৌমবংশসমুদ্ভবঃ ॥  
 সিংহবংশাশুজো বলী বীরবাহু ম'হাকৃতিঃ ।  
 হিন্দুধরো মহাশূরো রক্ষিতকুলভূষণঃ ॥  
 অঙ্কুবংশদীপশচ হরিবাহুঃ সুধীসুধা ।  
 বিষ্ণুবংশোদীপকশচ লোমগাদো মহাবশাঃ ।  
 বিশ্বচেতাঃ মহাজ্ঞানী আচ্যস্য কুলসম্ভবঃ ।  
 তথা মহীধরঃ প্রাজ্ঞো নন্দন-কুলভূষণঃ ॥  
 একোনবিংশতিশেতে কাণ্ডকুজাং সমাগতাঃ ।  
 স্থাপয়ামাস তান্ সৰ্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥  
 রাজরাট্ সপ্তপুরশচ রাজাপুরস্তথৈব চ ।  
 বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদীপশচ লোহিতঃ ॥  
 মল্লকোটিল'ঙ্গীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ ।  
 কীর্ত্তিমতী নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ ॥  
 বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশচ মাণ্ডবঃ ।  
 মনিকোটী ভল্লকোটীঃ শঙ্কুকোটীস্তথৈব চ ॥  
 সিংহপুরো মৎস্যপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ ।  
 ভল্লকুলী দিল্লুরাটঃ সুরপুরী তথা স্মৃতঃ ॥  
 সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামানি সমুদ্ভানি চ ।  
 বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্যঃ আদিশূরো নৃপোত্তমঃ ॥  
 এতেযাঞ্চ স্মৃতাঃ পুনর্দেশান্তরং গতাঃ ক্রমাৎ ।  
 কুলং চতুর্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ ॥  
 উদগ্দ্‌ক্ষিণরাটো চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা ।  
 ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্মাস্তস্তদ্বৈশিবাঃ ॥  
 স্থানভেদাচ্চ তে সৰ্বে আচারান্তরতাং গতাঃ ।  
 যেষু স্থানেষু বর্ধস্বঃ কুলাচারশচ যাদৃশঃ ॥  
 তত্র তন্মাবমন্তেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ।  
 কুলধর্ম্মস্তত্ত্বং ভিন্নো ভিন্নো ব্যবস্থিতঃ ॥<sup>১০</sup>

উপরে যে সকল কুলগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইল, তাহার কোন খানিই তেমন প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না । ঐ সময়ের মধ্যে দেবীবর-রচিত পঞ্চবিপ্রাখ্যান খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের

রচনা। পরবর্তী দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গীয় ঘটকগণ তাঁহারই অনুবর্তী হইয়াছেন। দেবীঘর রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলাচার্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমগ্র গোড়দেশে কায়স্থগণের অসাধারণ প্রভাব। তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্গত ও ভক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐরূপ অপূর্ব কুলকারিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরবর্তী কুলজ্ঞগণ কতকটা তাঁহার অনুকরণ করিলেও সর্বোৎকর্ষে অনুকরণ করেন নাই, তাই পঞ্চ বিপ্রের সহিত পঞ্চ কায়স্থের শিষ্যত্ব বজায় রাখিতে গিয়া উদ্ধৃত কুলকারিকায় সকলে এক মত নহেন।

দেবীঘর ভট্টনারায়ণাদি যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আদিশূরের সভায় আগমন করেন লিখিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাঁচ জন কাশ্যকুজ হইতে আদিশূরের সভায় অভাগমন করেন নাই। হরিমিশ্র, এড়মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রীয় বিপ্র-কুল-কারিকা অনুসারে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্রের পিতারাই এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—শান্তিল্যাগোত্রে ক্ষিতীশ, কাশ্যপগোত্রে বীতরাণ, বাৎস্তগোত্রে স্বধানিধি, সাবর্ণগোত্রে সৌভরি ও ভরদ্বাজগোত্রে মেধাতিথি। দেবীঘর ও তদনুবর্তী পরবর্তী কুলাচার্যগণ রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষগণকে জড়াইবার জন্ত যেরূপে পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রাচীন কুলগ্রন্থ বা ইতিহাস-সম্মত নহে।

উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থের পরবর্তী বংশধরগণকে লইয়া গোড়াধিপ বন্বালসেনের সভায় যে কুলবিধি প্রচলিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সকলে জানিতে পারিবেন, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্র ও দশরথ বসু আদি পঞ্চকায়স্থ কেহই সমসাময়িক নহেন।

প্রাচীন কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১০ম ও ১১শ পুরুষ এবং মকরন্দ বোমের অধস্তন ৫ম পুরুষ, কাশ্যপ দক্ষের অধস্তন ৮ম পুরুষ, দশরথ বসুর অধস্তন ৫ম পুরুষ, সাবর্ণ বেদগর্ভের অধস্তন ১২শ পুরুষ ও কালিদাস মিত্রের অধস্তন ৮ম পুরুষ, বাৎস্ত ও ছান্দড়ের ১১শ পুরুষ এবং মোক্ষায় পুরুষোত্তম দত্তের ৬ষ্ঠ পুরুষ, ভরদ্বাজ গ্রীহর্ষের অধস্তন ১২শ পুরুষ ও দশরথ গুহের অধস্তন ৫ম পুরুষ রাজা বন্বালসেনের কুলবিধির সময়ে বিद्यমান ছিলেন। এরূপ স্থলে পঞ্চব্রাহ্মণ বীজী ও পঞ্চকায়স্থ বীজী যে এক সময়ের লোক নহেন এবং পরস্পরে পূর্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

হরিমিশ্রের প্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে, “পঞ্চ সূত্রধকাঃ পূর্বে কায়স্থ ইহ চাগতাঃ” অর্থাৎ ক্ষিতীশাদি পঞ্চবিপ্রের সহিত ৫ জন কায়স্থ-শিষ্য আসিয়াছিলেন। এই পঞ্চকায়স্থের নাম উক্ত প্রাচীন গ্রন্থে নাই, তাঁহাদের পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। সম্ভবতঃ পরবর্তী কুলাচার্যগণ নিজ ইচ্ছামত নাম বসাইয়া লইয়াছেন। মহারাজ আদিশূরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, সে কথা বারেন্দ্র ও উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থেও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।



## উদ্ধৃত ঘটক-কারিকা সম্বন্ধে মন্তব্য ।

উপরে যে ৭ দফা কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষভাবে এই কয়টি প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিতেছি—

দেবীবরের মতে অষ্টকুলসমুত রাজা আদিশূর ‘ধর্ম্ম’ নামক এক ক্রতু বা যজ্ঞ করেন, তত্পলক্ষে তাঁহার সভায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন। মাধববংশুর কারিকার মতে ‘গৌড়পাল’ আদিশূর ‘অগ্নিষ্টোম’ যজ্ঞ করেন, তাহাতে কোলাঞ্চ হইতে ষোড়শবেশে পঞ্চ সাংঘিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। বসুর সঙ্গে অযুত সেনা ছিল। ঘটকচূড়ামণির মতে আদিশূর ‘কামেষ্টি’ যজ্ঞ করেন, এই সময় রত্নদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন। ঘটককেশরীর মতে দ্বিজাজায় কায়স্থগণ সপ্তগ্রামে অবস্থান করেন। রামানন্দের কারিকায় ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ‘পঠিতে বঙ্গবাহিনী’ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। বঙ্গাধিপের সভায় যে পঞ্চ কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে রামানন্দ লিখিয়াছেন—“পঞ্চ কায়স্থ আনে বসাইলা সিংহাসনে তবে দত্ত দেয় পরিচয়।” গৌড়-বংশাবলীতে ষোড়শ ভট্টগতি, মহাত্মিক ও সূর্য্যধ্বজধর, বসু চৈতন্যকুলাস্বজ, দশদিক্‌জয়ী, গুহ বীরাগ্রণী ও অগ্নিকুলোদ্ভব, দত্ত সর্কবিজ্ঞাবিশারদ মহামানী ও কলৌনগণের অগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে দ্বিজ বাচস্পতির শ্লোকগুলি গৌড়বংশাবলীতেও পাওয়া যায়। দ্বিজ বাচস্পতির মতে বসু হইতে নন্দন পর্য্যন্ত ২৭ জনই কান্তকূজ হইতে আসেন, কিন্তু গৌড়বংশাবলী মতে প্রথম আট ঘর কান্তকূজ হইতে এবং শেষ উনিশ জন ‘প্রত্যক্‌গৌড়াৎ সমাগতাঃ’ অর্থাৎ প্রত্যক্‌ গৌড় বা পশ্চিম গৌড় হইতে আগমন করেন। শেষোক্ত উভয় কারিকা মতে ঐ ২৭ জনকে আদিশূর রাজরাট্ প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রাম দিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

এখন উপরোক্ত কারিকাগুলির প্রমাণে বলিতে পারা যায় যে আদিশূর নামধারী রাজগণের মধ্যে কেহ গৌড়, কেহ রাঢ়, কেহ বা বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, কেহ ‘ধর্ম্মকর্ত্তু’, কেহ ‘অগ্নিষ্টোম’, কেহ বা ‘কামেষ্টি’ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থ আহৃত বা উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই দূর অতীতের ঘটনাগুলি চাপা দিবার জন্য কায়স্থ ব্রাহ্মণকে একসূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে।

পূর্বেই (২৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছি, ষোড়শ, বসু, মিত্র, দত্ত, দাস, সেন, সিংহ, দেব, চন্দ্র, ও গুহ এই ১০ ঘর রাঢ়ে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। এই দশ ঘরের মধ্যে সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিমান ও বাৎস্ত এই পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ পাইতেছি বটে, কিন্তু দশ ঘরের মধ্যে কাহার কোন্‌ গোত্র তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

পরে তাঁহাদের মধ্যে ষোড়শের আকনা, বসুর মাতিনা, মিত্রের বড়িসা, দত্তের বালি,

সেনের ব্রহ্মগ্রাম, দেবের চিত্রপুর, সিংহের সিংহপুর, দাসের হরিপুর ও চন্দ্রের পাণিহাটী বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। চন্দ্রবংশ অরুদিন পরেই পূর্ববঙ্গে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। গুহবংশ তৎকালে ভাস্করবর্ষার অধীনে কলিঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। রাঢ়ে কর্ণস্বর্গে ভাস্করবর্ষার সভায় যে গুহবংশধর উপস্থিত হইয়াছিলেন, ‘জিজ্ঞাসার পুথিতে’ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

‘গুহে বোলেন মহারাজা করি নিবেদন।      এক পিতার ঘরে পুত্র হইলাম দশজন ॥  
কি কারণে বিধি মৌরে করিলেন স্বজন।      জ্ঞাতি জনে উপহাস করে সর্বক্ষণ ॥  
আমার উপায় কিবা কহ মহারাজ।      কার সঙ্গে গিয়া আমি করিব সমাজ ॥”

অপরূপ কুলগ্রন্থে গুহ ‘রাজার কুমার’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু সেখানে সেরূপ কোন পরিচয় নাই। ইহাতে মনে হয়, এই গুহবংশ জ্ঞাতিবিবাদে বিরক্ত হইয়া রাঢ়ের রাজসভার আগমন করেন। বঙ্গে দুই প্রকার গুহের বাস দেখা যায়—কাম্রূপ ও কবিষ গোত্র। ‘জিজ্ঞাসাপুথির’ গুহ কোন গোত্র ঠিক বুঝা গেল না। তবে জিজ্ঞাসার পুথিতে যে সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিমান ও বাৎস্ত এই পঞ্চ গোত্র পাইতেছি উক্ত ১০ ঘরেই এই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে হইতে পারেন। সুতরাং উক্ত ১০ ঘরের মধ্যে ঘোষের সৌকালিন, বহুর গৌতম, দত্ত ও দেবের ভরদ্বাজ, দাস ও চন্দ্রের কাম্রূপ, সেনের আলিমান ও সিংহের বাৎস্ত গোত্র ধরিতে পারি। কুলগ্রন্থে ও বর্তমান কাশ্মীর সমাজে মিত্রের একমাত্র বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত থাকিলেও জিজ্ঞাসা বর্ণিত মৃত্যুঞ্জয় মিত্রের কোন গোত্র ঠিক জানা গেল না। উক্ত ‘জিজ্ঞাসা’ পুথির মতে, সর্কজ্যেষ্ঠ বা সর্কশ্রেষ্ঠ হইতেছেন নারায়ণ দত্ত, তৎপরে মহানাদ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মিত্র প্রভৃতি মোট দশজন। সুতরাং আধুনিক কুলগ্রন্থ সমূহে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত জড়াইয়া যে পঞ্চ কায়স্থের নাম করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত ১ম আদিশূর মহারাজ ভাস্করবর্ষার সভায় প্রতিষ্ঠিত উক্ত ১০ জনের কোন সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে অতি পূর্বকালে রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রতিষ্ঠার কথা যাহা ৩য় ও ৪র্থ কুলগ্রন্থের প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সেই সুদূর অতীত ঘটনার বিকৃত প্রতিধ্বনি মাত্র।

উদ্ধৃত কুলকারিকার ৫ম প্রস্তাবে দেখা যায়, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ত, শ্রীহরি ও ছান্দড় এই পঞ্চ বিপ্র ‘বঙ্গবাহিনী’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পঞ্চ বিপ্রের সহিত পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গাগমনের এবং বড়গঙ্গা বা পদ্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। এবং ৭ম প্রস্তাবে মকরন্দ প্রভৃতি ২৭ জন কায়স্থবীজীর আদিশূরের নিকট যে ২৭ খানি গ্রাম লাভের কথা আছে, ঐ সকল গ্রামের অধিকাংশের বর্তমান অবস্থান ঠিক করা যায় নাই। তন্মধ্যে রাজাপুর ও সিংহপুর রাঢ়ে হুগলী জেলায়, নন্দীগ্রাম উত্তরবঙ্গে এবং স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ পূর্ববঙ্গে হইতেছে। ঘটকরাজের বঙ্গজ কুলজীমতে উক্ত ২৭ খানি গ্রাম রাজা বল্লালসেন ২৭ ঘরকে বাসের জন্ত দান করিয়াছিলেন।<sup>২১</sup> বলা বাহুল্য দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ

বৌদ্ধগণ সকলে রাঢ়দেশে অগ্রে বাস করিতেন এবং এখানেই কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রথম কুলস্থানের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। তবে আদি পরিচয় প্রসঙ্গে রামানন্দ ও দ্বিজবাচস্পতি কেন এরূপ কথা লিখিলেন? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলপঞ্জিকায় কনোজাগত পঞ্চ সাংখ্যিক বিপ্র-বংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ‘বঙ্গজ’ শ্রেণীর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কনোজাগত বিপ্রসন্তান মধ্যে এক সময়ে যে ‘বঙ্গজ’ শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছিল, কুমায়ন হইতে আবিষ্কৃত সেনরাজবংশধর মাধবসেনের তাম্রশাসন হইতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—১১৪৫ শকে বা ১২২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা মাধবসেন ভট্টনারায়ণ বংশীয় ‘বঙ্গজ ব্রাহ্মণ’ রুদ্রশর্মাকে উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন।<sup>২২</sup> ঙ্গবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক ২য়

বঙ্গজ ব্রাহ্মণ ও

বঙ্গজ কায়স্থ

সমাক্রমে গৃহীত ( ভট্টনারায়ণবংশীয় ) ঙ্গশান বন্দ্যের পুত্র হইতেছেন রুদ্রো। সুতরাং সেনবংশের আধিপত্যকালে

কনোজাগত সাংখ্যিক বিপ্র বংশধর মধ্যে বঙ্গজ কায়স্থের স্থায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণও পৃথক্ শ্রেণী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ মধ্যে ‘বঙ্গজ’ আখ্যা নির্দিষ্ট হয়, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ মধ্যেও এইরূপ ‘বঙ্গজ’ আখ্যা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলমান-বিল্লাবে যখন অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন, রাঢ়ীয় সমাজে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে পরে সকলেই রাঢ়ীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকিবেন। রাঢ়ীয় কুলার্চ্য দেবীঘরের অনুবর্তী হইয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকগণ পরবর্তীকালে এইরূপ পূর্ব পরিচয় গোপন করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনা সমস্তই উল্টা পাল্টা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ঘটক বাচস্পতি ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে ‘বঙ্গবাহিনী’ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

যে দশরথ বঙ্গকে আধুনিক ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থকারগণ দক্ষের অন্তর ও আদিশুরের সভাগত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আচার্য্যচূড়ামণির সংস্কৃতকারিকায় তাঁহার পূর্বগুরুবর্গের এইরূপ পরিচয় বিবৃত হইয়াছে—‘বঙ্গবংশের প্রসিদ্ধ বাজপুরুষ অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ঘব, তৎপুত্র গুণাকর, তৎপুত্র জয়ধন, তৎপুত্র যশোধন তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র রাবণ। এই রাবণের সহিত সূর্য্যবংশীয়া মোহিনী নাম্নী এক কন্তার বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র হইতেছেন দশরথ ও শঙ্কু। দশরথের পুত্র পরম। পরমের গুণাধিত মহাজন দুই পুত্র জন্মে, তাঁহাদের উভয়ের নাম লক্ষ্মণ ও পুষ্প।<sup>২৩</sup> এ দিকে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় পাওয়া যায়, মকরন্দ

(২২) রাজতকাণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৩) ‘বঙ্গপূর্বে সমাখ্যাত অনন্তানন্দ-সংজ্ঞকঃ।

গুণাকরন্তৎপুত্রন্তৎপুত্রো জয়ধনস্তথা।

তৎপুত্রো রাবণঃ।

সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নো মোহিনীনাম কন্তিকা।

সুতো শঙ্কুদশরথো পরমো দশরথায়ত্নঃ।

তৎপুত্রো বিজয়ী নাম তন্ত পুত্রো মহার্ঘবঃ।

যশোধনো মহাবীর্য্যঃ গৌতমস্তন্ত বৈ সুতঃ।

রাবণেন পরিণীতা সূর্য্যসোমগুণো সমো।

লক্ষ্মণ-পুষ্পৌ সুতো গুণাধিত-মহাজনৌ”

( আচার্য্য-চূড়ামণির কারিকা )

বোবের পিতামহ সোমবোব, কালিদাস যিহ্নের পিতামহ সুদর্শন যিহ্ন ও যোগল্য পুরুষোত্তম উত্তররাঢ়ে রাজা আদিত্যপুরের রাজধানীতে ৮০৩ শকাব্দে উপস্থিত ছিলেন। এরপ স্থলে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্রের দাসরূপে যে পঞ্চকাশ্মীর বীজপুরুষের নাম করা হইয়াছে, তাহা কবিকল্পনা ও মিথ্যারচনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

নাগ, নাথ ও দাস এই তিন খরকে আবুনির কুলগ্রহকারগণ আদিশূরের সত্যার সমাপ্ত বালিয়া বর্ণনা করিলেও আদিশূরের বহুপুত্র হইতেই উক্ত পঞ্চ পদবীর কায়স্থের এ দেশে বাস ছিল তাহাবিশেষ কারয়া দেখাইয়াছি। ষষ্ঠীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শতকেও আমরা ঘোষ, বসু, যিহ্ন, দত্ত, সিংহ, নাগ, নাথ, দাস ইত্যাদি পদ্ধতিবৃত্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সন্ধান পাইয়াছি।

যিহ্ন ষটকচূড়ামণির দাক্ষণরাজ্যীয় ষটককারকার লিখিত আছে,—

“ঘোষ সিংহ যিহ্ন দাস বিবাদ কারয়া	উত্তররাঢ়েতে আইল পৃথক্ হইয়া ॥
ঘোষ যিহ্ন সিংহ দাস দত্ত।	ঐকরণ কম বড় হইল শক্ত ॥
উত্তরে কারয়া বাস তাহারী সকলে।	দণ্ডিহ বাকার আগে কহু নাহি কৈলে ॥
দাক্ষণে আসিল পরে ভাই একাদশ।	বনে লক্ষ্যপাত খ্যাত আত পুণ্যবশ ॥
দাক্ষণরাজ্য কারিহেরা গুণেতে অতুল।	দণ্ডিহ বাকার ফেল জ্ঞান শুক্লমূল ॥”

ষটকচূড়ামণির উক্ত কারকার পাঠ করিলে মনে হইবে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রধান চারি খর পুঙ্খপালে পৃথক্ ভাবে বাস করিতেন এবং দাক্ষণরাজ্যীয় সমাজের প্রধান একাদশ খর পরে দাক্ষণরাজ্যে বাস করেন, এবং লক্ষ্যপাত বাগ্মী পারচিত হন। উত্তররাঢ়ীয় সমাজ দণ্ডিহ বাকার করেন নাহি। দাক্ষণরাজ্যীয় সুমানসমণ্ডল বরাগী কোলাত্তের মোহে বনয় প্রশশনাব ব্রাহ্মণ-ঔক্ষর দণ্ডিহ বাকার করেন। দাক্ষণরাজ্য হইতে এ পর্যন্ত যে সকল সুপ্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন বাহ্যর হইয়াছে, তাহাতে কোবাও বসু, ঘোষ, ও যিহ্ন-বংশের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাহি। বারেন্দ্র কারিহকাণ্ডে দেখাইয়াছি, উক্ত পদ্ধতিবৃত্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পোগুবন্ধনের উত্তরাংশে চন্দ্রপুরী বিষয়ে ও কোটিববে এবং দাক্ষণাংশে বারকমণ্ডলে নব্যাবকাশিকার পথ্য সমুদ্রতারবত্তা বন্দরে বাস করিতোছিলেন। উক্ত উত্তর স্থান হইতেই তাহাদের মধ্যে ঘোষবংশ কালঙ্গে ও মধ্য প্রদেশে, বসুবংশ চৌদরাজসভায়, ও যিহ্নবংশ মথুরা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। মহারাজ যশোবন্ত্যার সময়ে তাহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ আসিয়া কাশ্মীরে অধিকারের অগ্গত কোলাকে গিয়া বাস করিয়াছেন। কালঙ্গের নানাস্থান, মধ্য-প্রদেশ এবং মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে যাবত নানা শিলালিপি ও তাম্রশাসনে সেই অজাত। ভট্টনার ক্ষণস্থায়ী লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কারিহকাণ্ডে দেখাইয়াছি বাবু গোত্র বিংশ-বংশ, সৌকালন গোত্র ঘোষবংশ, বখামিহ গোত্র যিহ্নবংশ, যোগল্য গোত্র দত্ত (পরে দাস)

ও কাশ্মীর গোত্র দত্তবংশ আদিত্যশূরের রাজধানীতে প্রথমে আসিয়াছিলেন। কিছু কাল তাঁহারা রাজধানীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এখান হইতেই প্রথমতঃ তাঁহারা রাজদত্ত শাসনভূভাগ ভোগ করিতেন। এক পুরুষ পরেই ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরস্পর গৃহবিবাদে কয়েক জন উত্তররাঢ়ে থাকেন ও কয়েকজন দক্ষিণরাঢ়ে চলিয়া যান। এ সময়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের দায়াদগণ এদেশে বাস করিতেছিলেন, একথা বলা নিশ্চয়োজন। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন একই পদ্ধতির মধ্যে একাধিক গোত্র প্রচলিত ছিল, তখন উপনিবেশী কায়স্থ ও এদেশবাসী কায়স্থকে কিরূপে এক বংশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। সত্য বটে সিংহ, ঘোষ, দত্ত, ও দাস বংশের মধ্যে একাধিক গোত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু কায়স্থ বহু-বংশে এক গৌতম গোত্র ও মিত্র-বংশে এক বিশ্বামিত্র গোত্র ভিন্ন অপর কোন গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং উপনিবেশী বহুবংশ ও মিত্র-বংশ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে গৌড়বাসী বহু ও মিত্রবংশ এক গোত্র, সুতরাং একবংশ হওয়াই সম্ভব। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-কারিকার মতে শ্রীবাস্তব শাখা হইতে বহু বংশের উদ্ভব। শ্রাবস্তীই বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থের আদিবাসস্থান। এই শ্রাবস্তী বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।<sup>২৫</sup> সুতরাং বহুবংশের আদিকুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে হইতেছে। এই স্থান হইতেই চেদি, কালঞ্জর, এমন কি সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত নানাস্থানে গিয়া এই বহুবংশ বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন।

উত্তররাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র-কায়স্থপ্রধান মধ্যে গুহবংশের উল্লেখ নাই। পূর্বে যে সকল শিলালিপি বা তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যেও গুহবংশের উল্লেখ নাই। এ অবস্থায় গুহবংশকে আমরা গৌড়কায়স্থ বলিতে প্রস্তুত নাহ। গুহবংশের বাকপুরুষ আপনাকে “রাজার কুমার” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্বেই লিখিয়াছি গুহবংশ প্রবলপ্রভাবে কলিঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাচীন রাজধানী ‘গুহদেবপাটক’ বা ‘গুহেশ্বরপাটক’ নামে সুপ্রাচীন তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৮ম শতকে উৎকার্ণ ভৌমবংশীয় রাজা শুভকরদেবের তাম্রশাসনে এই ‘গুহদেবপাটকের’ প্রথম উল্লেখ পাই। ভৌমবংশ খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতক পর্যন্ত এখানে আধিপত্য করিয়াছিলেন।<sup>২৬</sup> তাঁহাদের প্রভাবে গুহবংশ স্বস্থানচ্যুত হইয়া গড়জাত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।<sup>২৭</sup> বলাবাহুল্য গুহবংশের অধিকৃত গড়জাতপ্রদেশই আমাদের কুশ-প্রদেশ ও আইন-ই-অকবরিতে ‘কেটিদেশ’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।<sup>২৮</sup> এই কোটিদেশ হইতেই

(২৫) এই পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠা এবং Indian Antiquary, Vol. LX, ( 1930 ), p. 14-18 দ্রষ্টব্য।

(২৬) রাজতত্ত্ব, ৩১৩ হইতে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় গুহরাজবংশের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(২৭) The Social History of Kamarupa, Vol. III Chap I. p. 50.

(২৮) এই প্রদেশ ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশরথ গুহ ৯৯৫শকে রাজা সামলবর্মার সভায় আহৃত হইয়াছিলেন।<sup>১</sup> বলা বাহুল্য দশরথ গুহকে গ্রীহর্ষের সহিত আদিশূরের সভায় যোগ্যত বলিয়া উদ্ধৃত যে সকল কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কবি-কল্পনা এবং প্রাচীন ইতিহাস গোপন করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নহে। কোনোজাগত পঞ্চ সাংখ্যিক বিপ্লবের সহিত অপ্রাচীন কুলগ্রন্থবর্ণিত পঞ্চকায়স্থের গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ ছিল না, পঞ্চ সাংখ্যিক বিপ্লবের বহুকাল পরে উক্ত পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা উভয়পক্ষের বংশলতা আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হইবে।

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থকারগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত সামলবর্মাকেও আদিশূর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণরাঢ়ে বর্ষ্যবংশের আধিপত্য স্থায়ী হয় নাই। সেনবংশ ধীরে ধীরে মন্তকোত্তোলন করিতেছিলেন। শূররাজ-বংশের জামাতা রাজা বিজয়সেনের হস্তে পরাজিত হইয়া সামলবর্মী পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত হইলে পূর্বোক্ত কাণ্ডপ গোত্রজ গুহ ও মৌদল্য গোত্রজ দত্তবংশ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বোষ, বহু ও মিত্র এই তিন ঘর রাজা বিজয়সেনের নিকট সম্মান লাভ করেন। এতব্যতীত দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্ত বংশের বীজপুরুষ দক্ষিণাত্য হইতে বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা ৫০ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

পূর্বেই লিখিয়াছি দশরথ গুহ রাজা সামল বর্মার সভায় আহৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা বল্লালসেনের কুলবিধির সময় রাঢ়দেশে গুহবংশের মহানদে, কুমারহট্ট ও বড়ুয়া এই তিনটি সমাজ স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে এই তিন সমাজের গুহ মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি মহানাদের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করে ভারতীয় প্রাচ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত দীক্ষিত এখানে আসিয়া এই স্থান রাজা বিরাটগুহের পুত্রগণের শাসনাধীন ছিল, তাহার সন্ধান পাইয়াছেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

## বঙ্গালী কুলপ্রথা

বাঙ্গালার সর্বসাধারণের নিকট রাজা বঙ্গালসেনের নাম প্রসিদ্ধ। কুলপ্রথা প্রবর্তনই এই প্রসিদ্ধির কারণ; বাঙ্গালার সকলেই রাজা বঙ্গালসেনকে কুল-বিধাতা বলিয়া মনে করেন কিন্তু তাঁহার কুলব্যবস্থা বাঙ্গালার সকল জাতি এবং সকল সমাজ গ্রহণ করেন না। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে বৈদিক ও শাক্তদ্রোণী ব্রাহ্মণ-সমাজ, বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ ও বৈষ্ণব-সমাজ বঙ্গালী কুলবিধি গ্রহণ করেন না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ ও বঙ্গ কায়স্থ-সমাজ মাত্র এই চারি সমাজ, বঙ্গালী কুলব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত চারি সমাজে বঙ্গালী কুলপ্রথা একই সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এমন কি উক্ত চারি সমাজের কুলপ্রথা আলোচন করিলে একরূপ ব্যবস্থা বলিয়াও মনে হইবে না। কোন সমাজে সর্বপ্রথম বঙ্গালী কুলবিধি প্রবর্তিত হয়, তাহা বলা কঠিন। বঙ্গালসেনের পিতা রাজা বিজয়সেনের দক্ষিণ বারেন্দ্রে অভ্যাস হইলেও সমগ্র গোড়মণ্ডলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। বিজয়সেনের দেওপাড়া-শিলালিপি তহিতে জানা যায় তিনি গোড়েন্দ্রকে অবনমিত করিয়াছিলেন, এই শিলালিপিতে বা তাঁহার বারা নৃপ-তানুধাসনে তিনি গোড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হন না। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গালসেনই পালংশেয় পভাব প্রসঙ্গ করিয়া সমগ্র গোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

বঙ্গাল পিতৃপুরুষগণের জায় প্রথমে রাঢ়দেশেরই একজন অধিপতি ছিলেন। আমার মনে হয় রাঢ়ের ব্রাহ্মণ-সমাজেই বঙ্গালী কুলবিধি প্রথম প্রচলিত হয়। ‘রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী’ নামক গ্রন্থে বঙ্গালী কুলবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

‘রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের বলিযাচিত্রেন, নবস্ত্রাধিত মহৎ বেসকল বিপ্র, তাঁহারা আমার পুত্র। অত্যাশ্রয়, অতিশয় উপকারী ও যুক্তিযুক্ত বাক্য আপনারা শ্রবণ করুন। কুলনন্দিনকে আশ্রয় প্রদান এবং পরিবর্তিত হইয়া বারাই পর পরের কুলধর্মের সমতা হইবে। নবনী হুল লকণের সর্বমত আশ্রিতিকে পরিবর্তিত কহে, এইরূপ পরিবর্ত করিলে তাহা হে বলবান কুলন বলি যায়।’

‘কুলধর্মের আশ্রিতই সমতা হইবে। তথাপি সর্বত্র তিন প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ইহাই পুরাতন নিয়ম। সকল হলে যখন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আমিও বৈবিধ্য শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যুক্তিপূর্বক আংশিক রূপে করিব। পর্যায়ই অংশলক্ষণ। বিবিধপূর্বক বাহাদেব সহিত সমতা হয়, তাঁহারা

তাহাদের সমান পর্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের পুত্রপৌত্রাদির পর্যায় দ্বারাও সমানত্ব হইয়া থাকে, আবার শাসন হেতু এবং সকলে বধন স্বীকার করিযাছেন, এই আৱত্তি হইতেই সমানতা হইবে। আৱত্তি সমস্ত হইলে অংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—উত্ৰাতে আৰ্হি, ক্ষেমা ও মধ্যাংশ, উত্তম, মধ্যম ও অধম হইবে। উত্ৰার মধ্যে আৰ্হি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ এই অল্প উত্ৰাকে শিরোভূষণ, ক্ষেমা পাশভূষণ এবং মধ্যাংশ মধ্যভূষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।<sup>১</sup>

পিতৃপর্যায়ের আৰ্হি, পুত্রপর্যায়ের ক্ষেমা ও সমান পর্যায়ের উচিত কুল হইয়া থাকে।<sup>২</sup> বল্লালসেন মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র রাজা লক্ষণসেনের উপর তাঁহার কলনিদি সংবন্ধনের জার দিয়া বান। লক্ষণসেনের অংশনির্ঘণসম্বন্ধে রাঢ়ীয় কলমঞ্জরীতে একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়,— ‘পিতৃ কর্তৃক আদিষ্ট রাজা লক্ষণ পিতৃপবর্জিত কলনিধান সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিয়া স্বাদি ক্রতিনির্দিষ্ট মূলকর্ণাক্রান্ত কলোনদিগর ভাবার্থ এবং ভাবার্থপ্রতিপত্তির নিমিত্ত, পিত্তা যাহা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাহাষ্ট বিম্বিত করিলেন। নিয়ম হটল, আদান ও প্রদান দ্বারা পরিবর্ত হইলেন। যিনি এইরূপ পরিবর্ত করিবেন তিনি মৃখা এবং মাজ হইলেন। কিন্তু কজার আদানপ্রদান দ্বারা যদি পরিবর্ত হয়, তাহা হইলে যাহার কজা হয় নাই, তাহার পরিবর্ত কি প্রকারে হইবে? রাজা ইহা চিন্তা করিয়া পরিবর্তের ৫ প্রকার গৌণ লক্ষণ করিলেন। আদান এবং প্রদান দ্বারা যেখানে পরিবর্ত হইলেন, তাহাষ্ট মধ্য; তাহার অভাবে ৫ প্রকার গৌণ পরিবর্ত হইতে পারিবে। যথা—প্রদান, আদান, কণতাগ, বোগ এবং বর এই ৫ প্রকারে গৌণপরিবর্ত চলিলে। পরস্পরে আদানপ্রদান মধ্য পরিবর্ত। এই মধ্য ৭ গৌণভেদে ৬ প্রকার পরিবর্ত। এই ছয়টি পরিবর্তবিষয়ে শৌর্গাবাচক বৃথিতে হইবে। কেহ কেহ উত্ৰাকে অশৌর্গাবাচক, অথবা নানাদিকবাচক বলিয়া থাকেন। বংশানুসারে যাহা এই প্রকার শৌর্গাবাচক হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে অংশ কহে। আরও এই অংশ সকল পরিবর্তের বোধক হইলেও বংশানুসারে অংশ সকল শৌর্গাবাচক হইয়া থাকে এই অংশ ভাব নামে খ্যাত। উত্ৰা পঞ্চদশ প্রকার। পিতা (বল্লালসেন) যে আৰ্হি, ক্ষেমা ও মধ্য এই নিবিধ অংশ করিযাছেন। তাহাও আবার মাজ। ইহা তির আরও কএকটি প্রয়োজন। আৰ্হি তিন, ক্ষেমা তিন ও মধ্যাংশ নয়। মধ্য অতিশয় ব্যাপক, এই অল্প মধ্যাংশ ৯ প্রকার। এই মধ্যাংশের ৯ এবং আৰ্হি ও ক্ষেমার ৬ সর্বসমুদ্র পঞ্চদশ প্রকার অংশ।

‘পঞ্চদশ অংশের নাম।—আৰ্হির ভেদ তিন—কেবলার্হি, অত্যাৰ্হি ও পূর্ণার্হি এই তিনটীতে কুলের পুষ্টি হয়। ক্ষেমা তিন প্রকার—ক্ষেমা, অতিক্ষেমা ও সংক্ষেমা, ইহাও পুষ্টিবদ্ধক। মধ্যাংশ নয় প্রকার, চিকিয়ার্হি, মজা, চিকিৱীভা, হুনা, চিকিৱান, নান, গৃহ, পর্ক ও চিকিৎক্ষেমা।

(১) রাজবৃত্তান্ত, ১ম অংশ (রাঢ়ীয় বাঙ্গাল বিবরণ) ১৪৪ পৃষ্ঠার কুল প্রবাহ উদ্ধৃত হইয়াছে

(২) “পিহ্মানং ভবেদাৰ্হি: পুহ্মানং ক্ষেমাং। উচিতং বদ্যং ভবেৎ বিবিধং হুনাং কণা।” হুনাং।



‘আৰ্তি প্রভৃতির প্রতিপাত্ত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পিতা যে পারিভাসিক রূঢ়-অর্থ স্বাকার করিয়াছেন। আমি তাহাই বিবৃত করিলাম। লভ্যত্রয়ের অতিরিক্ত যে তাহাকে আৰ্তি কহে। তাহার প্রত্যংশই ত্রিনানহীন হইলে ক্ষেমা। সমপর্যায়ের মধ্যাংশ হয়, সেই মধ্যাংশই নয় প্রকার। অংশের আকার জানিবার জন্য এই পরিত্যাগ বলিতেছি। শৌৰ্যাদির যে চতুস্পাদাধিক হইবে, তাহার নাম লভ্য। সেই লভ্য আবার কিক্ষিদার্তি নামে খ্যাত এবং তাহার লভ্য আৰ্তি নামে অভিহিত। লভ্যত্রয়ের অধিক হইলে কেবলার্তি হইবে। তাহার উর্দ্ধ হইলে যে পর্যন্ত অত্যাৰ্তি সম্ভব না হয়, পূর্ণার্তি হইবে। আরও আৰ্তি অত্যাৰ্তি পর্যন্ত পূর্ণার্তি নামে অভিহিত হইবে। আৰ্তির আৰ্তি হইতে অত্যাৰ্তি ও সহজার্তি হইতে পূর্ণার্তি হয়। পূর্ণার্তির যে প্রত্যংশ তাহাকে সংক্ষেমা কহে। অত্যাৰ্তির প্রত্যংশের নাম অতিক্ষেমা। যেখানে শৌৰ্যাদির অন্যান্য-মিকতা তাহাকে তুলা কহে। তাহাই তুলা, উচিত এবং সমান ও তদর্থপ্রতিপাদক এবং তাহা হইতে দ্বিপাদহীন হইলে কিক্ষিন্নয়ন হয়। তাহার প্রত্যংশ যে অংশ, তাহাকে কিক্ষিলভ্য কহে। তুলা, উচিত ও সম শব্দ কোন স্থলে পঞ্চাংশবাচক হইয়া থাকে। পঞ্চাংশ মধ্য—তুলা, কিক্ষিন্নয়ন, কিক্ষিলভ্য, লভ্য ও নূন এই ৫টা। চতুস্পাদবিহীন হইলে তাহাকে নূন কহে, তাহা হইতে দ্বিপাদ কম অংশকে গৃহ কহে। তাহা হইতে পাদাংশ হীন হইলে পর্ক নামে খ্যাত হয়। লভ্যত্রয়বিহীন হইলে কিক্ষিৎক্ষেমা হইবে। ইত্যাদি প্রকারে মধ্যাংশ নবধা বিভক্ত হইয়াছে। কিক্ষিৎক্ষেমা, পর্ক ও গৃহের এক প্রত্যংশ হয়, তাহাই কিক্ষিদার্তি। তিনেরই এই প্রকার জানিবে। কিক্ষিৎ ক্ষেম্যের অষ্টপাদাধিক প্রত্যংশ হয়। সপ্তপাদের অধিক প্রত্যংশ হইলে তাহা পর্ক এবং ষটপাদের অধিক হইলে তাহাকে গৃহ বলা যায়। কিক্ষিদার্তিরই এইরূপ তিন প্রকার হইবে।’\*

রাজা বল্লালসেন মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র লক্ষণসেনকে ষেরূপ সংশ্লিষ্ট করিতে বলিয়া যান ও তৎপূর্বে তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে ষেরূপ কুলবিধি প্রচার করেন, অপর সমাজের কুলবিধির সহিত ইহার মিল নাই। উত্তররাঢ়ীয় কার্যসমাজ যদিও বল্লালী বিধি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের কুলপ্রথার মধ্যে মহা আৰ্তি, আৰ্তি, স্মধ্যাম, সংক্ষেমা, ক্ষেমা, ইত্যাদি যে ছয় প্রকার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বল্লালী প্রথারই অনুকরণ বলিয়া মনে হইতে পারে। সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ীয় কার্যসমাজের কুলজ্ঞেরা তাঁহাদের প্রতিবেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলভাব লক্ষ্য করিয়া উত্তর রাঢ়ীয় সমাজেও ভাবনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ভাবনির্ণয় বল্লালপুঞ্জিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কার্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। কিন্তু বঙ্গের কার্যসমাজের প্রাচীন কুলশাস্ত্রিকালমূহে উক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কুলবিধির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

আচার্য্যচূড়ামণির বঙ্গ-কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

“আচারঃ বিনয়ো বিত্তা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ । নিষ্ঠাবৃত্তি উপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥  
সপরিয়াং সমাসাঙ্ঘ দানগ্রহণমুত্তমম্ । কস্তাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং ॥  
তথাচ । কুলীনস্ত সূতাং লক্ষা কুলীনায় সূতাং দদৌ । পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদাপকঃ ॥  
তথাচ । আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগং তথৈব চ । প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্বিধঃ ॥  
তথাচ । আদানেন প্রদানেন কুলকর্ম্ম চ সাধয়েৎ । কস্তাভাবে কুশত্যাগং প্রতিজ্ঞাং বা পরম্পরং ॥  
বিবাহঃ দানগ্রহণৈঃ কুলীনাঃ শ্রেষ্ঠতাং লভেৎ ।

সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানত্তথৈব চ । তয়োর্কিংশং সমানং হি পর্য্যায়ঞ্চ প্রচক্ষ্যতে ॥  
অথ দানাদি লক্ষণমাহ ॥ সচ চতুর্বিধং । স্মার্ত্তিক উচ্চতমঞ্চ গৃহমেষ ততঃ পরম্ ।  
কপর্দকস্ত তৎপশাদিতি কক্ষাচতুষ্টিম্ । এবঞ্চ সমবোণ্যেবু হ্রিষিতোপ্যুচিতাদয়ঃ ।  
এবং ব্যবস্থা পূর্ণস্মিন্ স্ত্রুতঞ্চ পুরা বুধৈঃ ॥ হদানাঞ্চ ব্যবস্থেয়ং ক্রিয়তে চ যথাক্রমাৎ ॥  
সমকক্ষো ভবেদার্ত্তিং দ্বিতীয় উচ্চতং ত্রৈবৈ । হৃত্যে গৃহমানায় চতুর্থৈ অথ তৎপণম্ ।  
এবঞ্চ সমকক্ষে দুদোষাদিবাবহক্রমাৎ । যত্নেনৈব বিজানায়দার্ত্তিক্ত বভাগ্যৈবু ॥ এবং  
ন্যূনং পৌত্র সমে কস্তাং উচ্চতঃ সমপুত্রৈ । সমপুত্রৈ গৃহং কাষ্যং দোষহৃষ্টেহপ কুত্রাচৎ ॥  
ততো, ন্যূনাং পণং গৃহায়া চ কস্তাকং যৎপ্রদায়তে । গৃহকাড়চ তদুজ্জৈয়ং কর্ম্মএব বিবৃষণং ॥

তথাচ । সমে চার্ত্তিং বিজানায়দার্ত্তিক্ত পতুঃ সমে ।

তথাচ । পিতামহসূতাং লক্ষা পর্য্যাবিক্যং ভবেৎক্রবং । পিতামহস্ত তদ্বৈতো পর্য্যাহোনং প্রজায়তে ॥  
পিতৃপর্য্যায়তঃ কস্তাং যত্নেন পরিণয়তে । পুত্রায়ত্রা যথাসম্ভিং দদ্বা চ প্রচুরং পণং ॥  
অত্যর্চ্চনৈব কস্তায়া দানসম্ভিং প্রচক্ষতে । অচ্চনান্যত্রৈতো দানসুচতঞ্চ প্রচক্ষতে ॥  
ততো ন্যূনকং যৎকক্ষং তৎপণং প্রচক্ষতে । তুল্যবরায় পণং পুণং স্ববাট্যাং ক্রিয়তে সত্যং ।

তস্মিন্ কস্তাং প্রদত্তাচ্চ সচাতিঞ্চ এবায়তে ॥

পিতৃতুল্যবরায়ৈব কস্তাং যদি প্রদায়তে । সন্মেন বাবকং স্মার্ত্তিঃ ঘটকানং ব্যবস্থয়া ॥  
স্মার্ত্তি শ্রেষ্ঠমুলে চৈব দানগ্রহণমুত্তমম্ । এতেষাং কুলশ্রেষ্ঠানামার্ত্তদানং সদা ভবেৎ ।  
কাক্ষন্ন্যূনং পণং যত্নৈ অত্রৈ ক্রিয়তে যদি । কস্তাং প্রদায়তে তত্নৈ উচ্চতম্ প্রচক্ষতে ॥  
তত্থা । তুল্যজনে পণং ন্যূনং স্বগৃহে ক্রিয়তে যদি । গৃহকর্ম্ম চ তদুজ্জৈয়মতুল্যকঞ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥

কুলকস্তা প্রদাতব্যা যদি কস্তা ন জায়তে ॥

কস্তাং জামাতৃপুত্রায় তথা জামাতৃকস্তাকং । ইত্যেবং চ এবাহেন ন্যূনং ভবতি নিশ্চিতং ॥  
কুলীনাত্তহজাং মুখ্যাং জ্যেষ্ঠপুত্রায় বরতঃ । দেয়া পর্য্যায়বিধিনা গ্রহণভোত লক্ষণং ॥  
কেচিচ্ছতে । ধৃত্রো ডধুরশ্চৈব গঙ্গাপ্রোতস্তথৈব চ । কুলীনাত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ বঙ্গালেন মহাশয়ান্ ॥  
যথাক্রমেণ সধকঃ গঙ্গাপ্রোতঃ প্রকীর্ত্তিতং । পূর্ণাপেকা পরোৎকর্ষলক্ষ্যো ধৃত্রো ব্রাহ্মণ্যতিঃ ॥  
যথেন ন্যূনসধকঃ ডধুরাকীর্ত্তিত্যতে । ইত্যেতৎ ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং কায়স্থকুললক্ষণং ॥

তথাচ কেচিৎ কুললক্ষণং ।

ভেকাকৃতিকুলকৈব সর্পাকৃতি ততঃ পরম্ । গদ্যশ্লোতঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ত্রিবিধং কুললক্ষণং ॥  
কচিদানং কুলে চৈব কচিবা গ্রহণং তথা । ভেকজাতিস্তদেবং শ্রীং কারয়কুলনিশ্চিতং ॥

আদৌ শ্রেষ্ঠকুলকৈব দানগ্রহণমুত্তমম্ । মধ্যো মধ্যমদানঞ্চ পরে হীনং ভূজদ্বয়ং ॥

স্বপর্য়ায়ং সমাসাত্ত দানগ্রহণমুত্তমং । পূর্বাপরসমানঞ্চ গদ্যশ্লোতমুদাহৃতং ॥

অথ কুললেন্থনক্রমঃ ॥ অত্র কুলানস্ত সৰ্ব্বদ্বন্দ্বতুর্বিধং । সং উপচয়ঃ অপচয়ঃ অত্যপচয়ঞ্চ ॥

কুলানেন সহ স্বতন্ত্র সাদৃশ্য প্রোচ্যতে বুধৈঃ । মধ্যলোনে চ সৰ্ব্বদ্বন্দ্বপচয়স্ত তত্ত্ববেৎ ।

মহাপাত্রেণ সৰ্ব্বদ্বন্দ্বং কুলান্গাপচয়ঃ ভবেৎ ॥

বিখ্যাতাশ্চ মহাপাত্রাঃ কুলানৈঃ ক্রিয়তে যাদ । অত্যপোতি তদজ্ঞেয়ং সৰ্ব্বদ্বন্দ্বং কুলদূষণম্ ॥

যত্রাতিং দানং কু দুঃস্থানুপপন্নমেব চ । সৰ্ব্বদ্বন্দ্বোচিহ্নাদানে উত্তমোক্তচিতং লিখ্যেৎ ॥

গৃহং যত্র দানঞ্চ দুঃস্থানুঃ সত্তমেব চ । দানুপপন্নং গৃহকাড় গৃহানুঃ সত্তমেবাহ ॥

কুলভঞ্জনং সৰ্ব্বদ্বন্দ্বং কুলান্গাপচয়ঃ । কুলভঞ্জনং সৰ্ব্বদ্বন্দ্বং মধ্যমেন লক্ষ্যং বুধৈঃ ॥

বিহুণং নবাব্দার নবাব্দারমুদাহৃতং । একোপ দানদ্বন্দ্বং তৎসৰ্ব্বদ্বন্দ্বং চ সত্তমেব ॥

আত্মব্যংগাৎ কুলশ্রেষ্ঠ সৰ্ব্বদ্বন্দ্বমুদাহৃতং । বিহুণঞ্চ ভবেৎ শুদ্ধমোচিহ্নাদানমুদাহৃতং ॥

মধ্যল্য ॥ নিম্নল কুলকাড়চিহ্নাব্যবংশসমুদ্রয়ঃ । সৰ্ব্বদ্বন্দ্বানগ্রহণং এতে ক্ষেমাঃ প্রকীৰ্ত্তিতং ॥

মহাপাত্র ॥ কুলান্গাপচয়ঃ দানং বা গ্রহণং যাদ । কারয়তদপচয়ঃ বদন্তি ঘটকাঃ প্রবৎ ॥

মহাপাত্র ৷ বদন্তি চৈব চৈব সৰ্ব্বদ্বন্দ্বকারণঃ । কাচিবা দানগ্রহণে কুলান্গাপচয়ো ভবেৎ ॥

বিপৰ্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডাপণ্ডয়োঃ । কুলদ্বন্দ্বং কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জিতে ॥

অন্তর্ভুক্ত ৷ যাদি পৰ্য্যায়গচ্ছন্নং বিব্রংগো নরো ভবৎ । তদাধোগতিমাপ্রোতি পঞ্চকলামব ক্রমাৎ ॥

তথাচ । বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডাপণ্ডয়োঃ । অন্তর্ভুক্ত

কচিদানং গ্রহণঞ্চ নাস্তি যন্ত কুলে প্রবম্ । পিতৃপত্নীনহৈব তৎকুলং নিহুণং ভবেৎ ॥

এপ্রকৃষং কাম্যনুৎ ন দানং সমগ্রদ্বন্দ্বং । দোষযুক্তাঃ তদেব শ্রীং ন সমং কুলানৈঃ সহ ॥

দোষভ্রষ্টা কাচিহ্নো ন কারয়ে সৰ্ব্বদ্বন্দ্বং । গ্রহণং বা তথা দানং কারয়াদপ নিশ্চিনৎ ॥

তথাচ । অগাধায় কৃতং দানং গ্রহণং হানবংশজাৎ । এপ্রকৃষং কৃতং যেন তন্ত কুলং ন বিজ্ঞতে ॥

তৎপরং কুলকাম্যায় কুলতে প্রাপ্তপুরুষং । তত্রাপি চ কুলং তন্ত বদন্তি ধৃত্যাকৃতিঃ ॥

তত্রাপি বন্ততে কাঞ্চং ভজরাস্তে কুলক্ষয়ং ॥ তথাচ ।

দোহিহ্নদোষাঃ কুলান্গাপচয়ঃ দানহান্যে বৈ জনাঃ । তেবাকৈব কুলং নাস্তি সোপি মধ্যল্যলক্ষণং ॥

তথাচ । কভাস্তে যন্ত নাস্তি প্রদানং কুলহীনে । কুলং তন্ত ক্ষয়ং যতি কুলহানে প্রদাপনাৎ ॥

সৰ্ব্বদ্বন্দ্বদোষেণ দানঞ্চ গ্রহণং ভবেৎ । তথা হীনস্ত বংশস্ত সৰ্ব্বদ্বন্দ্বং কুলনাশনম্ ॥

তথাচ । স্থানভ্রষ্টাশ্চৈব কারয়ঃ নকুলানঃ কদাচন । দানং বা গ্রহণং বাগ নটো ভবতি তৎকুলং ॥

তথাচ । রাজপুত্রৈঃ কৃতং দানং গৃহীতা হীহীতা বদি । তন্ত কুলং ভবেৎ হীনং ভাবসো নানি বাবা ॥

তথাচ । অগ্রপূর্বা বয়ঃকোভা বাহুনাশা সংগ্রহা । বহুনা চৈব বা কত্র বিবাহে কুলনাশনম্ ॥

কুলান্গাপচয়ঃ প্রাপ্তং কুলানং পোষ্যপুত্রকঃ । তৎকুলভাব্যং হানিঃ শ্রীং করবর্জাপি ন তথ্যতি ॥

কুলজবংশজয়ো লক্ষণমাহ । কুলীনস্ত বংশে জাতস্যে কুলজঃ । .

তদা তদিতরবংশে জাতকোপি বংশজস্যৎ । মধ্যল্যশব্দস্ত লক্ষণং ।

কুলীনকুলরক্ষার্থে বিবাদেষু নীমাৎসদা । এতেষাং গুণমাপ্রিত্য মধ্যল্যকুলমুত্তমং ।

অত্রচ । সত্তাবসৎকুল্যানাঞ্চ সম্বন্ধে নতু সংক্রিয়াঃ । নহি তস্ত প্রপঞ্চোপি সর্কে চ পি গুণম্বতাঃ ॥

তথাচ । মধ্যল্যঃ কুল-মধ্যস্থঃ কুলীনঃ মধ্যল্যাপ্রিতঃ । কুলীনঃ মধ্যল্যঃ বিনা ন কুলশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

চন্দ্রোস্তে চ বধাকশঃ বাবৃস্তে সাগরো বধা । শত্ৰুস্তে চ বধা দেবাঃ মধ্যল্যোস্তে চ কুলীনাঃ ॥

মধ্যল্য কুলালঙ্কারঃ মধ্যল্যশ্চ কুলোত্তমঃ । বধাপি নৃপতি রাজো ছত্রোস্তে মুকুটং বধা ॥

ছকটিয়া স্থিতোদন্তো বৈহকস্থিতো নাগকঃ । অঙ্গলিয়া স্থিতো দাসঃ প্রচক্রী নাগকস্তথা ॥

কীচনায়াং স্থিতো দন্তঃ ভড়িকাঠিত্ত নাগকঃ । কলাতলাস্থ দাসোহপি মধ্যল্যঃ কুলমুত্তমং ॥

সংকুলে দৌরতে কভা গ্রহণং কুলকস্তকাং । ভবেৎ স্তুত্বঃ কারস্থঃ মহাপাত্র প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

তথাচ । কুলীনেষু স্তুতা দত্তাৎ আদন্তে বা কুলেন চ । স কারস্থঃ মহাপাত্র গোষ্ঠীঃ কুৰ্ঘাৎ প্রব্রজতঃ ।

তথাচ । সংকুলে দানগ্রহণং কুলভ্রষ্টে নচ কচিং । যস্ত চারং ভবেৎ গুজং মহাপাত্রং প্রচক্রাতে ॥

তথাচ । সংপাত্রে দৌরতে দানং গ্রহণে কুলকস্তকাং । কারস্থো ভুজতে চারং মহাপাত্রোন্মাত স্তুতং ॥

স চ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ । তথাচ ।

কুলীনো রাত্তো বস্তে লক্ষবান্ কশ্মকৈঃ সহ । সিদ্ধাঃ সর্বজনৈঃ পূজ্যাস্তে মণি পত্রতাং গতা ॥

নহাটিয়া স্থিতো দেবঃ রাত্রিয়া স্থিতো মৈত্রকঃ । লক্ষায়াং স্থিতো ঘোষ বাঘবাড শ্চ দাসঃ ॥

আগরকাটিস্থিতো দামঃ পানিতা স্থিতো ঘোষকঃ । এতে চৈবাসীনাঃ স্ত্রাং মহাপাত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

তথাচ । বহিকটি স্থিতো ঘোষঃ পাঁহোড়াস্থিতঃ পাগকঃ । যুদ্ধাঙ্গঃ হাদাঃ র স্থিতো দেবেনকঃ ॥

গাদসিয়া স্থিতো দাস ভড়িপাশস্ত দন্তকঃ । এতে চৈব চ সাধ্যাঃ স্ত্র্য মহাপাত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

তথাচ । কাশ্মপশ্চাঘিবেগ্ৰশ্চ বটগ্রামী প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । শাওল্যশ্চ ভরদ্বাজঃ কৃষ্ণাত্মেঃ ততঃ পরং ॥

বৈরাগ্যপত্তগোত্রশ্চ আলম্যানস্তথা পুনঃ । সপ্ত দত্তা মহাপাত্রাঃ সম্বন্ধানুগতঃ স্তুতাঃ ॥

হাত মহাপাত্রলক্ষণং ।

কশ্মখা হ্রাসতামেতি শ্রেষ্ঠতামিতি কশ্মণা । কশ্মণৈব হি সিদ্ধস্তাং অথ কশ্ম প্রচক্রতে ॥

বহু ঘোষ গুহ মিত্র এই চাইর নাম । সাতজনৈরে বঙ্গালসেন পর্যাখ দিলা দান ॥

উক্ত বঙ্গ-কুলকারিকার তাৎপর্য—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আয়ুর্জি (পরিবর্ত), তপ ও দান এই নয় প্রকার কুললক্ষণ । বহু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই চারিবংশে নবলক্ষণযুক্ত দেখিয়া যাত্র সাত জনকে বঙ্গালসেন কুলীন স্বীকার করেন ও নিয়ম করেন—পর্যায়ক্রমে কুলীনের কভা গ্রহণ ও কুলীনকে কভাদানই কুলদীপক বলিয়া গণ্য ; আদান, প্রদান, কুলত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা এই চারি প্রকার কুলকার্য । দান ও গ্রহণের দ্বারা প্রদানতঃ কুলকার্য্য হইবে । কভা না থাকিলে কুলত্যাগ ও পরস্পরে প্রতিজ্ঞা । কুলকার্য্যে দানাদি চারি প্রকার—আর্তি, উচিত, গৃহ, এবং কপর্দক বা কড়ি । পিতৃপুত্র্যে কভাকে বধাশক্তি প্রচুর পণ দিয়া দানের নাম আর্তি । সামান্ত পণ দিয়া বোনে সেখানে বা নিজের বাড়ীতে সমান পর্যায় কুলীনের পুত্রকে দানের নাম উচিত । অভিশয় দোষযুক্ত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত সমান পর্যায়ের পুত্রকে নিজ গৃহে থাকিয়া

কতাদানের নাম গ্রহ। সমপর্যায়ের উত্তর পক্ষ অতিশয় দোষযুক্ত ব্যক্তি পূর্ণপন হইয়া কতাদানের নাম গ্রহকৃতি। আর্তির আঘাই নিজের বাড়ীতে, উচিত মধ্যস্থের বাড়ীতে, গ্রহ সম্বন্ধ আপন বাড়ীতে ও কতি সম্বন্ধ যেখানে সেখানে হইতে পারে। ষোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া কুলীনকত্যা গ্রহণের নামই গ্রহণ। কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা বল্লাল তিন প্রকার কুলীন নির্দেশ করিয়াছিলেন। যথা ধুস্তর, ডম্বর ও গঙ্গাস্রোতঃ। যথাক্রমে কুলসম্বন্ধকে গঙ্গাস্রোত, পূর্বাশ্রম পরোৎকর্ষ সম্বন্ধকে ধুস্তর এবং কুলকার্যের মধ্যে স্থান সম্বন্ধ হইলে তাহাকে ডম্বরাকৃতি কহে। আবার কাহারও মতে ভেকাকৃতি, সর্পাকৃতি ও গঙ্গাস্রোত এই ত্রিবিধ কুল লক্ষণ। কচিং কুণীনে দান ও কুণীনে গ্রহণ হইলে ভেকের মত ভেকাকৃতি বলা হয়। এইরূপ প্রথমে শ্রেষ্ঠ কুলে উত্তম দান গ্রহণ করিয়া, মধ্যে মধ্যম দান এবং পরে হীন ভুল্ল মত কার্য হইলে তাহাকে সর্পাকৃতি কহে। পূর্বাশ্রম স্বপর্যায়ের সমভাবে দান গ্রহণ হইলে তাহাকে গঙ্গাস্রোত কুল কহে।

কুলীনের কুলসম্বন্ধ চারিপ্রকার—সৎ, উপচর, অপচর, ও অত্যপচর। কুলীনের সহিত কুলকার্য হইলে সৎ, মধ্যলোর সহিত উপচর, ও মহাপাত্রের সহিত সম্বন্ধ অপচর। কিন্তু যদি মহাপাত্রের সহিত কুলীনে সম্বন্ধ করে তাহাকে অত্যপচর কহে।

যে সম্বন্ধে কুলীনের কুলক্ষয় হয়, তাহা উপ, ও মহাপাত্র বাতীত অচলের সহিত দান গ্রহণে কুলীন অত্যপ বলিয়া নির্দিষ্ট। বিপর্যায় বিবাহে কুল থাকেনা। পিতামহ সমপর্যায়ের বিপর্যায় ঘটে। বলাৎকাতে, রণদোষ বা পিণ্ডদোষে অথবা কুলহীনের সহিত কুলকার্যে কুল থাকে না। যদি দুই তিন পুরুষে পর্যায় বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলেও কুলীনের অধোগতি হইয়া থাকে।

যে দেশভ্রষ্ট কাহ্ন তাহার সহিত সম ব্যবহার করিবেনা, তাহার সহিত দান বা গ্রহণ অপ বলিয়া নির্দিষ্ট। অপাত্রে বা হীনবংশজের সহিত তিন পুরুষ দান ও গ্রহণে কুল থাকে না। ঐরূপ তিন পুরুষ ও দৌহিত্র দোষে কুলীন মহাপাত্র বলিয়া গণ্য হন। দৌহিত্র দোষ ও কেবল দানহীন কুলীন কুল হারিয়া মধ্যলয় বলিয়া গণ্য হন। কত্যা থাকিতেও যে কুলীনের কুলীনে দান নাই—তাহার কুল ক্ষয় ও কুলহীন বলিয়া সে গণ্য হইবে। সম্বন্ধ-ভ্রষ্ট দোষে দান গ্রহণ হইলেও এবং তিন কাহ্নের সহিত সম্বন্ধেও কুল নষ্ট হয়। স্বহান ত্যাগ করিয়া যে অন্ত্রবাস করিয়াছে, দান গ্রহণ হইলেও তাহার কুল নষ্ট জানিবে। রাজপুত্রে কতাদান বা রাজপুত্রের কত্যা গ্রহণেও কুলে হীন হইয়া থাকে। অন্তপূর্বা, বয়ঃজ্যেষ্ঠা, মাতৃনামা, সমান-গোত্রজ্ঞা এবং স্বজন-সম্বন্ধযুক্ত কত্যা বিবাহেও কুল নষ্ট হয়। কুলীনের বা মধ্যলয়ের অথবা মহাপাত্রের পুত্র হইয়া যদি কুলীনের পোষ্যপুত্র হয়, সেই পোষ্যপুত্রে কুল নষ্ট হইবে—কুলকার্য দ্বারাও তাহার শোধন হইবে না। কুলীনের বংশে জন্মিলে কুলজ এবং কুলহীনের বংশে জন্মিলে তাহাকে বংশজ বলা হয়।

কুলীনের কুলরক্ষার্থ মধ্যস্থ হইয়া। ববাদের সীমানা করিতে সমর্থ বলিয়া মধ্যলয় কুল

উত্তম বলিয়া গণ্য। কুলীনগণ মধ্যল্যের আশ্রিত, কুলীন ও মধ্যল্য উভয় লইয়া কুল। মধ্যল্য ব্যতীত কুলীনের গৌরব নাই। ছকটিয়ার দত্ত, বৈছকের নাগ, জলিয়ার দাস, প্রচক্রীর নাগ, কাঁচনার দত্ত ও ভড়িকাঠির নাগ, কায়স্থমধ্যে মধ্যল্য। উত্তম কুলীনের সহিত বাহার দান গ্রহণ, কুলত্রুটে কস্তাদান করেনা, সেই শুদ্ধ মহাপাত্র বলিয়া গণ্য। রাঢ় হইতে বঙ্গে আসিয়া কুলীনই কায়স্থদ্বারা মহাপাত্র বলিয়া পূজ্য হইয়াছেন। নহাটির দেব, বাক্রিয়ার মিত্র, লঙ্কাসুয়ার ঘোষ, বাঘপাড়ার দাস, আগরকাটির দাস ও পানিতার ঘোষ ইহারা সিদ্ধ মহাপাত্র বলিয়া গণ্য। বহিকাটির ঘোষ, শাণ্ডোড়ার পাল, যুদ্ধমল্লের দেব, ইদিলপুরের দেব ও সেন, চাঁদসীর দাস, ভড়িপাশার দত্ত, এই কয় ঘর সাধ্য মহাপাত্র এতদ্ভিন্ন কাশ্রপ, অগ্নিবংশ বটগ্রামী, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কুম্ভারের, বৈয়াক্রপ ও আলম্যান এই সপ্তগোত্র দত্ত মহাপাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট। উপরোক্ত কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ব্যতীত আর সকল কায়স্থ অচলা বলিয়া পরিচিত হন।<sup>১</sup>

বঙ্গ কুলকারিকায় দেবীরের দোহাই দিয়া লিখিত আছে—

বহুবংশে লক্ষ্মণ ও পুংগ এই দুইজন, ঘোষ বংশে মহাকৃতি চতুর্ভুজ, গুহবংশে দশরথ, মিত্রবংশে তাম্রাপতি, দত্তবংশে নারায়ণ, নাগবংশে দশরথ, নাথবংশে মহানন্দ, দাসবংশে চন্দ্রশেখর, সেনবংশে গঙ্গাধর, করাবংশে দামোদর, দাসবংশে উষাপতি, পালিতবংশে জন, চন্দ্রবংশে নারায়ণ, পালবংশে আব, রাঠাবংশে কুম্ভ, ভদ্রবংশে দিগম্বর, ধরবংশে ব্যাস, নন্দবংশে প্রভাকর, দেববংশে কেশব, কুণ্ডবংশে অধিপতি, সোমবংশে বংশধর, সিংহ বংশে রত্নাকর, রক্ষিতবংশে নারায়ণ, অক্ষরবংশে বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশে দৈত্যারি, আঢ্যবংশে ত্রিলোচন এবং নন্দাবংশে উষাপতি ( এই ২৭ বংশ ), বঙ্গাল কষ্টক বঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হন।<sup>২</sup>

### দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থকুলবিধি ।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজের বঙ্গালী কুলবিধি 'করূপ ছিল, পাঁচান কুলকারিকা অভাবে ঠিক বলা কঠিন। পঞ্চানন কুলাচাণ্যের দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কারিকায় লিখিত আছে—

(৪) পরে রাজা দমুজমর্দন ও রাজা পরমানন্দের সময়েও বঙ্গকুলবিধি কিছুকিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

বঙ্গ-কায়স্থ-কাণ্ডে বিবৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৫) 'বহুবংশে চ মুখো) যৌ নান্না লক্ষ্মণপুংগৌ ।

যৌষে চ সমাখ্যাতচতুর্ভুজো মহাকৃতিঃ ।

গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তাম্রাপতি স্তথা ।

দত্তে নারায়ণশ্চৈব এত চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ ।

নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ জাযকঃ ।

চন্দ্রশেখর দাসস্ত সেনে গঙ্গাধরস্তথা ।

দামোদরকরঃ খ্যাতো দাস স্তৃপাপতিস্তথা ।

পালিতে জন সংজ্ঞা ত্র্যলক্সে নারায়ণাখ্যকঃ ।

বঙ্গা ইতি নির্দিষ্টাঃ বঙ্গালেন মহাক্ষমা ।

পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাঠাবংশে চ কুম্ভকঃ ।

ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে ভু ব্যাসসংজ্ঞকঃ ।

প্রভা করন্ত নন্দীভাং কেশবো দেববংশজঃ ।

অধিপতির্বিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্তিতঃ ।

সোমেন বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা ।

নারায়ণঃ সমাখ্যাত রক্ষিতে চ তথা পরে ।

বেদগর্ভাভুঃশ্চৈব দৈত্যারির্বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ ।

আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দেন চ উষাপতিঃ ॥

( দেবীর বটক । )

“বঙ্গালসেন মহারাজ অগ্নিলা পৃথিবী মাঝ  
তপস্তা করিয়া শত শত ।  
বিজুয়ে একান্ত সেবি প্রকাশিতে কুলদেবী  
বংশের আফ্লাদকারী হিত ॥”  
গলা আনি ভগীরথ ইন্দ্রহ্যম অগ্ন্যধ  
পৃথিবীতে কৈল অবতার ।  
ভেষজি বঙ্গালভক্তি বিজু হইতে মহাশক্তি  
কুললক্ষ্মী করিয়া প্রচার ॥  
অতি সুললিত অঙ্গ কিরণে তিমির তরু  
কেম্বা অঙ্ককারে করে হত ।  
প্রকাশিত পদ্ম যেন প্রসন্ন বদন তেন  
যে জনা কুলেতে অমুগত ॥  
অপবাদ দোষাবিষ্ট এ সকল হয়ে নষ্ট  
গঙ্গায় পাতক যেন ক্ষয় ।  
পরশমনি সমভেজা দেখিয়া বঙ্গাল রাজা  
মহাহুষ্ঠ আনন্দ-সদয় ॥  
গরে সেই সনাতনো আপনাকে ধন্ত মানি  
ঘরে ঘরে কৈল পূজাষিত ।  
জাতিভেদ চিটার করি অংশ বংশ শুদ্ধ ধরি  
নবগুণে কুলোন স্থাপিত ॥  
ব্রাহ্মণ কার্যস্থ ভাব সেবারেত নিব্য লাভ  
এই ছই জাতির প্রধান ।  
যোষ বহু মিত্র তিন ব্রাহ্মণ সেবারে লীন  
বঙ্গাল ভূপতি বিদ্যমান ॥

(৩) রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতেও লিখিত আছে—বঙ্গাল সেন আরাধনার দেবীকে ভূষ্ট করিয়া কুলবিধি প্রচার করেন  
“ভতো ভক্তিং প্রকৃত্যাদৌ ভক্ত্যভ্যুৎপাদয়িত্বা । উপাসে সলিলাহারৈঃ সর্বমেকং সমাহিতঃ ।  
যোগিনীষষ্টমাস্ত্রিত্য ভাগীরথাতটালয়ে । তপসা তোষিতা দেবী স্বধর্মোক্তপ্রদায়িনী ।  
ভবীলিতঃ বরং দদ্যু তদেবাস্তদধে দিবি । প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপৈস্তষ্টৈর্ভূবি ভক্ত্যুপচারতঃ ।  
কুললক্ষ্মীং পূজয়িত্বা কথিতং কুললক্ষণম্ । আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিভা তীর্থদর্শনম্ ।  
নির্ভাবুভিত্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ । এতলক্ষণলক্ষণাঃ সূত্ররাগাঃ কুলীনতাম্ ।  
কলয়ামি কলৌ কোলে ভবিষ্যত্যমরা ইব ॥” (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

বিক্র অংশ ব্রাহ্মণ তত্ত্ব শিষ্য তিনজন  
নব গুণগুণ দেখে এই ।

আরাধিত মহাবিশ্বা মহাকৃতি মহাসাধ্যা  
ভূদেব ভাবনা পরে নাই ॥

পরিজ্ঞান নির্মল বংশ তাহে কুললক্ষ্মী অংশ  
বিপ্রপদে দৃঢ় দেখি মন ।

আচার বিনয় আদি নবগুণ দেখি যদি  
জানিলে যে পরম কারণ ॥

বিজ গুরু অভিধিসেবা সত্যপূজা সত্যতপা  
ভক্তিভাবে সেবয়ে যে জন ।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে বেদবাক্য পথে চলে  
পায় পূজা পূজনীয় কুলীন ॥

কৈল মুখ্য কুলরাজ দক্ষিণ-রাষ্ট্রের মাঝ  
চন্দনে তুষিল তিন জনে ।

সপ্ত স্বর মৌলিক সিদ্ধি ছিল রাজার মুগ্ধসিদ্ধি  
তিনেতে চিহ্নিত কৈলা দানে ॥

বল্লালের পূজিত হ'য়ে ঘোষ বসু মিত্র হয়ে  
গৌড়দেশে ছিল সর্বজন ।

রাজার ইহল অপবাদ ডোমকত্তা পরিবাদ  
গৌড় ছাড়ি করিলা গমন ॥

পূর্ব আর পশ্চিম যত বঙ্গ বারেন্দ্র খ্যাত  
উত্তর দেশেতে উত্তর-রাষ্ট্রা ।

দক্ষিণ গঙ্গার কুল দক্ষিণ-রাষ্ট্রের মূল  
আহুবী সমাজে কৈল বাড়ী ।

তিন কুলে ছয় ভাই রহিল গিয়া ঠাই ঠাই  
চিহ্নিত সমাজে কুলশ্রেষ্ঠ ।

প্রভাকর নিশাপতি আকনা বালীতে দ্বিতি  
প্রচার করিলা পর্যায় বর্ষ ॥

ভক্তি মুক্তি সহোদর বাগাঙা মাহিনগর  
বাণ পর্যায় বসুজা আলয় ।

মিত্রবংশে শুন লেখা বড়িশা সমাজ টেকা  
তখনেতে পর্যায় ছিল নয় ॥”



ষটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণরাঢ়ের কুলকারিকার বঙ্গাগসেনের কুলবিধি নির্দেশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

“শুন সবে বলি তবে কুলের যেমন ধর্ম ।  
 প্রকৃত সহজ মুখ্য কুল কমলের জন্ম ॥  
 হংসহৃত মুক্তিবহু ঘোষে নিশাপতি ।  
 মুক্তাঙ্গরহৃত শুই কুলে মহাকৃতি ॥  
 এ তিন স্ত্রীলা মুখ্য নৃপতি বঙ্গালে ।  
 বাণ রস অঙ্গ পর্যায় ছিল সেই কালে ॥  
 তিনেতে বাড়িল তিন ছয় প্রকৃত গণ্য ।  
 তবে একে একে তিন সমাজ বিভিন্ন ॥  
 আক্কা প্রভাকর বালি নিশাপতি নাম ।  
 ভক্তি বহু বাগাণ্ডা মুক্তি মামিনগর গ্রাম ॥  
 ধুই মিত্র বাড়িশা টেকার মিত্র গেল! শুই ।  
 তিন কুলে ছয় সমাজ প্রকৃত মুখ্য এই ॥  
 কোমলের জন্ম কেহ জানে বা না জানে ।  
 কেহ কেহ কথ্য কয় অসত্য সন্জানে ॥  
 প্রজাপতিহৃত বাড়-মুখ্য ঘোষ হংস ।  
 জ্যেষ্ঠ পুত্র কোমল হইল তার অংশ ॥  
 কনিষ্ঠ মধ্যাংশ জ্যেষ্ঠ কুলে হীনবল ।  
 তে কারণে রাজআজ্ঞা মুখ্য সে কোমল ॥  
 আদান প্রদান নাই ক্রয়মুখ্য কুলে ।  
 কোমল-মুখ্য খুইলা নাম নৃপতি বঙ্গালে ॥  
 প্রকৃত চিহ্ন সহজ ভিন্ন সমানে প্রভব ।  
 তখনি কোমলের জন্ম পর্যায় ছিল নব ॥  
 সহজের জন্ম হইল দশের পর্যায় ।  
 ধুই-স্রুত মকরন্দ মিত্র মাংশয় ॥  
 হুই অঙ্গে প্রকৃত যার শোভা আছে কুল ।  
 কুল গর্ক সহজ সমান এক সমতুল ॥  
 প্রকৃত সহজ জন্মে সহজে সহজ ।  
 কোমলে কোমল বাড়ি অহুজে অহুজ ॥  
 মুখ্যের ত্রিবিধ হইল শুন তার বোল ।  
 প্রকৃত সহজ অবশেষ সে কোমল ॥

সহজ মুখ্যের কুল যেন নদ নদী ।  
 হ্রাস বৃদ্ধি কোমলে নাই বাবৎ দিনাধি ॥  
 কুলের প্রবন্ধ এখন কর অবধান ।  
 কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ তেওজ বিধান ॥  
 ইহার অহুজ বত শুন সংখ্যা ইহ ।  
 পঞ্চম অবধি পুত্র মধ্যাংশ দ্বিতীয় ॥  
 যে বাহাকে কুল করে সেই অংশে তার কুল ।  
 কুলীন সভার বাড়ি ভাগ্য সকল মূল ॥  
 কনিষ্ঠ ছভায়া গণি ছভায়া কনিষ্ঠ ।  
 পিতৃকুলে চিহ্ন নহে গণি মধ্যাংশে ॥  
 বাড়িমুখ্য কুলে তৃতীয় পুত্র আদি ।  
 মুখ্য পুত্র শেষ আর পঞ্চম অবধি ॥  
 এক বরে জন্মে নাম আর বরে লয় ।  
 মধ্যাংশ দ্বিতীয় হয়ে বর্ণে উঠে রয় ॥  
 আর আর কুল বত শুন তার কথা ।  
 কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র আদি করি কথা ।  
 নয় প্রকার কুল এই কহিলাম্ভার ।  
 বুঝহ কুল বত গেলে অংশের বিচার ।  
 কনিষ্ঠ ছভায়া কুল মুখ্য কনিষ্ঠ হয় ।  
 মধ্যাংশ-দ্বিতীয় কুল স্থিরতর রয় ॥  
 কনিষ্ঠ-দ্বিতীয় কুল শুন একতাব ।  
 তেওজ হংসে পুত্র তেওজ হয় এই গাভ ।  
 দ্বিতীয় মধ্যাংশ দ্বিতীয় তেওজ কুল ।  
 মাঝখান উন সংখ্যা এই তার মূল ।  
 কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র বাড়তেওজ জানি ।  
 তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র ছভায়া যে গণি ।  
 কনিষ্ঠ ছভায়া কুলের দ্বিতীয় তময় ।  
 মুখ্য কনিষ্ঠ হয় জানিবা নিশ্চয় ।  
 কেহবা হয় বাড়তেওজ ছভায়া অহুজ ।  
 তেওজ দ্বিতীয় পুত্র জন্ম হয় তেওজ ॥

মুখ্য পুত্র বাড়ে আর তেওজ তাহার ।  
 বালা যুবা বৃদ্ধতাব হয় সবাকার ।  
 অথ নব কুলস্ত অংশঃ ।  
 মুখ্য আদি তেওজ দোওজ নবকুল ।  
 অংশবিচার সাক্ষ হইল স্থল আর স্থল ॥  
 প্রকৃত সহজে আসি কুলেতে বিচার ।  
 সহজ কোমল আর্তি এই ব্যবহার ॥  
 কোমল মুখ্য আর্তি হয় আর সর্বকুলে ।  
 স্থল বিবেচনা ইহা নাহি বলি স্থলে ॥  
 পরে পরে আর্তি জেন কুলীন সকলে ।  
 সর্বকুলে কর্ম আছে সর্বত্রতে বলে ॥  
 বোগ ক্রিয়া অংশ আর্তিসার বলানু ।  
 বোগে কুল থাকে মাত্র করি অহুমান ॥  
 পূর্বমত বোগ ছিল ইদানীন্ত আর ।  
 সযুগ পশ্চাৎ বোগ নূতন বিচার ॥  
 সপথ্যাতে প্রামাণিকে দিলে দোষ হয় ।  
 সাম্য পশ্চাৎ কুলীনের ঘটকিতে কর ॥  
 সপথ্যাতে কুল গ্রহণ কাঠি সংজ্ঞা সার ।  
 বিপথ্যাতে দান দিলে পৌত্রীতে বিচার ॥  
 বিপথ্যাতে কুল হইলে নাহি থাকে কুল ।  
 এ কর্ম্মতে দোষ অতি নাশ হয় স্থল ॥

পিতা মাতা আর ভ্রাতা যে কস্তাবিহীন ।  
 রণকস্তা নাম তার কুলে অতিকৌণ ।  
 এমন কস্তা গ্রহণেতে কুলীন সন্দোষ ।  
 থাকে সেই কুল হানি হয়। অসন্তোষ ॥  
 পিতা হয়। ত্যাক্য পুত্রে পিণ্ডদান কণে ।  
 পিণ্ডদোষে কুল নাশে সেই কুল পরে ॥  
 তাহার স্ত্রীতাকে কেহ করিলে গ্রহণ ।  
 পিণ্ডদোষে কুল নাশ পুস্তকলিখন ॥  
 স্বজনাদোষ যাতে ঘটে শুন বিবরণ ।  
 পিতৃপক্ষ সপ্তমীতে গ্রহণ করণ ॥  
 মাতৃপক্ষ পঞ্চমী পুত্র গ্রহণ বাথানি ।  
 স্বজনায় শাস্ত্র উক্ত দোষ তার জানি ॥  
 কুলীন কুলীনে বদ আশ্রয়স করে ।  
 সপথ্যায় কুলহানি অংশের ভিতরে ॥  
 ক্ষেত্র্য দোষ কুলীনের দুই মত ঘটে ।  
 দোষাশ্রিত কণা হলে ক্ষেত্র্য দোষ রটে ॥  
 মধ্যাংশ দ্বিতীয় বাড়ে শুন সভাসদ ।  
 কনিষ্ঠ মধ্যাংশ তেওজ হয় বিধিমত ।  
 প্রকৃত মুখ্যের কুলে নাহি হ্রাস বৃদ্ধি ।  
 নিদোষ বরষা শীতে যেন মহোদধি ॥”

বিভিন্ন সমাজের কুলকারিকা হইতে উদ্ধৃত কুলব্যবস্থা হইতে মনে হয় বিভিন্ন সমাজের কুলজেরা স্ব স্ব সমাজোপযোগী করিয়া বঙ্গালী কুলবিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান কর্তৃক নদীয়াবিজয়ের পর রাজা লক্ষ্মণসেনের সহিত অনেক কুলীন-ব্রাহ্মণ ও কুলীন-কায়স্থ পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্ভ্রান্তেরা প্রথমতঃ বঙ্গ ব্রাহ্মণ ও বঙ্গকায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে উৎকর্ষ তান্ত্রশাসন ও শিলালিপিতে সুদূর হিমালয়বাণী এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যবাসী বঙ্গ ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণের পরিচয় বাহির হইয়াছে।<sup>১</sup> কুলিয়ার কবি কুন্তিবাসের আত্মকার্য্যানী হইতে জানিতে পারি

(১) রাজসূত্রকাণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা। খৃষ্টীয় ১২শ শতকের শিলালিপিতে দাক্ষিণাত্যেও গোড়াগত বৈষ্ণবকায়স্থ পূর্বপ্রানী দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সম্মান পাইতেছি। Journal of the Andhra Historical Research Society, Vol IV P. 152.

তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বঙ্গে বাস করিতেন ও শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। সেখানে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিলে বহুকুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন। তাঁহারা বঙ্গে বাস কালে বঙ্গজ এবং রাঢ়ে আসিয়া সঙ্গে রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হন। রাঢ়ের ব্রাহ্মণসমাজে বঙ্গজ নাম বিলুপ্ত হয়। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সেরূপ হয় নাই। এখানে পূর্বাগর কায়স্থপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্গালের বহুপূর্বে ও তাঁহার সময় হইতে বাঁহারা বঙ্গজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া-ছিলেন এবং পরে যে সকল কায়স্থ রাঢ় হইতে বঙ্গে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্গজ বলিয়া অভিহিত।<sup>১</sup> পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গজ কুলীনসমাজ বঙ্গালী কুলপ্রথা অনেকটা বঙ্গীয় রাধিধাছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ ঠিক মানিয়া চলিয়াছিলেন কি না বুঝা যায় না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলকারিকায় বঙ্গালী কুলনিয়ম বলিষ্ঠা বাহা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার খুব কমই বঙ্গজ সমাজের কুলনিয়মের সহিত মিলিলেও অধিকাংশ কুলভাব বা সংজ্ঞা-গুলির মিল নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে নয়টা ভাব বা নবরঙ্গ কুলপ্রথা প্রচলিত আছে তাঁহার সমস্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে রাজা বঙ্গাল সেনের সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণ সেন, দনোজামাধব ও দহুজমর্দনের সভায় কুলীনসমাজ-সংস্কারকল্পে কয়েকবার সমীকরণ ও কুলপ্রথা সংশোধিত হয়।<sup>২</sup> আমার মনে হয় রাঢ়দেশেও সেইরূপ সমীকরণ ও কুলবিচার হইয়া বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধান কুলগ্রন্থ জ্ঞানেন্দ্রের মহাবংশে রাজা দত্তখানের নাম পাওয়া যায়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় তিনি গণেশ দত্ত এবং রায় মুকুট কর্তৃক জগদত্ত নামে পরিচিত। তাঁহার সভায় কুলবিচার ও সমীকরণ হইয়াছিল। আমার মনে হয় তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ছায় রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজেরও সমীকরণ হইয়া থাকিবে। রাজা গণেশদত্ত খান উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজে মিলিত থাকায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলজেরা তাঁহার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলকারিকায় বঙ্গালসেনের কুলবিধির পরই পুরন্দর খাঁর কুলবিধানের উল্লেখ আছে। রাজা বঙ্গালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ও পুরন্দর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বিজয়মান ছিলেন। রাজা বঙ্গাল ও পুরন্দরের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের ব্যবধান। এই দীর্ঘকাল মধ্যে মুসলমান শাসনে হিন্দুসমাজ বিব্রত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে কায়স্থ-প্রভাবের ফলে বঙ্গজ কায়স্থসমাজে বহুবার সমীকরণ ও কুলবিধি সংস্কারের সুবিধা হইয়াছিল, রাঢ়দেশে সেরূপ সুযোগ হয় নাই। বঙ্গালসেনের সময়ে কতাগত কুলপ্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা বঙ্গালের পূর্বে হইতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কেবল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ বলিয়া নহে। বহুপূর্বে রাঢ়ের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-সমাজ<sup>৩</sup> ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজেও<sup>৪</sup> কতাগত কুলপ্রথা প্রচলিত ছিল। এরূপস্থলে মনে হয় বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ছায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজেও এক সময় কতাগত। কুল ছিল। পুরন্দর খাঁর সময়ে সেই প্রথা সম্পূর্ণ পরিমার্জিত হইয়াছে।

(১) বঙ্গজ কায়স্থকাণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১০৪ পৃষ্ঠা।

(৩) এই দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বিবরণ ২০০ পৃষ্ঠা।

## সেনবংশের পূর্বনিবাস ও রাজা বল্লালসেনের কুলহান।

এখন দেখিতে হইবে রাজা বল্লালসেন প্রথমে কোন্ হান হইতে কুলবিধি প্রচার করেন? পূর্বে লিখিয়াছি—রাজার ব্রাহ্মণ-সমাজে রাজা বল্লালসেন প্রথমে কুলবিধি প্রবর্তন করেন। উক্ত ব্যাপ্তি লিখিত হইবার পর দুইখানি বঙ্গ-কায়স্থ-কারিকা হইতে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট অশ্বাশ্ব বাহির হইয়াছে—

১ম, বিজ বাচস্পতির বঙ্গ কুলজ্ঞানসংগ্রহে এইরূপ পাইয়াছি—

“কায়স্থানাং বাসস্থানং—হরিকোণো বটগোনো বর্দ্ধমানঃ মধুতথা ।

কর্ণককো চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানটিকাঃ ৷”১

২য়, ইদিলপুরের আর একখানি তালপাতার কুলপত্রে উক্ত আটটি কুলহানের এইরূপ বিবৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—

‘হরিশুর, গোন, বটগ্রোহ, কোণ, বর্দ্ধমান, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণ বা কর্ণবর্ণ রাঢ়ের এই আটটি স্থানই রাজার কায়স্থগণের আদি কুলস্থান ছইতেছে। তন্মধ্যে হরিশুরে সিংহ, দাস, ঘোষ, পালিত, বিষ্ণু, নাগ, নাথ ও দাম এই আট, গোনে বা গোনগরে আঢ়, দাস, নন্দী, দেব, সেন, কর, চন্দ্র, ও বিষ্ণু এই আট। বটগ্রামে মিত্র, রক্ষিত, দাম, দত্ত, ঘোষ, অম্বর, বসু ও দেব এই আট। কোণগ্রামে দাম, দেব, দত্ত, কর, চন্দ্র, শীল, ভদ্র ও বসু এই আট। বর্দ্ধমানে কুণ্ড, দেব, দাস, চন্দ্র, ভদ্র, কর, পাল ও সেন এই আট। মধুগ্রামে গুহ, নন্দন, সিংহ, দাম, দত্ত, দাস, দেব ও রুদ্র এই আট। কঙ্কগ্রামে সেনই প্রধান। এখন অগ্রহ বাস করিতেছে। গুহবংশ ১ক কারণে বলা যায় না বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কর্ণ বা কর্ণবর্ণে সিংহ, দত্ত, কুণ্ড, পাল, দেব, রাহা, ভদ্র ও গুহ এই আট ঘর বাস করিত। উপরোক্ত বিভিন্ন কুলহানের মধ্যে কোণ গ্রাম হইতে বসু, বটগ্রাম হইতে ঘোষ ও বর্দ্ধমান হইতে মিত্র বল্লালসেন কর্তৃক কঙ্কগ্রামে সমানীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতঃপর গোত্রানুসারে গ্রামের কথা লিখিতেছি। হরিশুরের সিংহ বাংশ, দাস কাগ্রপ, ঘোষ শাণ্ডিল্য, পালিত ভরদ্বাজ, বিষ্ণু শাণ্ডিল্য, নাগ সোপায়ন ও দাম মোদগল্য হইতেছে। গোনে আঢ় শাণ্ডিল্য, দাস মোদগল্য, নন্দ মোদগল্য, সেন আলম্যান, কর মোদগল্য, চন্দ্র কাগ্রপ ও বিষ্ণু বৈরাগ্রপ গোত্র হইতেছে। বটগ্রামে মিত্র বিশ্বামিত্র, রক্ষিত মোদগল্য, দাস কাগ্রপ, দত্ত কাগ্রপ, ঘোষ সৌকালিন, শূর অরণ্যধ্বজ, ধর জামদগ্ন্য ও দেব শাণ্ডিল্য হইতেছে। মধুলকোটে দাম শাণ্ডিল্য, দেব গৌতম, দত্ত শাণ্ডিল্য, কর ভরদ্বাজ, চন্দ্র কাগ্রপ, পালিত ভরদ্বাজ, ভদ্র বাংশ ও বসু গৌতম গোত্র হইতেছে। বর্দ্ধমানে দত্ত কাগ্রপ, দেব কাগ্রপ, দাস গৌতম, চন্দ্র কাগ্রপ, ভদ্র শাণ্ডিল্য, কর আলম্যান, পাল আলম্যান ও সোম লৌহিত্য গোত্র

(১) রাক্ষসকোষে ৩১৮ পৃষ্ঠার ২২৩ নং ১৬৩ তম পৃষ্ঠা ৬৬ তম পৃষ্ঠা হইয়াছে—

“অষ্টকোণঃ বটঃ কোণো বর্দ্ধমানঃ মধুতথা । কর্ণককোচ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানটিকাঃ ৷”



কুলস্থান।]

## রাজা বঙ্গাঙ্গসেনের কুলস্থান

যজ্ঞ সমাজের হইখানি গ্রাচীন কুলঞ্জিৎ হইতে রত্নেশ্বর কাশ্মীরের অট্টা ৭৮-  
স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই অট্টীর মধ্যে কঙ্কগ্রাম প্রধান হইতেছে। কারণ,  
কঙ্কগ্রামের এই কঙ্কগ্রামে রাজা বঙ্গাঙ্গসেন কর্তৃক সকলে সমানিত ও প্রতিষ্ঠিত  
হইয়াছিলেন। ইন্দ্রপুরের কুলগ্রহ অমুগারে কঙ্কগ্রাম সেনবংশের  
একটি আদি সমাজ। খান তঁারা নোকালিন গোটরূপে  
পরিচিত ছিলেন, অন্তর গিয়া বাহুর গোত্র গ্রহণ করেন। যেখানে অষ্টকুলস্থানের  
কাশ্মীর সমানিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কঙ্কগ্রাম গোত্রায় ৭ মুর্শিদাবাদ জেলায়  
শক্তিপুর হইতে অবিকৃত রাজা লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাশনে কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।  
উক্ত তাম্রশাশনে লিখিত “মধুগিরিগুলাবাচ্ছিন্ন কস্তোনগবপ্রতিবন্ধ কঙ্কগ্রামভুক্তানঃপাতি  
দক্ষিণসীধ্যামতরবাচায়া কুমারপুর চতনকে” ইত্যাদি প্রমাণ হইতে উক্ত কঙ্কগ্রামভুক্তির  
প্রদেশ বুঝিত। সেনরাজবংশের বিভিন্ন তাম্রশাশনে হইতে গোবঙ্গ পৌণ্ড বর্দ্ধন,  
বর্দ্ধমান ও কঙ্কগ্রাম এই তিনটি প্রদেশের উল্লেখ দেওয়া যায় অর্থাৎ তৎকালে সমগ্র  
গৌরবঙ্গ এই তিনটি প্রদেশ বা বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বর্দ্ধমান ও পৌণ্ডদেশ  
ডিভিসনের কতকাংশ অর্থাৎ বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদাড়া জেলায় কতকাংশ পূর্বতন বর্দ্ধমান  
ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টালা মহাশয় লিখিয়াছেন, “কঙ্কগ্রামভুক্তির  
অন্তর আভাবিক দক্ষিণ সীমা অজয় নদ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই অজয় নদ হইতে  
সেন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিহারের সীমা পর্যন্ত কঙ্কগ্রামভুক্তির সীমা ছিল ইহা  
সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ বর্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বারভূম জেলা এবং মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী  
পশ্চিমস্থ অর্ধাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি গঠিত ছিল।”

চৌনশরিব্রাজক যুগ-চূড়ায় খৃঃ ৭ম শতকে গৌড়বঙ্গের মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের  
উল্লেখ করিয়াছেন—

ইরিপ বা হিরণ্যপর্ষত	৩০০০ লি
চম্পা	৪০০০ লি
কব্বল ( কিএ-চিন্-কিলো )	২০০০ লি
পুণ্ড বর্দ্ধন	৪০০০ লি
সমতট	৩০০০ লি
তাম্রলিপ্তি	১০০০ লি

পূর্বাশ্রম Cunningham সাহেব উক্ত কব্বলের বর্তমান নাম কি হইবে নির্দেশ করিয়া  
লিখিয়াছেন—“I suspect that there may have been a transposition of two

(৩) সাক্ষ্য পরিদর্শন নং ১০০৭ সাল ৪র্থ সংখ্যা ৩৪৫।

(৪) সাক্ষ্য পরিদর্শন নং ১০০৭ সাল ২য় সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠা ৩৪৫।

syllables in the Chinese name and that we should read Kie-kien chu-lo, which is a literal transcript of Kankjol. In his Gazetteer, Hamilton calls the place Cankiole, which is probably a misprint of Cankjole. He notes that the district of Raimahal was formerly named Akharnagar from its capital, and in the revenue records Cankiole, as being the chief military division. Hwen Thsang estimates the size of the district at 2000 lis or 333 miles in circuit; but as was a dependency of one of the neighbouring kingdoms it was probably included, as I have already noted, in the area of the dominant state. When independent, the petty state of Kankjol most probably comprised the whole of the hill country to the south and west of Rajmahal, with the plains lying between the hills and the Bhagirathi river as far south as Murshidabad. The circuit of this that would be about 300 miles stated by Hwen Thsang”

কানিংহাম সাহেব কাঁকজোল রাজ্য রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন। যদিও তাঁহার শব্দনির্ণয় ঠিক হয় নাই অর্থাৎ তিনি কঙ্কজলকে কাঁকজোল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত কাঁকজোল ও কঙ্কগ্রামভূক্তির পরিমাণ প্রায় এক বলিয়া মনে হইতেছে। রাজ্য লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-তাম্রাশান-বর্ণিত কঙ্কগ্রামভূক্তির মধ্যে মধুগিরি, কুমারপুর, ঢাকলিকা, বারকোণা ও বল্লিচিতি, এই স্থানগুলি যথাক্রমে মোগায়, কুমারপুর, ঢাকলে, কোণা, ও বালুতী নামে আত্ম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কতেসিং পরগণায় শক্তিপুর থানার মধ্যে ও নিকটে নিরাক্ষ কবিত্যেছে। মধুগিরি বা কলগন্তবর্ণিত মধুগ্রাম অধুনা মোগায় নামে পরিচিত। মোগায়ের নিকটে ডাকবরগু কঁাগ্রাম নামে যে গ্রাম বিদ্যমান, তাহাই কলগন্তবর্ণিত প্রাচীন কঙ্কগ্রাম বলিয়া মনে করি। কলগন্তের কোণ অধুনা কোণা (ভদ্রাশানে বাবকোণা), গৌন বা গৌনগর গোঁসাঁটা বা গুণাসাঁটা এবং হরি অধুনা হরিপুর নামে কঁাগ্রামের কিছুদূরে বিদ্যমান। কঙ্কগ্রাম সেনসংগের আদিসংলগ্নস্থান ছিল। কঁাগ্রামের কিছুদূরে সেনপুর তাহার সাক্ষাৎকার করিতেছে। বলিতে কি, উদ্বরণটায়ের প্রধান সমাকুলি এই কঙ্কগ্রাম ভূক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে। কঙ্কগ্রাম বা কঁাগ্রামের পূর্বসমৃদ্ধি এখন আর নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন কোর্ট-নিদর্শনগুলি নিকটবর্তী সালারগাঁবে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণে কিছু কিছু বিদ্যমান। কঙ্কগ্রামের সহিত রাষ্ট্রকূলের প্রাচীন ইতিহাস বিবচিত তাহা বিশেষ ভাবে বলিতে হইবে না।

রাজ্যের স্বাধীনতার পর কঙ্কজোল হইতে বর্তমান কঙ্কগ্রাম পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি পঞ্চাশিক স্বাক্ষরকে যে পাঁচখানি পঞ্চাশ খান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কঙ্কগ্রাম একটা। ইত্যাদি পঞ্চাশের স্বাক্ষর-কঙ্কগ্রাম স্বাক্ষর এইস্থান পরিচালিত করিয়া অল্প চলিয়া যান এবং সেনসংগের অস্তিত্বকালে বাহা বসন্তসংগের পশ্চিমাত্মক সংস্কারের বাহুদেপ

গঙ্গাভীরে সম্ভবতঃ এই কঙ্কগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তৎপূর্বে হইতেই এই কঙ্কগ্রাম একটা সাংস্কৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে মনে হয়। বল্লাবাহুল্য উত্তররাঢ়েব কঙ্কগ্রাম হইতেই দক্ষিণরাঢ়ীর ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের পূর্বে পুরুষগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন এবং সেই সেই স্থানে তাঁহাদের আগমনের পর একটা স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বঙ্গজ-কুলকারিকার পাইতেছি, পশ্চিমরাঢ়ে যৎশ্রুত্যাগী মহাকুল কায়স্থগণ বাস করিতেন, তাঁহাদের মুখ্যগণকে বল্লালসেন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।\*

বঙ্গজ কুলাচার্য আচার্য চূড়ামণির মতে,—‘পূর্বভূমি রাঢ়দেশবাসী ষটকেরা সিংহ হইতে নন্দন পর্যন্ত এই ২৭ বরকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। ২৭ বরের নাম সিংহ, দাস, ঘোষ, বসু, বিষ্ণু, নাগ, নাথ, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, রাহ, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, আঢ়া, পাল, গুহ, রুদ্র, রক্ষিত, দত্ত, মিত্র, সেন ও নন্দন। বল্লালসেন এই ২৭ বর হইতে মুখ্য-দিগকে লইয়া বঙ্গে বাস করাইয়া ছিলেন। বঙ্গে সেই শুরগণ প্রথমে চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে জয়সার, তৎপরে বিক্রমপুরে ও পরে ইদিলপুরের স্থানে স্থানে নিবাস করিয়াছিলেন।’\*

উক্ত ২৭ বরের বংশমর্যাদানুসারে বঙ্গজ-রাজসভায় এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—  
‘হে রাজেন্দ্র! বল্লালসেন মুখ্য জানিয়াই রাঢ় হইতে বঙ্গে আনিয়া ষাঁহদিগকে স্থাপন করেন, এখানে তাঁহাদের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র মধ্যে প্রথম তিনই শ্রেষ্ঠ, চারিঘরের পরে দত্ত, নাগ, নাথ, দাস ও সেন এই পাঁচজন। তৎপরে পালিত, সিংহ, পাল, চন্দ্র, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহ, দাম, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, কর, রক্ষিত, অঙ্গুর ও নন্দন। এই ২৭বর মধ্যে প্রথম চারিঘর শ্রেষ্ঠ, সেন ছাড়া দত্তাদি ৫ বর মধ্যম্য এবং অবশিষ্ট সকলে মহাপাত্র বলিয়া বঙ্গজ

(৬) “পুরা তে পশ্চিমঃ-রাঢ়ে যৎশ্রুত্যাগী মহাকুলঃ। ততো বল্লালসেনেন মুখ্য্য বঙ্গে নিবাসিতাঃ।”

( আচার্য চূড়ামণি )।

(৭) “রাঢ়ে সিংহবরো জ্ঞেয়াঃ নন্দনান্তঃ কুলানি চ। কথাস্থে ষট্টকঃ পূর্বে রাঢ়দেশানিবাসিনঃ।”

বিংহো দাসবরো বোমঃ বসু চ বিষ্ণব চ। নাগো নাথঃ করো দামঃ পালিতচন্দ্রনামকঃ।

বাগো ভদ্র ধরো নন্দী দেব রুদ্র চ সোমকঃ। আঢ়াঃ পালো গুহো রক্ষিতকো দত্তবরকো।

সেনকলঃ নন্দনচ বাটারং সমুৎপত্তিঃ।

ততো বাল্লবসেনেন মুখ্য্যঃ বঙ্গে নিবাসিতাঃ। বঙ্গেষু পঞ্চম মুখ্য্যঃ চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তৎপতঃ বিক্রমপুরঃ চাণক্যবংশঃ ভদ্রঃ পঞ্চমঃ। ততোজয়ীকপুত্রাদৌ স্থানং তানে নিবাসিতাঃ।”

( আচার্য চূড়ামণি )



রাজসভায় পরিচিতি হন।<sup>১৮</sup> কলিবিধ-বর্ণ-প্রসাদ লিখিয়াছি—রাজা বল্লালসেন ২৭ জনকেই কুলস্থান দিয়া বঙ্গে বাস করাইয়া ছেলেন, কিন্তু দত্তাদি ২৩ জনের যে কুলস্থানের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই রাঢ়দেশেই হইতেছে। এ অবস্থায় মনে হয়, রাঢ়দেশেই ২৭ঘর প্রথমে সম্মানিত হন। পরে তাঁহারা বঙ্গে যান।

এখন যেমন কোন কোন স্থানে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি দরবার করিয়া সেই সেই স্থানের মাতৃগণা ব্যক্তিগণকে উপাধি ও খেলাত দিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন, উত্তররাঢ়ের রাজধানী বঙ্গগ্রামে মহারাজ বল্লালসেনও সভা করিয়া সেইরূপ মাতৃগণা ও উপযুক্ত নবস্ত্রযুক্ত রাঢ়ীয়-গণকে আত্মান করিয়া কুলমর্যাদা দিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে বাঁহাণী রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, অতএব বিশদভাবে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নরূপে :<sup>১৯</sup> কাম্বজমাধা বসু, যে ব, গুহ, মিত্র এই চারিঘর বাতীত দত্ত, দাগ, নাপ, দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, রুদ্র, দাগ, রাহা ভদ্র, ধব, নন্দী দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, ক্রীত, অকুঁড়, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই ২৩ ঘরও যথাক্রমে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালের সভায় মোট ২৭ ঘর কায়স্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।<sup>২০</sup>

- (৮) “অথ বাক্যনি রাজস্ব বংশাদিগুণনির্ণয়ঃ । সপ্তবিংশতিবংশানি সম্বন্ধনান্যঃ নরাধিপ ।  
রাঢ়ে বঙ্গে যো বিখ্যাতঃ স মুখ্যহুলভাগু ভবেৎ । রাঢ়ে সিংহাধরো জেয়ঃ নন্দনাভ্যঃ কুলানি চ ।  
কথাস্তে ঘটকৈঃ পূর্বে রাঢ়দেশনিবাসিনঃ । ততো বল্লালসেনেন মুখ্যং জ্ঞাতা চ রাঢ়তঃ ।  
বঙ্গে সন্নয় তৎপশ্চাৎ ব্যুৎক্রনাৎ কথয়তি স চ । বহু বোঁলো গুহমিত্রৌ প্রথমতঃ পণিতারয়ঃ ।  
দত্তনাগৌ চ নাপচ দাসসেনৌ চ পঞ্চমঃ । পালিতঃ সিংহপালৌ চ নন্দো বিষ্ণু ভদ্রকঃ ।  
রাহো দামো ধরো নন্দি দেবকুণ্ডচ সোমকঃ । করো রক্ষিতোহুরৌ চৈব রুদ্রনন্দনাপ্যকণ্ঠধা ।  
কুলানি ক্রমতো রাজন্ কথাস্তে কুলবেদিভিঃ । চত্বারো মুখ্যতাং প্রাপ্তৌ বংশাদিনাং কুলানি চ ।  
দত্তাদিনাঞ্চ পঞ্চাংশং বংশাণাং সেনবর্জিতাঃ । ততো বংশোদবংশানি মহাপাং প্রকীর্তিতাঃ ।  
এতানি ত্রিবিধ্যান্যুক্তা সিত শাখাক্রমেণ চ । সুসিদ্ধং রাঢ়তো জেয়ং সিদ্ধন্ত বঙ্গদেশজঃ ।  
সাখ্যং ততঃ পরং জেয়ং কর্ত্ত্বপেণ পণ্ডিতৈঃ ॥” (ইদিলপুরের তালপত্রের পুথির নকল)

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকণ্ড, ১মংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

- ১০) “বহুঃ যোবঃ গুহঃ মিত্রঃ দত্তঃ নাপচ নাপকঃ ।  
দাসঃ সেনঃ করঃ দামঃ পালিতঃ রুদ্রঃ পালকঃ ।  
রাগা ভদ্রঃ ধবঃ নন্দী দেবঃ কুণ্ডচ সোমকঃ ।  
সিংহঃ রক্ষিতোহুরৌচৈব বিষ্ণুঃ আঢ্যচ নন্দনঃ ।

এতে সপ্তবিংশতিভাঃ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥” (ঘটকরাঙের বঙ্গ-কুলপত্রী)

প্রথমে বড়, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই চারি ঘর বঙ্গালী কুল পাইলেও পরে অবশিষ্ট ২৩ ঘরকেও বঙ্গালী বধাক্রমে বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, নোহত, মল্লকোটী, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, নন্দীগ্রাম, দেবগ্রাম, বাটাঙ্গোর, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, ভল্লকোটী, শঙ্কুকোটী, সিংহপুর, মৎস্তপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিদ্ধুরাট ও শুরপুর এই ২৩ খানি কুলস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন ।<sup>১১</sup>

উক্ত বঙ্গ কুলপঞ্জীঅনুসারে ২৩ ঘরের কুল বা সমাজস্থান এইরূপ হইতেছে—

১ দত্তের বটগ্রাম, ২ নংগের মল্লপুর, ৩ নাথের পদ্মদ্বীপ, ৪ দাসের নোহত, ৫ সেনের মল্লকোটী, ৬ করের লক্ষ্মীপুর, ৭ দাসের কেশিনী, ৮ পালিঙের কুমার, ৯ চন্দ্রের নন্দীগ্রাম, ১০ পালের দেবগ্রাম, ১১ রাতার বাটাঙ্গোড়, ১২ ভদ্রের স্বর্ণগ্রাম, ১৩ ঘরের দক্ষপুর, ১৪ নন্দার মাণ্ডব, ১৫ দেবেব মণিকোটী, ১৬ কুণ্ডের ভল্লকোটী, ১৭ সোমের শঙ্কুকোটী, ১৮ সিংহের সিংহপুর, ১৯ রক্ষের মৎস্তপুর, ২০ অক্ষের মেঘনাদ, ২১ বিষ্ণুর ভল্লকুলী, আটোর সিদ্ধুরাট ও ২৩ নন্দ বা নন্দনের শুরপুর ।

হরিমিশ্রও লিখিয়ছেন, বিজয়নন্দন মহারাজ বঙ্গালসেন প্রথমে শ্রেষ্ঠ বাক্সদাগকেই কুলস্থান দান করিয়াছিলেন । তৎপরে উপর দস্তদায়ের মধ্যে প্রথমে উত্তমদাগকে, তৎপরে মধ্যদাগকে এবং অবশেষে অভিশপের ভয়ে অধমদাগকেও বখাবাদ দান করিয়াছিলেন ।<sup>১২</sup>

বিজয়সেন কর্তৃক সম্মানিত দত্তবংশ বঙ্গালের নিকট কুলীন চারি ঘরের তায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে না পারায় প্রথমে বঙ্গালের বিরুদ্ধাচরণ করেন । তাঁহাদেব আচরণে বিরক্ত হইয়া বঙ্গালসেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রাদেশের আদেশ করেন । প্রাণভয়ে তাঁহারা বঙ্গালের অধিকারের বাহরে সূদূর পুষ্কোত্তর বঙ্গে পলাইয়া যান । সেই

( ১১ ) “বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদ্বীপঃ লোহিতঃ ।

মল্লকোটিলক্ষ্মীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ । কীর্ত্তিমতাঃ নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা মৃতঃ  
বাটাঙ্গোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরস্ত মাণ্ডবঃ । মণিকোটীভল্লকোটীঃশঙ্কুকোটীস্তথৈব চ ।  
সিংহপুরো মৎস্তপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ । ভল্লকুলী সিদ্ধুরাটঃ শুরপুরো তথা মৃতো ।  
সপ্তবিংশতানামানি গ্রামাণি সম্বন্ধানি চ । বাদ্যার্থঃ প্রদত্তস্তেভ্যঃ পরালেন মহাজ্ঞা ॥”

( ১২ ) “বিসপালো ।০ বঙ্গালঃ রক্তা বিজয়ন নঃ ।

জ্যৈষ্ঠায় কুলস্থান দত্তবংশে কুলস্থান ১০০

উত্তমভোগ্যো নন্দী পুত্রঃ মধ্যমভোগ্যো কুলঃ

অধমভোগ্যো তয়্যং প-চাং শাসনঃ বিধিবদ্ভদ্রো ॥

তায়্যপাত্রে কুলং লেখ্যঃ শাসমানি বহুনি চ ।

এতত্তো বক্তা ন পুণ্যঃ নন্দো বঙ্গালঃ ন কং ॥” ( ১৩বিঃপ্রঃ )

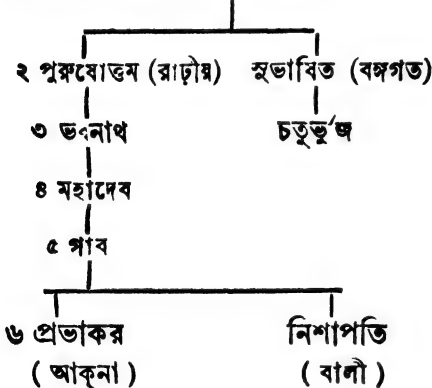
দ্বিতীয় দশকের কুলপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ১০৬১ শকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে এই খটন ঘটিয়াছিল। ১৩

উক্ত কুলপরিচয় হইতে মনে হয় ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে কঙ্কগ্রাম রাজধানী হইতে প্রথম বল্লালী কুলার্গিধ প্রবর্তিত হয়। এই সময়ে প্রথমে ২৭ বর মহাকুল বলির সম্মানিত হন। উপরে যে আট গ্রামের বা আদি কুলস্থানের পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাহা, অঙ্কুর ও কুণ্ড এই তিন বরের নাম নাই, কিন্তু শূর ও ক্রুর এই দুই বরের নাম আছে। ইহাতে মনে হয় পরবর্তী কালে শূর ও ক্রুর পরিবর্তে অপর নাম গৃহীত হইয়াছে। এছাড়া বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই ৪ বর ব্যতীত অপর ২৩ বরের যে কুলস্থান ধরা হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই রাঢ়দেশে হইতেছে। কিন্তু মনে হয় ২৭ বরের গণনা কঙ্কগ্রামে হয় নাই বিক্রমপুর হইতে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এখানে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই চারি বরা মুখ্য কুলীন বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ সমাজে যে কয়জন রাজা বল্লালসেন কর্তৃক মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহাদের বংশলতা লিপিবদ্ধ হইল :—

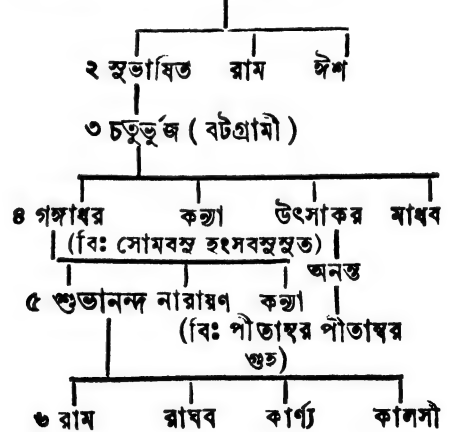
দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জিকা মতে—

ঘোষবংশে বীজী ১ মকরন্দ ঘোষ



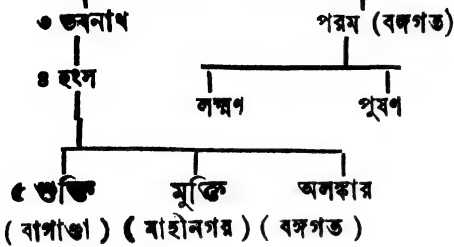
বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা মতে—

ঘোষবংশে বীজী ১ মকরন্দ ঘোষ



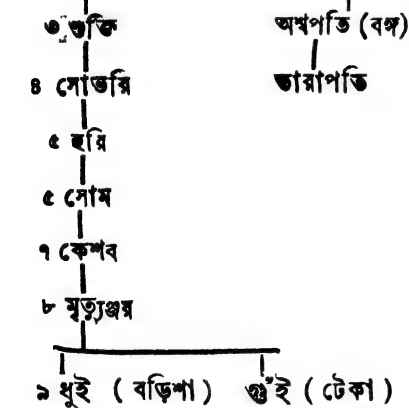
দক্ষিণাৱৰ্তী কুলজী-মতে  
বহুবংশে বীজী ১ দশরথ বহু

২ কৃষ্ণ



দ্বিঃবংশে বীজী ১ কালিদাস মিত্র

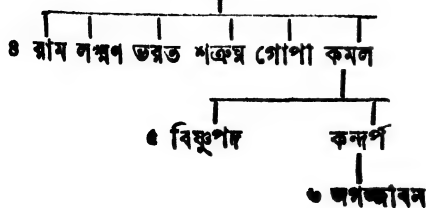
২ স্নিধর



গুহবংশে বীজী ১ বিয়াট গুহ

২ নারায়ণ

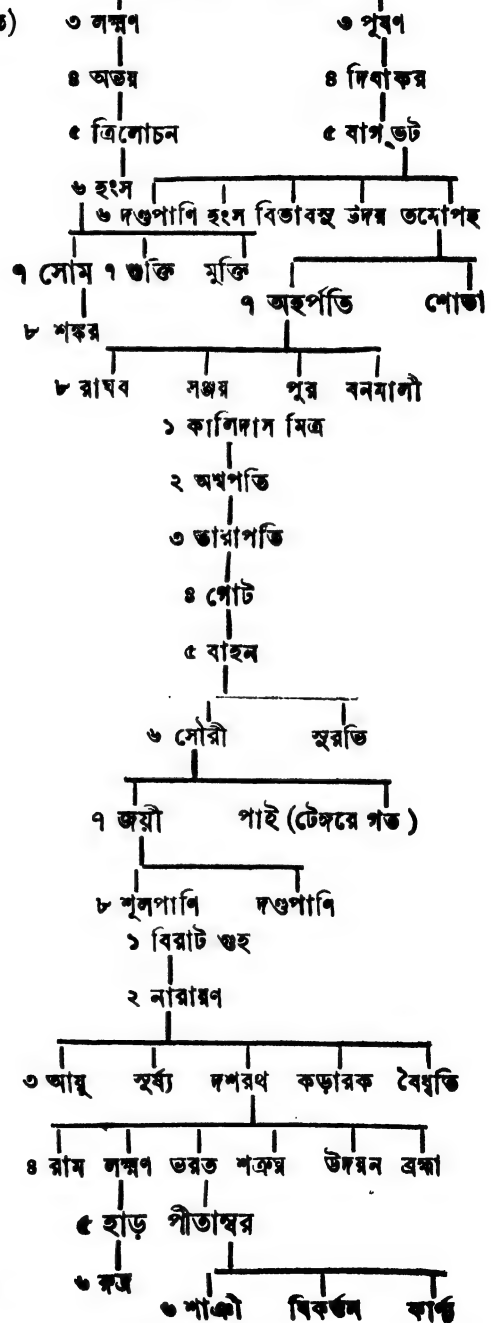
৩ দশরথ

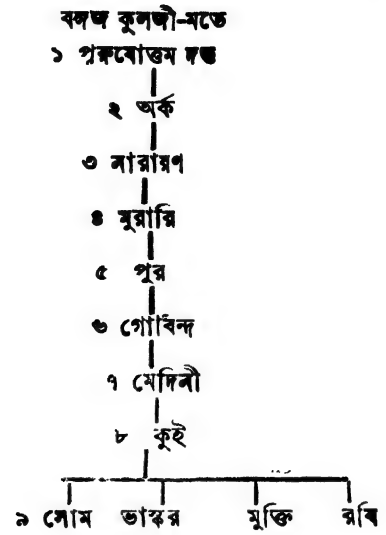
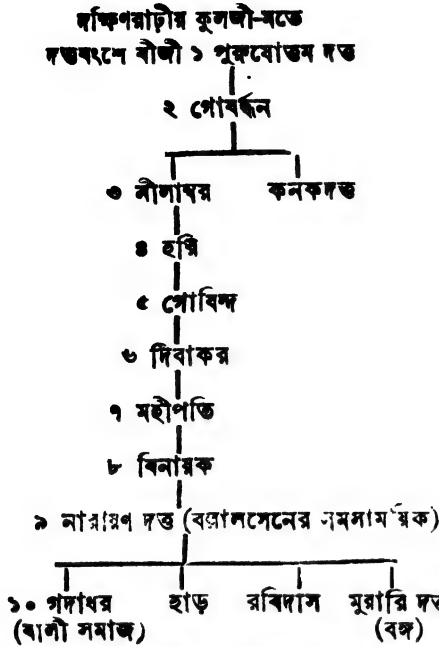


বঙ্গ কুলজী-মতে

১ দশরথ বহু

২ পরম





পূর্বে ৭০ পৃষ্ঠায় সোমবঙ্গর বৃদ্ধপিতামহ বঙ্গবংশ ও অহর্পিতর বৃদ্ধপিতামহ পুণ্ড্রবংশ, দত্তবংশের ও অনন্তবংশের পিতামহ চতুর্ভূজকে, হাড়গুহ ও পীতাধর গুহের পিতামহ দশরথকে এবং জয়ী মিত্রের বৃদ্ধপিতামহ তারাপতিকে বঙ্গালসেনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজা বিজয়সেন কর্তৃক বঙ্গজ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন। কারণ উক্ত বংশলতায় আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা অনুসারে ঘোষবংশে প্রভাকর ও নিশাপতি এবং বঙ্গ-কুলপঞ্জিকামতে শুভানন্দ ও অনন্ত, এইরূপ দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে বহু-বংশে মুক্তি ও মুক্তি এবং বঙ্গজমধ্যে সোম ও অহর্পিত, দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রবংশে ধুই ও গুই, বঙ্গজ মিত্রবংশে জয়ী এবং বঙ্গজ গুহবংশে দশরথ গুহের পিতৃ হাড় ও পীতাধর শ্রেষ্ঠ বঙ্গালী কুলীন বলিয়া ১ম সম্যকরূপে চিহ্নিত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে দশরথ গুহের পিতৃ (কমলের পুত্র) বিষ্ণুদ ও কন্দর্প বংশজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। অথচ এখানে গুহ কুল পান নাই বলিয়াই বঙ্গ চলিয়া যান এরূপ কথা আছে। এদিকে বঙ্গজ কুলকারিকায় উক্ত রাঢ়ে মধুগ্রামে গুহের আদিসমাজ পাইতেছি। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে পুরুষোত্তম দত্তের নবমপুরুষে নারায়ণ দত্ত বঙ্গালসেনের সমসাময়িক এবং তৎপুত্র গদাধরের বাণী সমাজ ও মুরারি দত্ত বঙ্গজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে বঙ্গজ-সমাজে পুরুষোত্তম দত্তের অষ্টম-তৃতীয় পুরুষে নারায়ণ ও তৎপুত্র মুরারির নাম পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ঘোষ, বহু মিত্র ও গুহ বংশের উত্তর সমাজের কুলগ্রন্থে বেরূপ মিল পাইতেছি, দত্তবংশ সন্দেহের মিল নাই।

ইদিলপুরের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে রাজা বঙ্গালসেনের পূর্বে উক্ত রাঢ়ে কারস্বর্ণের আদিসমাজস্থান ছিল। নিম্নে সেই আদিসমাজ স্থান এবং রাজা বঙ্গালসেনের সময়ে ও পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে বেরূপ সমাজস্থান নির্দিষ্ট হয় তাহা লিখিতেছি।

ইদিলপুৱেৰ উক্ত কাৰিকাহুসাৰে ৱাঢ়ে বিভিন্ন বৰেৰ ১ গোত্ৰ ও আদি সনাতনস্থান এইৰূপঃ—

৩ গোত্ৰ সিংহ—হৰিপুৰে বাৎস্ত, বধুগ্ৰামে শান্তিলা, কৰুগ্ৰামে ভৱৰাজ ।

২ গোত্ৰ দাস—হৰিপুৰে কাশ্ৰপ, গোনৱে মৌদগলা, বটগ্ৰামে কাশ্ৰপ, বৰ্কমানৈ গৌতৰ,

মধুগ্ৰামে আজৈয় ।

১ গোত্ৰ বোৰ—হৰিপুৰে শান্তিলা, বটগ্ৰামে সৌকালীন, কৰ্ণবৰ্ণে বাৎস্ত ।

১ „ পালিত—হৰিপুৰে ভৱৰাজ, মজলকোটে ভৱৰাজ ।

২ গোত্ৰ বিষ্ণু—হৰিপুৰে শান্তিলা, গোনৱে বৈৱাৰ্পণ্য ।

১ „ নাগ—হৰিপুৰে সোপায়ন ।

১ „ নাথ—হৰিপুৰে পৰাশৰ ।

১ গোত্ৰ দাস—হৰিপুৰে মৌদগলা, মজলকোটে শান্তিলা, বধুগ্ৰামে বাৎস্ত ।

১ „ আচা—গোনৱে শান্তিলা ।

১ „ নন্দী—গোনৱে মৌদগলা ।

২ গোত্ৰ সেন—গোনৱে আলম্যান, কৰুগ্ৰামে সৌকালীন পশ্চাৎ বাহুকী, কৰ্ণবৰ্ণে আলম্যান ।

৩ গোত্ৰ কৰ—গোনৱে মৌদগলা, মজলকোটে ভৱৰাজ, বৰ্কমানৈ আলম্যান ।

১ „ চন্দ্ৰ—গোনৱে কাশ্ৰপ, মজলকোটে কাশ্ৰপ, বৰ্কমানৈ কাশ্ৰপ ।

১ „ মিত্ৰ—বটগ্ৰামে বিখামিত্ৰ ।

১ „ বৰ্কিত—বটগ্ৰামে মৌদগলা ।

৫ গোত্ৰ দত্ত—বটগ্ৰামে ও বৰ্কমানৈ কাশ্ৰপ, মজলকোটে শান্তিলা, কৰুগ্ৰামে মৌদগলা, বধুগ্ৰামে সৌকালীন, মধুগ্ৰামে অগ্নিবেশ্ৰ ।

১ „ শূৰ—বটগ্ৰামে অৱণা শূৰি ।

১ „ ধৰ—বটগ্ৰামে জামদগ্ৰা ।

৩ „ দেব—বটগ্ৰামে শান্তিলা, মজলকোটে গৌতৰ, বৰ্কমানৈ কাশ্ৰপ, কৰ্ণবৰ্ণে শান্তিলা ।

২ „ ভদ্ৰ—মজলকোটে বাৎস্ত, বৰ্কমানৈ শান্তিলা ।

১ „ বস্ত্ৰ—মজলকোটে মৌদগলা ।

১ „ পাল—বৰ্কমানৈ আলম্যান ।

১ „ সোম—বৰ্কমানৈ নৌহিত্য ।

১ „ গুহ—মধুগ্ৰামে কাশ্ৰপ ।

১ „ নন্দন—মধুগ্ৰামে কাশ্ৰপ ।

১ „ কৰু—মধুগ্ৰামে গৌতৰ ।

\* উত্তৰাচাৰী কুলপঞ্জিকাৰ বাৎস্ত সিংহ, সৌকালীন বোৰ, মৌদগলা দত্ত বা দাস, বিখামিত্ৰ মিত্ৰ, কাশ্ৰপ দত্ত, শান্তিলা বোৰ, কাপাপ দাস, মৌদগলা কৰ ও ভৱৰাজ কৰ এই ৯ বৰ ব্যতীত শূৰ, সেন, দেব, নাগ, কুণ্ড, বিষ্ণু, পাল ও নন্দী এই ৮ বৰও স্থানীয় মূল কাৰ্য্য বলিয়া গণ্যগণিত হৈছে । ( উত্তৰাচাৰী কাৰ্য্যকোষ, ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য । )

কুলপ্রদীপে দক্ষিণরাঢ়ীর সমাজস্থান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

৩১। অথ যোবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজনাম ।

যোবৈয় প্রধান সমাজ আকনা আর বালী ।

ধনিয়া দীর্ঘাক আমভেখর শাঁখরালী ।

করাতিয়া সেয়াখালা অষ্ট সমাজ হয় ।

আকনাতে প্রকৃত সহজ অনুদয় ॥

প্রকৃত সহজ নাহি আকনার কেহ ।

কয়েকজন যাত্র শুদ্ধ কোমল দেহ ॥

কনিষ্ঠাদি অষ্ট কুল প্রকাশ অনেক ।

কালীভক্ত তেজোযুক্ত আছয়ে প্রত্যেক ॥

আর ছয় সমাজেতে মৌলিকান্ত সব ।

কুলাভাব হয় তথা কুলমাত্র রব ॥

৩২। অথ বহুবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজঃ ।

বাগাণ্ডা বাহীনগর সমাজ প্রধান ।

প্রকৃতভাষি মুখ্যকুলে কর্ম সহমান ॥

বাহীনগর বাগাণ্ডাতে সর্বকাল আছে ।

বৈষ্ণবের অর কোথা বিষ্ণু আগে পাছে ॥

চিঞ্জপুর দীর্ঘঅঙ্গ শালমূলি আর ।

মিমারকা পঞ্চমূলী গৌহরি গ্রাম সার ॥

এ সকল সমাজেতে সর্ব মৌলিকান্ত ।

কুলভ্যাগী হয়্যা ভাবে আছে অতি শাস্ত ॥

। অথ মিত্রবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজঃ ।

মিত্রবংশ অষ্ট সমাজ শুন দিয়া মন ।

বড়িয়া সমাজ হয় প্রধানে গণন ॥

প্রকৃত নির্মূল সহজ কোমল বিস্তর ।

কুলভক্ত সবে সেই কুলেতে তৎপর ॥

কনিষ্ঠাদি অষ্টকুল আছয়ে অনেক ।

তেজস্বান্ কুলকর্ণে সকলে প্রত্যেক ॥

পরে টেকা সমাজের শুন বিবরণ ।

বধ্যাংশ দ্বিতীয়-পুত্র আছে করজন ॥

আর আর কুল তথা হয়েছে নির্বংশ ।

পরে ছয় সমাজের শুন বলি অংশ ॥

ধাতিয়া চাকল চাঁদড়া অপর বালী ।

কুমারহট্ট দাবড়াকুপী কুলে সবার কালী ॥

এই ছয় সমাজবালী মৌলিকান্ত হয় ।

মিত্রবংশ ভাক যাত্র দিলাম পরিচয় ॥

৪। অথ দত্তবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজঃ ।

দত্তবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজ বিবরণ ।

অগ্রে বালী দ্বিতীয় কল্পে নেওদা গণন ॥

অধ্বলহাড়া দীর্ঘ-অঙ্গ কোদালী-গ্রাম আর ।

পাঁজনৌর বটগ্রাম সপ্তমে বিচার ॥

বরাটা গ্রাম ইছাপুর আর জটা গ্রাম ।

দিবাটা নোনা গিহিনী সেনহাটা নাম ॥

চাকলে গ্রাম আর আটিশোড়া হয় ।

বিজ্জ্বরক মেদে কোণা দারিআটনা নয় ॥

বেওড়াগ্রাম হাড়গ্রাম দেওড়াগ্রাম আর ।

চপঞ্জড়া কেওটা কেজা খোপাপুর সার ॥

সুগন্ধা কোরগর কলিঙ্গা গ্রাম হয় ।

পেজুর গ্রাম শেষে লিখি সাজ পরিচয় ॥

৫। অথ শুহবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজঃ ।

শুহবংশে তিন সমাজ লিখি বিচারত ।

মহানাদ কুমারহট্ট বড়য়া গ্রাম বত ॥

৬। অথ দেববংশেষ্ঠাষ্ট সমাজঃ ।

দেববংশে চতুর্দশ সমাজ বর্ণন ।

কর্ণস্বর্ণপুর চিঞ্জপুরাদি গণন ॥

ভাঙর ভুরালি আর বৈরাটা ইছাপী ।

চৌরগ্রাম দেবগ্রাম নীলপুর মানি ॥

কর্ণপুর চাগ্রাম গৌরহট্ট আর

আঁদুল গরিপা আর চতুর্দশ প্রকার ॥

৭। অথ করবংশেষ্ঠাষ্ট সমাজঃ ।

করবংশ পঞ্চ সমাজ শুন দিয়া মন ।

প্রথমেতে পাণিহাট করিয়া গণন ॥

সোমনগর হরিবগ আর ডুমরিয়া ।

বলিপুর পঞ্চমেতে লিখি বিচারিয়া ॥

৮। অথ পালিতবংশ সমাজঃ ।

প্রধান পালিতবংশ সমাজ উত্তর ।

কোণ আর বড়বাগায় দিলাম পরিচয় ॥

৯। অথ সেনবংশ সমাজঃ ।

সেনবংশ তিন সমাজ করিয়া বর্ণন ।

দীর্ঘঅঙ্গ সীকো কোণা তর শশোভন ॥

বেলুন গ্রাম বর্দ্ধমান মহানাদ আর ।

পাঁজানোব আদি অর্ধে করিয়া বিচার ॥

১০। অথ সিংহবংশ সমাজঃ ।

সিংহবংশ অর্ধ সমাজ করিয়া গণন ।

আতলা আকনা আর চৌলা পাটনা ॥

১১। অথ চান্দবংশ সমাজঃ ।

চান্দ বংশ সপ্ত সমাজ করিয়া বর্ণন ।

সাঁথবাঙ্গী কালীচাঁচি তিলীয়ে গণন ॥

বাণীচাঁচি ভবিপার সাঁচীসাঁজা আব ।

আশীশোড়া মড়াগাঁচা সপ্তম বিচার ॥”

দক্ষিণবাটীর ও বঙ্গ কলপঞ্জিকা প্রাচীনতম কাল হইতে বঙ্গদেশের সমস্ত পুর্বেক সমাজগুলি পসিদ্ধ ছিল। পুর্বেক লিখিয়াছি নিবাসি আরও বংশ দক্ষিণবাটীর সমাজে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। কীর্তীদেব চারিটা ব্রাহ্মসমাজের পরিচয় হইতে গান দ্বয় পুর্বে কীর্তীরা ব্রাহ্মসমাজিক ছিলেন। চন্দ্রবংশ আরও পূর্বে কামালব সমাজেনবা বংশে। এবং চন্দ্রবংশ আরও পূর্বে লক্ষণ ও ভরদেব সমাজেনবা বঙ্গালী কলৌ বঙ্গি সমাজিক হইয়াছিলেন। উত্তর সমাজের কলগুণ আলোচনা করিলে গান তম কামালব সমাজেনবা বঙ্গালী কলৌ বঙ্গি স্বীকার করেন নাই। লক্ষণ ও ভরদেব সমাজেনবা বঙ্গালী কলৌ গুণ করেন ও দক্ষিণবাটীর মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুর্বেক হইতে বাধা হইয়াছিলেন।

দক্ষিণবাটীর কলপঞ্জীপে সিদ্ধমৌলিক ও কঠমৌলিক সমাজে লিখিত আছে—

“গৌড়বাসী সে কালীন মৌলিকাই বর ।

রাজার আজ্ঞার তারা মৌলিক পথর ॥

প্রথমে দেববংশ দত্ত কল পালিত ।

সেন সিংহ চান্দ আর বিচারে সঙ্গত ॥

রাজ্যস্বায়ত্ত্ব তারা কলকর্মে রত ।

রাজদেশে ভেজমান কলে অলগত ॥

সিদ্ধ-মৌলিক অর্ধবর রাজার আদেশ ।

সমীকরণ রূপে তর এট ত নিশেব ।

বাহাদুর বর কঠ-মৌলিক প্রমাণ ।

বঙ্গদেশবাসী তারা করি অঙ্গমান ॥

প্রথমে নাগ পাল আদিত্য আর বাণ ।

রাজ্য বাহত পরে সাব অপরক সান ॥

চন্দ্রবংশ নন্দন বংশ বর্দ্ধন আর কেশ ।

ধর বংশ ধরনি ব্রহ্মিষ্ঠ আর বেব ॥

নন্দী কুণ্ড আর আইচ পুন্ডক লিখন ।

ভূত ঋত আর কেত পরেতে নন্দন ॥

চৌড ওম আর সোম লিখি পরে শর্মা ।

সাঁচি সঁচি আর চট্ট অযোধ্যের বর্মা ॥

বঙ্গবংশ নিসবংশ সিং আর চাঁ ।

নিসবংশ বঙ্গবংশ কীর্তি আর চাঁ ॥

বঙ্গবংশ তঙ্গবংশ গুপ্ত আর ভট্ট ।

ভঙ্গবংশ পানবংশ বংশ আর চট্ট ॥

সরবংশ শূরবংশ বৈভাড়া আর কট্ট ।

আঙ্গবংশ অর্গবংশ বিন্দু আর নড ॥

গণবংশ লাভাবংশ আর বংশ আউ ।

বীরবংশ শীলবংশ পাল আর চাউ ॥

ভেলোবংশ হেসবংশ পেয়াতি আর আদক ।

নাথবংশ বাণবংশ চিত্র আর কারক ॥

বল্লভ আর রাজ সংজা বাহাদুর শেবে

কুলপ্রদীপ পুন্ডকেতে লিখি সর্বদেশে ॥”



### রাজা দমুজমর্দনের কুলবিধি।

রাজা বল্লালসেন প্রথমে কঙ্কগ্রাম হইতে, পরে তিনি ও তৎপুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর হইতে যে কুলবিধি প্রচার করেন, উপরে তাহার পরিচয় দিয়াছি। তৎপরে বঙ্গ-কায়স্থ-সমাজে রাজা দমুজমর্দনের কুলবিধি সন্ধান পাই। বিজ বাচস্পতির বঙ্গকুলজীয়ারসংগ্রহে লিখিত আছে—

“বল্লালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ। সারস্বতবংশেতে জন্ম ব্রহ্মকণ্ঠজাত।

দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় করিল নিয়ম। অদ্যাপি আছে যে সেই নাহি বেশ কম।

কুলীন মৌলিক কৈল রাজা ঝাঁকসে। পশ্চাৎ যেমত হৈল শুন বঙ্গভূমে ॥

দমুজমর্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি। সেই হইল বঙ্গকায়স্থ-গোষ্ঠীপতি ॥

দেব পদ্ধতিতে হোল মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিন্তাপর।

গৌড় হতে আনিলা কায়স্থ-কুলপতি। কুলাচাৰ্য আনাইয়া করাইলা স্থিতি ॥

বহুবোঘো গুহো মিরো দন্তনাগো চ নাথকঃ। দাস সেনঃ করোদানো পালিতচন্দ্রপালকো

রাহো ভদ্রধরো নন্দী দেবকুণ্ডল সোমকঃ। রক্ষিতাকুরসিংহচ বিজুরাচ্যন্দ নন্দনঃ।

এতে সপ্তবিংশতি কারহাঃ বংশহেতুঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতত্তিরাঃ রাজপুত্রাঃ ন কারহাঃ কদাচন।”

উদ্ধৃত কুলজীর বচন হইতে মনে হয়, রাজা বল্লালসেন যে ২৭ বরকে সম্মানিত করেন এবং বঙ্গ-সমাজে কুলীন ও মৌলিক বলিয়া স্বীকার করেন, চন্দ্রদ্বীপপতি দমুজমর্দনের সময় প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে লইয়া বঙ্গ-সমাজ গঠিত হয়। দমুজমর্দন গৌড় হইতে কুলপতি ও শ্রেষ্ঠ কুলাচাৰ্যগণকে আনাইয়া এবং ২৭ বরকে সম্মানিত করিয়া বঙ্গ-সমাজের পুষ্টিবিধান করেন। তাই আচাৰ্য-চূড়ামণি প্রভৃতি বঙ্গ-কুল-সমাজের আদিগণ চন্দ্রদ্বীপ স্থির করিয়াছেন। রাজা বল্লালসেনের সময় পক্ষার পূর্বে দুই বঙ্গ এবং পশ্চিম কুল পাঁচ বলিয়া গণ্য ছিল। সুতরাং এখন পক্ষার পূর্বে যে সকল রাষ্ট্রীয় স্থান মনে করিতেছি, এ সমস্ত তাই বঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং বল্লালসেনের সময় এই সকল স্থানবাঙ্গা বঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতেন এবং রাষ্ট্রীয় সমাজের সহিত বরাবর আত্মীয়তাস্বরে আবদ্ধ ছিলেন। মুসলমান প্রভাবে যখন দেশ বিপদসঙ্কট ও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন বিপদজনক ছিল, সেই সময় চন্দ্রদ্বীপে স্থানীয় নৃপতি দমুজমর্দনের অতুল্য। রাজা বল্লালসেন বা তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের কুলবিধি বিবেচ্যতাবে পশ্চিম হইতে না হইতেই মুসলমান-পালন বিবৃত হয়। এ কারণ রাজা বল্লালসেন বাহাদুরের বঙ্গ-কুল-নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং দমুজমর্দনের সভাঃ গাঁহার প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত হন।

রাজা দত্তজন্মদিনের সত্য বঙ্গালী কুল-সংস্কারকরে বৈষ্ণব কুলের ধারা স্থির হয়, তাহা বৃহস্পতির বঙ্গ কার্য-কারিকার এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“গঙ্গাপ্রোত পিপীলিকাপংক্তি।

ভূষণাকার মণ্ডুকগতি ॥

গঙ্গাপ্রোত বার নাহিক বিরাম।

পিপীলিকা শ্রেণী বার মধ্যে মধ্যে বিগ্রাম।

ইহাতে থাকয় কুল নাহি কর ভ্রম।

ভূষণের গ্রাম কুল মধ্যখানে ক্ষীণ ॥

মণ্ডুকের গতিগ্রাম কুলের লক্ষণ।

মধ্যেতে নাহিক কিছু করিলে সন্ধান ॥

এই চারি প্রকারে পর্যা থাকয়ে কুলীনে ॥\*

( কুলীন কুল আর বংশজ মৌলিকে । )

কুলের অধিক মর্য্যাকরি দিল।

কুলজ কুলীনের পুত্র যে যথার ছিল ॥

সমান মর্য্যাদা সেই হৈল দুইজন।

বংশজ মৌলিক গ্রাম করিবে আচরণ ॥

মৌলিকের মধ্যে করিলা তিন প্রকার।

মধ্যম্য সিদ্ধ মহাপাত্র লইয়া বিচার ॥

মধ্যম্য আর মহাপাত্র করিলা নিয়ম।

আর বত কার্য করিল সাধারণ ॥

কুলীনের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ করয়।

পণ দিয়া পুজিবে করিবে বিনয় ॥

কুলীন ঠাকুর বটে পর্য্যায় বড় ॥\*

সম্বন্ধে শৌর্য্য ১ সমাবেশ ২ নিন্দা ৩ বিবেচনা

যথা শৌর্য্যে ১ সং ২ অপচর ৩ উপ।

সমাবেশে ক্ষেম্য অহু নিন্দার অপ২ অত্যপ

লাভের সম্বন্ধে সং লিখিবে ঘটক।

অপচর উপ বলি করিলা দুই থাক ॥

ক্ষেম্য সম্বন্ধে লাভ নাহি অপচর।

অহু অপচর অন্ন করিলা নিশ্চর ॥

অপ অত্যপ দুই অধিক স্থান।

অত্যপে কুলপাত রাজার শাসন ॥

অত্যপ সম্বন্ধ কথা শুনি দিয়া মন।

এক কর্ণে এক কক্ষা হয়ত ন্যূন ॥

সমতার ন্যূন হয় কক্ষাপাত বলি।

সম্বন্ধ বিচার বত কহিলাম সকলি ॥

পুনর্বার শৌর্য্য যদি করিবারে পারে।

সমীকরণে তুল্য হয় ঘটক বিচারে ॥

চারি বংশে উপ অহু করিব লিখন।

মধ্যম্য মহাপাত্র ক্ষেম্য করিলা নিয়ম ॥

অপ অত্যপ ঐতি সাধারণ বংশে ॥\*

এক বংশজ।

বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রতুপিণ্ডয়োঃ।

বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জিতে ॥

তথাপি বর্ততে কিঞ্চিৎ ভিজ্ঞরাস্তে কুলক্ষয়ং ॥

পাই কড়া ছিরা পরিবর্তাপরিবৃতি

সম্বন্ধে কুলভাবঃ।

ত্রিপুরক্ব শৌহিত্রদোষে কুলভাবঃ।

ক্রমে পাঁচ পুরুষে নাহি শৌর্য্যলেশ।

বংশজ হয়েন তিনি মর্য্যাদা বিশেষ ॥

ভাজমাল চতুর্থী উদিত বিজ্ঞরাজে।

তাহার সদৃশ হৈয়া থাকয়ে সমাজে।

অথ বিপর্য্যাদি।

পিতামহ সমজনে কিছু নাহি কক্ষ।

পাইয়া সম্বন্ধ ইহা করিবে উপেক্ষ ॥

করিলে সম্বন্ধ ইথে বিপর্য্যায় হয় ॥

রতু পিণ্ড জনে ভাই কিছু নাহি কাজ।

কোন অংশে লাভ নাহি হাসয়ে সমাজ ॥

অধিক কুলের হানি কি কহিব কথা।

কুলযুক্তজনে ত্যাগ কর্তব্য সর্বথা ॥

অপুত্রকের কত্তা যদি অন্ন পণে পাই।

ত্যাগ করিবে তাহা কিছু কার্য্য নাই ॥

কুল কুল বলি সেই কুলীনের হাথে ।  
 কুলহীন হয় সেই সঞ্চয় করণে ॥  
 জীবৎমানে কুশার পিণ্ড পোতজ জনে ।  
 কুল নাশ হয় তাই এইত করণে ॥  
 পিণ্ডদোষ বলি এই করিল নিয়ম ।  
 বলাৎকারে কুল নাহি থাকর কদাচন ॥  
 কল্প বিলস নাহি হয় কুলের ঘটন ॥  
 পাই ব্যবসা করি বংশেতে অনিয়া ।  
 কুলযুক্তজন ত্যাগ করিবা গর্জিয়া ॥  
 পরিবর্ত সঞ্চয়ে কুলের হানি হয় ।  
 এই ব্যবস্থা করিলা রাজা মহাশয় ॥  
 কবে তিন পুরুষে দৌহিত্রদোষ থাকে ॥  
 ডিলরের সহিত সঞ্চয়ে কুল নাহি রবে ॥  
 শুর ধর বর্জিয়া, কুল কর গর্জিয়া ।  
 লাধারণ জনের সঙ্কেতে কর্ম করি ।  
 থাকর লজ্জিত হৈয়া কুল পরিহরি ॥  
 অথ মৌলিকাদি ।  
 মৌলিক মহাপাত্রের ভাষ করিব বর্ণন ।  
 আচার বিনয় কুল পূজার্থ পৌরষ ।  
 বস্ত্রোতানকৃতশ্রীমান্ স মহাপাত্রতাং গতঃ ॥  
 কুলীনের কত্তা আনে কুলে কত্তা দেয় ।  
 মধ্যম্য ভাব এই করিলাম নির্ণয় ॥  
 সাধ্য মহাপাত্র আর মহাপাত্র নিয়া ।  
 সমান মর্যাদা দোহে সমাজে রহিয়া ॥ \* ॥  
 পিতৃপর্যায়তঃ কত্তা বয়েন পরিণয়েৎ বুধৈঃ ।  
 পুত্রস্ত্রিয়া বধাপক্তি দত্তা চ উচিতং পথং ।  
 বাপের সমান জনের কত্তা বিবাহ করিবে ।  
 কক্ষার পর্যায় যদি বাপের তুল্য হয় ।  
 বস্ত্র করি তার কত্তা করিব পরিণয় ॥  
 অথ ভাব-বিবেচনা ।  
 কক্ষার পর্যায় যদি আপন সমান ।  
 ইহাতে করিব দান করি ঐশ পণ ॥

কুলকত্তা প্রভাতব্যং যদি কত্তা ন জায়তে ।  
 আর্তি উচিত হই পর্যা আপন সমান ।  
 বর কত্তা পুত্রতুল্য ঘটক বিধান ॥  
 “পিতৃস্তরীয় আদিত্রে অধিকার্তি সনো ভবেৎ ।”  
 বাপের চতুর্থ কক্ষার আমাত্য যদি পাই ।  
 অত্যর্তি হয় সেই সন্দেহ নাই তাই ॥  
 বাপের ঘরের তুল্য আমাত্য যদি হয় ।  
 তাহাকে দিবেক কত্তা করিয়া বিনয় ॥  
 বাপের বর পুত্রের বর ঘটকনির্ণয় ॥  
 অথ বহণ ।  
 কুলানতুল্য মুখ্যাঃ জ্যেষ্ঠপুত্রায় বস্ত্রতঃ ।  
 দেয়া পর্যায়বিধিনা গ্রহণভ্যেতি লক্ষণং ।  
 আপন সমান ব্যাক্ত কত্তার বস্ত্র করি ।  
 পুত্রকে দিবেক বিবাহ অনেক আদরি ॥  
 তিন কার্যে কুলশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র সমান ।  
 এক কার্যে থাকিলেও কুলানে গণন ॥  
 নতুবা কুলজ সেই পড়এ বিপাকে ॥  
 ক্রমশঃ পঞ্চম পুরুষে নাহি কুলগণ ।  
 বংশজ হয়েন তেহ মর্যাদা বিশেষ ॥  
 মৌলিক হৈতে শ্রেষ্ঠ বংশ অনুসারে ।  
 লজ্জিত হইয়া থাকে কুলীনের ঘারে ॥  
 অথ পণ ।  
 বেল রত্ন পণ দিয়া পুজিবে সভায় ।  
 অধিক আর হুয়ন হৈতে পর্যা বিধায় ॥  
 আতিমানে স্ববর্ণ মুদ্রা চারি দিবে ।  
 উচিত তাহার অর্দ্ধ পণ নিয়োজিবে ॥  
 তাহার অর্দ্ধেক গৃহ দানেতে নির্ণয় ।  
 কপ্তের হানিতে পণ হ্রাস ভাতে পায় ॥  
 দ্বাদশ মুদ্রা সংক্ষেপ স্ববর্ণ প্রমাণ ।  
 কায় মতে স্বর্ণ সপ্ত মুদ্রায় বিধান ॥  
 হুই মত রাজা ভেদে করে ব্যবহার ।  
 ব্রহ্মপতি ঘটকেতে কহিলেক সার ॥

অথ চাহুর ।

কুল লেখে কেবা দেখে কুল সবে গান ।  
 গুণেতে অগ্নিলে কুল কুলীন মহান ॥  
 কুলে অগ্নিলে কুল কুলীন ভুবনে ।  
 একে ত' অগ্নিলে কুল পুরুষক্রমে চলে ॥  
 আর গুণ যায় গুণ তার সঙ্গে যায় ।  
 কুলগুণ মহাগুণ প্রতি পুরুষে পায় ॥  
 গাপকর বেদে বলে প্রায়শ্চিত্ত করি ।  
 কুলবেদে প্রায়শ্চিত্ত কুল কর্ম করি ॥  
 অসৎ করয় সৎ কুলীনের ধর্ম ।  
 লোহারে করয় স্বর্ণ পরশের কর্ম ॥  
 কুল মাঝে কেহ যেন বিদ্যাপণ ফণী ।  
 গাঙ্গীপতি সহায় তার বিবনাগমণি ॥  
 গাঙ্গীপতি সহারে কুলের কথা শুনি ।  
 মারুত সহায় যেন বাড়য় আশুনি ॥  
 সৌভরির পঞ্চাশ কল্প মাকাতার ঘরে ।  
 কুলানে তেঘত পারে যদি খন করে ॥  
 সন্ধান সন্ধান করে পিণ্ড ঠেকে বাতে ।  
 ধর্মের বিচার এই কুল নাই তাতে ॥  
 রণ্ড পিণ্ড বিদ্যায় আর বল্যকার ।  
 বাচস্পতি বলে যান কুল নাই তার ॥  
 বাহে কুল ভঙ্গ হয় শুনি তার গতি ।  
 অশ্বঃসলিলা যেন বহেন ভাগীরথী ।  
 হীনেতে ভল্লভা যায় অথবা ভগিনী ।  
 ভদ্র আচ্ছাদিত থাকে যেমত আশুনি ॥  
 তাহে কুলাচার্য্যকথা কুলের প্রকাশ ।  
 দিবাকর করে যেন পদ্মের বিকাশ ॥  
 সভায় বিরোধ হয় চন্দনের পাকে ।  
 কেবা চায় কেবা পায় কেবা নহে ডাকে ॥  
 সভাসদ বত জন সুধিষ্ঠিরের বাগে ।  
 অধ্যাদান মহাদান করে দিবা আগ্নে ॥  
 ভীষ কন কৃষ্ণ পান সহস্রের দিবে ।

অন্তবান যদি পান দুয়োধন পাবে ॥  
 ব্রাহ্মণ সভায় পান গুণবান বীর ।  
 ক্ষিত্তির মধ্যেতে পায় বলবান বীর ॥  
 মর্যাদায় যদি পায় আশি ভার তাজা ।  
 যাকে জন পাকে খান পূর্বাপর রাজা ॥  
 অনমালী শিশু গালি সহিতে নারিলা ।  
 ক্রোধ ভরে কষাঘাতে শিশু প্রাণ নিলা ॥  
 চন্দন বিরোধ তাদে পঞ্চানন এইণ ।  
 যে যার খাতক থাকে পাছে নেয় সেই ॥

কুলবিচার ।

মার্তি উচিত গৃহ কড়ি ক্রিয়ার লক্ষণ ।  
 সমকক্ষে দানে আর্তি কহে বিচক্ষণ ॥  
 সমকূলে সমপুত্রে যদি কল্পা দেয় ।  
 উচিত লক্ষণ সেই কুলাচার্য্য কর ॥  
 সমপুত্রে যদি কিছু দোষযুক্ত থাকে ।  
 গৃহের লক্ষণ সেই কুলাচার্য্য লেখে ॥  
 গতে কড়ি নিয়া দান অত্যাতি বে হয় ।  
 পৌরসমে দান দিলে ছান ক্রিয়া কর ॥  
 পত্ন সমানের কল্পা গ্রহণে বিহিত ।  
 কর্মের ভাবেতে হয় সৎ আর উচিত ॥  
 দাতার আর্তিতে উপচয় গৃহীতার ।  
 উচিত দানেতে হয় উচিত গ্রহণ ॥  
 গৃহদানে গৃহ উপ বেই দান করে ।  
 গৃহীতার সৎ হয় কুলের বিচারে ॥  
 দাতার ব্যক্তির উপ কড়ি গৃহকড়ি দানে ।  
 গৃহীতার সৎ হয় বিচার প্রমাণে ॥  
 কল্পাদাতা কুলে করে অত্যাতি দান ।  
 গৃহীতার উপ নান কুলের বিধান ॥  
 নান ক্রিয়া কুলীনেতে করে কল্পাদাতা ।  
 গ্রহণে সভারে সৎ নাহিক অত্যাধা ॥  
 কুলভঙ্গ সঙ্গ কর্ম করে কুলীনেতে ।  
 কুলীনের উপ সৎ সেইত ভদ্রেতে ॥

দানে উপ লেখে কুলভগ্নেতে জানিবে ।  
 গ্রহণেতে উপ কুল বংশ বিচারিবে ॥  
 সংক্রিয়া মধ্যল্যে কুলীনে কৰ্ম করে ।  
 ক্ষেপ্য লিখে কুলীনের কুলের বিচারে ॥  
 বলাপাত্রে অভ্যপ অপ অচলেতে ।  
 কুলীনের হানি হয় সেইত কৰ্ম্মেতে ॥  
 আত্তিদান হয় সমকক্ষ সমকুলে ।  
 উচিত আদি হয় কেহ দানহীন হৈলে ॥  
 সমতা করিবে সমীকরণ লেখায় ।  
 পরে লেখা করি পূৰ্ব্বপুরুষ ক্রিয়ায় ॥  
 পূৰ্ব্বপুরুষ লেখা করি স্বয়ং পর্যা্য ধরি ।  
 জাতিবংশ ক্রিয়া ধরি লেখা নাতি করি ॥  
 এই মত লেখা করি লাভালাভ জানে ।  
 পণের নিয়ম মতে আদান প্রদানে ॥

কুলের দোষ ।

কুলাকুলদোষ কহি যে বিশেষ

হাস-বুদ্ধি যাতে হয় ।

বিপর্যায়দান আর রণ্ড পিণ্ড তাহে কুল হয় ক্ষয় ॥

পিতামহ সনে দান করে পৌত্রাপত্য ।

বিপর্যায় কুল নাহি থাকে সূণ নাশ পায় সত্য ॥

কন্ডা নাহি হয় কিম্বা হৌনে দান তিন পুরুষ  
 এই মতে !

কিম্বা অধোরা স্ত্রীভাবিবাহ—

গৃহীতার রণ্ডদোষ লিখি তাতে ॥

তিন পুরুষেতে পিণ্ড ইতরেতে

দান যাঁতারহে করে ।

পিণ্ডদোষ হয় কুল্যভাব পায়

কহিছে ষটক বরে ॥

দান আর গ্রহণহীন কুলবর্জিত তিন পুরুষে ।

কুল নাহি রয় ষটকেতে কর

নাশ পায় সেই দোষে ॥

তিন পুরুষেতে দোহিহ দোষে

কিঞ্চৎ কুললেশ রয় ।

উদরেতে গিয়া যদি করে ক্রিয়া

কুল তাতে পায় ক্ষয় ॥

গচন কার্যহে করে কুলীনেতে

কৰ্ম্ম ক্রিয়া করে নাহি আর ।

সেই হীন দোষে তার কুলনাশে

ষটকে কহে দিল সার ॥

তিন পুরুষেতে যদি কুলীনেতে

ধাকে উচিতাদি দান ।

তথাপি কুলেতে কিঞ্চৎ বর্ডতে

নহে কুলভঙ্গ-জ্ঞান ॥

ন্যূনক্রিয়া দানে করয়ে গ্রহণে

উচিতাদি নাহি তাকে ।

তিন পুরুষে যে কুলীনের তার কুল্যভাব লেখে ॥

বিচ্ছিন্ন পর্যায় তিন পুরুষ হয়

কুলভঙ্গ এই দোষে ।

বল লোভ বোধে গুর ধর চন্দে

কুল করি কুল নাশে ॥

বাকুঅন্তদোষে চান্দনৌবশেষে

চতুর্মণ্ডলাদি করি ।

পূৰ্ব্বকুল আর দেশ লাক্ষাপার

গ্রামনিন্দা যত করি ॥

বসতি সে দেশে করে কুলীনেতে

কুলনাশ তার পায় ।

দেশে আসি যদি থাকে সে কুলীন

পুন কুল নাহি তার ॥

দেশভ্রষ্ট স্থানে বসতি করিয়া

তথাপি অপ লেখে কুলজ বিচারে ।

রাজপুত্র সহ দান আর গ্রহণ

লব্ধক যে জন করে ।

নিগীধে নগিন নাশ পায় বেন

ভেদতি তার কুল হয়ে ॥

শ্রেষ্ঠ পুত্র যদি কুলীনসত্ত্বি হয় কুলীনের ঘরে।	কুল নাহি রয় মধ্যাণ্যের প্রায়
তথাপি তাহার অর্ধহানি হয় কুলেতে বিচারে ॥	কেম্য লেখে তার মনে ।
তিন পুরুষে পুন দান গ্রহণ লাভ কিরা থাকে ।	মধ্যাণ্যেতে তিন পুরুষে দানগ্রহণহীন বেট হয় ।
পুনর্দান কুল পূর্ণ হয় তার	তার সহিতে কিরা কুলীনের অপ ঘটকে লেখর
সভার ঘটকেতে লেখে ॥	রাজার আদেশে ঘটকে প্রকাশে
তিন পুরুষেতে দৌহিত্রদোষেতে	বিচার করি কুলেতে ।
বেবা হয় দানহীনে ।	কহে বিশেষিরা পুনদোষশুণ বৃহস্পতি ঘটকেতো*

উপরে যে রাজা দমুজমর্দনের কুলবিধি উদ্ধৃত হইল, তাহা বঙ্গালী কুলবিধিরই সংস্কার বলিয়া মনে হয় । আজও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থসমাজে এই ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে ।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় উভয় সমাজের কুলগ্রহ আলোচনা করিলে জানা যায়, রাজা দমুজমর্দনের সময় পর্য্যন্ত উভয় সমাজে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল । এমন কি, উপযুক্ত বৈত্তের সহিতও বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রকৃত প্রস্তাবে চন্দ্রদীপতি পরমানন্দ রায়ের সময় হইতেই দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ সমাজ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে । \*

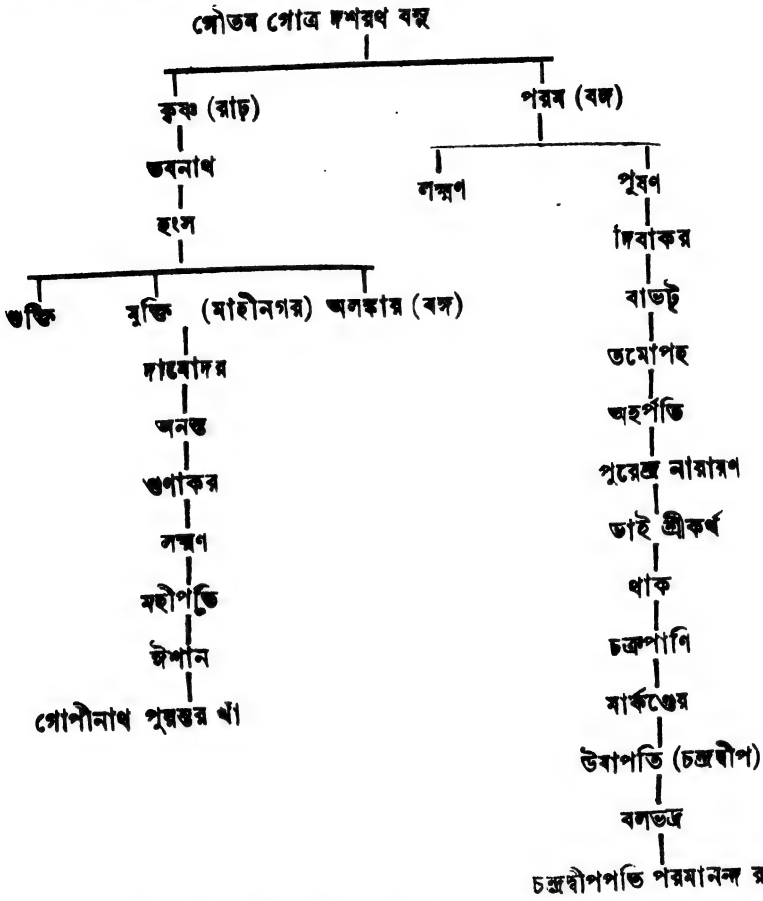
## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

### পুরন্দর খাঁ ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজ ।

সমগ্র গোড়বঙ্গে রাজা বঙ্গালসেনের নাম বৈরূপ সর্কজনবিদিত, দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজে পুরন্দর খাঁর নামও সেইরূপ সুপ্রসিদ্ধ । তিনি দক্ষিণরাষ্ট্রীয় বহুবংশে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা জৈশান খাঁ গোড়ের মুসলমান দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । পুরন্দরও অল্পবয়সে পিতার নিকট থাকিয়া মুসলমান রাজনীতিতে দক্ষ হইয়াছিলেন । যে সময়ে বহুবংশীয় পরমানন্দ রায় চন্দ্রদীপের অধিপতি হইয়া সমগ্র পূর্ববঙ্গের একছত্র অধিপত্য লাভের আয়োজন করিতেছিলেন, যে সময়ে তিনি দূরদেশবাসী বৈদেশিক রাজা-দিগের সহিত সন্ধিসন্ধি আবদ্ধ হইয়া চন্দ্রদীপরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে হাবসীবংশীয় পাঠান শুলতান পৌড়ের বাদসাহ ছিলেন । তৎপূর্বকই গোপীনাথ বহু শুলতান-গণের প্রিয় কার্যসাধন করিয়া রাজস্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিস্ব লাভ করেন । তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বহু ধনাধ্যক্ষ হইয়া গজরু খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন । চন্দ্রদীপতি পরমানন্দ রায়ের অভ্যুদয়ে বঙ্গজ কায়স্থসমাজে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল ।

\* বঙ্গজ কায়স্থ কালে সেই সময়ের বিদ্যুৎ ইতিহাস রচয়িতা ।

তাহারই প্রতিধ্বনি দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কার্যসমাজে আসিয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। বৃষ্টিবার স্মৃতি হইবে তাবিয়া নিয়ে পুরন্দর খাঁ ও রাজা পরমানন্দের পূর্ববংশলতা উদ্ধৃত করিতেছি :—



পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয়ের স্থান লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কার্যস্থ-কারিকার লিখিত আছে— “বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল ও চণ্ডীতলা থানার অধীনস্থ সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মভূমি ও আবাসভূমি ছিল। তাহার সম্ভানগণের মধ্যে অনেকেই সেয়াখালা গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বসতি করিয়া আছেন। কিন্তু এখনও সেখানে কেহ কেহ বাস করিতেছেন এবং তথায় তাহার স্মৃতিচিহ্ন আছে।” \* কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ এবং যে সমাজে পুরন্দর খাঁর জন্ম সেই মাহীনগর সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে সেয়াখালার কথা অপ্রকৃত বলিয়াই মনে হইবে। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাকুইপুর থানার মধ্যে মল্লিকপুর রেল-স্টেশনের অনতিদূরে মাহীনগর গ্রাম অবস্থিত। এই মাহীনগরে পুরন্দর খাঁর

\* কার্যস্থকারিকা (কার্যস্থ কুলরক্ষিতী সভা হইতে ৩৭৭ নং লাল বহু মহাপত্রের বহু প্রকাশিত) ৩৩ পৃষ্ঠা (প্রতিমা)।

প্রতিষ্ঠিত একশত বিধা একটি পুস্তিকা আছে, উহা “বাঁ পুস্তক” নামে পরিচিত। পুস্তিকায় খননার্থ সহজ সহজ খনক যে স্থানে কোদাল রাখিত, আজিও সেই স্থান “কোদালিয়া” গ্রামে পর্য্যবসিত। মাহীনগরের যে অংশে পুরন্দর খাঁর বাস ছিল তাহাই তাঁহার আশ্রয় কুটুম্বে পরিবৃত্ত পুরন্দরপুর নামে প্রখ্যাত হয়, সেইরূপ তাঁহার ভোঁঠ ভ্রাতা গোবিন্দ গঙ্গার্করখাঁর নামাহ-সারে মাহীনগরের অদূরে গোবিন্দপুর এবং কনিষ্ঠ সুলতানবর খাঁ বল্লিকের নামে বল্লিকপুর গ্রাম সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ গ্রামগুলি আজিও বর্তমান থাকিয়া পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

প্রজাতীয়বর্ত্তী মাহীনগরে পুরন্দর খাঁ যে ভ্রাতৃগণসহ বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পুরন্দরখাঁর অভ্যুদয় সম্বন্ধে লাভারণের বিশ্বাস যে সুলতান হোসেন শাহের সময় তিনি গৌড়েশ্বরের রাজস্বমন্ত্রী (Finance-minister) ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রহ আলোচনা করিলে জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের পূর্বে তিনি কায়স্থ-সমাজপতি ছিলেন এবং গৌড়ের দরবারে লেখাপড়ার কর্ত্তা বা সাক্ষিবিশিষ্ট ছিলেন। আর তিনশতবর্ষের পূর্বে মালাধর ঘটক ‘রায়নার দত্তবংশ’ সম্বন্ধে যে কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পুরন্দরখাঁর প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“৮৯২ সনে মুলুক দেখিতে ।

বাজলার বাদশা আইল দিল্লী হৈতে ॥

সবাব আইল সঙ্গে লয়া সেনাগণ ।

হতী ষোড়া পলাতক না যার গণন ॥

ধো ধো দামায়া বাজে উটের উপর ডক্ক ।

সময়েতে সুরসেন নাহি করে শক্ক ॥

সুরসিংহ রুদ্রসিংহ আইল যেন বসন্ত ।

দলপতি গজপতি কজি রাজপুত ॥

সুরসিংহ রুদ্রসিংহ দলের সর্দার ।

বাদশা খেরাতি হুই দিলেক জুহার ॥

পূর্ব নাম লুপ্ত হইল কার্য অমুক্তমে ।

দলপতি গজপতি সর্কলোকে জানে ॥

নানাদেশে ফিরি ঘুরি আইলা রায়নাতে ।

পুরন্দর খাঁ বসু আইলা বঙ্গদেশ হইতে ॥

মর্যাদাসাগর তুল্য সন্তে সনিনয় ।

লেখাপড়ার কর্ত্তা হন জ্ঞানভনয় ॥

আর যত কায়স্থ আছ এ মুহুরী ।

লেখাপড়া করে সবে বসু-আজ্ঞাকারী ॥

রায়নার আসি সন্তে হইল উপস্থিত ।

দিব্যস্থান দেখিয়া ভবে মনে পাইলা প্রীত ॥

বার দিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল ।

হর্যাকুল দিয়া ভ্রাতায়ে আশীষ কৈল ॥

কজি বৈষ্ণ শূত্র আসি করে নমস্কার ।

মর্যাদা দেখিয়া ভাবে সুরসিংহ কৌমার ॥

পুরন্দর খাঁ বসু যেন বল্লর চন্দন ।

বাহার পরশ হৈল কায়স্থের শোভন ॥

হুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান ।

দেখিয়া শুনিয়া তাহার উল্লাসিত প্রাণ ॥

তাহা শুনি হুই ভাই বাজাল ভিতরে ।

কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে ॥

যত টাকা লাগে আমি দিব এখানে ।

কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্কজনে ॥

টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে ।

মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অমুদারে ॥

ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক যত ।

ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয় হরষিত ॥

সমাজ ভাবিয়া না পান কোন হাস ।

বোল সমাজ মৌলিকের স্থানেতে প্রধান ॥

রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্কজন ।

আজি হতে হৈলেন জাতি ত্রীকরণ ॥

এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত ।

ঘটক মালাধর করিল বিরচিত ॥”



উক্ত কারিকা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ৮৯২ হিজরী সনে বা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার পুরন্দর খাঁ বর্ধমান জেলার রায়না গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে প্রিরাছেন এরূপ পরিচয় আছে। বাস্তবিকই তৎকালে রাহীনগর সঙ্গার পূর্বপারে অর্থাৎ বঙ্গদেশে থাকিরা বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার আগমনকথা লিখিত হইরাছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে ঐ সময়ে কোন দিল্লীখরের বাদশার আসিবার কথা পাই নাই। ঐ সময়ে দিল্লীতে বহুলোল লোদী বাদশাহ ছিলেন। তিনি জৌনপুর ও বারাণসী পর্যন্ত অধিকার করিরাছিলেন এবং বিহার পর্যন্ত আসিরাছিলেন। এই সময়ে গৌড়ের অধিপতি ছিলেন সুলতান কতেশাহ। বিহার পর্যন্ত তাঁহার অধীন ছিল। তিনি বিত্তা-দরা-দাক্ষিণ্যাদি নানা সঙ্গুণে ভূষিত ছিলেন। যে সময়ে বিহারপ্রান্তে দিল্লীখর উপস্থিত হইরাছিলেন, সম্ভবতঃ বঙ্গের কতেশাহ সেই সময়ে দিল্লীখরের সহিত দেখা করেন। এখানে রায়নার দত্তবংশের পূর্ব-পুরুষ সুরসিংহ ও রুঙ্গসিংহ দুই রাজপুত্র সর্দার কতেশাহের সঙ্গে মিলিত হন। সম্ভবতঃ উভয়েই দলপতি ও গজপতি উপাধি লাভের সহিত রায়না জায়গীর প্রাপ্ত হন। গৌড়ের সাক্ষি-বিগ্রহিক পুরন্দর খাঁ উভয়কে জায়গীর বুঝাইরা দিবার জন্ত রায়নার আসিরা দরবার করেন। এই দরবারে পুরন্দর খাঁর অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করিরা কত্রির রাজপুত্রবংশীর দুই বীর কায়স্থ-সমাজে মিলিত হইবার জন্ত পুরন্দর খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কতেশাহের পূর্বে বুলক শাহের আধিপত্য কালে বাঙ্গলার নিগৃহীত হিন্দুপ্রজাগণ কিছুদিনের জন্ত শাস্তির সুখ দেখিতে পাইরাছিলেন। তাহার ন্যায়পরতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের কথা ইতিহাসে বর্ণিত হইরাছে। তাহারই সময়ে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীঘর ঘটক রাজার কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কারকমে মেল প্রচার করেন। মনে হয়, তৎকালে পুরন্দর খাঁ মুসলমান রাজদরবারে থাকিরাও ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতি ও সংস্কার বিধি লক্ষ্য করিরাছিলেন।

গৌড়ের কতেশাহের সিংহাসনাধিরোহণকালে এখানে হাবসী ও খোজাগণ পূর্ব হইতেই রাজসরকারে আধিপত্য করিতেছিল। তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবর্গের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইরাছিল। পুরন্দর খাঁর মন্ত্রগাণ্ডে তাহার প্রতিবিধান জন্য কতেশাহ কয়েকজন সর্দারকে উপযুক্ত শাস্তি দিরা তাহাদের মর্যাদা হ্রাস করিরা দেন। ইহাতে তাহার সুলতানের একান্ত শত্রু হইরা দাঁড়ায়। তাহারা অন্তঃপুররক্ষী পাইকদিগকে উৎকোচে বশ করিরা ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে একদিন গভীর নিশীথে রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে সুলতান কতেশাহকে বধ করেন। কতেশাহের বিনাশের পর খোজা বারিক শাহাজাদা নাম ধারণ করিরা সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহাকেও বেশী দিন রাজত্ব করিতে হয় নাই। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে সৈফউদ্দীন কিরোজ শাহ হাবসী রাজা হন। অত্যন্তকাল রাজ্যশাসন করিলেও তিনি জন সাধারণের হিতকর অনেক কার্য করিরা গিয়াছেন। ইহার পর নাসিরুদ্দীন বাঙ্গুদ

শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পূর্ববর্ণিত কতেশাহের পুত্র। ইনি অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধিবদর হস্তে গোপনে নিহত হন। সিদ্ধিবদর মুজঃকর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ উৎপীড়ক ও যথেষ্টাচারী রাজা দেখা যায় নাই। তাঁহার অভ্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া হিন্দু সামন্ত ও মুসলমান ওয়রাহগণ একত্র হইয়া তাঁহার বিনাশের আরোজন করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মকাবাসী সৈয়দ হোসেন সরিক। তাঁহাকে মূৰখপাত্র করিয়া বিপক্ষগণ সুলতানের রাজধানী অবরোধ করেন। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান রণক্ষেত্রে পরাস্ত হন ও প্রাণবিসর্জন করেন। সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দৌল হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সামান্য কৃতদাস বা খোজাবংশে তাঁহার জন্ম নহে,—বেশম বকার সরিক রূপ উচ্চ বংশে জন্ম, তিনি তদনুরূপ বরাবর বংশধর্যাদা বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অশাসনে গোড়বঙ্গে মৃত্যু বৃগ অনিবার্য ছিল। মহাত্মা পুরন্দর খাঁ বরাবর উচ্চপদে থাকিয়া মুসলমান সুলতানগণের অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সুলতান হোসেনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিতেন। এমন কি তিনি এ সময়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে সর্বোৎকর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোড় ও রাঢ়ের নানা স্থানে তাঁহার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য গড় বা শাসনকেন্দ্র নির্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে মাহোনগরের পার্শ্ব দিয়া বেগমবতী স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত হইত। মাহোনগর হইতে গোড় পর্যন্ত পুরন্দর খাঁর নৌবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। মাহোনগরে পুরন্দরের হস্তিশালা, অশ্বশালা ও সৈন্য সামন্ত বিরাজ করিত। তাঁহারই পুণ্ড্রোত্তান আরও ‘মালক’ নামে অভিহিত রহিয়াছে। সুলতান হোসেন শাহের সময় পুরন্দর খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রগণের উপর রাজকীয় ভার অর্পণ করিয়া নিজে কতকটা সামাজিক কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রই মুসলমান দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র কেশব খাঁ সুলতান হোসেন শাহের ছত্রনাজির পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কেশবছত্রী নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন।

যে সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গোড়ের নিকট রামকোলি গ্রামে উপস্থিত হন, সেই সময় বহু সংখ্যক ডাক্তর তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। জনতার কল্লোল-কোলাহলে বিরক্ত হইয়া মুসলমান নগরকোতোয়াল গোড়েশ্বরকে জালাইল যে বহু-সংখ্যক লোক অনবরত ভূতের কীৰ্ত্তন করিতেছে। সুলতান হোসেন শাহের নিকট তৎকালে এখান হিন্দুসভাসভ ছিলেন—ছত্রনাজির কেশব বসু, সাকরমল্লিক রূপ ও দবীরখাস সনাতন। কেশবছত্রীর কথার গোড়েশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবের থাকিবার ও সর্কীৰ্ত্তনপ্রচারে বাহাতে কেহ বাধা না দেয় বা অস্ত্রের আচরণ করিতে না পারে তজ্জন্ত রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। কেশব খাঁ ব্যতীত তাঁহার অমুখ্য নোলাস্বর খাঁ, শ্রীনিবাস খাঁ, নরহর খাঁ ও হরিহর খাঁ—পুরন্দর খাঁর পঞ্চ পুত্রই গোড়ের দরবারে অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয়ের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। ১৪০২ শকে বা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র

ব্রাহ্মণসমাজে দেবীঘর বেল প্রবর্তন করেন। আবারের বনে হয় সেই সময়ে পুরন্দর খাঁও দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কার্য-সমাজে ১৩শ পর্যায়ের কুলীনগণের সমীকরণ ৷ একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি গোপীনাথ বসু মুসলমান দরবারে ‘মল্লিক পুরন্দর খান’ উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়া মুসলমান আদলে শ্রেষ্ঠ হিন্দু কর্মচারিগণ বৈষ্ণব ‘রাজা’ বা ‘মহারাজ’ উপাধিতে ভূষিত হইতেন, পুরন্দর খানেরও সেইরূপ পৃথক উপাধি ছিল। কুলগ্রহে তাঁহাকে ‘মহারাজ’ ও ‘গৌড়াধিকারী’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

তাঁহার পূর্বে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলীন-সমাজে অনেকটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অনেক কুলীনই বঙ্গালোবিধি অংশারে চলিতেন কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রবিপ্লবও তাঁহার অন্ততম কারণ। দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় প্রাচীন প্রথা অল্পসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই ‘প্রকৃত মুখ্য’ হইতে পারিতেন, অপর কাহারও সে পদে অধিকার নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—বাগাণ্ডসমাজে ৯ম পর্যায়ের বনমালী বহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্দারশিব নিকুদেশ হওয়ার বনমালীর ২য় পুত্র প্রভাকর প্রকৃত মুখ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে সর্দারশিব স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করেন এবং দান গ্রহণ দ্বারা ‘মধ্যাংশ’ কুলীন বলিয়া পরিচিত হন। এইরূপ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল। এমন কি পুরন্দর খাঁর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সৎপুত্র গোবিন্দ গন্ধর্ষ খাঁরও কুলে দোষ পড়িয়াছিল। উভয়ের কুল-পরিচয় সম্বন্ধে ঘটকচাঁওঁয়ের সংস্কৃত কারিকায় বিস্তৃত ভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

“অথ গন্ধর্ষখানস্ত কুলং ।

কাকুদ্বৈষোবতনয়ে তনয়া সত্ত্বদার  
প্রামাণিকীং বদপি তত্র কচিং নদ্যত ।  
তস্তাংগজা গ্রহণতো ন চ তোষমাং  
গন্ধর্ষখান-বসুজঃ নতু দানহীনঃ ॥  
ত্রীসর্দারোবতনরাং তনয়েন নোভা  
ভূয়ো বিভাতি স্ততরাং স্বপদে প্রতিষ্ঠাঃ ।  
পর্যায়ন্ত তনয়া স পরাশরস্ত  
জগ্রাহ মালাধরজাং খলু মুখ্যাবধাঃ ॥  
দৈত্যারিষোবং সংপ্রাপ্য চতুর্ধগ্রহণেন চ ।  
গন্ধর্ষো বিপ্রভকোপি বিপর্যায়ের কুলস্থিতঃ ॥  
তদমুজ ১৩ সংস্কৃত পুরন্দরখানস্ত কুলং ।  
আসীৎ ত্রীলপুরন্দরঃ ক্ষিতিলে ভূদেবসংবরতঃ ॥

বশচক্রে কুলশৃঙ্খলং মুদাযুতাং লৌকরনিদ্যং মুদা  
আদৌ বোষযুধিষ্ঠিরং বিতরণাং সংপ্রাপ্য ত্রীমন্তকং  
তংপশ্যাৎ শিবদোষকং কৃতিবরো মুখ্যঞ্চ

যোহকৃতঃ ॥

লকা সোপি রাঘবাং সহজতাং শ্রেণীক চক্রে তত-  
স্তম্মাদেবোপরাশরং কুলবরং স্বীশানবোষ মুদা  
দেবেশং ক্রমশঃ প্রদানবিধিনা লেভেচ মালাধরং  
সোত্যর্থংসুতবে সূচাক্রমহিমাগৌড়াধিকারীষতঃ ।  
তজ্জা কোমলতাং ততঃ সহজতাং জগ্রাহ

ভাগ্যেন বা

চক্রেহসৌ নবরজতাং

কৃতবরো যাত্তোহি গোষ্ঠীপতিঃ ॥”

( সমীকরণ-কারিকা )

সার্কভৌম ঘটকের ঢাকুরী বা বাঙ্গালা কুলকারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

“১২ স মু জ্ঞানখানস্ত স্তত ১৩ গন্ধর্ষ খানস্ত কুলং ।

প্রামাণিকে ত্রীকান্তদোষে দান দিলে গন্ধর্ষখান । তার কস্তা গ্রহণ করি কুলে অপমান ।

কেম্য দোবে দোবী ছিল সর্বানন্দ ঘোষ ।  
 তাঁর কস্তা গ্রহণ করি কুলে পরিভোষ  
 ভ্রমোদ্ধারে কুল রক্ষে সর্বলোকে কয় ।  
 ভাগ্য ক্রমে মটী পরাশর তাঁর দোজ যায় ॥  
 তৃতীয় গ্রহণ মালাধর কুলে বড় দাপ ।  
 চৌটিগ্রহণ দৈত্যারিঘোষ বৃচায় কুলের তাপ  
 সার্কভোম-ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
 সর্বানন্দ ঘোষ তাঁর রক্ষার কারণ ॥

তদমুজ পুরন্দরখান অশ্রু কুলং ।  
 ঈশানতনয় জাত, বাড়মুখ্য গোপীনাথ,  
 পুরন্দর যাহার আখ্যান ।  
 করিলে কুলের সৃষ্টি, পূর্বে যে বঙ্গাল দৃষ্টি,  
 পর্যায়বদ্ধ কুলের বিধান ॥

সহজ আপন কাজ, দানার্থে পাইলে লাজ  
 বিপর্যায় ঘোষ গদাধরে ।  
 পুনঃ সত্য যুধিষ্ঠিরে, পিতা পুত্র একঘরে,  
 যোগে শিব গেলা দেশান্তরে  
 কোমলে হইল বর্ত, নাই যত সহজার্ভ  
 চিত্তে চিন্তিত পরে এই ।  
 ভ্রমোদ্ধারে কুল রক্ষে, পুনঃ পরাশরে সক্ষে  
 হেরষতনয় সহজ সেই ॥  
 আদানেতে মালাধর, ঘোষ মুখ্য সহজবর  
 সহজ বলি কুলে হইল ডাক ।  
 সার্কভোম বলেন শুন, কুলকর্তী তেত্রি জান,  
 সহজার্ভি এ কারণে পাক ॥”

সার্কভোম ঘটকের ঢাকুরে লিপিত আছে, কোমলে কাজ হইলেও কুলকর্তী বলিয়া  
 তাহাদের ভ্রমোদ্ধার হইল ও সহজ বলিয়া পরিচিত হইলেন ! এই উপলক্ষে পুরন্দরখান  
 • সমগ্র দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলীনসমাজ আহ্বান করেন । সার্কভোম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

“সুতরাং বসুজার কুল কোমলের কাজ ।  
 কুলকর্তী ক্রমে হইল সহজে বিরাজ ॥  
 নররূপে জন্মিলেন আপনি পদ্মাসন ।  
 নতুবা গন্ধর্ব্ব কুল রাখে পোন জন ॥  
 স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আইলেন পুরন্দর ।  
 সভা করিবার তরে আনাইল কুলবর ॥  
 গঙ্গাতীরে দক্ষিণরাষ্ট্র কুলীন সারি সারি ।  
 বিধাতা-নির্ম্মিত যেন অমর-নগরী ॥  
 কুলেতে ধার্মিক ছিল যুধিষ্ঠির রাজা ।  
 সভা মধ্যে তাঁর তরে করিলেক পূজা ॥  
 যজ্ঞা কারণ হেতু শিবের আগমন ।  
 পরাশর মুনিবরে করিলে বরণ

সেইখানে পরাশর আইলেন শীঘ্রগতি ।  
 ঈশান আইল তবে তাহার সংহতি ॥  
 দেবরাজ আইলেন সেই সভা দেখিবারে  
 গন্ধমাল্য হাতে করি মালাধর ফিবে ॥  
 সহজ সুন্দর অতি দেখিতে সুছাঁদ ।  
 মালাধর আইল যেন পূর্ণিমার চাঁদ ॥  
 তাহা দেখি পরাশর কৈল অভ্যর্থন ।  
 পরাশর মালাধর ক্রমে সে জোগান ॥  
 সার্কভোম-ঢাকুরী এই কর অবধান ।  
 ছেই বন্দে করেন কুল পুরন্দর খান ॥  
 তিন কস্তা প্রামাণিকে দিবে যত চিত্র ।  
 মদনঘোষ গদাধর আর কুবের মিত্র ॥”

কুলগ্রন্থ আলোচনা করলে মনে হয়, পূর্বে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজে যাহা বঙ্গালী কুলবিধি  
 বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আধিকাংশই পুরন্দর খানের সময়ই সম্যকভাবে বিধিবদ্ধ  
 হয় । পূর্বে এখানে বিপর্যয়ে আদান প্রদান চলিত, কিন্তু পুরন্দর সপর্যায় কুলকার্য্য

করায় রীতি প্রবর্তন করেন। বঙ্গালোকপ্রধায় কল্যাণত কুল, কিন্তু পুরন্দর তাহা উঠাইয়া দিয়া ষোড়শপুত্রগত কুলের ব্যবস্থা করেন। \* কল্যাণের প্রসার হইবে ভাবিয়া তাঁহার ঘরে বড়ভাতা বা ছভায়া কুল প্রচলিত হয়। পূর্বে কুলীনেরা মৌলিকগণকে হীনভাবে দেখিতেন এবং সহজে মৌলিকের সহিত আদান প্রদান করিতে চাহিতেন না। অষ্টঘর সিদ্ধ মৌলিকের সহিত কচিংসম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও কুলীনেরা সাধ্য মৌলিকগণকে ভাল ভাবে দেখিতেন না। পুরন্দর সাধ্য মৌলিকগণের মধ্যে পাল, নাগ, অর্ণব, সোম, ব্রহ্ম, আদিত্য, আইচ, ভঞ্জ, ছোড়, তেজ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, নন্দী, রক্ষিত ও চন্দ্র এই ষোল ঘরের মধ্যে কুলীনের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তৎকালে উক্ত ১৬ ঘরের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন—নারায়ণ পাল, কলাধর নাগ, রাজ্যধর অর্ণব, বলভদ্র সোম, শিবানন্দ ব্রহ্ম, গোপাল আদিত্য, সদানন্দ আইচ, বুদ্ধিমত্ত রাহা, রাজীব ভঞ্জ, হরি ছোড়, বসন্ত তেজ, মুকন্দরাম ব্রহ্ম, গৌরীকান্ত বিষ্ণু, নন্দী খাঁ নন্দী, রাজেন্দ্র রক্ষিত ও খিসিয়া চন্দ্র। এমন কি পুরন্দর খাঁ মৌলিকগণকে কুলীনের আশ্রয় বা লয়া ঘোষণা করেন। এই সময় হইতেই দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় সমাজে মৌলিকের সম্মান বাড়িয়া যায়। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজে কুলীনগণ সম্বন্ধে তিনি বৈরাগ্য বিধিব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মৌলিকগণ সম্বন্ধেও সেইরূপ পৃথক নিয়ম চালাইয়া গিয়াছেন,—যথাস্থানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজে মুসলমান রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রাচীন আধিকাংশ কুলগ্রন্থই নষ্ট বা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই কারণে পুরন্দরের পূর্ববর্তী সময়ের আদান প্রদানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরন্দর খাঁ উপযুক্ত কুলচার্য্য নিযুক্ত করিয়া অংশ ও বংশ-পরিচয় বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এজন্য কুলজ্ঞ, কুলীন ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক সমাজ কৃতজ্ঞতার সহিত পুরন্দর খাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পূর্বে বংশবংশ হইতেই প্রথম বংশগণনা হইত। পুরন্দর বহুবংশ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন বা লয়া তৎপরে বঙ্গসমাজের শ্রায় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজেও বহুবংশ হইতেই প্রথম বংশগণনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহার সময় নীচপুরুষ হইতে যে বংশধারা কীর্তিত হইয়াছিল, তাঁহার কুল বাধর শেষে সেই বংশগণনা উদ্ধৃত হইল।

\* এ সম্বন্ধে ঘটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণরাষ্ট্রীয়-কাহিনীর এইরূপ লিপিত আছে—

“পূব আর পশ্চিম বত, বঙ্গের বারেক্স খ্যাত, উত্তর দেশেতে উত্তররাষ্ট্র।  
দক্ষিণে গঙ্গার কুল, দক্ষিণরাষ্ট্রীয় মূল, জাহ্নবী সমুদ্রে কলা বাড়ী।  
তিন কুলে ছয় ভাই, রাজল গিয়া টাই টাই চিহ্নিত সমাজ কৈল সৃষ্টি।\*\*\*  
কত কাল এই রূপে বংশবৃত্তি সমভাবে, সমানে সমানে করে কুল।  
নাহি ছিল ছোট বড়, কুলকাণ্ড ছিল দড়, পর্য্যাপ্ত বন্ধ নাহি ছিল মূল।  
তের পর্য্যায় পুরন্দর, জন্মিলা ঈশানধর বহুবংশ কুলের বিধাতা।  
মহারাজ চক্রবর্তী ভুবন ভরিয়া কীর্তি, আরম্ভিল কুলের ব্যাধা।  
জ্যোতের জ্যোতিয়া ধরি ক্রমাগত লেখা, করি ছয় সমাজ ছয় প্রকৃত ভিন্ন।  
ইহার অনুলোম, কনিষ্ঠ মধ্যাংশ তেওজ, ছভায়া কনিষ্ঠ ওত চিহ্ন।  
বিতীয়পুত্র মুখ্য হয়, পঞ্চম কনিষ্ঠ হয়, ষষ্ঠম সপ্তম মধ্যাংশ।  
অষ্টম নবম তেওজ কুল, সেই যে সজার মূল, সেই যে বিচার কুলে অংশ।”

সমবেত কুলজ ও কুলীনগণের সম্মতিক্রমে পুৰন্দর নাম ধারণ ব্যবস্থা করেন, ঘটকা-  
চার্যের সংকৃত কারিকায় তাণ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

“নবং কুলং বট প্রকৃতস্ত ধাম বস্মিন স্থিতা স্তে বসু-বোষ-মহাঃ ।  
আকনা-সমাজে বিররাজ বোষঃ প্রভাকরো মুখ্যবর-প্রসিদ্ধঃ ॥  
বালি-সমাজাশ্রিত-বোষ-বর্ষো নিশাপতিঃ শুদ্ধমতিঃ প্রবুদ্ধঃ ।  
ভক্তিঃ বাগাণ্ডাপ্রিত-সাধুশীলো মুক্তিচ মহীনগরং জগাম ॥  
বড়িয়া-সমাজং গতৌ ধুই-মিহঃ সটেকামগচ্ছৎ ধী ও ইমিত্রঃ ।  
সমাজঞ্চ বোষাদিকানাঞ্চ কৃত্বা বিরজে চ রাজা কৃতো মেলিবদ্ধঃ ॥  
আদৌ মুখ্যস্তদনু কনিষ্ঠঃ বড় ভ্রাতামৌ তদনু গরিষ্ঠঃ ।  
মধ্যাংশে হং তুর্গাকনামা কুলজাশ্রিতে বহুসম্মানাঃ ।  
কনিষ্ঠস্ত দ্বিতীয়োহপি পুত্রঃ বড় ভ্রাতুরেব চ ।  
মধ্যাংশস্ত দ্বিতীয়াশ্রিত তথা তুর্গাশ্রিত পুত্রকঃ ॥

পুত্র্যস্ত জীবধ প্রাক্তঃ প্রকৃতঃ সহজোহপি চ  
কোমলশ্রুত ততো জ্যেয়ো ঘটকানামিদং মতং ॥  
প্রকৃতস্ত সমে শৌৰ্য প্রকৃত-সহজস্ত চ ।  
সহজে কোমলশ্রুপি মুখ্যানাঞ্চ মহাশূন্যঃ ॥  
মুখ্যানাঞ্চ দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়োপি সূতাবুজো  
নিদ্রা মুখ্যতাং প্রাপ্য বিভাতি কুলমণ্ডলে ॥  
বড় ভ্রাতা চ কনিষ্ঠ হং বর্দ্ধিতা লভতে কুলং ।  
কনিষ্ঠস্ত দ্বিতীয়োপি কাক্ষং তুর্গাশ্রমেব চ ।  
ইদানীং যাত্রে তচ্চ কুলজৈশ্চ বিধানতঃ ॥  
শৌৰ্য্যকৈব সমাবেশো নিন্দাচক্রমশোভয়েৎ ।  
কুলজানামিদং কৰ্ম্ম অংশেন পরিকীৰ্ত্তিতং ॥  
সমানে চাক্তাদানানং কুলজানং মহাশূন্যঃ ।  
অনুজে চ কুলে দানং যজ্ঞাতাণো নিগম্যতে ॥  
উভয়োঃ সমভাবশ্চ কুলজৈশ্চ বিশেষতঃ ।  
অধিকে গ্রহণং শৌৰ্য্যমনুজে চ কুলভ্রমঃ ॥  
ছেয়ীতি ভাষা মুখ্যস্ত সাম্যে ব্যবহৃত্য সূতা ।  
যজ্ঞাক্তৌ জবতান্তকুলস্ত প্রতিসারিণী ॥  
পুৰন্দর-বধাতাপি কৃত্বা চ বিচক্ষণা ।  
ইদানীং শোভতে নাপি বধা চম্ভস্ত চম্ভিকা ॥

সুপক্ষেপ কৃত্বাঃ যাতি নাপক্ষেষু কদাচন  
কুলজানামিদং কৰ্ম্ম কুলজৈঃ কথিতং পুরা ॥

মুখ্যস্ত কার্য্যঃ

ছেয়ীতি ভাষা মুখ্যস্ত সাম্যে ব্যবহৃত্য ময়া ।  
তস্ত কার্য্যং প্রবক্ষ্যামি কুলজৈঃ জায়তে চ সা ।  
সমানে প্রথমা কৃত্বা দ্বিতীয়া চ কনিষ্ঠকে ॥  
বড় ভ্রাতৃকে তৃতীয়া চ মধ্যাংশে চ চতুর্থিকা ।  
চতুর্থে পঞ্চমো দেয়া গ্রহণং তুল্যজ্ঞানি ।  
দ্বিতীয়াং গ্রহণং কার্য্যং কনিষ্ঠে চাতিশোভনং ॥  
মধ্যাংশে তৃতীয়াং প্রোক্তং চতুর্থে চ চতুর্থকং ।  
নবরঙ্গমিতি প্রোক্তং মুখ্যানাং হি মহাশূন্যং ॥

কনিষ্ঠস্ত কার্য্যঃ

কনিষ্ঠানাম সমে শৌৰ্য্যং তংপুত্রে সহজং স্বতং ।  
মধ্যাংশে চাতিনিন্দা চ চতুর্থে প্রতিসারিণী ॥  
মুখ্যস্ত দ্বিতীয়া ছেয়ী মধ্যাংশে চ দ্বিতীয়কং ।  
চতুর্থে তৃতীয়াং কার্য্যং কুলজৈঃ কথিতং পুরা ॥

ছত্ৰা-কুল-কার্য্যঃ

মধ্যাংশদানেন বশোধরাবুজো সমে চ কার্য্যং  
কুলজৈঃ নিগম্যতে ।

ভক্ত্যনুজ্ঞে সংপ্রতিসারিণী চ দেয়া বিধানেন  
প্রদানমেতৎ ।

হেয়ীতি বা জন্মকনিষ্ঠপশ্চাৎ দ্বয়ঞ্চ কার্য্যং  
স্মৃতরাং চতুর্থে ॥

কনিষ্ঠে গ্রহণং কার্য্যং তৎপুত্রে চ তথৈব হি ।  
শ্রেণীং তৃতীয়ানাং প্রাপ্য শোভতে চাতিস্মন্দরং ॥  
চতুর্থে শ্রেণীলাভশ্চ নিন্দাংশে বিহিতঃ সদা ।  
দ্বিতীয়গ্রহণে নৈব চতুর্থে চ যশোধরঃ ॥

তেজস্বস্ত কার্য্যং

তেজস্বস্ত কুলং বক্ষ্যে সমদানেন ভূষিতঃ ।  
যড়্ভ্রাতৃগ্রহণে নিন্দা ন করোতি কদাচন ।  
কনিষ্ঠাদি দ্বিতীয়েহপি তনয়ে চ তথৈব চ ।  
অনুজ্ঞে সারণং দেয়ং তথা মুখ্যে চতুর্থকং ।  
মুখ্যস্ত পঞ্চমী শ্রেণী গ্রহণং শৌর্য্যমুচ্যতে ।  
মধ্যাংশে চ তথা প্রোক্তমিদং কর্ত্ত্ব বিশেষতঃ ।  
যড়্ভ্রাতৃগ্রহণং নিন্দা ন করোতি কদাচন ।  
কনিষ্ঠে প্রতিসারণং নিন্দাংশে বিহিতঃ স্মৃতঃ ।  
মধ্যানুজ্ঞে দ্বিতীয়েন গ্রহণে চ যশোধরঃ ।  
এতানি তেজ-কর্ণাপি ঘটকৈর্গায়তে মুদা ॥  
কনিষ্ঠস্ত দ্বিতীয়পুত্রস্ত কার্য্যং  
কনিষ্ঠস্ত দ্বিতীয়োপি সমদানাদ্ যশোলভেৎ ।  
তেজস্বস্তানুজ্ঞে দানাদিচ্ছিতশ্চ কুলে মহান্ ॥

রজনীকর ঘটকের দক্ষিণরাঢ়ায় কুলকারিকায় পুরন্দরের কুলপ্রথা সম্বন্ধে এইরূপ  
লিখিত আছে—

“বহুবংশে পুরন্দর ঈশান-নন্দন ।  
আজ্ঞাস্বজ্ঞে ভাবাভাব সংশয় নিরূপণ ॥  
তিন গোত্র নয় কুল ছয় সমাজ ।  
ক্রমেতে কহিব যত কলীনের কাজ ॥  
ঘোষ নিশাপতি বালি দ্বাকনায় প্রভাকর  
সুজি বহু বাগাণ্ডায় সুজি মাংসগর ॥  
ধুই মিত্র বড়িশা শুইএর সমাজ টেকা ॥  
তিনচয় হয় পবিত্র কবে নয় লেখা ॥

তেজস্বস্তাকৃতী গ্রাহ্য কনিষ্ঠপ্রতিসারিণী ।

তেজস্বস্তানুজ্ঞে দ্বিতীয়ং গ্রহণঞ্চ যথাক্রমাৎ ॥

ছভার্য্য-দ্বিতীয়পুত্রস্য কার্য্যং

যড়্ভ্রাতৃ দ্বিতীয়পুত্রঃ সমদানান্তশোধরঃ ।  
তেজস্বস্তানুজ্ঞে দানে মজ্জাভাবো হি কথ্যতে ॥

তেজস্বস্তাকৃতিলাভাদ্গুণবান্ ভূরি ভাগ্যন্তঃ ।

যড়্ভ্রাতৃঃ প্রতিসারণে সমাবেশো নিগন্ততে ॥

মধ্যাংশস্ত দ্বিতীয়পুত্রস্ত কার্য্যং

মধ্যাংশস্ত দ্বিতীয়োপি সাম্যে দানাদ্গুণীভবেৎ ।

তেজস্বস্তানুজ্ঞে দানাদ্চ নিন্দাং নবগুণং লভেৎ ॥

তেজস্বস্ত গ্রহণং কার্য্যং মধ্যাংশপ্রতিসারিণী ।

তেজস্বস্তদ্বিতীয়ঞ্চ গ্রহণং শৌর্য্যমুচ্যতে ।

তেজস্বস্তানুজ্ঞস্য কার্য্যং

তেজস্বস্তানুজ্ঞঃ দানেন সাম্যে শৌর্য্যং নিগন্ততে ।

কনিষ্ঠানাং দ্বিতীয়ে চ দানং নিন্দা দ্বিতীয়কং ।

মধ্যাংশানাং দ্বিতীয়ে চ গ্রহণং শৌর্য্যমুচ্যতে ।

কুলহীনো দ্বিতীয়েন গ্রহণেন যশোধরঃ ॥

অথ সিদ্ধ-মৌলিক্য কার্য্যং

সএব মৌলিকো জ্ঞেয়ো নিজকীর্ত্তিবিবর্দ্ধকঃ ।

অত্র বাদ্যরসং দক্ষা গৃহ্মাতি প্রতিসারিণীং ।

পৌত্রীঞ্চ গ্রহণং কার্য্যং সংকুলে চাতিশোভনং ।

সাম্যেচ গ্রহণং পশ্চাৎ কাঠী শঙ্কো নিগদ্যতে ॥

ইতি সংঃঃ সমাপ্তাঃ ॥

নৃপাদেশে তিনিই হয় তুল্য কুলে ধাম ।

পরেতে প্রবন্ধরূপে সবার বিশ্রাম ॥

কুল বিপর্যয়ের সবে কর অবগতি ।

মুখ্য কনিষ্ঠ ছভার্য্য মধ্যাংশ শুদ্ধমতি ॥

তেজস্বস্ত অবধি দিলাম প্রমাণের জায় ।

দ্বিপুত্র জনার তব্ব কহিব উপায় ॥

মুখ্যের তনয় মধ্য-দ্বিপুত্র গণন ।

কনিষ্ঠ-দ্বিপুত্র আর ছভার্য্যর নন্দন ॥

তেওজ-দ্বিতীয়-পুত্র শেষ কুল আনি ।  
নয় প্রকার কুল এই রাঢ়েতে বাখানি ॥  
ত্রিবিধ প্রকারে করি মুখ্য পরিচয় ।  
প্রকৃত সহজ শেষ কোমল উদয় ॥  
তিন পুরুষে বাড়ি কনিষ্ঠ ছেই যদি পায় ।  
নিতা বাড়ে পুনঃ বৃদ্ধি নিন্দা অতিশয় ॥  
ভবে কুল মধ্যাংশ ত্রিবিধ বলিলাম ।  
তৃতীয় মধ্যাংশে আর বারভারিতে বিশ্রাম ॥  
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়পুত্র বাড়ি তেওজ হয় ।  
তৃতীয়ের দ্বিতীয়পুত্র কথার তেওজ কয় ।

অথ মুখ্যত কার্যঃ

প্রথমতঃ মুখ্য-কুল কর অবধান ।  
সমান জনে দান দিয়া অধিক সন্মান ॥  
কনিষ্ঠ দোছেই কস্তা তেছেই ছায়া ।  
চোছেই মধ্যে পাঁচছেই তেওজ-তনয়া ॥  
পঞ্চম গ্রহণ সমকুল শোধ্য কাজ ।  
দ্বিতীয়ে কনিষ্ঠ স্ত্রী উভয়ের মাঝ ॥  
তৃতীয়ে মধ্যাংশে চতুর্থে তেওজ ।  
দানেতে ছায়া কেন গ্রহণে না ভজে ॥  
তাহার সিদ্ধান্ত করি শুন কুলধীর ।  
বস্ত্তঃ ছায়া কুল দানেতে সুস্থির ॥  
মুখ্য হইতে হয় যেই কুলের প্রকাশ ।  
তাহাতে করিলে গ্রহণ মনের উল্লাস ॥  
দানে পাঁচ কুলে চারি নবরপ প্রতুল ।  
পূরন্দর কৃত সৃষ্টি মহিমা অতুল ॥  
জন্মের বৃত্তান্ত এই হৈল সমাপন ।  
অতঃপর বাড়িকুলে দেহ সৎ মন ॥  
প্রকৃত-দ্বিতীয়-পুত্র সহজ-সমুত্তি ।  
কার্যক্রমে বল তার উচনোচ পতি ॥  
একসঙ্গে কোমলাশ্রয় করে যেইজন ।  
হয়ত কোমল ভাব না যায় খণ্ডন ॥

কোমল মুখের কথা শুন দিয়া মন ।  
রাজার আজ্ঞাতে কোমল হইল কত জন ॥  
পূর্বপক্ষ করিবেন বিপক্ষ ঘটক ।  
কেমনে হইবে পূরন্দর পরিপক ॥  
সুতরাং বহুজার কুল কোমলের কাজ ।  
কুলকর্তা ক্রমে হইল সহজে বিরাজ ॥  
নয়রূপে জন্মিল আপনি পদ্মাসন ।  
নতুবা গুরুকুল রাখে কোন জন ॥  
বাড়ের লক্ষণ তবে করিলা নিরূপণ ।  
জন্মের পশ্চাৎ হইজন না যায় খণ্ডন ॥  
মতান্তরে মুখ্য স্ত্রীর বৃদ্ধির লক্ষণ ।  
চতুর্থ পঞ্চম বর্ষ কনিষ্ঠ ছেই পান ॥  
মধ্যাংশ পদেতে ছইজন্মের বিহার ।  
তিনজন তেওজ কুলেতে ব্যবহার ॥

অথ কনিষ্ঠত কার্যঃ

সংজ্ঞাসূত্র কুলের করিলা মহীপাল ।  
আকৃতি প্রথমা ষষ্ঠা দ্বিতীয়া বিশাল ॥  
মধ্যমা সারিণী পরে জঘন্য তৃতীয়া ।  
সর্বকুলে এইরূপ লক্ষণ রচিয়া ॥  
তুল্যজন পশ্চাৎ গবনে নিন্দালাভ ।  
কুলগত ভাবাভাব অংশ বস্তুলাভ ॥  
মুখ্যের দ্বিতীয়পুত্র কনিষ্ঠাথা হয় ।  
সুচরিত্র শুন আর অশ্লীল নির্ণয় ॥  
প্রাথমিক পূর্বকাম্য পরে বলি দানসাম্য  
সমুখ মিলনে গুণোদয় ।  
আকৃতি লক্ষ্য মত ক্রমসূত্র সুসঙ্গত  
মজ্ঞাতে কনিষ্ঠ-পুত্র বলি ।  
দ্বিতীয় গমন ভাব মুখ্য সন্দর্শন লাভ  
গৃহীতা জনার কি নিছনি ।  
তৃতীয়ে নিন্দিত কুল মধ্যাংশে নিন্দিত বল  
সর্বত্র ত্রিবিধ অংশ গাঁথা ।  
পশ্চাৎ সারিণী দান তেওজের অভিমান  
দ্বিপুত্রাদি পুত্রক্রম বধা ॥



গ্রহণে মুখ্যের ছেই      দ্বিতীয়া আখ্যান যেই  
শৌর্য্য অস্ত্র পশ্চাৎ মিলন ।

অপর জনার কাণ      ধর্ম্মের অন্তর লাভ  
সহজ উদয় সন্দর্শন ॥

অগ্নে কর্ণে তুলা হয়      তবে অংশ স্মরণে  
লক্ষণ প্রমাণ শেষ বংশ ।

অহুকে অধিক লজ্জা      বর্দ্ধমান কুলসজ্জা  
পূর্বাঙ্গের বিচারিয়া অংশ ॥

মধ্যাংশ দ্বিতীয় কুল      অপর কলাংশ কুল  
কহিব বর্দ্ধিত কুলভাব ।

গ্রহণে মুখ্যের ছেই      নতুবা অপাক সেই  
কনিষ্ঠেও প্রধান সম্মান ॥

অথ ছভায়া

কনিষ্ঠ তনয়কুল ছভায়া আখ্যান ।  
ক্রমেতে কহিব তাহার আদান প্রদান ॥

মধ্যাংশ আকৃতি মজ্জা নহে ফলহীন ।

তৃতীয় তনয়ে দান কার্য্যোতে প্রবণ ॥

ত্রিবিধ মধ্যাংশ সংজ্ঞা বুঝি বা নিশ্চলে ।

শৌর্য্যাকৃতি মজ্জাকৃতি শ্রেষ দান ফলে ॥

বিপুলে সারিণী দানে ছহার সম্মান ।

আদানে মুখ্যে ছেই তৃতীয়া আখ্যান ॥

জন্ম কনিষ্ঠের পশ্চাৎ অতিশয় লাভ ।

বর্দ্ধকুল পশ্চাৎ কেবল সাম্য ভাব ॥

পশ্চাৎ সুপক হয় মধ্যাংশ মিলন ।

তেওজ সঙ্গে ক্রমেতে বাহিক দরশন ॥

অথ মধ্যাংশ

মধ্যাংশ প্রধান মুখ্য তৃতীয় তনয় ।

সমাদে প্রদানে হয় শুণ্ডের উদয় ॥

লজ্জাদানে চতুর্থ তনয় দরশন ।

বিপুলে সারিণী দানে কোটকী মিলন ॥

বাড়ি তেওজ পাইলে কেবল দানফল ।

বর্দ্ধকুলে দানাদান বদি থাকে পুষ্টবল ॥

মুখ্যের তৃতীয় দান মহাকুল সজ ।

পৌরন্দরী বিধান নিমিত্ত নবরজ ॥

গ্রহণে তৃতীয়া ছেই মুখ্যের অহুলা ।

কনিষ্ঠ আদানে হয় দাতা রসে মজ্জা ॥

নির্ম্মল ছভায়া লাভে নাহি মলিনতা ।

জন্ম কর্ম্ম জানিয়া কুলের উদ্ভবতা ॥

সমুখে কেবল রক্ষা দানে মহাশুণ ।

পরিবর্ত্ত বরঞ্চ উত্তরে নহে নুন ॥

জনাস্তরে গ্রন্থির মধ্যাংশে থাকে দান ।

তবে হয় উন্মেষের পরম কলাপ ॥

মধ্যাংশে বারভায়া বদি তার পরে ।

পূর্ব বিধানে দান তুলা কুল করে ॥

ভাবগত বৈলক্ষণ্য অংশের নির্ণয় ।

বুঝিয়া কুলজ্ঞ কুলজন সদাশয় ॥

গ্রহণে চতুর্থ ছেই ছভায়া পশ্চাৎ ।

তৃতীয় তনয় লাভে বিনাশে উৎপাত ॥

ছভায়াতে মহাশুণ হয় সদা মাজ ।

তুলা কুলে কুল করি লোকে নহে ধস্ত ।

তেওজ কুলে কত্যা নিয়া দোজ বিরাজ ।

উত্থান মাত্রে কত্যা দয়া তেওজের লাভ ॥

বাড়ি মধ্যাংশের এইরূপ আচরণ ।

কিঞ্চিৎ বিশেষ মন্যে অংশ বিবরণ ॥

গ্রহণে পরিমা মুখ্য চোছেই আখ্যান ।

কনিষ্ঠ ছভায়া লাভে বড়ই সম্মান ॥

দানহীন অথচ জঘন্তে বাড়ী যায় ।

পিতৃসমোবরে ভুনে কে ধরিবে তার ॥

অথ তেওজ ।

গতুল মহিমা বত      মুখ্যের চতুর্থ স্ত

প্রধান তেওজ অতিধান ।

তার অংশ বিবরণ      শুনহে ধীমন্ত জন

শৌর্য্যদান পাইল সম্মান ॥

তুল্য মিলে মহাদান গৃহীতার অপমান  
পূর্বাঙ্গ দানের বাধান ।  
দ্বিপুত্রে প্রদানে মজ্জা কুল বুঝি হয় লজ্জা  
স্বদ্বিতীয় সারিণী প্রদান ॥  
মুখ্যের চতুর্থদান সমাবেশ সমাধান  
দান বিনা নহে শোভাকর ।  
মধ্যাংশ পশ্চাৎদেয়ী আদানে সর্বত্র ঐয়ী  
দানে সুখী কুলছত্রধর ॥  
মধ্যাংশে সংহতি ফল খ্যাতি অংশ নিরমল  
কনিষ্ঠে আদানে অতি লজ্জা ।  
এং তুল্য কুলে লাভ বংশগত ভাবাভাব  
মধ্যপুত্র তেওজ গেল লজ্জা ॥  
বাড়ি-তেওজ তার পরে উক্ত দান কুল করে  
গ্রহণে জানিবা সেই ধর্ম ।  
কর্ণে বাড়ে যে যে জন, শুন তার বিবরণ  
তেওজে প্রদান মহাধর্ম ।  
ছেই কিম্বা মধ্যকুলে আকৃতি প্রকৃতি ফলে  
দানহীনে হয় কৃতীরাগ ।  
দানেতে তেওজ থাকে তবে নয় অথন্তেতে  
বাড়িতেওজের শুন কাজ ।  
মুখ্যসুত পূর্বে দেখি পরেতে গ্রহণে সুখী  
কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র বাড়ে  
তৃতীয় দ্বিতীয় পুত্র তুল্য নাম ধরে মাত্র  
কর্ণহীনে পূর্বরাগ ছাড়ে ।  
রচিল রজনীকর শুন হে কুলজবর  
বিচারিয়া কুল বুঝি সাক্ষি ।  
হওয়া কুলীন সঙ্গে দেখা নাহি গ্রহণাজে  
বিনা হুহে হুহে নিরানন্দ ॥

অথ মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রস্ত কার্যঃ

মুখ্যের পঞ্চম পুত্র অবধি যতেক ।  
সকলের দানাদান কহিব প্রত্যেক ॥

তুল্য কুলে দান দিয়া বাড়ে শুণগ্রাম ।  
ভাব বুঝি দ্বি-পুত্রের দানেতে বিশ্রাম ।  
বংশ অংশ অমুভবে সমাবেশ কর্ম ।  
তেওজ সুতে মজ্জা বলি জানি পূর্ব ধর্ম ॥  
সু-মৌলিকে সারিণী জবন্তে বহুবান ।  
বেমত দানের গতি তেমতি বাধান ॥  
তেওজ কুল শৌধ্য পাইলে আকৃতি ।  
মুখ্য-কথা আদানে হয় স্থিরমতি ।  
পঞ্চমে পঞ্চমে হয় কার্য সুপ্রবন্ধ ।  
বর্দ্ধিমুজে ধনি নিন্দা কুলে নাহি নিন্দ ॥  
কনিষ্ঠ-দ্বি-পুত্র লাভে পায় দিব্য গতি ।  
পুত্রান্তর দরশনে বংশানুসার গতি ॥  
কনিষ্ঠ দ্বিতীয়-পুত্র ছ-ভায়া-নন্দন ।  
মধ্যাংশ দ্বিতীয়-পুত্র ভাবে বক্ত জন ।  
আকৃতি মজ্জা-দান পূর্ব উক্ত অমুষ্ঠান ।  
আদানে অধিক লাভ তেওজ মিলন ॥  
কনিষ্ঠাদি প্রতীসারণ আর নব কর্ম ।  
নিজোৎপত্তি জানি সবে কর কুলকর্ম ॥  
অমুজ্ঞে কারণে কুল কুলভ্রম ডাকে ।  
ভাব বুঝি অনুসারগ জমোদ্ধারে রাখে ॥  
মুখ্য কুলীনের গরছেত সগণের ভাল  
সুমেধ সহায় করি স্ব-যুগ্মেতে বান ॥  
রচিল রজনীকর শুন কুলাচার্য ।  
অংশেতে প্রবিষ্ট হয় হয়্যা আন্ত বৈধ্য ॥

অথ তেওজ-দ্বিতীয়-পুত্রস্ত কার্যঃ

তেওজ-দ্বিতীয়-পুত্র বলি অতঃপর ।  
সমানে প্রদান করি হয় কুলবর ॥  
স্বদ্বিতীয় কুলেতে মজ্জা জন্মাকারে দান ।  
দ্বিপুত্রে দ্বিতীয় দানে নাহিক সম্মান ॥  
তেওজ কুলের প্রতীসারণ সেই সোজা কাজ  
কুল জানি দ্বি-পুত্রেতে পরিহারি লাজ ।

বর্ধে থাকে কুলে ডাকে শুদ্ধ অংশ হয়  
নতুবা স্বদল ভাল গতি ভিন্ন নয় ॥  
কুলকর্ষ জনে কর কার্যোতে ভাদনে ।  
প্রদানে সন্তোষকর দ্বিতীয় গমনে ।  
মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্র আদি কুলজনে ॥

অথ দত্তাদিনাং অংশ  
বংশজ বালির দত্তে কিঞ্চিৎ বিশেষ ।  
আদানে সমান ধর্ম্য শুনহ বিশেষ ॥  
গ্রহণে প্রথমাভাব জঘন্য সারিণী ।  
অতএব বিশেষ সংজ্ঞা শুন কুলমণি ॥

শেষে বলি মৌলিকের স্তন বিবরণ ।  
সিদ্ধ সাধ্য ভাঙ্গা নিয়া বস্ত্র তিন জন ॥  
উত্তম মধ্যম অধম কেহ কেহ বলে ।  
অংশ প্রাণ কর্ষ শুন জানিবা নিশ্চলে ॥  
আন্তরঙ্গ প্রতীসারণ পৌত্রীগ্রহণ ।  
পাত্রবুঝি মেলকাটি করে আকিঞ্চন ॥  
প্রথম বয়ে করে কেহ দেয় আন্তরঙ্গ ।  
পূর্বাপর বিচারিতে অংশ যত যশঃ ॥  
একধর্ম্যে ধর্ম্যান্তর অংশ নিন্দাকর ।  
রচিল রজনীকর ভাব পরিষ্কার ॥

পুরন্দরের নবকুল-প্রথা সম্বন্ধে বাচস্পতির দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসর্বস্ব লিখিত আছে—

কুলের প্রবন্ধ সবে কর অবধান ।  
মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ তেওজ প্রধান ॥  
আর যত কুল সংজ্ঞা শুন তার কথা ।  
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পুত্র ছভায়া দ্বিতীয়-পুত্র যথা ॥  
মধ্যাংশের দ্বিতীয়পুত্র আর তেওজের দ্বিপুত্র জানি  
নয় প্রকারে কুল এই রাঢ়িতে বাখানি ॥  
মুখ্য ত্রিবিধ প্রকার শুন তার বোণ ।  
প্রকৃত সহজ আর শেষতঃ কোমল ॥  
প্রকৃত মুখ্যের কুল নাই হ্রাস-বৃদ্ধি ।  
নিদাঘ বর্ষা শীতে যেন মহোদধি ॥  
সহজ মুখ্যের কুল যেন নদ নদী ।  
হ্রাস বৃদ্ধি কোমলের ন্যাঞ বাবদিনাবাধি ॥  
কনিষ্ঠ ছভায়া কুল মুখ্য কনিষ্ঠ হয় ।  
মধ্যাংশ প্রকৃত কুল স্থিরতর রয় ॥  
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পুত্র বাড়ি-তেওজ জানি ।  
তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয়-পুত্র কথা তেওজ মানি ॥  
ছভায়া দ্বিতীয়-পুত্র আর মধ্যাংশ দ্বিতীয়-পুত্র ।  
হ্রাস কুলে বৃদ্ধি নাই বড়ই বিচিত্র ॥  
মুখ্যের কথা শুন এই ছেই প্রদানে ।  
আকৃতি মজ্জা ছই অশুকুলের কতাদানে ॥

প্রাতসারণ জঘন্যাদি বাহার যে বিহিত  
যাহাতে হ্রাস বাহাতে বৃদ্ধি বাহাতে মজ্জিত ॥  
দানে কুলেতে অহুঃ গ্রহণে অধিকের মজ্জা ।  
ইহাতে মজ্জিত কুল ছহৈ নাই লজ্জা ॥  
সমান জনে আকৃতি দানে কুলের পরাক্রম  
যথায় অহুজে গ্রহণ তথাই কুলে ভ্রম ॥  
শৌর্য্য সমাবেশ নিন্দা কুলের অংশ কর্ষ ।  
শিশু যুবা জরা বৃদ্ধ দেহ যাবের ধর্ম্য ॥  
প্রকৃত সাম্যে স্তম্ভরবর খাঁ যত করিণা ডাক ।  
লক্ষ্মীগতি মিত্র স্পর্শে হইল কোমল মুখ্যের পাক ॥  
আছিল দেবরাজ বোষ ত্রিবিধ কুল মেলি ।  
বুড়ামল্লিক করিয়া সর্বশেষে খাইল গালি ॥  
প্রকৃত কুলে গণপতি বোষ আদি খাখানি ।  
শ্রীমান্ বহু পরাশর মিত্র সহজাত গণি ॥

অথ মুখ্যকুলত কার্য

গোটে বড় যত কুল মুখ্য তার রাজা ।  
কুল ধন লভে তারে সতে করে পুজা ॥  
আপ'ছেই তার সমান জনে দো'ছেই কনিষ্ঠ ।  
তো'ছেই ছভায়া কুল চো'ছেই মধ্যাংশে ॥  
পাঁচ'ছেই তার তেওজ কুলে এই প্রধান অংশ ।  
কর্ষ তার প্রথম গ্রহণ যে হয় সমান জন ॥

পূরন্দর থান । ] পূরন্দর থান ও দক্ষিণরাজীয়া কায়স্থ-সমাজ ১১৩

কনিষ্ঠ কুলের কড়া লয়ে দোজ গ্রহণ শুণী ।  
মধ্যাংশ কুলীনে তৃতীয় গ্রহণ সভাতে বাথানি ॥  
চৌঠ গ্রহণ চৌঠ পুত্রে সকল গ্রহণ পুরে ।  
নবরঙ্গে সঙ্গঠিত মুখ্য এত দুরে ॥

অথ কনিষ্ঠ কার্য

কনিষ্ঠ কুল দো'ছেই মূল দো'জ মধ্যাংশ কুল  
তৃতীয় গ্রহণ তেওজ কুলের মজ্জা ।  
শোধ্য গ্রহণ সমান জন্ম কনিষ্ঠ পুত্র সহজ কর্ম  
মধ্যাংশ কুল অতিশয় লজ্জা ॥  
প্রতিসারণ কাজ চতুর্থ বে কুলের লাজ  
বিনি মজ্জায় দো'জ গমন নাই ।  
যেবা ছেই নাহি পায় দোজ গমনে জায়  
মুখ্য দর্শন শুণ মাজ এই ॥

ছভারার কার্য

মধ্যাংশে আকৃতি দিয়া হুহ শুণবান্ ।  
কুলধারণে তার অমুজ প্রতিসারণ দান ॥  
মুখ্য কুলীনের তেছেই গ্রহণ জন্ম-কনিষ্ঠের পায়  
তার সে বুঝি কুলের শোভা তেছেই বার গায়  
ঘটকাচার্য বলেন শুন আর অদ্ভুত ।  
ছেই বিহনে নহে ছভায়া কেবল কনিষ্ঠের হুত  
কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের আর কনিষ্ঠের নাতি ।  
ছেই বিহনে কিবা গ্রহণ কিবা তার আকৃতি ॥  
কিবা দোষ তার কিবা প্রতিসারে ।  
ছাতি ভাঙিলে কি বাটেতে পানি বারে ॥

মুখ্য্য তৃতীয়-পুত্রস্য কার্য

মুখ্যের তৃতীয়-পুত্র মধ্যাংশের আগে লিখি ।  
চৌঠ পোয়ে মজ্জাদানে তার জন্ম সাক্ষী ॥  
মধ্যাংশের দোজ পুত্রে প্রতিসারণ দান ।  
কনিষ্ঠের আকৃতিলাভ হুহে শুণবান্ ॥  
তেওজের কড়া দোজগ্রহণ আছে পূর্বাঙ্গের ।  
তৃতীয় গ্রহণ তেওজ অমুজে কুলে অকুর্পয় ॥

তেছেই পাইয়া কুলপরাক্রম সভা চাইয়া সাজি  
চোছেই গ্রহণ নিন্দাকুলে সঙ্গাচ বঝি ॥  
মুখ্যের তৃতীয় পুত্রের এই পাঁচ কাজ ।  
ঘটকাচার্য বলেন তার দান মাজ লাজ ॥

মধ্যাংশস্য কার্য

ছভায়া কুলতনয় জ্যেষ্ঠ আকৃতি কুল মধ্যাংশে  
আকৃতি তৃতীয় কুলে তার ।  
আর অদ্ভুত বাণের হুত ধারণে দেখি পুত্র  
মধ্যাংশ অমুজে প্রতিসার ॥  
চোছেই গ্রহণ মূল দোজ তেওজ কুল  
তৃতীয় গ্রহণ তেওজ অমুজে দৃষ্ট ।  
এই তার পাঁচ কাজ দানমাত্রে পায় লাজ  
অদ্ভুত কুল মধ্যাংশ-শ্রেষ্ঠ ॥

বাড়ি-তেওজের কার্য

বাড়ি-তেওজের ঢাকুরী শুন দিয়া মন ।  
চৌঠ দান পঞ্চম ছেই জাতি প্রাণধন ॥  
ছভারার দোজ দানে সেই সেই রীত ।  
কনিষ্ঠকুলের প্রতিসারণ নিন্দাংশে বিহিত ॥  
সমানজনে মজ্জাভাবে কুলে ঝিকিঝিকি ।  
যথায় অমুজে গ্রহণ তথায় কুলে ঠেকা ঠোক ॥  
বাড়ি-তেওজ চৌঠ-পো কিছ কর্ম ভিন্ন ॥  
মজ্জাদানে রাখে গতি জন্মমাত্র ছিন্ন ॥  
গ্রহণ নিয়া তৃতীয় পো যে হয় মজ্জাভাব ।  
পূর্ব দৃষ্টে দোজ জারে তার সে কুলে লাভ ॥  
চেষ্টা করিয়া দোজ লইবেক মজ্জা যেবা যথা ।  
চৌঠ পোয়ের কুল-ঢাকুরী শুন মর্ম্মকথা ॥

কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্রস্য কার্য

কনিষ্ঠ কুলের দ্বিতীয়-পুত্র দ্বিতীয়-পুত্রের সাধ ।  
তেওজ অমুজে দান দিয়া চিত্তিত অপার ॥  
সমানজনে কড়া দিয়া কুলে বড় দাপ ।  
চৌঠ পুত্রের কড়া গ্রহণ এইমাজ লাত ॥

কনিষ্ঠ কুলের কত্তা প্রতিসারণ জানি ।  
বুঝেন আপন কাজ মনে অনুমানি ॥  
বাচস্পতি বলেন শুন কুলে দোষ সাজ ।  
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পুত্রের এই পাঁচ কাজ ॥

ছত্তার-দ্বিতীয়-পুত্রের কাৰ্য্য

সমান জনে দিয়া দান কুলে মহাশুণী ।  
তেওজ অমুজে মজ্জা গৃহেতে বাখানি ॥  
গ্রহণেতে হরাষত পাইয়া তেওজ পল ।  
ছত্তার প্রতিসারণ সেই তাহার মূল ॥  
বাচস্পতির চাকুরী শুন দিয়া মন ।  
ছত্তার দ্বিতীয়-পুত্রের এই কুল-সমর্পণ ॥

মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রের কাৰ্য্য

সমান জনে দিয়া দান সবা চাহিয়া সাজি ।  
তেওজ অমুজে মজ্জায় মজ্জিত কুলে বুঝি ॥  
অন্ত কুলের প্রতিসারণ এই সহক কৰ্ম্ম ।  
মধ্যাংশ কুলের প্রতিসারণ সেই তাহার ধর্ম্ম ॥  
তেওজের আকৃতি পাইয়া কুলে প্রয়ত্নম ।  
ষষ্ঠায় অমুজে গ্রহণ তথায় কুলে ভ্রম ॥  
বাচস্পতি চাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
এই প্রকার মধ্যাংশ অমুজের কুল সমর্পণ ॥

তেওজ দ্বিতীয়-পুত্রের কাৰ্য্য

সমান জনে দিয়া দান কুলে বড় দাপ ।  
দ্বিতীয়-পুত্রে দোজ দিয়া অতিশয় তাপ ॥  
দ্বিতীয়-পুত্রের মজ্জা পাঠিয়া কুলে অঙ্কর ।  
তেওজ কুলের প্রতিসারণ এইমাত্র সার ॥  
বাচস্পতির চাকুরী শুন দিয়া মন ।  
এই প্রকারে তেওজ দ্বিতীয়-পুত্রের কুল সমর্পণ ॥

অথ বংশজস্য নিরমঃ ॥

বংশজের কৰ্ম্ম শুন আছে লিখি যত ।  
বংশজে বংশজে দান হয় বিধানত ॥  
মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রে দিতে দোজ দান ।  
তেওজ দোজ পুত্রে হয় সুবিধান ॥

তেওজ দোজ পুত্রে আকৃতি গ্রহণ ।  
সমানে সমানে কুল অভাবে লিখন ॥  
মুখোর গরছেই যদি গ্রহণাংশে পান ।  
বংশজের হয় ইথে অধিক সম্মান ॥  
বংশজের কুলকৰ্ম্ম ত্রিশঙ্কর স্বর্ণ ।  
কোথা আছে পর্য্য্য তার কোথা আছে বর্ণ ॥

অথ দত্তাদিনাং কাৰ্য্য

বংশজ বালির দত্তে কিঞ্চিৎ বিশেষ ।  
দানেতে সমান ধর্ম্ম কুলে উপদেশ ॥  
গ্রহণে প্রথমাভাব জঘন্য সারণী ।  
অতএব বিশেষ সংজ্ঞা শুন কুলমণি ॥

সিদ্ধমৌলিক্য কাৰ্য্য

সিদ্ধমৌলিকের চাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
আত্মস প্রতিসারণ জাতি প্রাণ ধন ॥  
আর চাই কাজ আছে শুন পারিবারিণী ।  
পৌত্রগ্রহণে কুলে শোভা দোজ মেলিকাঠী ॥  
পৌত্রগ্রহণে মনিয়া শুন মর্ম্ম কথা ।  
জ্ঞাত দেখ তার ঘরে না বাইবেক তথা ॥  
একথা শুনিয়া যেন করে কুলকায ।  
জ্ঞাতের দিয়া গুণ আপনি পায় লাজ ॥  
সএব মৌলিকঃ জ্যেষ্ঠো নিজকার্ত্তিবিরুদ্ধকং ।  
অত্র চাত্তংসং দদ্যাৎ গৃহ্মাতি প্রতিসারণীং ॥  
পৌত্রগ্রহণঃ কাৰ্য্যং সংকুলে চাতিশোভনং ।  
সাম্যো চ গ্রহণং পশ্চৎ তত্র কাঠী চ কথ্যতে ॥  
কুলজে চ দ্বিতীয়ে চ কত্তাঃ দত্তাদভাবতঃ ।  
সমানস্ত পরে কশ্চিৎ কদাচিন্ন গমিষ্যতি ॥

প্রামাণিক্য কাৰ্য্য ।

দায়্য দান সমাধান কহিলাম সবিশেষ ।  
পরে প্রামাণিক তত্ত্ব লা উপদেশ ॥  
পর্য্য্য পূজা দান দিয়া কুলীনে মৌলিকে ।  
প্রামাণিক সিদ্ধকুল পার সর্ব্বলোকে ॥

বিধিবৎ কুলীনের পর্যায় ধারণ।  
মৌলিকের পর্যায় সহ বিবরণ ॥  
দশ বিখ্যাত মৌলিক কৃত্তিরাজ।  
সিদ্ধিমন্ত তাহার মহিমা মহীমাঝ ॥  
পরেতে পুরুষ তার কুলেতে মিলন।  
তারে বলি সাধ্যকুল কুলজ্ঞে কীর্তন ॥  
ইহাতে প্রকৃষ্ট ভাবে প্রামাণিক তত্ত্ব।  
নহিলে মহিমা যায় বিবেচনা মত ॥

মৌলিকানামংগলঃ ২

মৌলিকের ক্রিয়া কর্ম শুন বলি বত।  
বশঃকীর্তি বাড়াইতে জিনি হন রত ॥  
প্রথমেতে আশ্বরস কত্তাদানে বিধি।  
মধ্য আদি নয় কুল পান তিনি নিধি ॥  
পরে দোজ আশ্ব বরে দান হয় উক্ত।  
রীতিমত প্রসিদ্ধ মৌলিক হয় যুক্ত ॥

গ্রহণাংশঃ ২

কনিষ্ঠাদি অষ্টকুল প্রতিসারণ গ্রহণ।  
সপর্যাপ্তে উক্ত বিধি আচার্য্য লিখন ॥  
নব্যরোলি গরছেই উক্ত বিধি হয়।  
মুখ্য সন্দর্শন আর নাম অতিশয় ॥  
পৌত্র প্রপৌত্রী অতি প্রপৌত্রী গ্রহণ।  
নবকুল তিন কর্ম হয় সুশোভন ॥

গোষ্ঠীপতি-বর্ণনঃ ২

গোষ্ঠীপতি হয় কিসে শুন দিয়া মন।  
নবকুল সহ ক্রিয়া করে বেই জন ॥  
কর্মদ্বারা সকল কুলীন ভোক্তা করে।  
যণে যশোবিত সেই পৃথিবী ভিতরে ॥  
অন্নদানে ঘটক কুলীন করে বাধ্য।  
সগোত্রের মধ্যে সেই হয়ত আরাধ্য ॥

গোত্রবর্ণে প্রতিপালন সধা বেই করে।  
তার নাম গোষ্ঠীপতি বিচার তৎপরে ॥  
সদাচারী সবিনয়ী আর বিভাবান।  
কুলেতে প্রতিষ্ঠা সদা ভীর্ষেতে প্রদাপ ॥  
কুলকর্ম ইষ্টনিষ্ঠা জাতিবৃত্তরত।  
দাতা হবে তপস্তায় নিত্য গুণমত ॥  
এই নব গুণে হয় শুদ্ধ সে কুলীন।  
গোষ্ঠীপতি এই রীতি জানিবে প্রবোধ ॥  
মৌলিকের সহ কর্ম মেলকাঠি হয়।  
গ্রহণ গুণ দানে হানি গোষ্ঠীপতি ক্ষয় ॥

মৌলিকস্ত পশ্চাদ্দোষবিবরণঃ ২

মৌলিক পশ্চাদ্দোষ শুন কিসে হয়।  
বিচার করিয়া বলি জানিবা নিশ্চয় ॥  
যে মৌলিক আশ্বরস করয়ে প্রথম।  
সেই পাত্রে দান দিলে পশ্চাৎ নিয়ম ॥  
পশ্চাদ্দোষে খাতক হয় মৌলিকে মৌলিকে  
খাতক হওয়া নিন্দা অতি বিচারে সঠিকে।  
মাতৃনামা বয়ঃজ্যোষ্ঠা কস্তায় গ্রহণ।  
এ কর্মেতে ধর্মহানি করয়ে বর্ণন ॥  
রগু কস্তা অঙ্গহীনা কস্তার গ্রহণ।  
এ কর্মেতে দোষ অতি শাস্ত্রের লিখন ॥

মৌলিকান্ত-বিবরণঃ ২

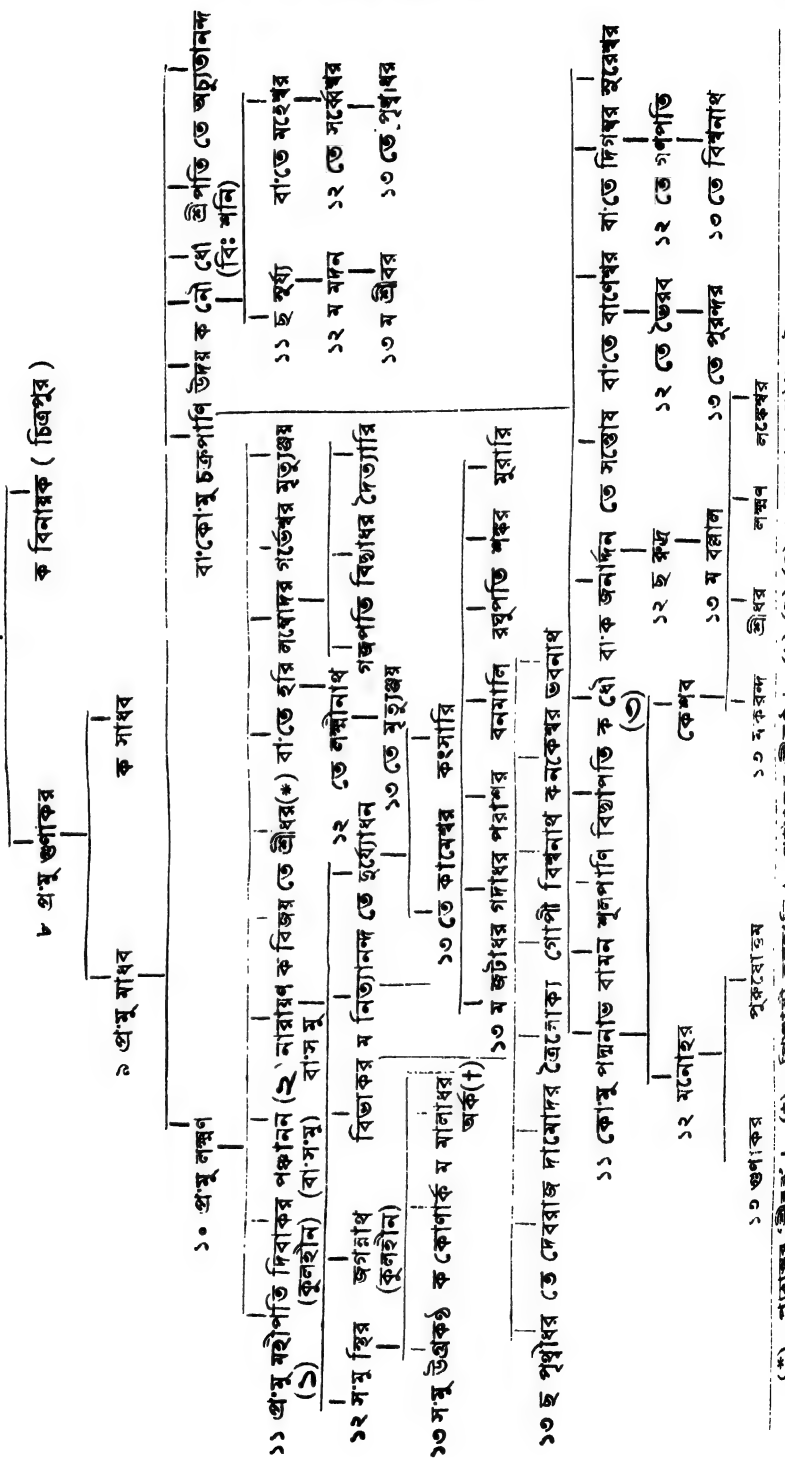
মৌলিকান্ত হয় কিসে শুন দিয়া মন।  
কুল কর্ম নহে যদি মৌলিকে গ্রহণ ॥  
সর্বকুলে এই মত হয় মৌলিকান্ত।  
কুলভঙ্গে অপমান এই সে সিদ্ধান্ত ॥  
বংশজে গ্রহণ হলে তার এইরূপ।  
বিচারিয়া নানা মত লিখিছে স্বরূপ ॥  
বিপর্য্যয়ে রণদোষে পিণ্ডদোষে কুল।  
শাস্ত্রের বিচার ইথে জানিহ নিমূল ॥

বংশলতা।

পুরন্দরের সভাস্থ ১৩শ পর্যায়ের কুলীনগণের পূর্ববংশ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।  
স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসুর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত কারু-কারিকার বংশলতার  
সহিত ইহার বধেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ কারু-কারিকা মাত্র একখানি পুঁথি দৃষ্টেই  
ছাপা হইয়াছিল। আমরা বিভিন্ন স্থানের ঘটকগণের সিদ্ধিত বহু প্রাচীন পুঁথি মিনাইয়া  
তবে এই বংশলতা মুদ্রিত করিলাম। এই বংশলতায় যে সকল সাঙ্কেতিক সংক্ষেপলিপি  
দেওয়া আছে, তাহার পূর্বনাম ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

[ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ]



১২ প্রা-মহীপতি	গঙ্গাধর (হুগাইন)	বাসু বিষ্ণু	বাসু কেশব (বা) বাসু সর্বেশ্বর	বাসু সর্বেশ্বর বাসু বিষ্ণু	বাসু সর্বেশ্বর
১৩ প্রা-মহীপতি	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর
১৩ স-মহীপতি	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর
১৩ স-মহীপতি	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর
১৩ স-মহীপতি	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর	ক দৈত্যধর

১২ হুগাইন	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ হুগাইন	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ হুগাইন	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ হুগাইন	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ হুগাইন	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি

১২ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি
১২ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি	১৩ স-মহীপতি

(\*) 'কায়স্থ-কারিকায়' মহীপতির পুত্র 'ভগীরথ ও পরমেশ্বর' স্থানে যথাক্রমে 'ত্ৰিপতি ও রামেশ্বর' এবং 'বাক বিষ্ণু' নামক অপর একটা পুত্রের নাম যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঘটক নন্দ্রায় প্রভৃতির আটন কুলপঞ্জিকায় ঐ সকল নাম নাই।

(†) অধিকাংশ প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় বলাহানে 'বলভদ্র' পাঠ হইয়।



পৌতম গোত্র  
বমু-বংশ  
বাগীশ-সমাজ

৫ প্রামু শুক্র বমু

৬ প্রামু রাম

১১৮

১ প্রামু সোম	পাঁচু (সাং সিমগাছি)	ইশান (সাং সিমগাছি)
৮ প্রামু বনমালী		

১০ প্রামু অনন্ত	২ ম সর্কাপিষ্	প্রামু প্রভাকর সাক্ষিবিগ্রহিক সত্যোত্র	বিভাকর	নৈরক
বাঁকোমু গোবিন্দ	তে ছকডি	পাঁক মদর্শন মহীপতি কুলপতি		
১১ কোমু অনিরুদ্ধ	[পরপুঠায় পরবর্তী বং]	(কুলহানি)		গুণাকর বিনায়ক নরসিংহ হরি গঙ্গাধর
১২ শূলপার্ণ কোমু কুবের পদ্মাকর দেবাবর মুন্দর (কুলহানি)		১১ বাঁক জীরস	বাঁতে বশিষ্ঠ (কুলহানি)	
১৩ কোমু শম্ভু ক রুদ্র ম শঙ্কর নীলকণ্ঠ		১২ ভুবন বাঁতে সর্কানন্দ		
১১ প্রামু উৎসাকর	নন্দন	১৩ লক্ষ্মণ ১৩ তে দালাধর (বংশজ)		
১২ প্রামু বিজেশ্বর সর্কেশ্বর মুরেশ্বর চন্দ্র কায়দেব জীবর		১২ চৌকের তে বিজেশ্বর তে২ পরমেশ্বর তে২ কপিলেশ্বর তে২ ভানু তে২ যুগিষ্ঠির		
১৩ প্রামু জীবর হরি মাধব		১৩ তে চতুর্ভুজ তে২ নারায়ণ তে২ দামোদর তে২ অগ্নাধ তে২ দুর্গারাম		

(১০) কুলপত্রিকায় এই নামের পরে 'সর্কাকরণের পূর্ববর্তী' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

আমের গাভীর আঁতাহা

এই বংশ

১০ ম ব্রিগোচন	মং রত্নেশ্বর	শঙ্কর (বঙ্গগত)
১১ ম কান্ধারাম	মং দিগম্বর	মং ভরত
১২ ম হেড্ডি	মং সোম দামোদর	মং ঈশান মং মহেশ্বর মং পরমেশ্বর মং কনকেশ্বর সর্কেশ্বর
১৩ ম শ্রীমান্	গোবিন্দ	মং লম্বোদর মং গণপতি মং গোপাল

তে ছকড়ি (\*) [ পূর্বপৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১১ তে চক্র		তে বিষ্ণু (+)		তেং নন্দন		কর্ণ		গর্ভেশ্বর							
১২ তে বিকর্তন		দুর্গোদন		পরাম্বর		১২ তে শ্রীমান্		তেং সোম		ভিখন		গোপাল		কনকেশ্বর	
১৩ তে ভৈরব		তেং শ্রীধর নিয়োগী		বনমালী		১৩ তে নাগরগণ		তেং ব্রৈকনাথ		ভৈরব		নকড়ি			

(\*) কোন কোন কুলপঞ্জিকায় ছকড়ি 'কনিষ্ঠ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উহার বংশতালিকা বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। সকল কুলপঞ্জিকাদৃষ্টে অনুমান করা যাইতেছে যে, ছকড়ি জন্মে শানগ ইইলেও দানগ্রহণাদি কর্মদ্বারা 'তেওজ' ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  
(+) কুলপঞ্জিকায় এই নামের পরে 'দমীকরণের পূর্বরীতি' পাঠ দৃষ্ট হয়।

মৌকলীন গোত্র  
মোষ-বংশ  
আক্কা-সমাজ

৬ প্রাণু প্রভাকর [ ৮৮ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]

৭ প্রাণু প্রজ্ঞার কেশব (সাঁকরান)\* সাধু (মেরাখানা)\* বাড় (করাত) কড় (আমড়েরী)

৮ প্রাণু বনমালী পীতাম্বর

৯ রুদ্র (কুলহানি) প্রাণু ভাস্কর পত্তপতি বামন কুলপতি (+) রমানাথ (+)

১০ ধনু প্রাণু অনন্ত মহানিরোগী বাকোশু স্থলর্শন বিনায়ক বিজ্ঞাপতি অবি রবি পাচু ভাড়ু কুবের (কুলহানি) সর্কীধিকারী

১১ মহেশ্বর প্রাণু স্থলপানি (কুলহানি)

কাহ্ন ১২ প্রাণু বলভদ্র সোম ক মান

১৩ প্রাণু সর্কানন্দ

১৩ বৈকুণ্ঠ হ পূজীধর য২ কপিলেশ্বর য২ কমলাকর

১৩ য অচ্যুত পরমানন্দ য২ পরাশর ত্রিনাথ

১২ হ নিত্যানন্দ

১৩ য ভবনাথ

১৩ য ত্রিধর

১৩ য ভবনাথ

১৩ য ভবনাথ

(\*) (+) § পাটটাকা পরপষ্ঠায় উইব্য।

ক দিগম্বর ম রত্নপতি (+) জটাধর (+) সাটু মাণেশ্বর (৭)

১২ য ভুবন য২ তৈরব বাণী বিভাকর পীতাম্বর প্রভাকর

১২ য ভুবন য২ তৈরব বাণী বিভাকর পীতাম্বর প্রভাকর ১৩ বিধানাথ

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

১৩ য মালেশ্বর ত্রিমান্ন ত্রৈলোক্যানাথ ত্রিকর হর্নাধর

(\*) (+) § পাটটাকা পরপষ্ঠায় উইব্য।

নৌকালিন গোত্র  
ঘোষ-বংশ  
অম্বিকনা-সমাজ

১০ বাঁকোমু স্রদর্শন সর্গাধিকারী\* [ পূর্বপুষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১১ কোমু শঙ্কর	বাঁকোমু দিবাকর	ক নারায়ণ	ত্রিধর	নীলাধর	ত্রিবেঙ্গ	মনোহর	বিকর্তন	গর্ভেশ্বর	ত্রিকর	রায়	গুণাকর
১২ হু সদানন্দ	ভুবন	স্থির	গৌড়েশ্বর	অচ্যুত	কুলপতি	ভে মিত্র বাণেশ্বর রত্নেশ্বর কামেশ্বর দুর্জয় বিজয় ত্রিধর					
১৩ ম ঈশান			দুর্গাদাস			১২ তে দানপতি ভে২ মালাধর					
১২ জনাৰ্দ্দিন	বিষ্ণুদাস	কোমু গদাধর	স্থির	ত্রিনাথ							
১৩ কোমু যুধিষ্ঠির				ক কুন্তিবাস ম বহুপরাধর				তে সনাতন			
				তে শঙ্কু বাতে				দৈত্যারি ম২ বৈকুণ্ঠ গৌরীদাস ত্রৈলোক্যনাথ ভরত বিখনাথ কেশব			
								১০ তে দৈত্যারি ভে২ বিশেষর ভে২ গোপীনাথ ভে২ পুরুষদর			

পূর্বপুষ্ঠায় পাদটীকা।

- (১) ঘটক শঙ্কু বিভাগনিধি ও রাধামোহন সরস্বতী লিখিত কুলপঞ্জিকায় কেশব ও সাধুর এসস্থান বধাক্রমে বড়গাছি ও সিমলগাছি লিখিত হইয়াছে।
- (২) কায়স্থ-কারিকায় কুলপতি ও রমানাথস্থানে বধাক্রমে দানপতি ও ত্রিনাথ মুদ্রিত হইয়াছে।
- (৩) কায়স্থ-কারিকায় জটীধর 'কনিষ্ঠ' এবং তৎপরে রঘুনাথের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে জটীধরের বংশলতা এইরূপ আছে—১১ ক জটীধর তৎপুত্র ১২ হু ভুবন ম২ ভৈরব ও বিভাকর; ভুবনের পুত্র ১৩ ম মালাধর এবং ম২ ভৈরবের পুত্র ১৩ ম২ রাজ্যধর। কিন্তু ঘটক শঙ্কু বিভাগনিধি, রাধামোহন প্রভৃতির স্বহস্ত লিখিত কুলপঞ্জিকায় উপরে মুদ্রিত বংশলতা লিখিত হওয়ায় আমরা তাহাই মুদ্রিত করিলাম।
- (৪) কায়স্থ-কারিকায় পুরুষর, ত্রিধর ও বনমালী হলে বধাক্রমে কনকেশ্বর ও গোপাল মুদ্রিত হইয়াছে।
- (৫) ঘটক শঙ্কুজ্ঞে বিভাগনিধির কুলপঞ্জিকায় স্রদর্শন সর্গাধিকারীর ১২টা পুত্রের নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কায়স্থ-কারিকায় মাত্র ১৭টা পুত্রের নাম পাওয়া যায়। এই নাম বধা—কোমু শঙ্কর, ক নারায়ণ, কৃষ্ণ, ত্রিধর, ত্রিবেঙ্গ, বরাহ, নীলাধর, ত্রিরঙ্গ, গর্ভেশ্বর, মনোহর, বিকর্তন, তে মিত্র, বাণেশ্বর, বামন, লোকেশ্বর, বিজয়, দুর্জয়। ঘটক বিভাগনিধির লিখিত স্রদর্শনের ১২টা পুত্রের নামের সহিত কায়স্থ-কারিকায় মুদ্রিত ১৭টা নামের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আমরা ঘটক শঙ্কু বিভাগনিধির লিখিত কুলপঞ্জিকা হুই উপরে স্রদর্শনের পুত্রের নামগুলি মুদ্রিত করিলাম।

সৌকলিন গোট  
ষোড়-বংশ  
বালী-সমাজ

৬ প্রাশু নিশাপতি [ ৮৮ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]

৭ প্রাশু ভিষাপতি

৮ প্রাশু প্রোণাপতি (\*)

২ শিব (টেকা)	নিম্ন (খনিয়া)	প্রাশু বিভাকর	যজ্ঞা (+)	ভাহু	বাকোম্ব হংস	তপন	মধু	তে বীর
		১০ প্রাশু হাড়ো						১০তে মহাপতি
১১ প্রাশু কাম		বাসশু বিনায়ক	ধনপতি	কমল	তে শিগম্বর	নিবি	চক্রকেতু	বশিষ্ঠ
				১২ তে সভাপতি		ভৈরব		
				১৩ তে পরমানন্দ	ত্রিধর	ত্রৈলোক্য	পরশর	
	বনমালী	বাসশু কাকুৎস্থ	সুরেশ্বর	সর্কেস্বর	১২ তে নিত্যানন্দ	বজ্রেশ্বর	গোড়েশ্বর	মুদ্রারি
					১৩ তে দুর্গাধর	লক্ষ্মীনাথ	অনিকৃত	রত্নাকর
					১৩ তে দুর্গাধর	লক্ষ্মীনাথ	অনিকৃত	পরশর
১২ প্রাশু শূলপাণি	গোড়েশ্বর	বাণেশ্বর	বজ্রপতি		১৩ তে দুর্গাধর	লক্ষ্মীনাথ	১২ ত্রিলোচন	
					১৩ তে দুর্গাধর	লক্ষ্মীনাথ	১২ ত্রিলোচন	
১৩ প্রাশু শূরেশ্বর	ক কশিলেশ্বর	ম ভৈরব	তে গো বন্দ	তে ২ ত্রিধর				

(\*) কায়স্থ-কারিকায় প্রোণাপতির পুত্র শিব ও নিম্নর নাম প্রদর্শিত হইলেও কোন প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় ঐ দুই নাম পাওয়া যায় না।  
(১) পাঠান্তর 'মজীর'। (২) পাঠান্তর 'ত্রিকর'।

সৌকালীন গোত্র  
ঘোষ-বংশ  
বালী-সমাজ

ব.কো.মু.হংস	
১০ কো.মু.পুরুষোত্তম	ক.বংশাম
	ম.অনিরুদ্ধ
	রত্নপতি
	হরি
	পীতাম্বর
	দিগম্বর
	পুণ্ডরীকাক
	অনিরুদ্ধ
	বিজ্ঞানস
১১ কো.মু.পদ্মনাভ	ক.অলঙ্কার
	বাক
	কৃত্তিবাস
	তুলপতি
	১২ হু.উৎসাকর
	বোগেশ্বর
	মহেশ্বর
	গুণাকর
১২ কো.মু.কৃষ্ণ	ক.হেরম্ব
	জগন্নাথ
	সর্কানন্দ
	ত্রীধর
	ভৈরব
	মধব
১৩ হু.মদন	বিবেকম্বর
	গৌলী
	১২.কুর্ভ
১৩ কো.মু.শিবপরাশর	ক.মটীপরাশর
	ম.ভুবন
	ভে.দৈত্যার
	বনমালী

## ৯ অ'মু মু'ই

বিশামিত্ৰ গোট  
মিত্ৰ-বংশ

বভিৰূ-সমাজ

১০ অ'মু নিশাপতি

বাস'মু মকরন

বা'কো'মু চক্ৰপাণি চুড়াযণি বনমালী পৈ অচ্যুতানন্দ

১১ অনন্ত গণপতি অ'মু লখোদর  
(দানংদংমৃত) (কুলহানি)

১১ কাবুংহু প্রভাকর हष्टिधर विभाकिर समु विकर्तन क सदानन्द (\*)

এতে কুলহানি

১২ স'মু হেডৰ ক বাহুদেব ম য়াধিঠিৰ নিভ্যানন্দ লোকেশ্বৰ

১২ ছ ভগীৰথ জগন্নাথ শিবানন্দ অচ্যুত ত্ৰিনিবাস

১৩ ছ শিবদাস

১৩ ম ত্ৰিমান্ গোপাল বৈকুণ্ঠ

পুষ্টিধৰ ০ ১৩ স'মু গুৱাহাটীৰ ক গোবিন্দ গৌৰীৰ ৰূপৰাজ

১২ অ'মু কুৰেৰ ক মাকিও ম ভাক্কর म परमेश्वर हाडरा ते गोडेधर नारायण ১১ কো'মু বিভাকর তেজডি শিব তে শঙ্কর अलङ्कार उत्साकर

১০ অ'মু মুসিংহ

১৩ তে সনাতন তেং ভরত তেং রায় তেং যুবরাজ

১২ তে প্রজাপতি দাসো পরাশর ত্রিকর

১৩ ম দেবরাজ কিরণ দৈত্যারি সোম ত্ৰিধর

১৩ তে মালধর ত্ৰিনিবাস শুভরাজ মুকুল

১৩ চণ্ডীৰ ম গৌৰীৰ  
(নিৰ্বংশ)

১৩ ম দেবরাজ राख गुराखर उरत केशव

১২ ত্ৰিধংস মহেশ্বৰ কো'মু ছোটিকুৰেৰ বশিষ্ঠ

১৩ কো'মু লক্ষ্মীপতি ক কনকেশ্বৰ म देवराज त्रिवंस ते उल्लाखर कपिलेश्वर

(\*) কাঁইহু-কাৰিকায় সদানন্দেৰ পুত্ৰ 'জগন্নাথ-ত্ৰিনিবাস' য'নে 'বিক্ৰ ৬ ভৈ' মুদ্রিত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র গোত্র  
মিত্র-বংশ  
টেকা-সমাজ

ॐ प्रःमुं ह्रिं (\*) [ ॐ पृष्ठाय पूर्ववत् ]

சுருதிநாடி

[ ୫୯ ] ପୃଷ୍ଠାସ୍ତମ୍ଭ

১০	এম্‌ভৌ বিধাস্থান	হরি	বল	সমু হুল	নীলাধর দৌ	বাহুদেব	রাধব
১১	এম্‌ জীৱল (+) কন্নণ	রাহ	মাগর	ম গদাধর	শূলপানি	১১ সমু রত্ননাথ	ক বাণেশ্বর ব' অচ্যুত ত্তে পীতাধর
	১২ ম পদ্মনাভ (আড়া)	বিষ্মেষ্বর	গোবর্জুন			১২ ছ সুয়েশ্বর	মাধব কাবুংস্থ মালাধর নীলাধর
১৩	ম নিত্যানন্দ চণ্ডীদাস	কলাধর মহানন্দ	ভৈরব	মালাধর	মহেশ ভূমর	১৩ ব লীকর	সদানন্দ ত্তে গোড়েকর
	১২ সমু কনকেধর	ক হেডুধ	ব দ্বিগধর	সভাপতি	গুলাকর		
	১৩ সমু আরাধ	১৩ ছ ভৈরব	যুধিষ্ঠির	গোবিন্দ	দৈন্ত্যারি	ভয়ত	গৌরীনাথ

(\*) কুলপঞ্জিকায় নিধিত বংশলতার সহিত “কায়স্থ-কারিকায়” মুদ্রিত বংশলতার অনেক পার্থক্য আছে। আমরা কুলপঞ্জিকাযুট্টেই তেঁক সন্ধানের বংশলতা মুদ্রিত করিলাম। মিত্রবংশ প্রসঙ্গে এ সংকেক বিভূত আশোচনা করা হইবে।

(+) কায়স্থ-কারিকায় “ক্রীষ” মুদ্রিত হইলেও সমস্ত প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় “ক্রীষ” পাঠ দৃষ্ট হয়। কুলপঞ্জিকায়মূহে ক্রীষকের বংশলতা। এইরূপ আছে—১১ প্রমু ক্রীষক তৎপুত্র মাধব ও জয়; মাধবের পুত্র ক্রীষান ও নারায়ণ; ক্রীষানের পুত্র বিবেকধর, সদানন্দ, মুরারি, দিবাকর, ধনপতি, নারায়ণ; বিবেকধরের পুত্র নারায়ণ, গোবিন্দ ও মধু; সদানন্দের পুত্র কেশব ও কামদেব।



# সপ্তম অধ্যায়

## সমীকরণ বা একজাই

পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, রাজা বল্লালসেন প্রথম সমীকরণ বা একজাই করেন। সমশ্রেণীর কুলীনদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া কুলবিচারের নাম সমীকরণ। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও বঙ্গ-কাহ্নস্ব-সমাজে রাজা বল্লালসেন হইতে পুরন্দরখানের সমসাময়িক দেবীষয়ের সময় পর্যন্ত বহুবার সমীকরণ হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎসমাজের ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কাহ্নস্বসমাজের কুলপঞ্জিকা বা কুলকারিকায় রাজা বল্লালসেন ও পুরন্দর খাঁর মধ্যবর্তী সময়ে আর কোন সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলকারিকাসমূহে ১৩শ পর্ধ্যায়ের সমীকরণ করিয়া পুরন্দর খাঁর গোষ্ঠীপতি হইবার প্রসঙ্গ আছে। ১৩শ পর্ধ্যায়ের সমীকরণই দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজের প্রথম একজাই বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই একজাই সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এই ব্যাপারে আহ্বানকারীর লক্ষ্যধিক টাকা ব্যয় হইত। মুখ্যাদি নব শ্রেণীর সমস্ত কুলীন ও সিদ্ধ-মৌলিকগণ সকলে একত্র হইয়া প্রকাশ্য সভায় আহ্বানকারীকে মাণ্যচন্দনে ভূষিত ও গোষ্ঠীপতি পদে সম্মানিত করিয়া এইরূপ লিখিয়া স্বাক্ষর করিতেন—

“আপনার কস্তার বা পুত্রের বিবাহে ( বা আহ্বানে ) বঙ্গদেশের সমস্ত কুলাচার্য ও সমস্ত কুলীনগণকে সমবেত করিয়া আপনি যে আমাদিগকে সম্মান করিলেন, সেজন্ত আমরা সকলে সম্মত হইয়া আপনাকে গোষ্ঠীপতি উপাধি প্রদান করিলাম। অতঃপর আমরা এই সমবেত সভাগণ সকলেই অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনাকে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে সর্বাগ্রে মাণ্যচন্দন দিয়া পরে অপরকে দিব।”\*

গোষ্ঠীপতি পুরন্দর খাঁর সভায় মুখ্য, কনিষ্ঠ, ষড়্ভ্রাতা বা ছভায়া, মধ্যাংশ ও তুর্ধ্যক বা তেওজ এই কয়প্রকার কুলের সমীকরণ বা একজাই হইয়াছিল, এতদ্বিধ কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পো, ছভায়া-দ্বিতীয়-পো, মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পো, ও তেওজ-দ্বিতীয়-পো এই চারি প্রকার কুলীন-সন্তান উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়-পো-গণের সমীকরণের কোন কারিকা পাওয়া যায় না। পুরন্দরের সভায় ১৩শ পর্ধ্যায়ের ২ প্রকার কুলীনই উপস্থিত ছিলেন, এই নয় প্রকার কুলীনের সহিত আদান প্রদান দ্বারা পুরন্দর নবরঙ্গী বলিয়াও সম্মানিত হইয়াছিলেন। উক্ত নয় প্রকার কুলীনের নিকট পূজিত ও মাণ্যচন্দন পাইয়া পুরন্দর দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কাহ্নস্বসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন বা সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় ৫ জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে বিখনাথ বসু, ৬ জন সহজ মুখ্য মধ্যে শ্রীমান্ বসু ও ৫ জন কোমল মুখ্য মধ্যে শিববোষ অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৩শ পর্ধ্যায়ের একজাই কালে ১২শ পর্ধ্যায়ের বয়সবদ্ধ ১২ জন মধ্যাংশ কুলীন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ‘বারভায়া’ নামে সম্মানিত হন।

\* অনাধনাথ দেবের গোষ্ঠীপতিত্বে ২৫শ পর্ধ্যায়ের একজাই-কারিকা ( ১২৮৫ সাল ১০ বাঘ )।

## ১৩শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ।

ষট্টিক বিশারদের ১৩শ পর্যায়ের সংস্কৃত সমীকরণ-কারিকায় এইরূপ পাওয়া যায়—

১৩শ পর্যায়ের মুখ্যানাং সমীকরণ

অথ একতঃ

ঘোষ শ্রীশরমেধরন্তদপরঃ শ্রীবিখনাথঃ স্মরী

ধন্তঃ পুণ্যবশান্ততো বিজয়তে শ্রীমানসিংহো মহান্

সর্দানন্দ ইহ প্রকীর্তিমহিমা খ্যাতস্ততঃ শ্রীবরঃ

পঠৈকতে প্রকৃতা কিতৌ সুবিদিতাঃ ভূদেব-

সেবারতাঃ ॥

অথ সহজঃ ।

শ্রীমন্তঃসুগুণ্ডে পরাশর ইতি শ্রীলোগ্রকণ্ঠঃ কৃতৌ

শ্রীশালাধরঘোষকে বিজয়তে গন্ধর্ব্বস্থানো মহান্

খ্যাতে গোষ্ঠীপতিঃ পুরন্দরবহুধাতবেষ ভূমণ্ডলে  
বিখ্যাতাঃ সহজাঃ কুলে কৃতিবরা মাতান্ত

সংকীৰ্ত্তয়ঃ ॥

অথ কোমলঃ ।

মুখ্যঃ শ্রীশিবঘোষকন্তদপরঃ শ্রীশম্ভু দাসঃ স্মরী

পশ্চাদেঘাঃ যযুধিষ্ঠিরঃ সচ কৃতৌ লক্ষ্মীপতিঃ স্মন্দরঃ

পঠৈকতে প্রকৃতাঃ বড়ৈব সহজাঃ পঠৈক

সংকোমলাঃ

সর্কে সর্কগুণাষিতা স্কৃতিনো ধন্তাঃ ধরামণ্ডলে ॥

বাচস্পতি ষট্কাচাঠ্যের ঢাকুরী বা বাঙ্গলা একজাই-কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

১৩শ পর্যায়ের মুখ্যর একজাই ।

বিখনাথ প্রকৃতরাজ পরমেধর ঘোষ ।

সর্দানন্দ শ্রীবরবহু লে পরিতোষ ॥

মিহকুলে নরসিং লিখি বহু শ্রীমান্ ।

এক কার্য্য তদ্ব্য গন্ধর্ব্ব পান্ ।

পরাশরামঃ মাগাধর ঘোষ কিছু ভেদ নাই ।

উগ্রকণ্ঠ পুরন্দর সহজ ছব এই ॥

শিবঘোষ যুধিষ্ঠির লক্ষ্মীপতি মিত্র ।

সুন্দরবর খান্ শম্ভু বহু গ্রহণে পণ্ডিত ॥

প্রকৃত পাঁচ সহজ ছব কোমল পঞ্চ লেখ ।

তিন প্রকার ষোড়শ মুখ্য একুন করিয়া দেখ ॥

১৩শ পর্যায় কনিষ্ঠানং সমীকরণ ।

লোকেশঃ পরমেধরং গ্রহণতো ঘোষঃ দ্বিপৌ বহু

গুহু মিত্রসিংহকং বহুবরো রুদ্রাঙ্গকো ভাষতে ।

কোণার্কৌ বহুজো বিরাজিত তহুঃ সর্দানন্দঃ

পতো

মট্টাপ্যাপি পরাশরে বিজয়তে লক্ষ্মীপতিং মিত্রক

ভিষ্ঠ্যৎ ক্ষেয়গ্রহণাং পুরন্দরহুতাং খ্যাতঃ

কনীরান্ মুদা

দৈত্যারিবহুজো বিভাতি স মুদা সগ্রাহ

মাগাধরং ॥

তং পশ্চাৎ কপিলেশ্বরঃ কৃতিবরো হগ্রাহ শ্রীমদহু

গোবিন্দঃ সমুদ্র গ্রহণাৎ শ্রীলোগ্রকণ্ঠঃ বহুং ।

গন্তা শম্ভুবসৌ দ্বিতীয়তনুধাং শ্রীকৃতিবাসন্ততঃ

কনিষ্ঠো ভগতঃ পরাশরহুতাঃ রেজে সভাবাং সদা

এভেচৈব কনিষ্ঠকাক্ষিত্তিলেচৈকাদশাখ্যাতক

মিত্রঃ শ্রীকনকেশ্বরো কৃতিবরো জগ্রহে বৈসুন্দরঃ ॥

১৩শ পর্যায় কনিষ্ঠের একজাই

দৈত্যার কনক লোচনাথ এক কুলে জন্ম ।

ভিগু মটপাশর সমান কুলকর্ম্ম ॥

কপিলেশ্বর গোবিন্দমিত্র আর ভরদবহু ।

কৃতিদাস রুদ্রবহু কনকেশ্বর পাছু

গণনার ত্রি-পায়ায় একাদশ স্থিতি ।

কুলপঞ্জকা প্রমাণ ইহা বলেন বাচস্পতি ॥

কনিষ্ঠ কুলের আগে লিখি মুখ্য সমান কাজ ।

শ্রীনিবাস দায়্য লিখি ঘোষ কবিরাজ ॥

বনমালী বহু জগদাধ ঘোষ হুহে এক কুল ।

দামু রাম নরনার কুল সমতুল ।

গণপতি ঘোষ কলাধর মিত্র কপিলেশ্বর বহু

চতুর্ভুজ সহজ কারি লিখি আশু পাছু ।

ষট্কাচাঠ্যে মত এই স্তন সত্যবনা ।

ত্রিপর্যায় গণিলেও পঞ্চদশ জনা ॥

১৩শ পর্বার হাজারি একতাই ।  
প্রথমে হাজারি সৃষ্টি সবে দেও মন ।  
মুখ্যের তেছেই বার সর্ব্বেরে গ্রহণ ।  
মিত্রকুলে ভৈরব গণি আর মার্কণ্ড বহু ।  
হুই জনের সমান কুল বলি আশু পাছু ।  
পৃথীধর বহু আর পৃথীধর ঘোষ ।  
অংশ ক্রমে হুইজন কুলে পরিভোষ ॥  
পুরন্দর বহু আর ঘোষ ঈশান ।  
কুলসৃষ্টি আদি নইল বাহার নিদ্রাণ ॥

১৩শ পর্বার মধ্যাংশের একতাই ।  
বজ্রপরাশর শঙ্কর বহু আর দেবরাজ ।  
দামো ভবো পুণ্ডরীকাক সহ বড় কাজ ॥  
গৌরো নিবাস গোবিন্দ আর শ্রীমান্ ।  
হৃষ্যোদন সদানন্দর গ্রহণে অপমান ॥  
অড়ার মালাধর মিত্র আর গৌরবর ।  
ভবনাথ দিয়া লিখি তবে জটাধর ॥  
মালাধর-শ্রীকর তবে বল্লভ বহু ।  
অচ্যুত ঘোষ সর্ব্বেশ্বর দেবরাজ পাছু ॥

শ্রীমান বহু তারমিত্র আর ভৈরব ঘোষ ।  
দাসমিত্রের কুলে দেখি অভিশয় ঘোষ ॥  
ভূতীয়-পুত্র বারভায়া মধ্যাংশ কুল গণি ।  
যড়-বিশংতি এ পর্গায়ে ঘটকাচার্য্য ভণি ॥

১৩শ পর্বার তেওজের একতাই ।  
গোবিন্দ ঘোষ শ্রীকর দুর্গাবর ঘোষ ।  
দৈত্যারি পরমানন্দ কুলে পরিভোষ ।  
নিবাসঘোষ শঙ্কু ঘোষ আর সনাতন ।  
দৈত্যারি ঘোষেতে বহুর সত্য গ্রহণ ।  
মালাধর দৈত্যারি চতুভূজ বহু ।  
বিশংকর গদাধর কামেশ্বর পাছু ।  
পুরন্দর বিশ্বনাথ আর পৃথীধর ।  
সনাতন সত্যবান্ তবে গুক্রাধর ।  
নরহরি অর্ক বহু আর মালাধর ।  
গুণরাজ খাঁ শ্রীকান্ত বহু কুল স্থিরতর ।  
সপ্তবিশংতি তেওজ কুল শুন দিয়া মন ।  
ঘটকাচার্য্য বলেন এই কুল সুমর্ষণ ॥

“বারভায়া মধ্যাংশ মূল, চৌছেই গ্রহণ কুল, তার সংখ্যা কর অবধান ।  
মুখ্যের ভূতীয় হুত, আর কনিষ্ঠের হুত, হাজারি কুলের ভূতীয় প্রধান ॥  
অড়ার পদ্মলাভ আর মিত্র ভগো । ভাস্কর মিত্র দিয়া আশু নিত্যানন্দ লিখি ॥  
নিত্যানন্দ বহু কুল আর ভূবন ঘোষ । মণেশ্বর মিত্র সুরেশ্বর মিত্র নাই কিছু ঘোষ ॥  
কর বহু সাগর ঘোষ তুল্য কুলশক্তি । পরমেশ্বর মিত্রে লিখি হাজরা প্রসিদ্ধ ॥  
বাচস্পতির একতাই শুন দিয়া মন । বারোর পর্গায়ে দ্বাদশ ক্রমে সে গণন ॥

### ১৪শ পর্বারের সমীকরণ বা একতাই ।

পুরন্দর খাঁ মৃত্যুকালে বলিয়া বান, যিনি গোষ্ঠীপতি হইবেন, তাঁহাকে একতাই করিতে হইবে; তিনি যে গোষ্ঠীপতির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কেশব বহু ১৭শ পর্বারের একতাই করিয়া সমগ্র দক্ষিণরাজ্যের কার্য-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, মহাপ্রভু-চৈতন্যবর্গের বৈষ্ণব সাহিত্যে কেশব বহু ‘কেশব হুজৌ’ নামে পরিচিত। তিনি স্থলতান হোসেন শাহের ‘হুজ্রানাজির’ বা স্থলতানের গাঁইদ্য সকল বিভাগের সর্ব্ব প্রেষ্ঠ ভাবাবধারক ছিলেন। রাজ প্রাসাদে বা দরবারে ছত্র ও আশাশোভা ব্যবহারে অধিকার থাকার সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ‘কেশব হুজা’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভু

একজন অহরহু ভক্ত ছিলেন। সুলতান তাঁহার পরামর্শে মহাপ্রভুর রায়কেলি-গমনকালে কেহ বাহাতে বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থা করেন। কেশব বহুর একজাই-সভায় যে সকল কুলীন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে—১৪শ পর্য্যায়ের ৫ জন প্রকৃত মধ্যে গণপতি ঘোষ, ৬ জন সহজ মধ্যে বিনোদ বহু খান, ও ৮ জন কোমল মুখ্য মধ্যে গোপাল ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

“১৪শ পর্য্যায় যুধানাং সমীক্ষরণঃ।

গণপতিরপি নাম্না সাধু জনমেজয়াখ্যঃ  
প্রকৃতকুলবরেণ্যো দেবরাজন্তথৈব।  
বিধুরিব বশসাগো শ্রীলবিশ্বেশ্বরোহভূৎ  
বিতরতি কুলকীর্তিচানিরুদ্ধপ্রতাপী॥  
বিনোদশ্চ খানো বহুঃ কেশবাখ্য  
ত্রিপুরচাপি বিজ্ঞাধরো ঘোষবর্ধ্যঃ।  
ততঃ শ্রীনাথো বহুগৌরীদাসঃ  
প্রদানেন হোনঃ কুলে স্তুপ্রতিষ্ঠঃ॥  
বভৌ চ গোপালঘোষকন্ততোহি দেবরাজকঃ।  
সরাসমিত্রপুঙ্গবো বহুশ্চ বুদ্ধমল্লিকঃ।  
সুশোভতে ত্রিলোচনঃ সুধৌর নীলবাসকঃ।  
বনাদিমাল্যধারকঃ সঙ্কসংবৈরিমিত্রকঃ।

১৪শ পর্য্যায় মুখ্যর একজাই।

আদি গণপতি ঘোষ আর জন্মেজয় বহু।  
দেবরাজ বিশ্বেশ্বর অনিরুদ্ধ পাছু।  
বিনোদ খাঁ কেশব খাঁ দুহে এক কুল।  
গৌরীবর বহু লিখি তার সমতুল॥  
ত্রিপুরারি মিত্র আর ঘোষ বিজ্ঞাধর।  
শ্রীনাথ বহু লিখি তবে কুলে কুর্পর॥  
গোপাল ঘোষ দেবরাজ নীলাধর খান।  
তিন জনের কুলকার্য্য একই সমান॥  
রামমিত্র বুড়া-মল্লিক ত্রিলোচন বহু।  
বনমালী কংসারিমিত্র মুখ্য-কুলে পাছু॥  
উনবিংশতি মুখ্য কুল একজাই এই।  
যতক্রম যদি হয় ঘটকাচার্য্য দ্বারী॥

১৪শ পর্য্যায় কনিষ্ঠস্ত সমীক্ষরণঃ।

গণপতিরপি ঘোষঃ শ্রীলজন্মেজয়াখ্যে  
কপিলবহুবরেহসৌ নীতহর্য্যো গণেশে॥  
তদহু চ কবিরাজো দেবরাজে গ্রহাৎ চ  
ত্রিপুরদহনমিত্রে শ্রীজগন্নাথঘোষঃ॥  
বহুকুলভব এষঃ শ্রীলদামোদরাত্যে  
গুণমপি বাসুদেব ঘোষবিজ্ঞাধরে চ॥  
বনমালিতনয়ক শ্রীচতুর্সাহস্রনামা  
প্রজগৃহে বহুরামো শ্রীলগোপালপুঙ্গ্বী॥  
বহুভব বনমালী দেবরাজে চ ঘোষে  
গ্রহণমপি প্রচক্ষে শ্রীলকল্যাণমিত্রঃ॥  
ত্ৰিনয়নবহুযুখ্যো গোপি গৃহ্ন দ্বীপে  
নরহরিবহুজ্যোহসৌ সত্যবান্ ঘোষবর্ধ্যঃ॥  
বিতংগমপি শৌর্য্যঃ শ্রীনিাসং কনীরান্  
গ্রহণমপি চ শৌর্য্যকানিরুদ্ধে চ মিত্রে।  
নরহরিবহুজ্যোহসৌ রামমিত্রে গৃহীত্বা  
হরিরহরবহুরেষঃ প্রাপ্য ভাগ্যাৎ কনিষ্ঠঃ।  
নানন্দকে রামাদি বহুনন্দকঃ  
কুতিবরোহি গোপীপতে ততোহি।  
সুতহীনকো বহুবরশ্চ গোপীতি  
যদৌ মুদমগাৎ গ্রহাৎ বহুবরঃ শিবানন্দকঃ।  
মুকুন্দবহুকে ততঃ স্কৃতি নন্দনো মিত্রকঃ  
কনিষ্ঠকুল মাধবে ঘোষো ভাবে চ সত্যাবিতঃ॥  
জনর্দ্দিনবহুশ্রুতঃ সুতবিশ্বীনক্ষিতো  
স মিত্রবলভজকং কোমল কামদেবে।  
রসোবহুঃ শ্রীপতিবভৌঃ গুণঘোষপোষিকঃ॥  
সমিত্রজগদাখ্যকো হরলবশান্ত জনর্দ্দিনঃ  
যোড়শ কনিষ্ঠকাঃ বরান্দ বাতা বহুঃ।

১৪শ পর্বার কনিষ্ঠের একজাই ।  
কনিষ্ঠের একজাই সতে দেও মন ।  
গণপতি মাধব সত্যবান্ তবেত বামন ॥  
ভগ্নীক কল্যাকান্ত বাহুদেব ঘোষ ।  
সত্যবান্ লক্ষ্মীবসু কুলেতে নির্দোষ ॥  
শিবকানী বাহুদেব বজ্রেশ্বর বসু ।  
সাম্য দেই কুলে এই গুণানন্দ পাছু ॥  
রূপ হরি কৃষ্ণদাস বসু যে মুকুন্দ ।  
বসুদেব সুদর্শন রতির আনন্দ ॥  
একাংশতি জনের স্তন এক কার্য ।  
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ॥  
গুণানন্দ বাছ বসু রামানন্দ বসু ।  
তিন জনের কুলকার্য্য বলি আশু পাছু ॥  
বলভদ্র ঘোষের কুল বড়ই নির্দোষ ।  
তার পাছে গ্রহণ গণি গৌরীদাস ঘোষ ॥  
মাধবঘোষ মুকুন্দবসু হুহে এককুল ।  
শিবানন্দ নন্দমিত্র তার সমতুল ॥  
রামভদ্র ষাটব গোপীকান্ত আর শ্রীপতি বসু  
সত্যবান্ জনার্দন ভেদ নাই কিছু ॥  
পঞ্চদশ কনিষ্ঠ এই স্তন কুল্যাচার্য্য ।  
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ॥  
কনিষ্ঠ কুলের এই স্তনিতে বিচিত্র ।  
শঙ্করবসু রামদেব দুর্গাদাস মিত্র ॥  
সমানন্দ পোতুল বসু আর কাশীঘোষ ।  
শ্রীকৃষ্ণ সত্যবান্ কুলে পরিতোষ ॥  
হরিমিত্র দ্বিধা লিখি মিত্র পরমানন্দ ।  
দেবদাস বসু হইল কুলে বড় ধন ॥

একাদশ কনিষ্ঠ কুল স্তন গোপ্তিপতি ।  
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন বাচস্পতি ॥

১৪শ পর্বার ছত্ভার একজাই

ভাস্কর শুক্লাধর হুহে এক কুল ।  
অরুণ বসু ভবনাথ ত্রিবিক্রম সমতুল ॥  
জগন্নাথ দ্বিধা লিখি পরমানন্দ বসু ।  
দেবরাজ কৃষ্ণমিত্র রূপরাজ পাছু ॥  
বাচস্পতি ঢাকুরী এই সবে দেও মন ।  
এ পর্বার গণিয়া লও ক্রমে দশজন ॥

১৪শ পর্বার তেওঁকের একজাই ।

নরহরিমিত্র আর ঘোষ পুরন্দর ।  
গণপতি মিত্র দুর্গাবর ঘোষ-শশধর ॥  
শ্রীধর গৌরীবৎ সত্যবান্ বসু ।  
বামন খাঁ বিজয়ঘোষ ভেদ নাই কিছু ॥  
ভবনাথ বিবেশ্বর আর শ্রীকণ্ঠ বসু ।  
মহেশ্বর ঘোষ তবে লিখি কুলে আশু পাছু ॥  
কংসারি ঘোষ আর গৌরীদর মিত্র ।  
মালাধর কিরণ ঘোষ গ্রহণে বিচিত্র ॥  
বনমালী ত্রিলোচন হুহে এককুল ।  
দামোদর কংসারি ঘোষ এক সমতুল ।  
কঙ্ক ভবনাথ রাঘব আর ত্রিপুরারি ঘোষ ।  
কংসারি বসু অনন্ত বসু কিছু নাহি দোষ ॥  
শ্রীধর বসু আর ঘোষ চক্রপাণি ।  
অনন্ত বসু কেশব বসু হুহে সমান মানি ॥  
দেবরাজ অচ্যুত বসু এক কার্য্য গণি ।  
বজ্রেশ তেওঁজ কুল ঘটক আচার্য্য বাণী ॥

১৫ পর্বারের সমীকরণ বা একজাই ।

পূর্বে লিখিরাছি, ১৪শ পর্বারে ছত্ভারাজির কেশব খান্ গোপ্তিপতি হইরাছিলেন । তিনি সহস্র  
মুখ্য বলিয়া গণ্য হইলেও সহস্র মধ্যে অগ্রগণ্য হইতে পারেন নাই । ১৪শ পর্বারে বিনোদবসু  
সহস্র মধ্যে অগ্রগণ্য হইরাছিলেন । কেশব বসুর পুত্র শ্রীকণ্ঠ বসু বিদ্যাদাস ১৫শ পর্বারে

একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি ও সহজ মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন । মুসলমান রাজসরকারেও তিনি শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁহার অমূল্য চক্রপাণি ছত্রনাজির, কামদেব বিশ্বাস-থাস ও রতিনাথ ছোট্টাকুর এই কয় ভ্রাতাও রাজসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং কয় জনে একত্র হইয়াই একজাই করিয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন । \* ১৫শ পর্যায়ের একজাইকালে ৫ জন প্রকৃত মধ্যে জগন্নাথ ঘোষ, ৭ জন সহজ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবন্থ বিশ্বাসথাস, এবং ৯ জন কোমল মুখ্য মধ্যে অনন্ত ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন ।

১৫শ পর্যায় মুখ্যনাং সমীকরণম্ ।

আদৌ জগন্নাথো উদিতভেজাঃ

শ্রীমাধবঃ কেশবঘোষবর্ষাঃ ।

কৃষ্ণানন্দ ক্রিতিপালতুল্যঃ ।

কুলে মহৎ শ্রীকব মাধবে বঃ ।

মুরারিঘোষোপি নিম্নস্থ দানাং

শ্রীকৃষ্ণগৌরী গরুড়ন্ততোপি ।

অনন্তঘোষঃ খলু কোমলাগ্রঃ ॥

শ্রীকান্তনাম সতু লক্ষ্মীদাসঃ ।

ততো মধুশ্রীবলদ্রমিত্র

শ্রীবৎসনামা বন্থমাধবশ্চ ।

শ্রীলক্ষ্মীদাসো বন্থ কামদেবঃ

শ্রীচক্রপাণিঃ সতু বর্দ্ধমানঃ ॥—

১৫শ পর্যায় মুখ্যর একজাই ।

আদি জগন্নাথঘোষ আর মাধব বন্থ ।

কাবিস্ত্র কেশবঘোষ কৃষ্ণানন্দ পাছু ॥

শ্রীকৃষ্ণবন্থ গৌরীদাস শ্রীকর বন্থ ।

কৃষ্ণ মুরারি চক্রপাণি গরুড় তাঁর পাছু ॥

অনন্তঘোষ লক্ষ্মীনাথ লক্ষ্মীদাস ঘোষ ।

শ্রীবৎস বন্থ দানে গণি গ্রহণাংশে ঘোষ ॥

মধু শ্রীকান্ত কামদেব বলভদ্র ইতি ।

মল্লিক মাধব দিয়া লিখি একুশ মুখ্যর স্থিতি ।

১৫শ পর্যায়—কনিষ্ঠের একজাই ।

শুগানন্দ বাহুবন্থ রামানন্দবন্থ ।

তিনজনের কুলকার্য্য বলি আশু পাছু ।

বলভদ্র ঘোষের কুল বড়ই নির্দোষ ।

তার পাছে গ্রহণ গণি গৌরীনাথ ঘোষ ।

মাধবঘোষ মুকুন্দবন্থ দুহে এককুল ।

শিবানন্দ নন্দনমিত্র তাঁর সমতুল ।

রাঘভদ্র বাদব গোপীকান্ত আর শ্রীপতিবন্থ ।

সত্যবান্ জনার্দন ভেদ নাহি কিছু ।

পঞ্চদশ কনিষ্ঠ এই শুন কুলাচার্য্য ।

কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ।

১৬ মৃত্যুঞ্জয় আর গৌরীদাস ঘোষ ।

কিরণঘোষ দেবরাজ কুণ্ডেতে নির্দোষ ।

অনন্তঘোষ দিয়া লিখি বাণীনাথ বন্থ ।

কৃষ্ণানন্দকুলে গণি তবে বন্থ পাছু ।

মুরারি ঘোষ তবে লিখি দানেতে পবিত্র ।

নাথি বন্থ দিয়া লিখি লক্ষ্মীনাথ মিত্র ।

শ্রীপতি মুকুন্দবন্থ গ্রহণ সমান মজ্জা ।

ভাস্কর বন্থ লিখি জন্মকুলে লজ্জা ।

বাচস্পতির ঢাকুরী এই সবে দেহ মন ।

এ পর্যায় গণিয়া লও ক্রমে পঞ্চদশজন ॥

\* “রেজে পুরস্কৃতঃ কিল কেশবোহসৌ নীলাধরঃ শুচিনিধানবনুহিতপ্রাতো ।

জাতঃ পূর্নব্রহ্মরো বন্থপুঙ্গবোহয়ঃ ব্যাভাহি পঞ্চবন্থবংশকুলাবতংসোঃ ।

কিতৌ শ্রীকৃষ্ণবন্থঃ সার্বভৌমশ্রুতশ্চত্রনাজীর কশচক্রপাণিঃ ।

সবিশ্বাসথাসোহিতবৎ কামদেবো রতিনাথসমাজজাঃ কেশবশ্চ

অভূত শ্রীমক্কান্দজোহমন্তরায়ো রঘুশ্রুত পুত্রঃ সদাচারকীর্তিঃ ।”

( বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা )

১৫শ পর্যায় তেওজের একজাই ।

গদাধর কলাধর ঘোষ কৌর্তিরাজ ।

গৌরীধর জগন্নাথ ঘোষ শুভরাজ ।

পঞ্চানন বজ্রেশ্বর বসু পুরন্দর ।

পুরুষোত্তম অগনিদেব ঝিত্র দিবাকর ॥

মাধবঘোষ গোপাল আর রূপরায় বসু ।

অনন্তবসু শ্রীকর নিবাসমিত্র পাছু ।

হরিঘোষ শিবানন্দ ঘোষ নরহরি ।

কাশীধর বসু অন্নদঘোষ পঞ্চাং কংসারি ।

বল্লভঘোষ জগন্নাথ কৃষ্ণবসু গনি ।

সপ্তবিংশতি তেওজকুল ঘটকাচার্য্য গনি ।

### ১৬শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

পূর্বেই লিখিয়াছি, একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। সমগ্র সমাজের উপর একছত্র প্রতিপত্তি না থাকিলে কেহই গোষ্ঠীপতি হইতে পারিত না। মহামতি পুরন্দর খানের সময় ১৩শ পর্যায় হইতে ত্রীকৃষ্ণাবস্থাস্থাসের সময় ১৫শ পর্যায় পর্যন্ত এই তিন পুরুষে তিন জন গোষ্ঠীপতিই গোড়ের পাঠান দরবারে অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে তাঁহারা তিনজনেই অতুল ধন-সম্পত্তির আধিকারী ছিলেন। যতদিন পাঠান রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন এই গোষ্ঠীপতি-বসুবংশের সামাজিক প্রভাব ও অর্থসামর্থ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে গোড়ের শেষ পাঠান-নৃপতি দাউদ খাঁ বন্দী ও সর্বত্র মোগল প্রভাব বিস্তৃত হয়। সেই সময়ে পূর্বতন গোষ্ঠীপতি-বংশেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটয়াছিল। যদিও তাঁহাদের বংশবরগণ সামাজিক কুলমর্যাদা হইতে বঞ্চিত হন নাই, কিন্তু পাঠান-হস্ত হইতে মোগল-হস্তে রাজকার্য প্রভাব হস্তান্তরের সাহিত পাঠান আমলের রাজকর্মচারিগণের সহায়-সম্পত্তি বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এ সময়ে রাজা মানসিংহের শাসনকাল। তাঁহার নিরীক্ষাচিত হিন্দুকর্মচারিগণ মোগল-শাসনাধিকারে সর্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। এই সময় দক্ষিণরাঢ়ে সপ্তগ্রামে মোগল সম্রাটের একটা শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সময়ে দশবরায় পালবংশের অভ্যুদয়। কিছুদিন পরে মোগলশাসকের অমুগ্রহে কার্বাদক্ষতার সপ্তগ্রামে কর্ণিহপ্রবর দয়ারাম পালের ভাগ্যোদয় হইয়াছিল। তিনি অন্নদিনের মধ্যেই ধনে মানে সমৃদ্ধ ও সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পাঠান শাসন বলোপের সাহিত রাঢ়ের কুলীনগণ অনেকে বপদ্যুত হইয়া নানান্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এ সময় অনেক কুলীন দয়ারাম পালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরন্দরখান ১৬ বর সাধ্য যৌলিদের মধ্যে পালবংশকে গ্রহণ করিলেও দক্ষিণ-রাঢ়ের সমাজে পালের উপযুক্ত সম্মান ছিল না। এখন দয়ারাম পালবংশের প্রাধান্ত্যস্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রধান প্রধান কুলজগণের সাহায্যে দক্ষিণরাঢ়ের সমাজের সমস্ত সম্রাটবংশকে আত্মীন করেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যা সকলকেই শ্রেষ্ঠকুলীনে প্রদান ও সকল কুলীনকে সম্মানিত করিয়া গোষ্ঠীপতি পদ লাভ করেন। দয়ারাম গোষ্ঠীপতিবংশীরা

কতাকে গ্রহণ করিয়া নিষিরোধে গোষ্ঠিপতি হইয়াছিলেন । \* তাঁহার সত্য ১৬শ পর্ধ্যায়ের একজাই হয়, তাহাতে শ্রেষ্ঠ কুলীন ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন । এই একজাই কালে পাঁচজন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে বাদব বহু, সাতজন সহজ মুখ্য মধ্যে গোপীনাথ মিত্র এবং এগার জন কোমল মুখ্য মধ্যে বলভদ্র বোষ অগ্রগণ্য ছিলেন ।

১৬শ পর্ধ্যায় মুখ্যানাং সমীকরণ

বহুর্বাদবাধ্যঃ শিবানন্দবোষে জনানন্দনামা ততো রামভদ্রঃ ।  
কৃতো কামদেবস্ততো মিত্রগোপী হৃদয়ানন্দনারায়ণৌ স্মৃতিষ্ঠৌ ।  
বহুবহুরতিক্রোধোহনন্তরায়োত্তমানী তদমুহূজনগোপানন্দ-আনন্দযুক্তঃ ।  
কুলবর-বসুজনানন্দ ইত্যেব ধন্যঃ কৃতিবরঃ বলভদ্রো বোষ এব প্রতিষ্ঠঃ ॥  
কৃতো বিশ্বনাথঃ সগোবিন্দবোষস্ততো শ্রীযুতশ্রীপতিকামদেবঃ ।  
ততো লোকনাথঃ সরামাদিনন্দঃ শিবচাপি বোষো বহুমিত্রবর্ধ্যঃ ।  
চণ্ডিদাসাশ্চিরঞ্জীব-বন্ধমানৌ চ তাবুভৌ । ত্রয়োবিংশাতিরিত্যেব ঘটকৈকজায়তে সদা ॥

বাদব বহু শিবানন্দ অত্র অত্র চিত্র ।

১৬শ পর্ধ্যায় মুখ্যের একজাই

জনানন্দ রামভদ্র কামদেব মিত্র ॥

অনন্তরাম বহু বহু কেবল পিতৃকুল ।

গোপীমিত্রকূলে গণি তবে নারায়ণ ।

জনানন্দ গুণানন্দ হুহে সমতুল ॥

এক কার্য্য হৃদয় বহু বলি তবে ওন ॥

বলভদ্র বিশ্বনাথ কুলকার্য্য সম ।

গোবিন্দ বোষ দানে গাণ কেবল মাত্র কর্য্য ॥

\* কৃষ্ণগ্রন্থে দশমবাব পালবংশে দয়্যারাম পাল ও বামভদ্র পাল ১৬শ ও ১৭শ পর্ধ্যায়ের একজাইকারী গোষ্ঠিপতি বংশীয় পরিচিত, কিন্তু হাজারি বংশলতা ও ঠিক কোন সময়ে একজাই করেন, তাহার উল্লেখ নাই । কুলকারিকার দশমবারি বিভাগের পালের অষ্টম ১৭শ পুরুষে সীতারামের পুত্র দয়্যারামের অংশবংশ এবং বিশ্বভদ্র পালের ৮ম পুরুষে গোবিন্দ পুত্র রামভদ্র পালের অংশ বংশ বর্ণিত আছে, কিন্তু উভয়ে গোষ্ঠিপতি ছিলেন কিনা, কোন কথা নাই । কাশীরাম বহুর কারিকার সাতারাম পালের গোষ্ঠিপতির ঘরের কতগ্রহণ ও তৎপুত্র দয়্যারামের 'গোষ্ঠিপতি সম কার্য্য' ইত্যাদি গ্রন্থ পরিচয় আছে । নিম্নে কাশীরাম বহুর কারিকা উদ্ধৃত হইল—

"সীতারাম পালের কাব্য কর অবধান । কৃপারাম সরকারে কৈলা কতাবান ।

বৃক্কশমাধ বহুকে কৈলা পরে কতাবান । রাণারামহৃত তিহো অতি মাতবান ।

শ্রীকৃষ্ণসিংহের কত্যা গ্রহণে মৌলিকাঠী । হত্ৰাজৎপূরানবাস তেঁহ মৌলিক পরিপাটী ।

পরে আর মৌলিকাঠী গ্রহণে সারাবন্দারি । গোষ্ঠিপাত নন্দরাম মিত্র দীতিয়ার ।

দয়্যারাম পালের কাব্য শুন সত্যজন । কতভাবে নৈল বান কেবল গ্রহণ ।

নালকট বোয়ের কাব্য গ্রহণে পারপাটী । ভরত বংশের পার কেবা আছে জুটী ।

নির্মল কনিষ্ঠ কুল বাঘুডায়া নিবাস । সহজকূলে অগ্রগণ্য বংশে হুশকাণ ।

পরে কৃপারাম বহুর কত্যা পরিপার । মধ্যাংগ-বাণী-কুল শয়েরপুর আলয় ।

বহুক বহুতে পোড়া গ্রহণে বাঘালি । প্রসলবাধাল নিবাসিত প্রকৃত পরশমণি ।

পরের গুণ এই খাছু করে সোনা । গোষ্ঠিপতি সম কার্য্য অংশেতে সগনা ।



শ্রীপতি মিত্র গ্রহণে কুর্পূর<sup>১</sup>বানে পরাক্রম ।

কামদেব বহু বলি পাছে কুল তার সম ॥

রামানন্দ শিষ্টচক্রে ভেদ নাহি কিছু ।

হুইভনের কুলকার্য বলি আশু গাছ ॥

চ' অঙ্গে কুলকুর্পূর লোকনাথ বহু ।

বার্হানিত্র চণ্ডীদাস চিরজীব পাছ ॥

একে একে গণিয়া লও তেইশ সুখের কার্য

কুলপঞ্জিকা প্রমাণ এই বলেন<sup>২</sup>আচার্য্য ॥

১৩শ পর্ধ্যায় কনিষ্ঠের একজাই

কনিষ্ঠ কুলের একজাই শুনিতে বিচিত্র ।

শঙ্করবহু রামদেব চুর্ণীদাস মিত্র ॥

লক্ষ্মানন্দ গোঁকুল বহু আর কালীঘোষ ।

শ্রীকৃষ্ণ সত্যবান্ কুলে পরিতোষ ॥

হরিশ্চন্দ্র দিগা গিথি মিত্র পরমানন্দ ।

দেবদাস বহু হইল কুলে বড় নন্দ ॥

একাদশ কনিষ্ঠ কুল স্তন গোঁজীপতি ।

কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন বাচস্পতি ॥

১৭শ পর্ধ্যায় ছত্ভারার একজাই

ছত্ভারার একজাই সবে দেখ মন ।

হুইব বহু চক্রপাণি আর জনার্দন ॥

ত্রৈলোক্যানাথ ভগবান্ রামনাথ শচী ।

ছেই গ্রহণ সাতজনের কুলে মহাকুচি ॥

অচ্যুতারবিন্দ আর লোকনাথ বহু ।

পরওয়ার লোকনাথ রমানাথ পাছ ॥

রূপ বাদব আর জনানন্দ মিত্র ।

সুধাকর পরাশর হৃদয় পবিত্র ॥

উনিবাংশিত কুল এই অংশ বাখান ।

বাচস্পতি বলেন কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ॥

১৩শ পর্ধ্যায় তেওজের একজাই

রঘু চক্রপাণি মহেশ সমান তিনজন ।

হুইব লক্ষ্মীনাথ ঘোষ বহু ত্রিলোচন ॥

নেবকী অনন্ত ঘোষ তুল্য গণি ।

শ্রীপতি পীতাম্বর রাঘব সমান বাখানি ॥

বাদব রাঘব রক্ত ক্রম তিনজন ।

কামদেব গৌরীকান্ত মিত্রজ জীবন ॥

গোবিন্দ বহু দিয়া গিথি রতিনাথ ঘোষ ।

নীলাম্বর ঘোষ গিথি গ্রহণে নিদোষ ॥

সম্মৌলিক গোঁজীপতি কুলের বাখানি ।

ছত্রিশ তেওজ কুল বটক-আচার্য্য ভণি ॥

### ১৭শ পর্ধ্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

রায়বর্মা দয়ারণ্য পালের পর রামভদ্র পাল ১৭শ পর্ধ্যায়ের একজাই করিয়া গোঁজীপতি হন । তিনিও মোগলরাজসরকার ও সম্রাটের বিশেষ সম্মানিত ছিলেন ।

পাছ সুজার বাগলা শাসনকালে তিনি মোগল দরবারের জন্ত বাঙ্গালার রাজস্বের নুতন হিসাব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এই হিসাব প্রস্তুতকালে যাহার অগ্রণী ছিলেন, তন্মধ্যে রামভদ্র পাল একজন । তজ্জন্ত তিনি মোগল দরবার হইতে খেলাত ও উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন । সেট সজে নবাব সরকারে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় । একারণ তাঁহার গোঁজীপতিত্বলাভে কেহ বাধা জন্মাইতে সাহসী হন নাই । ১৭শ পর্ধ্যায়ের সমীকরণ বা একজাই নিব্বরণে তাঁহার সভাপত্যেই অনুষ্ঠান হইয়াছিল । তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্রাতৃবংশ পৃথক হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন । দশমবার পালবংশ প্রসিদ্ধ এবং কুলগ্রহে তাঁহাদের অংশ বংশ বর্ণিত আছে । \*

\* বাঙ্গালার মোগলসম্রাটের পালবংশের পালবংশের হাতিয়াস প্রভৃতি ।

রামচন্দ্র পাণের একজাই কালে ২০ জন খেঁচ কুলীন উপস্থিত ছিলেন । ৫ জন প্রকৃতমুখ্য মধ্যে কৃষ্ণদাসবহু, ৭ জন সহজ মধ্যে নারায়ণ মিত্র ও ৮ জন কোমল মুখ্য মধ্যে রামলোচন ঘোষ অগ্রগণ্য বলিয়া সম্মানিত হন ।

১৭শ পর্বার সুখ্যাতিঃ সমীকরণঃ

বহুঃ কৃষ্ণদাসো রতিকান্তবোধো  
রঘুন্ত পশ্চাৎ বহুগৌরীকান্তঃ ।  
ততঃ শ্রীনিবাসঃ স্বধী পূত্রহীনো  
বিরেজে চ ধারা কিতৌ পুণ্যকর্মা ।  
ততশ্চাপি নারায়ণো মিত্রবর্ষ্য  
ভূতঃ কামদেবো বহুশ্চন্দ্রচূড়ঃ ।  
বহুশ্চৈব নারায়ণঃ পুণ্যশীলো  
নিধি স্তম্ভ পশ্চাৎ রম্যো শুকচিহ্নঃ ॥  
বিরেজে চ বজ্রেশ্বরচাঁদরায়ো  
ভূতো লোচনাখ্যো রমানাথবোধঃ ।  
রঘুন্ত পশ্চাৎ ভবানী চ মিত্রো  
বহুশ্চন্দ্রনামা কৃণী বল্লভশ্চ ॥  
বভূব ধন্যঃ কমলাকরঃ কৃতী  
পুত্রো হীনো বহুবংশজয়া ।  
কিতৌ রম্যো গ্রহণাবিহীনঃ  
কিতৌ বিরজঃ কুলোনাস্তএব ॥

১৮শ পর্বার সুখ্যার একজাই

কৃষ্ণ বহু রতিকান্ত ছুহে সমতুল ।  
রঘু ঘোষ গোপীকান্ত চারি প্রকৃত মূল ॥  
শ্রীনিবাস শিব যদি হৈলা পুত্রহীন ।  
পূর্ষদৃষ্টে ভবানী মিত্র প্রকৃত মুখ্য চিন ॥  
নারায়ণ কামদেব রঘুচন্দ্র আর ।  
নারায়ণবহু নিধিঘোষ লোচন চণ্ডেশ্বর ॥  
রমেশ্বর রঘু চাঁদ কুমুর কমল ।  
বল্লভমিত্র দিরা লিখি মুখ্য এই সকল ॥  
প্রকৃত পাঁচ সহজ ছয় আর কোমল সপ্ত ।  
অষ্টাদশ মুখ্য এই আচার্য্য বর্ণিত ॥

১৭শ পর্বার কনিষ্ঠত সমীকরণঃ

ররাজ লোচনে গ্রহাৎ কনিষ্ঠরাজ শঙ্করো  
রমানাথকে ভূতঃ ।  
কৃতীষরোহি গৌকুলঃ ধৃতীষরো হরিমহান্ ।  
বিরাজতে হুমিত্রকো মসৌ চ চাঁদকে গ্রহাৎ ।  
সকামদেবমিত্রক স্ততেবিহীনকৃষ্ণকঃ ।  
কাশী চ চাঁদরায়কে সদাদিনন্দবোধকঃ  
নারায়ণে গ্রহাবভৌ বহুশ্চ সত্যবানকঃ ।  
হর্গাদাসমিত্রকঃ স্বধীশ বজ্ররাজকে ॥  
\* \* \* নাযুধৌ গ্রহাচ দেবিদাসকঃ ।  
দশৈব সংখ্যাক্ষত তে কনিষ্ঠবংশশম্ভবঃ ।

১৭শ পর্বার কনিষ্ঠের একজাই

কনিষ্ঠ কুলের অংশ এই শুনিতে বিচিত্র !  
শঙ্কর বহু কামদেব হর্গাদাস মিত্র ।  
শ্রীনন্দ গোকুলঃ বহু আর কাশীঘোষ ।  
শ্রীকৃষ্ণ ৭' সত্যবান্ কুলে পরিতোষ ।  
হরিমিত্র দিরা লিখি মিত্র পরমানন্দ ।  
দেবিদাস বহুর কুলে হইল বড় ধন্দ ।  
একাদশ কনিষ্ঠ এই শুন কুলোচন্য ।  
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ।

১৭ পর্বার হাজার একজাই

নরান বহু রঘু বহু অষ্ট অষ্ট চিত্র ।  
রামচন্দ্র শঙ্কর বহু আর রাজীবমিত্র ।  
মধু ঘোষ জগদীশ আর গোপাল মিত্র ।  
শিববহু শিবঘোষ কুলেও বিচিত্র ।  
বাচস্পতি একজাই কুলেতে বাণানি ।  
অংশ শুনি দশজন কুলেতে বাণানি ।

১৭শ পর্বার তেওঁদের একজাই

রাজীববহু রামরাম রমানাথবোধ ।  
রাস্ত্র জগদানন্দ মেধি কুলেতে নির্দোষ ॥

নন্দনমিত্র গোপাল গোবিন্দ চণ্ডী ঘোষ ।	কলে কৃষ্ণ চাঁদ বিষ্ণু কৃষ্ণানন্দমিত্র ।
ঘোপী ঘোষ রতিনাথ কুলেতে নিন্দোষ ।	চাঁদবহু গোপীনাথ অস্ত্র অস্ত্র চিত্র ।
হর্গাদাস রূপরাজ হুহে এককূল ।	নীলগুর্জ চৈতন্যবহু কুলেতে নিমিত্ত ।
রাজীব দৈবকী ঘোষ চৈতন্য সমতুল ।	গোবিন্দবল্লভ রাম কল্লিকান্ত বহু ।
ভবানী সন্নতঘোষ আর শঙ্করবহু ।	সদুনাথ ভবানী চণ্ডী বসুধ্বজ পাছু ।
রামঘোষ দেবিন্দাস বনমালী পাছু ।	দুর্গৎ অনন্ত সাতুমিত্র তিনে এককূল ।
রাজেন্দ্র মিত্র গোপালবহু আর শঙ্কর বহু ।	শ্রীধর পাঁচু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমতুল ।
পঞ্চানন বিষ্ণুদাস লক্ষণবহু পাছু ।	ত্রৈলোক্যনাথ গৌরীকান্ত রমানাথঘোষ ।
একে একে গণিয়া লও আটাইশ তেওজেরকার্য্য	গোপীনাথ চাঁদমিত্র জন্ম কুলের দোষ ।
কুলপঞ্জিকার প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ॥	গোপী চৈতন্য গোপাল গঙ্গাবাহু বহু ।
১৭শ পর্ধ্যায় মহাংশের একজাহ্নবী	গোপী গঙ্গাদাস শ্রীরামমিত্র পাছু ।
বচনাথ রতিনাথ ভবানীদাস বহু ।	চন্দ্রকান্ত পুত্র মহাংশ শ্রেষ্ঠ বারভায়া গণি ।
জানকীনাথ রমাকান্ত গোপালমিত্র পাছু ।	একপঞ্চাশ মহাংশ এপর্ধ্যায়ে ঘটকাচার্য্য ভণি ।

### ১৮শ পর্ধ্যায়ের অন্তিমকরণ না একজাহ্নবী

কাহারও মতে ভেয়ে কিস্কর সেন ১৮শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী করেন । কেহ কেহ বলেন যে কলাচার্য্যগণ ১৮শ ও ১৯শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী করিয়াছিলেন । রাজা রাধাকান্ত দেবের একজাহ্নবী-পঞ্জিকায় এবং স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের একজাহ্নবী-কারিকায় উভয় মতই দৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু ১৩শ ভট্টতে ২১শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী-তালিকা অতুসরণ করিলে ১৮শ ও ১৯শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী ভেয়ে কিস্কর সেন ও গোপীকান্ত সিংহের সময় না হইয়া ২০শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী ভেয়ে কিস্কর সেনের সময় এবং ২১শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী গোপীকান্ত সিংহের সময় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । ১৮শ ও ১৯শ পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী পূর্ণপ্রণামত কোন সম্রাট মৌলিক আহ্বান করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি সমাজে গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকৃত না হওয়ার ও একজাহ্নবী কার্য্য সুসম্পন্ন না হওয়ার সমবেত কলাচার্য্যগণ কুলপঞ্জিকা রক্ষার জন্ত উভয় পর্ধ্যায়ের একজাহ্নবী লিপিবদ্ধ করেন ।

খ্রীঃ ৪০ বর্ষ পূর্বে কুলগ্রন্থের সাহায্যে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে—  
 “১৬শ পর্ধ্যায়ে দয়ারাম পাল, ১৭শ পর্ধ্যায়ে তৎপুত্র রামভদ্র পাল, ১৮শ পর্ধ্যায়ে পালবংশীয়াকান্তা বিবাহ করিয়া ভেয়ে কিস্কর সেন, ২০শ পর্ধ্যায়ে কিস্কর সেনের বংশীয় কান্তা বিবাহ করিয়া গোপীকান্ত সিংহ চতুর্ধ্বজী, ২১শ পর্ধ্যায়ের গোপীকান্ত বংশীয় রামকান্ত সিংহ একজাহ্নবী করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন ।” \* এখন কথা হইতেছে যে একজাহ্নবী-কারিকার বখন রামভদ্র

পালের পুত্রের নাম নাই, অথবা রামকান্ত সিংহের নামও পাঠিত্তেছি না, এরূপ হলে এই চুই জনকে গোষ্ঠীপতি বলা চলে না। ঐ চুই জনের আস্থানে যদি কোন একজাই চেষ্টা থাকে, তাহা অসম্পন্ন হয় নাই। একান্ত কলাচাৰ্য্যগণ ঐ চুই জনের নাম বাদ দিয়া নিজেরাই একজাই করেন, এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮শ পৰ্য্যায় তিন জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে রাজেন্দ্র বোষ, পাঁচজন সহজ মুখ্য মধ্যে ভবানীচরণ বসু এবং ৯ জন কোমল মুখ্য মধ্যে প্রহ্লাদ বোষ অগ্রগণ্য চেষ্টাছিলেন। এইরূপ ১৯শ পৰ্য্যায়ের একজাই-কারিকায় তিন জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে গোঁসাইদাস বোষ, আটজন সহজ মধ্যে শ্রীরাম মিত্র এবং ত্রয়োদশ কোমল মুখ্য মধ্যে গোপীকান্ত বোষ অগ্রগণ্য হইয়াছেন। নিয়ে ১৮শ ও ১৯শ পৰ্য্যায়ের একজাই-কারিকা উদ্ধৃত হইল—

১৮শ পৰ্য্যায় মুখ্যমাংস সমীকরণঃ ।

রাজেন্দ্রঃ কলভবনস্তম্রপবঃ শ্রীরামনাবাহনঃ

রাজীবঃ প্রকৃতাবিধো বসুবরো খ্যাতো

ভবানীবসু

চণ্ডীদাস পতঃ কিতৌ সুবিদিতৌ গোপাল-

নামা বসুঃ ।

গোবিন্দ সত্ৰ মন্দিরো পত্ৰবস্ত্রবংশেন নিন্দ্যঃ গভঃ

খ্যাতঃ কোমলসম্ভবঃ পদবিত্তিঃ শ্রীরামচন্দ্রো মহতঃ

পশ্চাৎ শ্রীযত্বেশ্বরদাস উদিতো ঘোষোহি ভূমণ্ডে

ভংগপশ্চাৎ জনাধিনে গভা সুনয়নকঃ সংশীল-

বর্ণশাসিতঃ

সখ্যাভো তরিকাসকোহতিশুগবান্

রায়াদিনন্দঃ সুধীঃ ।

কমলহমলকোদিশ্চ গঙ্গারামস্ততঃ পরং ।

এতে সপ্তদশ প্রোক্তা মুখ্যাঃ সর্বগুণাধিতাঃ ॥

১৮শ পৰ্য্যায় মুখ্যের একজাই

ঘোষেভে রাজেন্দ্র লিখি বসুতে শ্রীরাম ।

রাজীব পার্শ্বতৌ চারিকুলেতে প্রধান ॥

সহজে ভবানী বসু চণ্ডীদাস মিত্র ।

গোপাল বসু লিখি তবে গ্রহণে পবিত্র ॥

গোবিন্দ প্রসন্ন চুই বসুবংশের সার ॥

সহস্র মুখ্য পঞ্চ এই কোমল বলি আর ॥

চুই অঙ্গে সহজ প্রহ্লাদ পরিতোষ ।

রামচন্দ্র জানকৌ আর শত্ৰুদাস বোষ ॥

প্রকৃত কার্য্য তিনজনের পরিপূর্ণ আশ ।

বাড়িকুলে সজ্জ লিখি বসু চরিকাস ॥

নয়ান জগৎ গঙ্গারাম রামানন্দ বোষ ।

কোমল মিত্র দানৈর্গণি গ্রহণাংশে দে'ষ ॥

একে একে গণি লও একুশ জনের কার্য্য ।

কুলপঞ্জিকা পমাণ ই'য়া বলেন আচার্য্য

১৮শ পৰ্য্যায় কনিষ্ঠস্ত সমীকরণঃ

যো শ্রীহরিদাসকো গ্রহণতো য়েজে চ বংশীধরে ।

বায়ঃশ্রীহরিনাথকো শ্ৰুণমগাঃশ্রীচণ্ডীদাসে ততঃ

শত্ৰুঃ ঘোষভাং মদা গ্রঃপতঃ শ্রীরামনাথ বসু

ভংগপশ্চাৎ মধুরাবসুঃ সুততঃ খ্যাতো

জগৎসংজ্ঞকে ।

মিত্রঃ শ্রীহরিশ্রুতঃ কৃতিবর শ্রীরামমুখ্যপ্ররে

শ্রীপ্রহ্লাদবোষকে বিজয়তে শ্রীকানুনামা বসুঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদমিত্রকোহমলষণা মুখ্যে ভবানীবসৌ

তন্মাং শ্রীজয়বোষকো জয়যতো মুখ্যে

জগৎসংজ্ঞকে ।

গৌরীমিত্রমহেশকো গ্রহণতো নিন্দাবতো গুণভূ-

মুখ্যানা দশসংখ্যাকাঃ ক্রিতিতলে য়েজঃ

কনিষ্ঠান্ত তে ॥

১৮শ পর্ধ্যায় কনিষ্ঠের একজাই

রঘুনাথবোব রামবল্লু বংশীদাসবোব ।  
অংশ ক্রমে গৌরী মিত্রের কুলে পরিতোব ॥  
হরিবল্লভ কান্ধ বস্তু আর গহু মিত্র ।  
মহেশ বোব অয় বোব কুলেতে বিচিত্র ॥  
বাচস্পতির ঢাকুরী এই কর অবধান ।  
এ পর্ধ্যায় নয় কনিষ্ঠ কুলের প্রধান ॥

১৮শ পর্ধ্যায় হত্যার একজাই

ভ্রামদাস বস্তু কুল বড়ই নির্দোষ ।  
পুণ্যফলে পাইলা সেই শিবদাস বোব ॥  
তার পাছে চাঁদ বস্তু মনে কিছু গণি ।  
গোবিন্দমিত্র পার্শ্বতীবস্তু কুলেতে বাধানি ॥  
বাচস্পতি ঢাকুরী এই মবে দেও মন ।  
ত্রিপর্ধ্যায় গণিরা লও ক্রমে পঞ্চজন ॥

১৮শ পর্ধ্যায় মধ্যাংশের একজাই

চৈতন্ত মিত্র গোপাল বোব আর দেবিদাস ।  
চাঁওদাস নন্দন বস্তু কুলে উপহাস ॥  
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ মিত্র বংশীদাস বোব ।  
দেবকী হরি মিত্র রামনারায়ণ বোব ॥  
গোপাল গোবিন্দ আর কমলাকান্ত বস্তু ।  
কালিদাস হরিচরণ গৌরীবোব পাছু ॥

গোবিন্দ মিত্র মহেশ বস্তু বংশী জগৎ ।  
রামভদ্র ভবানী আর গৌরী মহৎ ॥

১৮শ পর্ধ্যায় ভেঙের একজাই

মধুবস্তু মধুবোব হুহে লমতুল ।  
রমাকান্ত রামকান্ত মধু তুল্যাতুল ॥  
কৃষ্ণপ্রসাদ রামকৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র ।  
রামভদ্রবোবের কুল বড়ই বিচিত্র ॥  
রঘুবস্তু নারায়ণ গোপীরমণ বস্তু ।  
রমাবল্লভ চাঁদ মিত্র অনার্দন পাছু ॥  
দেবিদাস বৈষ্ণবদাস রামভদ্র বস্তু ।  
রামেশ্বর দিয়া লিখি জগদ্রাধ পাছু ॥  
দেবিদাস কমলাকান্ত বনবাণী বোব ।  
বিবেশ্বর মহাদেব কুলে কিছু দোষ ॥  
মধুবস্তু রামভদ্র রামেশ্বর গোবিন্দ বস্তু ।  
প্রসাদ বস্তু গঙ্গাধর মিত্র জ্ঞান পাছু ॥  
কিষ্কর বস্তু আর গোবিন্দ বোব ।  
বাসুদেব জীবন মিত্র কুলে বড় দোষ ॥  
বাচস্পতির একজাই শুন গুণধর ।  
ত্রিপর্ধ্যায় গণিরা লও ছত্রিশ কুলধর ॥

### ১৯শ পর্ধ্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

১৯শ পর্ধ্যায় মুখ্যানং সমীকরণঃ ।

গোপালমিত্রবর্ধ্যঃ কুলকৃতীরবনৌ সাধু  
রত্নেশ্বরোহসৌ ।  
পশ্চাৎ শ্রীবল্লভোপি প্রকৃতকুলভবাঃ কীৰ্ত্তিমন্তো  
বিরেভুঃ  
শ্রীরামো মিত্রবর্ধ্যঃ সহজবরকুলে রাজধান্য

কিতৌ বঃ ।

পশ্চাৎশ্রীবল্লভোপি সকলজনহিত শ্রীরামোবিরেভে  
খ্যাতঃ শ্রীরামভদ্রঃ প্রমুদিতহৃদয়ে রাধবো  
বধূরেশঃ ।

শ্রীরামো লক্ষকীর্ত্তির্জয় ইতি স্মৃকৃতৌ

মিত্রবংশাবতারঃ ।

গোপীনায়ে • • লক্ষগুণযুতো

বিষ্ণুদাসেহিতিমাতঃ

পশ্চাৎ গোপীনায়েসৌ তদহু চ স্মৃকৃতৌ বোব-  
রামেশ্বরশ্চ

স্বধী রামভদ্রঃ সৰ্বদ্রাধ্যাবোবো রঘুভক্ত পশ্চাৎ  
কৃতৌ পার্শ্বতৌ চ ।

ততশ্চাপি বিবেশ্বর শ্রীমুখশ্চ

ভক্তো রামনারায়ণো রামবোবঃ ।

অপর একখানি প্রাচীন কারিকার এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়—

ভক্তঃ হি রত্নেশ্বরমুখ্যমাত্তো

গোবিন্দমিদাসকৃতকীর্তিপুণ্যঃ ।

শ্রীবল্লভশ্চৈব কুলপ্রদীপঃ

কুলীনমুখ্যাঃ প্রকৃতা বিরজুঃ ॥

শ্রীরাঘমিত্রো গুণশোধ্যধ্বজঃ

শ্রীবল্লভঃ শ্রীমধুরেশনামা ।

রামেশ্বরঃ ত্রাৎ কুলপ্রদীপ-ভূল্যঃ

শ্রীরাঘপচাৎ কিল রামভদ্রঃ ॥

অসীমকীর্তি জয়রামমিত্রঃ

কৌলীভদ্রকো নমু রাঘবেন্দ্রঃ ।

গোপীশ্বরো ব্রহ্মকপার্কভীশো

বিশ্বেশ্বরশ্চৈব রঘুর্গরীয়ান্ ।

শ্রীশ্রীমুখো স গুণবান্ সুখরো

নারায়ণঃ সৎপ্রকৃতিশ্চ রা :

কিশোরকৃষ্ণো কিল মাধবশ্চ

কুলীনমুখ্যাঃ কৃতিনো বিরজুঃ ।

প্রকৃতা রামসংখ্যাশ্চ রট্টেতু সহজা মতাঃ ।

কোমলা বোড়শা স্তেরাঃ উনবিংশে কুলাগ্রজাঃ ।

১১শ পর্ধ্যায় মুখ্যের একজাই

প্রকৃতরাজ গোঁসাইদাস রত্নেশ্বরে অভিনায়,

শ্রীবল্লভে করেন স্তবন ।

সহজেতে শ্রীরাঘ শ্রীবল্লভে অভিনান,

মথুরা যে রামের শরণ ।

বাড়ি কুলে শ্রীরাঘ রাঘভদ্র জয়রাম,

রাঘবেন্দ্র বড়ই আনন্দ ।

গোপী রামেশ্বরে বাদ বিষ্ণুদাসে বড় সাধ,

রামেশ্বরে ভজে রামচন্দ্র ।

গোপী ব্রহ্ম পার্কভী বিশ্বেশ্বর রঘুপতি,

শ্রীমুখ ভাজেন কুলমান ।

রামনারায়ণ দেখি রামঘোষ হইলা সুখী

সার্কভৌম হইলা প্রমাণ ।

১২শ পর্ধ্যায় কনিষ্ঠানাং সমীকরণঃ

রামেশ্বরে গ্রহণতো বহুমাঘবোপি

শ্রীরাঘমিত্রগ্রহণতো প্রভবো মহেশে ।

তদ্রাজ্যরো বহুবরো জয়কৃষ্ণমিত্রে

শ্রীরাঘচন্দ্রকমলে কমলাখ্যাকাংক্ষয়ং ।

রাধাদিকান্ত শ্রুততী জয়রামমিত্রে

তদ্রাতুল্যোমুখবসো কৃতী কল্পিণী চ

রামেশ্বরঃ কৃতিবরঃ বহুমাঘবে চ

শ্রীরাঘকে বহুবরে কৃতী রাঘবশ্চ ।

বিশ্বেশ্বরে গ্রহণতো জয়কৃষ্ণমিত্রো

গোবিন্দমিত্রবরকঃ শ্রীরাঘভদ্রে ।

গঙ্গাদিরাঘক মহান্ কিল বিষ্ণুদাসে

সীতারামে শ্রুততী শ্রীবল্লভে চ ।

সীতারামে গ্রহায়িত্রে রাজেশ্বো নিন্দিতো ভবৎ

গোপাঘোষে চ মুখ্যোপি हरिर्न हर्षमाययो ।

ক্রমশঃ খ্যাতকাষ্টেতে চতুর্দশ কনিষ্ঠকাঃ ॥

১১শ পর্ধ্যায় কনিষ্ঠের একজাই

রাঘবেন্দ্রঘোষ

জগ্নে সদ্ব্যোষ

মহেশ্বর সম জুটী,

ঘোষজে রাঘব

রঘুতে উদ্ভব,

হু অঙ্গে পৌরুষ নাহি জুটী ।

শিবরাম মিত্র,

অতি সুচরিত্র

গঙ্গারাম বহু তত্ত পরে ।

মিত্র সীতারাম,

পূর্ণ মনকাম

রাজেন্দ্র বিশ্রাম বাহে করে ॥

জয়কৃষ্ণ মিত্র,

বড়ই পবিত্র

হরি বহু রাজীবহুত ।

ঘোষ রামেশ্বর,

বংশীর কুমার

কমলনরান গুণযুত ।

রাণাকান্ত ঘোষ,                      দানে নাহি ঘোষ      পঞ্চদশ জন,                      করিব লিখন  
 যথু লোভে গুণ কহি।                      ইতি বহুকালোন্নত ভাব।  
 মিত্রজ গোবিন্দ,                      পরম আনন্দ  
 বালিক-রাজেন্দ্র বংশ নাহি।  
 বহু জয়রাম,                      জয়তে বিশ্রাম,                      ১১শ পর্বার হত্যার একজাই  
 কার্যের গোরব নাহি দোষ।                      উনবিংশতি পর্বার                      ছত্যার একজাই  
 কল্লিণীঘোষজ,                      রাজেন্দ্র আশ্রয়  
 ঐশ্বর্যবহুকে কৈলা সুখ।                      দুই রাম স্তম্ভ যথুসমন।  
 উনবিংশতি                      পর্বারেতে স্থিতি                      হরিচরণ তত্ত পরে,                      জয় মহেশ্বরের ঘরে  
 বিচারসম্মত গুণদোষ।                      কাশীরাম বহু সুবচন।

### ২০শ পর্বারের সমীকরণ বা একজাই

কুগুপ্ত আলোচনা করিলে মনে হয় ভেয়ে কিঙ্কর সেন খৃস্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে বা ১৮শ শতকের ১ম পাদে ২০শ পর্বারের একজাই করিয়াছিলেন। কিঙ্কর সেন কে ছিলেন, তাহাই অসুসঙ্কেত। হুগলী জেলার ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে মোগল-সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র আজিম উসমানের বাজালা শাসনকালে হুগলীতে জৈনউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি কোজদার ও কিঙ্করসেন তাহার পেশকার ছিলেন। আজিম উসমানের সহিত জৈনউদ্দীনের মিল হইল না। এ কারণ নবাব আজিম তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর কোজদার নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দীন স্বয়ং কারয়া ছিলেন যে ওয়ালিবেগ হুগলীতে পৌঁছাইলে তাহাকে কোজদারের কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া দিল্লী যাইবেন, কিন্তু তাহার আসিতে বলধ দোষের সহিত আসবার ক্ষমতা হইবে না। ওয়ালিবেগ জৈনউদ্দীনের জ্ঞান করিলেন যে যদি তাহার দিল্লীযাত্রার তাড়াতাড় থাকে, তাহা হইলে কিঙ্করসেনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারেন। কিঙ্করসেন আত্মচরিত ও কার্যদক্ষ ছিলেন। জৈনউদ্দীন তাহার উপর প্রীতি ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহার বুদ্ধি ও ক্ষমতার তখনকার কোন রাজপুরুষই পারিয়া উঠিতেন না। উপযুক্ত বুঝাইয়া ওয়ালিবেগ নিজ ক্ষমতা কিঙ্করসেনের উপর অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু জৈনউদ্দীন তাহা ভাল ভাবিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, কিঙ্কর সেন এক সময়ে তাহারই অধীনস্থ কাম্ভারী ছিলেন, তাহার নিকট কাগজাদি বুঝাইয়া দিতে বলিয়া ওয়ালিবেগ তাহার অপমান করিয়াছেন। জৈনউদ্দীন আর কাগজপত্র ছাড়িলেন না। বাক্য হইয়া ওয়ালিবেগ এই সুত্রে জৈনউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। ফরাসিদের নিকট যুদ্ধ হয়। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা জৈনউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করেন। ওয়ালিবেগ দিল্লীযাত্রার নামে এই সেনানায়কের অবদান নবাবী সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। জৈনউদ্দীন এই কাণ্ডে বাদশাহের বিরোধভাজন হইতে পারেন ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এই লোক উপাসিত হইলে হঠাৎ ফরাসীদিগের একটা গোলা আগিয়া

দিলপৎসিংহের গারে লাগে। সেনানায়ক হত হওয়ার নবাবী সৈন্ত মধ্যে গোলযোগ ঘটে। জৈনউদ্দীন দেখিলেন, এখানে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কিস্বরসেনকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। দিল্লী পৌঁছিয়াই জৈনউদ্দীনের মৃত্যু হয়। যে উদ্দেশ্যে তিনি কিস্বরসেনকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কিস্বরসেন তাঁহার প্রতি-নিধিরূপে বাদশাহের দরবারে সমস্ত নিবেদন করেন। বাদশাহ কিস্বর সেনের বাক্চাতুর্য্যে ও রূপমাধুর্য্যে প্রীত হইয়াছিলেন। প্রধান উজীরের সহিত প্রায় তাঁহার দেখা হইত। উজীরও তাঁহাকে ‘ভাইয়া’ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। ক্রমে তিনি আর্মীর ও ওমরাহগণের নিকটও ‘ভাইয়া’ নামে খ্যাত হইলেন। শুনা যায় দিল্লীদরবার হইতে বাক্সালার নবাবের উপর কিস্বরসেনের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে যে পত্র আসে, তাহাতেও নাকি ‘ভাইয়া কিস্বরসেন’ নাম ছিল। কিস্বরসেন দিল্লী হইতে সসম্মানে ফিরিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জৈনউদ্দীনের লোকবোধে প্রথমে নবাব তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু কিস্বরসেন দিল্লীর দরবার হইতে ফিরিয়াছেন বুঝিয়া ক্রোধ সঞ্চরণ করিলেন। নবাব মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকেই হুগলীর করসংগ্রাহক ও ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি নবাব সরকারে ‘ভাইয়া কিস্বরসেন’ বা ‘ভেয়ে কিস্বরসেন’ নামে অভিহিত হন। এই সময় কেবল নবাবসরকার বলিয়া নহে, কিস্বর সমস্ত দক্ষিণরাঢ়ার কারস্থ-সমাজে ধনে মানে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এসময়ে গোষ্ঠীপতি রামভদ্র পালের পুত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমাজে প্রতিপত্তি থাকিলেও কিস্বরসেনের জ্ঞায় হুচতুর ও হুর্দীর্ঘ লোককে তিনি পারিয়া উঠিতেন না। গোষ্ঠীপতির ঘরের কত্কাই মেলকাঠী অর্থাৎ গোষ্ঠীপতির ঘরের কত্কা আনিতে না পারিলে কেহ গোষ্ঠীপতি হইতে পারিতেন না। ‘ভেয়ে’ কিস্বরসেন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রামভদ্র পালের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সাহায্যে তাঁহার ঘরের এক অনুচর কত্কাকে অপহরণ করিয়া আনিয়া নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। এই উপলক্ষে তিনি সমস্ত দক্ষিণরাঢ়ার কারস্থসমাজকে আহ্বান করেন। এই সমবেত জাতীয় সভায় ২০শ পর্য্যায়ের কুলীনগণের একজাই বা সমীক্ষক হইয়াছিল।

এই সভায় ৩৯ জন মুখ্যকুলীন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে তরত ঘোষ, বারদন সহজ মুখ্য মধ্যে অনাদিন মিত্র এবং চাকরণ জন কোমলমুখ্য মধ্যে গোপাল ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

কিস্বর সেনের বিরুদ্ধে রামভদ্র পালের পুত্র নবাব সরকারে অভিযোগ আনেন। নবাব পূর্বে হইতেই কিস্বর সেনের উপর বিরক্ত ছিলেন। তিনি হিসাব নিকাশের জন্য কিস্বর সেনকে তলব দিলেন। কিস্বর সেন হিসাব নিকাশ দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে আসিলেন। কাগজ পত্রে ছল ধরিয়া নবাব মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ



ততঃপশ্চাচ্ছীবনোহলো বহুকুলভিলকো।

মুখ্যগোবিন্দঘোষে

কনিষ্ঠঃ শ্রামদাসো বহুকুলজ্ঞনো ঘোষ-

চিন্তামণৌ চ ।

রাজারামঃ স্মৃতাভ্যো বহুবরঃ বিদিত্তে কুমিত্তে

মদীয়ান

নিদ্যো রাজাদিরামো হরিচরণভূতে কারুণাথ্যো

যশস্যো

রামানন্দে চ মিত্রে সহজকুলভবে নন্দ-

কৈশোরমিত্র

স্ত্রামাস্থ্যো স্মৃতাভ্যো সহজকুলশিরোরত্নসংজ্ঞ বসৌচ

এতে সঙ্ঘেজাতাঃ পরম ইতি বরাঃ সপ্তবিংশাঃ

কনিষ্ঠাঃ ॥

২০শ পর্যায় কনিষ্ঠের একজাই

বিংশতি পর্যায়ের মূল বতেক কনিষ্ঠ কুল

মন দিয়া শুন সভাসদ ।

বহু অক্ষ এ কুলেতে, মুখ্য কনিষ্ঠ স্মৃতে

বিশেষিয়া অগ্র পশ্চাৎ ।

জন্মসূত্বে রঘুরাম, মিত্র বংশেতে ধাম

বাদবেঙ্গের সূত্বে তন্ত্ৰ পরে ।

নন্দন আনন্দমতি, শ্রীরামজীবন তপ্তি

দান অংশে কুলছত্রে ধরে ।

শিবসূত্বে বহুমিত্র, দানে কুলে স্পষ্টিত্র

রাঘবতনয় গঙ্গাধর ।

শ্রীমধুসূদন ঘোষ, অংশ বংশ পরিতোষ

রঘুনাথ বহু অনন্তর ।

মধু বহুত্বিক রামজীবন, অধিকারী স্ত্রাজন

জীবনঘোষ গোপীর নন্দন ।

রত্নেশ্বর পরাণ বহু,

রত্নেশ্বর তার পাছু

জন্মমাত্র এই তিনজন ।

পরে মিত্র রত্নেশ্বর,

হুই রাজারাম আর

বহু বংশে স্মৃতিত্ব অক্ষর ।

রাজেন্দ্রমিত্র কালীচরণ,

শ্রামদাস স্মৃতাভন

মাধব বহু শ্রীমুখ কুমার ।

মণিরাম গোপালঘোষ,

অনন্ত হইলা তোষ

মিত্রবংশে নন্দকিশোর ।

বৃহৎ কুলজ্ঞগণ

বার যেমন দান গ্রহণ

বিরচিত। বংশকীর্তি জোর ।

ঘোষ যে করুণারম,

জন্মকুলে লাজ তার

রাধু ঘোষ রামেশ্বরসূত ।

কামদেব মিত্রের ঘরে

তিন পুরুষের পরে

নন্দমিত্র দোছেই চিহ্নিত ।

কাশীরাম বহু বলে

শুনহ কুলজ্ঞ কুলে

নানাদেশ বংশজ্ঞে অনেক ।

অংশ বুধা হরে যেই

বিচারে বুঝিবে সেই

বদি থাকে নির্জ্ঞান অভিযেক ॥

২০শ পর্যায় ছত্ৰাঙ্গর একজাই

বিংশতি পর্যায়ের চারি ছত্ৰাঙ্গ গণন ।

শ্রামদাস ঘোষ লিখি রাঘবনন্দন ॥

রামনাথ বহু পরে সীতারাম মিত্র ।

নকুল বহু পাছে লিখি গ্রহণে বিচিত্র ॥

ষটক বহু কাশীরাম জানিলা লকলি ।

তার পর আর পর্যায় ক্রমে শুভ বলি ॥

## ২১শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

নবাবের কঠোর আচরণে ও দুর্ব্যবহারে ভয়ে কিষ্কর গেনের মৃত্যু এবং তাঁহার আশ্রয় স্বজন বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে এই সত্তরে সিংহবংশ সামাজিক প্রভুত্বলাভে অগ্রসর হইলেন। নবাব সরকারে এই বংশ চৌধুরী পদ লাভ করিয়া

ধনে মানে প্রথিত হইরাছিলেন। বহু কুলীন এই বংশের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে সিংহবংশের কুলপ্রদোষ গোপীকান্ত সিংহচৌধুরী গোষ্ঠীপতি হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। তখনও মেলিকাঠী ভেদে কিস্কর সেনের বংশে ছিল। গোপীকান্ত কৌশলে ঐ সেনবংশের কস্তাগ্রহণ ও তত্পলক্ষে সমগ্র কুলীনসমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। ১১৪২ সনের ২২শে বৈশাখ তাঁহার সভায় ২১শ পর্য্যায়ের একজাই হইরাছিল।\* এই সভায় ৬০জন মুখ্য কুলীন সম্মানিত হইরাছিলেন। তৎকালে তিনজন প্রকৃত মুখ্যের মধ্যে কৃষ্ণকিস্কর বহু সর্দাধিকারী, যোগজন সহ ৩ মুখ্যের মধ্যে মধুসূদন মিত্র এবং ৪৪জন কোমল মুখ্যের মধ্যে কৃষ্ণকিস্কর মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন।

২১শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণম্।

শুণী রামভদ্রস্ততো বাদবেজঃ ঘনশ্রামিত্রঃ সদা বিপ্রভক্তঃ ।

অযোধ্যাদিরামঃ সদা শাণ্ডবৃত্তি বিরেজে কুলেহসৌ কৃতাসাধুশীলঃ ॥

সন্তোষঃ খলু মিত্রজো বিজয়তে শান্তলভ্যগ্রণী ॥

খ্যাতঃ শ্রীযুতচামুন্নিবন্ধনশ্রাবো চ মুখ্যো ততঃ ।

ঘোষঃ শ্রীরঘুদেবকস্তদপর সীতাদিরামঃ সুধীঃ

সুখ্যাভঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ভগবতীশ্রীকুঞ্জকালোখরাঃ

আদৌ কোমলকৃষ্ণকিস্কর শুধীস্তস্মিন্ন সিংহো মহান্-

স্তস্মাদ্ঘোষকুলোদ্ভবো বিজয়তে শ্রীরামভদ্রস্ততঃ ॥

ধীরো শ্রীযুতলক্ষ্মণ বিজয়তে ঘোষো রমাবল্লভ-

স্তৎপশ্চাৎ রঘুদেবকো গুণবৃত্তঃ শ্রীনীলকণ্ঠঃ কৃতী ॥

রাধাবল্লভঘোষকস্তদপরে রাগাদিরামো মহান্

তৎপশ্চাৎ খলু রামভদ্র উদিতঃ শ্রীশ্রামমিত্রয়ঃ ।

রমেশ খলু নায়কঃ কিল বসুরামো বভাষে স্বয়ং

পশ্চাৎ শ্রীযুতগোকুলো মদনকঃ সুখ্যাভ দামোদরঃ ।

বিখ্যাতঃ শরণো বিভাতি নিতরাং ঘোষভিধারিস্ততঃ

পশ্চাৎ শ্রীব্রজবল্লভ স্তদপরঃ শ্রীরামদেবো বহুঃ ॥

তস্মাৎ শ্রীবসুসুন্দরাম উদিতো ভূদেবসেবারতঃ

তস্মাদ্ঘোষসদাশিবস্তদপরে বেণী চ নিদ্রাং গতঃ ॥

রাজারামো রামদেব সদাশিববহুস্তবঃ ।

কান্ত শ্রীধামরামশ্চ নরোত্তমস্ততঃ পরং ।

বলরাম স্ততো রামবল্লভশ্চ কুলে কৃতী ॥

আজ্ঞারামো মাধবশ্চ ভগবান্ শ্রামমিত্রকঃ ।

বাদবো বিজয়ঃ পশ্চাৎ হরিরামস্ততঃ পরং ।

ভৃগুনারায়ণশ্চৈব বাহুঃ শ্রীরামকান্তকঃ ॥

\* বিংশরাষ্ট্র বৌদ্ধিক-চাও সিংহবংশের বিদ্যুৎ ইতিহাস প্রভৃৎ।

২১শ পর্বায় মুখ্যের একজাই		দামোদর রঘুবোষ		রাজারাম পরিতোষ	
		বহুলক্ষণ ভগবান্ ।			
রামদেব কৃষ্ণকর	হই তুল্য মুখ্যবর	কৃষ্ণবিহারী রামভদ্র	কৃষ্ণমিত্র শিবচন্দ্র	রাজারাম মদনমোহন ।	
বাহুবল্য নহে সৌখ্য ।				নৌলকঠ মিত্রশ্রাম	
এই তিন প্রকৃত সার	অজ্ঞান বলি অতঃপর			রাধাবল্লভ বিজয়রাম	
অবধান করহে কলাচার্য্য ॥				সাত্ত্ব বাহু বলরাম বলি ।	
মধুমিত্র রামচরণ	রাজারাম সুভাজন	তুলারাম রূপরাম	নৃসিংহ ভিখারী নাম	বামদেব মাধবের করে কেলি	
রামভদ্রবংশ বাদবরাম ।				বাদববল্লু বেতার সাহেব গোঁল আর বামদেব	
বামদেব রঘুবোষ	অচু সীতারাম বোল			শক্তজন বস্তু বেণী ।	
সন্তোষমিত্র ঘনশ্রাম ।				নরোত্তম রামেশ্বর	
ঘনশ্রাম ভাগবত	কুঞ্জ বহু কাশীতাত			বংশরাম কান্তবল্লু গলি ॥	
চামুবল্লু সুদামের স্তত ।				নাথরাম সদাশিব	
সহজ এই কমল	বিশেষ কহি সকল			চাঁদ ভূঙ্গ তরিহর	
রামভদ্র ঘোষ গুণবৃত্ত ॥				পশ্চাত্তে বাব বেতার গুণ ।	
				নন্দরাম মিত্র	
				বিচারিয়া বুদ্ধি নিশণ ॥	

কাশীরাম বহুর একজাই-কারিকায় লিখিত আছে \*—

ঘনশ্রাম সন্তোষ মিত্র আর চামু মল্লিক ।  
 অন্নমিত্র তিনজনের গৌরব পৈত্রিক ।  
 রঘুদেব সীতারাম বাইড় সহজরাজ ।  
 হই অঙ্গে হজনার প্রকৃত সঙ্গে কাজ ।  
 ভগবতী কুঞ্জ বহু তহু কুল লুটী ।  
 কানীমিত্র পাছে লিখি গ্রন্থে পরিপাটী  
 কৃষ্ণকর মিত্র আগে কমলের সার ।  
 নৃসিংহ লক্ষণ ভদ্র তুল্য কুল ধার ।  
 রামাবল্লভ রঘুদেব বহু নৌলকঠ ।  
 রাধাবল্লভ রাজারাম দানেতে প্রচণ্ড ।  
 বলভদ্র শ্রামমিত্র ঘোষ রামেশ্বর ।  
 তুলারাম গোঁকুল মদনঘোষ দামোদর ।

\* এই কারিকায় যথার্থে বর্ণিত ।

রামশরণ ভিখারিঘোষ বহু রামদেব ।  
 রূপরাম সদাশিব বহু কৃষ্ণ ভব ।  
 বাড়িকুলে রাজারাম রামদেব ঘোষ ।  
 সদাশিব কামু বহু দানে পরিতোষ ।  
 রামমিত্র নরোত্তম ঘোষ বলরাম ।  
 আদান প্রদান চেষ্টে পুরে মনস্কাম ।  
 রামবল্লভ আচার্য্যরাম বস্তুজন মাধব ।  
 ভগবান্ ব্রজ শ্রামমিত্র ঘোষ বাদব ।  
 বিজয় হরিনারায়ণ চাঁদ মনোহর ।  
 ভূঙ্গ বহু রামকান্ত বংশেতে কর্পর ।  
 প্রকৃত নৈজ সহজ বোড় শক্তিকমল বেদ বেদ  
 রামচন্দ্র মুখ্য কুল আগু পাছু তেদ ।  
 একবিংশতি পর্বায় এই কুল মনমতি ।  
 বিরচিত বহু কাশী চিত্তরা ভারতী ।

## ২২শ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

২০শ পর্যায় ও ২১শ পর্যায়ের একজাই-সভায় ত্রিবিধ মুখ্য কুলীন, বৃদ্ধ কনিষ্ঠ, ছতারা, মধ্যাংশ ও তেওজ এই চারি প্রকার কুলের একজাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও সংস্কৃত সমীকরণ গ্রন্থে কনিষ্ঠাদি পরবর্তী কুলীনগণের কুলকার্যের বিবরণ বিভিন্ন বংশ প্রসঙ্গে ২০শ পর্যায় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে মুখ্য ব্যতীত অপর কুলোনের কারিকা না থাকায় মনে হয় যে মুখ্যকুলীন ব্যতীত ২০শ পর্যায়ের পর ২১শ পর্যায় হইতে কনিষ্ঠাদি পরবর্তী নিম্নশ্রেণির কুলীনগণের রীতিমত একজাই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান আধিপত্যের একপ্রকার অবসান হইল। তৎপরে ইংরাজ রাজপুরুষগণের কৃপায় বাহাদুর সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ দেব অগ্রণী। পূর্বেই লিখিয়াছি—বিভিন্ন আমলে রাজপুরুষগণের কৃপায় যখন যে ব্যক্তি ধনোপ্তিগালী হইয়াছেন, তিনি ধনার্জনের সহিত সমাজে প্রভু বিস্তার বা সমাজপতি হইবার অভিপ্রায়ে বহুবান্ধু হইয়াছেন। এক্ষেত্রে ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে রাজা নবকৃষ্ণেরও সমাজপতি হইবার বাসনা শুধু স্বভাবসিদ্ধ। যে সময়ে তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্যের মধ্যাক্ষগণনে সমুদ্ভূত, সেই সময়ে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) ২৪ মাদ মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর গৌড়পতি হইবার আশায় নিজ শোভাবাজার-রাজবাটীতে ২২শ পর্যায়ের একজাই করিলেন। এই একজাই সভায় ১০৩ জন মুখ্যকুলীন এবং কনিষ্ঠাদি বংশের ২২শ পর্যায়ের সকল ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে তিনজন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে নিত্যানন্দ বসু সর্বাধিকারী, ১২ জন সহজ মুখ্য মধ্যে বেচারাম ব্রত ও ৭৪ জন ক্ষেত্রমুখ্য মধ্যে অশ্বিনীচরণ মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন। এই একজাই সভায় মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব দক্ষিণরাড়ার কায়স্থ-সমাজের গৌড়পতি হইয়াছিলেন। \*

২২শ পর্যায় মুখ্যান্ত সমীকরণ।

প্রকৃতকুলব রণ্যঃ শ্রীনিত্যানন্দ

স্তদমুকুতানবাসঃ শ্রীলরামেশ্বরচন্দ্র !

তদমুখ্য রক্তকান্ত রামপ্রসাদঃ

প্রকৃতমুকুলসংখ্যান্শ্চাত্ত তিস্রঃ কুলজ্ঞাঃ ॥

অথ সহজঃ—

বেচারামব্রতধর্মাদিরাম

স্ততঃ শ্রীসীতারামঃ প্রসিদ্ধঃ ।

ততো রামদাসো দয়াদামুখ্যো

সদা সৎকুলে খ্যাতো ভূমিপালঃ ॥

ততো হৃদয়রামশচ পঞ্চাননবসু পরে ।

সীতারামশ্চতঃ পঞ্চাননোহিংসাবিবর্জিতঃ ।

ধর্মদাসবসুঃ কৃষ্ণঃ কুলেহমোধ্যাদিরামকঃ ।

রামকন্তঃ সুখী বাহ্যরামঃ কৃষ্ণপরাধনঃ ॥

দুর্গারামো মল্লিকশচ পঞ্চাননবসুস্ততঃ ।

শোভারামো ব্রতবরো বাণেশ্বরকিশোরকো

কৃষ্ণজীবনমুখ্যস্ত জগদ্রাধৌ ধরোঃ সুখী ।

বিকুরামশ্চ বিজয় শ্রামদাসঃ কুলে কৃতী ।

ততো রামদেবাত্মজো নন্দরাম

ততো ভাতি সন্তোষধৰেণ্যঃ ।

দয়্যারাম এষ প্রতাপী প্রভাবী

প্রাবী তপস্বী বশস্বী ধরায়ান্ ।

দ্বাবিংশত্যশ্চ পৰ্য্যায়ৈ মুখ্যানান্ সহজন্ত চ ।

বজ্রবিন্ধতি সংখ্যাচ কৃতী গুণিনে মুদা ॥

অথ কোমলঃ—

অগ্রগণ্যানন্দিরামঃ কোমলস্ত প্রকাশকঃ ।

বনশ্রাম কুলার্ধী চ শ্রীহর্গাচরণঃ পরে ।

শ্রীকালীচরণস্ততঃ কৃতিবরঃ শ্রীরামকৈশোরক

দাতা সর্বজনপ্রিয়ঃ কুলবরশ্চানন্দিরামস্ততঃ ।

মিত্রোসৌ কুলনারকঃ কিল কলৌ

শ্রীজানকীনাথকৌ

ধন্তঃ কৃষ্ণবহুস্তেজশ্চ ধরণৌশ্রামোপি ঘোষঃ পরে

মুকুন্দরামঃ প্রথিতঃ স্বেচ্ছতাচ্ছাধিকারী

বহুরামঃ

অত্রাপি রামাদিহরিঃ সুকর্মী মনোহরং

শ্রেষ্ঠপদং জগাম ॥

কন্দর্পঃ পুণ্যকর্মী চ পরে তু রাজবরভঃ ।

রামরামো মিত্রবরো বিভাধরবহুস্ততঃ ।

সন্তোষঃ কুলভূষণঃ কৃতিবরো রামপ্রসাদঃ পরে

ইবোধ্যারাম ইতি প্রভাতি চ কুলে

বীরেশ্বরো ঘোষজঃ ॥

পশ্চাদ্বিকুপরায়ণঃ পৃথুশাঃ শ্রীবিকুরামোবহুঃ

শ্রীকৃষ্ণেশ্বর ঘোষ এষ সৃজনো নিত্যাদিনন্দঃ পরে

গৌবিন্দঃ পরমানন্দস্তিলককুলভূষণঃ ।

শ্রামরামো বহুঃ পশ্চাৎ রাধাকৃষ্ণস্ত ঘোষজঃ ।

দয়্যারামো দয়্যাদীলো মিত্রোপি রামকান্তকঃ ।

আত্মারামো বহুশ্রেষ্ঠো রামানন্দবহুস্ততঃ ।

বশস্বী মাণিকৌ ঘোষো প্রসাদো বহুবংশজঃ ।

বিজয়ঃ কিল দাতাচ হরেকৃষ্ণস্ততঃ পরে ।

বাবুরামো বিনোদশ্চ কানাই-নিধিরামকৌ ।

নিধিরামো পৌকুলশ্চ নিত্যানন্দ বহুঃ কৃতী ।

তথাচ—২২শ পর্গায় কোমলমুখ্যস্ত ।

আনন্দিরামো রামরামো মনোহর ইতি ব্রতী ।

হর্গাপ্রসাদঃ পুণ্যাত্মা দপনারায়ণস্ততঃ ॥

মল্লিককুলবিখ্যাতঃ সীতারামঃ কুলব্রতঃ ।

দয়্যারামোদয়্যামিত্রৌ লক্ষ্মীকান্তশ্চ ঘোষজঃ

গোপীকান্তো রমাকান্তো বিপ্রদাসস্ত মিত্রজঃ ।

বাহ্যারামো মহাদেবো মল্লিকোপি বিনোদকঃ ॥

ততো রামনারায়ণো ঘোষচতী বহুদেবকো

মল্লিকো রামরামঃ ॥

ততোসৌ বিরজে বলাতশ্চ রাম

স্ততঃ শ্রীলমাণিক্যরামশ্চ কৃষ্ণঃ

তিতুর্ভূষণো হরেকৃষ্ণঃ সীতারামো মুকুন্দকঃ ।

আত্মারামশ্চ পুত্রশ্চ সেবক শঙ্করস্ততঃ ।

রামসুন্দরমিত্রশ্চ দপনারায়ণঃ পরে ।

এতে কমলমুখ্যশ্চ বিখ্যাতৌ ধরণীতলে ॥

কৃতানন্দকিশোরনামা রা হেম্বরোসৌ বহুরূপরাম

গৌবিন্দঘোষো মধুকৃষ্ণরামো

হলালমিত্রৌ মধুদাদবৌ চ ।

সরীকুলে শ্রীজয়কৃষ্ণঘোষ

ক্লিতৌ বিরজঃ খলু কোমলাশ্চ ॥

২২শ পর্গায় মুখ্যমিণের একজাই

কাশীরাম বহু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

ঘোষবংশে রামেশ্বর, নিত্যানন্দ বহু আর

রামপ্রসাদ বহু ভিন্ন জানি ।

দক্ষিণবাটীর সার, নাহি যার পরাপর

মুখ্যরাজ প্রকৃত পরমমণি ॥

বেচারাম সহজরাজ, প্রকৃত কমলে সাজ

বহু শ্রাম বিজয়রাম নাম ।

এ ছহার কুল কাজ, গ্রহণে প্রকৃতরাজ  
শৈত্বক কারণে স্বয়ংরাম ॥  
আনন্দীরাম মিত্র তবে, ধর্ম্মদাস পিতৃভাবে  
সীতারামে নহিল শোভন ।  
বসুধাংশে দয়ারাম, হু অঙ্গে কেবল নাম  
কৃষ্ণমিত্র বসু পঞ্চানন ॥  
পঞ্চানন তুল্যাতুল, দুর্গারাম বসুর কুল  
পাছে মল্লিক সমভূটী ।  
মল্লিক অযোধ্যারাম, রামদাসমিত্র নাম  
বিষ্ণুরাম মিত্র নহে ভ্রুটি ।  
সত্যারাম মিত্রনাম, জগদ্রাধ গুণধাম,  
রামকুমারমিত্র গুণযুত ।  
শ্রীরামকিশোর-বোম, বাহারাম পরিতোষ  
নন্দরাম প্রকৃতির স্তম্ভ ॥  
পরে বাণেশ্বর-বোম, হু অঙ্গে হইল তোষ  
রামসন্তোষ শ্রীকৃষ্ণজীবন ।  
এই দুজনের কুল, নন্দরাম সমতুল  
প্রকৃতবংশ সহজ শোভন ॥  
রামদেববসু নাম, দ্বিতীয় পুত্র দয়ারাম  
দানেতে চিহ্নিত মাত্র নাম ।  
প্রকৃত সহজ কুল, কমল মুখের মূল  
কিশোর আনন্দ ঘনশ্রাম ॥  
বিজাধর বসু বোম সম তার নাহি দোষ  
তিলক হইলা বংশহীন ।  
সন্তোষবোম নিত্যানন্দ, কালাচরণ সবে দ্বন্দ্ব  
আনন্দীরাম বসু সুপ্রবীণ ॥  
রামধরি রামরাম, এক বংশে তুল্যকাম  
কল্লপ সমান এই তিনি ।  
বিষ্ণুবসু রামরাম, সুকুন্দরাম বোম নাম  
কল্লেশ্বর গোকুল বাধানি ॥

বাড়ি কুলে মাণিকচন্দ্র, অধিকারী রামানন্দ  
শ্রামবসু কার্য্য সরস মানি ।  
হরেকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ, দয়ারাম বোমশ্রেষ্ঠ  
উদয়রাম মিত্র নহে হানি ॥  
বিজয়রাম নিধিরাম, বসুর বিচিত্র কাম  
বাবুরাম মিত্র রামকান্ত ।  
কানাই বোম লক্ষ্মীকান্ত, গোপী রামকান্ত শান্ত  
বাহারাম বিপ্রদাস অন্ত ॥  
মনোহর ভাগ্যধর, নারায়ণ তন্ত পর  
নিধিরাম মহাদেব আনন্দ ।  
দয়ারাম মিত্র তবে, বিনোদ মিত্র সমভাবে  
বিনোদরাম হুই অঙ্গেতে নিন্দ ॥  
সীতারাম বসুর কুল, শ্রীকৃষ্ণ বসু সমতুল  
বলরাম বসু একতাব ।  
পরে সীতারাম বোম, বাহারাম পরিতোষ  
সেবকের নিধি হইল লাভ ॥  
দর্পনারায়ণ মিত্র, চতৌষোষ সুরচিত্র  
রামবসু শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ।  
তিতুঘোষ \* মল্লিকরাম, হরেকৃষ্ণ গুণধাম  
শঙ্করের বিজ্ঞ আশীর্বাদ ॥  
বসু সেবক অধিকারী, মাণিকচন্দ্র বোম পরি,  
গ্রহণাংশে হইল চিহ্নিত ।  
গঙ্গারাম মিত্রের কুল, দর্পনারায়ণ মূল  
ঘোষবংশে মুকুন্দ সুজিত ॥  
একশত তিন জন, করিলাম নিরুপণ  
প্রকৃত তিন সহজ বড় বিংশ ॥  
চুয়াত র কোমল কুল, বিচার সত্যার মূল  
বিরচিত বসু কাশী অংশ ॥

\* "তীর্থবোম"—পাঠান্তর ।

যটক নন্দরামের বংশ বিশ্বনাথ মিত্রের কারিকার এইরূপ লিখিত আছে—

নিত্যানন্দ রামেশ্বর      ছুহে তুল) মুখ্যবর      ব্রজ বিষ্ণু নিত্যানন্দ      ত্রিলোক রাধাগোবিন্দ  
রামপ্রসাদ বহু-বংশের সার ।      শ্রামরাম গ্রহণে নির্দোষ ॥

সহজ কুলেতে ধন্ত      বেচারাম অগ্রপুত্র      রাধাকৃষ্ণ দয়্যরাম,      রামকান্ত আশ্চর্য্যাম  
আনন্দীরাম মিত্র তদন্তর ॥      কিঙ্করবহু রামানন্দ বলি ।

সীতারাম রামদাস      দয়্যরাম সুপ্রকাশ      যাগিকপ্রসাদ বহু      লিখি ছুই আত্ম পাছু  
হৃদয়রাম সহজে পবিত্র ।      বিজয়রাম ঘোষ করে কেলি ॥

হুই পঞ্চানন ভদ্র      ধর্ম্মদাস কৃষ্ণমিত্র      হরেকৃষ্ণ বাবুদাম      বিনোদ কানাই নাম  
হুই নিধি বহু গোকুলঘোষ ।

বাহারাম দুর্গারাম      শ্রামবহু বিজয়রাম      নিত্যানন্দ আনন্দীরাম      মনোহর রামরাম  
পঞ্চানন মল্লিক সুভাজন ।      দুর্গাপ্রসাদ গ্রহণে পরিভোষ ॥

সত্যরাম মিত্র বলি      বাণেশ্বর করে কেলি      দর্পনারায়ণ সীতারাম      দয়্যরাম গুণধাম  
নন্দরাম শ্রীকৃষ্ণজীবন ॥      উদয় লক্ষ্মী রামকান্ত গোপী ।

জয়মাজ কিশোর ঘোষ      গ্রহণে বাড়ি সন্তোষ      বিপ্রদাস বাহারাম      মহাদেব মল্লিক নাম  
দয়্যরামে নাটক গ্রহণ ।      বিনদিয়া নারায়ণ লিখি ॥

কোমল কুলে ধনশ্রাম      তদন্তর আনন্দীরাম      চণ্ডী সেবক আধিকারী      নারায়ণ পাছু তারি  
কিশোরঘোষ মিত্র কালীচরণ ॥      বলরাম যাগিক ঘোষ গনি ।

আনন্দীরাম জানকা      কৃষ্ণ দিয়া তেঁকু লিখি      শ্রীকৃষ্ণ তিতুরাম      হরেকৃষ্ণ সীতারাম  
শ্রামরাম দুর্গাচরণ মিত্র ।      মুকুন্দঘোষ প্রভাতাব জানি ॥

মুকুন্দঘোষ রামবহু      হরি মনোহর পাছু      সেবকরাম মুখ্যবর      দর্পনারায়ণ শঙ্কর  
কন্দর্প রাজবরভ পবিত্র ॥      দানহীন রামসুন্দরমিত্র ।

রামমিত্র বিভাধর      সন্তোষ প্রসাদ আর      বিশ্বনাথমিত্র গুণে      একশত তিন জনে  
অব্যোধ্যারাম বিশ্বেশ্বর ঘোষ ।      এ পর্যায়ে সাক্ষ্য এই যাত্র ॥”

## ২৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একতাই ।

১৭০৩ শকে বা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর ২২শ পর্য্যায়ের একতাই করেন। তৎপূর্বেই তিনি তাঁহার এক লাভুপুত্র গোপীমোহন দেবকে দত্তক গ্রহণ করেন। ২২শ পর্য্যায়ের একতাই কালে গোপীমোহন দেব উপস্থিত ছিলেন। এই একতাই হইবার পরবর্ষে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ৪র্থী পত্নী খেমারিনিবাসী রামকানাই বহু মল্লিকের কস্তার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এই পুত্রের নামই ‘ওমরায় রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।’ মহারাজ নবকৃষ্ণ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একতাই করিয়া গোপীপতি হইলেও তাঁহার গোপীপতিত্ব উপলক্ষে মেলিকাঠী লইয়া গোল ছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দত্তকপুত্র

গোপীমোহন দেবের ঔরসে রাধাকান্ত দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ৭বর্ষ পূর্বে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত খানাকুলের রামানন্দ সর্বাধিকারীর কন্তার বিবাহ হয়। তখন মহারাজ নবকৃষ্ণ ছরহাজারী-মনসবদার। বরের শোভাবাত্রায় কেবল বাঁধা-রোসনাই নহে—চারিহাজার সওয়ার বরের অঙ্গুগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত কুলীন ও মৌলিক-সমাজ আহৃত হইয়াছিলেন। এই বিবাহে কুলীন-সমাজে মেলিকাঠী সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহারাজ নবকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই। রাজা রাজকৃষ্ণের বয়স ১০ম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল, মহারাজ নবকৃষ্ণ সেইরূপ পৌত্র রাধাকান্ত দেবেরও ১০ম বর্ষে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের ও রাজা রাধাকান্তদেবের জীবনীতে পাওয়া যায় যে “মহারাজ নবকৃষ্ণ মহাসমারোহের সহিত এবং বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ গোপীপতিবংশীয় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর কন্তার সহিত বালকপৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন। এই বিবাহপ্রভাবে রাধাকান্ত দক্ষিণঘাটীর কায়স্থ কুলীন-সমাজের ১৩শ গোপীপতিষু লাভ করিয়াছিলেন।” \*

পূর্বেই লিখিয়াছি যে ১১৪২ সনে বা ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে গোপীকান্ত সিংহচৌধুরী একজাই করেন। যদি তৎকালে তাঁহার অন্ততঃ ৩০।৩৫ বর্ষ বয়স হয়, তাহা হইলে রাধাকান্তদেবের বিবাহকালে তাঁহার প্রায় ৯০ বর্ষ বয়স হইয়া পড়ে,—এ সময় তাঁহার কন্তাদান অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে রাধাকান্তদেবের সহিত গোপীকান্ত সিংহের বংশীর রামকান্ত সিংহের কন্তার বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ নবকৃষ্ণকে নানা কোশল অবলম্বন ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কন্তাগ্রহণের ফলে মহারাজ নবকৃষ্ণের গোপীপতিত্ব পাকা হইয়া যায়। তাঁহার আর একবার একজাই করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আয়োগ্রনকালে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সেই কারণ তাঁহার পক্ষে আর একজাই ডাকা সম্ভব হয় নাই। ১২১৯ সনে (১৮১২ খৃষ্টাব্দে) ১৪ শ্রাবণ মহারাজ রাজকৃষ্ণ দেব ২৩শ পর্য্যায়ের মুখ্য কুলীনদিগের একজাই করেন। এই একজাই কালে ৭১ জন মুখ্যকুলীন উপস্থিত ছিলেন, এই সভার ৩জন প্রকৃতের মধ্যে হরেকৃষ্ণ বোষ, ৪১ জন সহজ মধ্যে রামগোবিন্দ বসু এবং ১২৭জন কোমল মুখ্যের মধ্যে নীলমণি মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণদেব ২২শ পর্য্যায়ের মুখ্য কুলীনদিগের একজাই করিলেও কনিষ্ঠাদি কুলীনগণের একজাই সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্বে রাজা রাজকৃষ্ণকে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ২২শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীনগণের একজাই করিতে বলিয়া বান। রাজা রাজকৃষ্ণের বাল্যকাল হইতেই কুলগ্রহের উপর অঙ্গাগ ছিল। ছাগলী ও বশোর জেলার সুপ্রসিদ্ধ ঘটকগণ শোভাবাত্রায়-রাজবাটিতে সর্বদা বাতায়িত করিতেন। তাঁহাদের নিকট রাজা রাজকৃষ্ণ দক্ষিণঘাটীর সমাজের কুণ্ডল শিকা করেন। বাবুটায়ার সুপ্রসিদ্ধ



যটক বৃদ্ধ কানীরাঙ্গ বহু তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। রাজা বল্লালসেন, মহাবলি পুত্রকর ও রাজা নবকৃষ্ণের সময় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কার্যসমাজে যে সকল কুলবিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তিনি সেই সকল কুলবিধির সারাংশ একত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। পূর্বেই লিখিয়াছি তাঁহার চেষ্টায় ১২১৯ সনে ১৪৫ শ্রাবণ ২৩শ পর্যায়ের বড় একজাই হয়। তাহার ষটদিন পরে ১৮ শ্রাবণ তিনি ২২শ পর্যায়ের কনিষ্ঠ ও ছত্তারাদিগের একজাই করেন। একজাইকালে ২২শ পর্যায়ের ৫৯ জন কনিষ্ঠের মধ্যে কৃষ্ণচরণ ঘোষ এবং ১৩ জন ছত্তার কুলীনের মধ্যে সন্ধানন্দ বহু অগ্রগণ্য ছিলেন।

২৩শ পর্যায়ের সন্যাস

হরেকৃষ্ণঘোষ: কলীনাগ্রগণা-  
স্তত: শ্রীলঙ্কাজয়শাধিকারী।  
পরে ভাতি বৃন্দাবনস্তম্ভ মুখ্য:  
প্রকৃতাধামুখ্যাজয়শাধি তূপ ॥

অথ সহজ:

গৌবিন্দ: পরমানন্দ: কামদেবশ্চ কামদ:  
গদাধর সদা ভাতি শ্রীকালীচরণস্তত:  
ততো নিধির্গোকুলশ্চ গৌরীচরণমিত্রজ:  
কৃষ্ণদাসো মিত্রবরো গদারামস্ত মল্লিক:  
মিত্রো হুলালো রঘুনামমিত্রো  
গদাধিরামো বহুবংশজাত:  
নিমাই এষ মুখ্য: সূজন: কুলজ-  
শচন্দ্রাঙ্গিনারামমিত্রবর্য:  
পঞ্চাননহৃতশ্রেষ্ঠো নিমাইচরণো বহু:  
বৈষ্ণব: শৈবচরণো মল্লিক: সর্বদা সূখী ॥  
রাধাবিনোবো বহুবংশজাত  
স্তত: সদা মোহন এষ ধত্ত:  
আনন্দিরাম: সতু বোম্বংশশো  
বৃন্দাবন: সোহপি বহু: সূমাত্র:  
শ্রামকল্যাণমাপ্নোতু বাহাদিরামোহপি তৎপুত্রম্।  
রাবানন্দস্ত কুশল: রাধাকৃষ্ণস্ত মল্লিক:  
অগ্রগণ্যো দয়ালীলো নরকৃষ্ণ বংশধর:  
শিরোবর্ধিবহানাসীৎ গদারামস্ত মিত্রজ:  
জ্যোতিষ্ত দেবদামো বৃন্দবস্ত বিনোদক:

প্রসাদো রামপূর্বশ্চ তিতুমিত্রস্ত তৎপরে ॥

গদাপ্রসাদো বহুবংশজাত-  
স্তিতুম্বংস্ত মুচিরামঘোষ:  
গোপীকৃষ্ণাদিরামশ্চৈত্রে  
কুলীনা: সহজা: সূখন্যা: ॥

অথ কোমল:

মিত্রো নীলমণি বিভূষণবশা:  
শ্রীরামনারায়ণৈ:  
কুড়া মুবরঙ্গ বে সাদ্র-মধুপ: রেজে ধরামগুণে।  
খ্যাত: সুনন্দঘোষ: এষ সূজনো মান্য:  
সুধর্মাবিত:  
পশ্চাৎ শ্রীভুবনেশ্বর কৃতি বরো বাহাদিরামস্তত:  
মিত্রো রামতত্ত্ব: ক্ষিতৌ কৃতিবর: শ্রীরামকান্ত: পরে  
বাহাদিরাম ইতি প্রকৃতিস্তমনা: শ্রীচন্দ্রমিত্রস্তত:  
পশ্চাৎ মোহনরাম: পূর্ববহুলো  
গদাধিনারায়ণো।  
রেজে রামনিধিবহুশ্চ সূকৃতৌ  
শ্রীভৈরবো মিত্রজ: ॥  
রামজয়প্রসিদ্ধশ্চ রামচন্দ্রস্ত বোম্বজ:  
রামকৃষ্ণ-হরিবহুমিত্রশ্চ রঘুনামক:  
বোম্ববংশে শিব: খ্যাত: কৃষ্ণমোহন: বাসব:  
শ্রামশক্তি বিকুপুত্রো বাসবো রামমোহন:  
মল্লিক: কৃষ্ণচরণো মিত্রো ওরুদাসক:  
প্রাণকৃষ্ণস্তথা গোপী মিত্রো রামহরি: পরে।  
গদাধরো মল্লিকোহুদয়বিকারী নিধিবংশ:

ব্রজ মলিকঃ পশ্চাৎ সন্নীকান্ত মিত্রজঃ ।  
 প্রাণকৃষ্ণঃ সুখী যোষো হুতায়া রাবজরো বসুঃ ॥  
 বোবাঞজো গৌকুলন্ত জগম্মোহনঃ বাসবঃ ।  
 বিহারিবোষ স্বকুলে এসিছো  
 দুর্গাপ্রসাদঃ প্রথিতঃ সদাপি ।  
 কিলাদিরামো জয়পূর্বকশ্চ  
 নারায়ণো রাবকিশোরবোষঃ ॥  
 ভ্রামাঞজো জগম্মাথো বসুবংশপ্রকাশকঃ ।  
 আনন্দিরামপুত্রোহয়ং বোষঃ কেবলরামকঃ ।  
 রামকান্তন্ততো রাধাকান্তঃ পকাননঃ পরে ।  
 মলিকঃ শবরঃ খ্যাতো রাধাকৃষ্ণ শবরঃ ।  
 গোবিন্দদাসো মিত্রশ্চ বোষো রাবকিশোরকঃ ॥  
 মুকুন্দস্ত স্তুতঃ খ্যাতো বোষঃ কেবলরামকঃ ।  
 সদানন্দবহুশ্চাত্র ত্রিকুচরণার্চকঃ ।  
 গদাধরঃ পুণ্যকর্মা বোষবংশপ্রকাশকঃ ॥  
 বিনোদমিত্রাঞজঃ গৌকুলন্ত  
 ততোহপি রেজে বসিকাদিনন্দঃ ॥  
 মিত্রোদয়রামসুতো নিমাই-  
 মণিক্যপুত্রঃ খলু রামচন্দ্রঃ ॥  
 কৃষ্ণমোহনমিত্রশ্চ দীপচন্দ্রবহুস্ততঃ ।  
 আশারামো বসুবরঃ কেবলরামপূর্বকঃ ॥  
 বাবুরামস্ত পুত্রোহয়ং গৌকুলঃ কামদেবকঃ ।  
 রূপরামো সত্যসভ্যো হুলালঃ পূর্বদেবজঃ ॥  
 বাহারামবহুশ্চাত্র বর্ণিরামস্ত বোষজঃ ।  
 কিশোরো নবপূর্বশ্চ বোষো রাবকিশোরকঃ ॥  
 বোষঃ ত্রীবাসুদেবশ্চ কমলকুলধরঃ  
 কৃষ্ণাদিনন্দস্ততঃ ॥  
 সন্তোবো বংশহীনস্তদন্তুস্তুরিতি  
 ত্রিবিনোদাঞজশ্চ ।  
 বেচারামস্ত পুত্রঃ শিব ইতি স্ত্রুজমো রাবরামোবহুশ্চ  
 পশ্চাৎ ত্রিলোচনোহয়ং বহুকুলস্থবনা  
 ত্রিবিনোদপ্রতাপঃ ॥  
 গোপালবোষজঃ শুদ্ধঃ প্রেষ্ঠঃ নিষ্ঠমতিঃ সদা ।  
 নিভারিত্রে সমদেহঃ কুণ্ডলী ভবতু কিতো ॥

জয়প্রসাদমিত্রশ্চ রাধাকৃষ্ণশ্চ মলিকঃ ।  
 ব্রজনাথো বসুঃ পশ্চাৎ যুগলো মলিকস্ততঃ ॥  
 কর্তহারস্তথা রামকান্তমিত্রঃ সভাসদঃ ।  
 রাধাবিনোদ ইত্যত্র মিত্রো বৃন্দাবনঃ সুখী ॥  
 হরেকৃষ্ণস্ত কুশলী মনসারামস্ত মিত্রজঃ ।  
 বসুরামনিধিঃ খ্যাতো লোচনো বোষবংশজঃ ॥  
 মিত্রজো রাবচন্দ্রোহয়ং দর্পনারায়ণোহপি চ ।  
 জগম্মোহনবসুজো বসুদৌরীপ্রসাদকঃ ॥  
 গোবিন্দশাধিকারী চ হরেকৃষ্ণস্ত বোষজঃ ।  
 তেজুবসুঃ শোভারামো মিত্রজো রামলোচনঃ ॥  
 রামরামো গৌরচন্দ্রো রামানন্দস্ত বোষজঃ ।  
 নয়ানস্ত জগম্মাথো রামবসো নিবেঃ স্তুতঃ ॥  
 দুর্গাচরণমিত্রস্ত পুত্র ত্রিশিবচন্দ্রকঃ ।  
 রামপ্রসাদপুত্রোহয়ং রামরামবহুস্ততঃ ॥  
 জানকীনাথস্ত পুত্রোহয়ং শিবমিত্রঃ কুলে কৃতী ।  
 কালীচরণো হি শুদ্ধাত্মা বসুবংশসমুদ্ভবঃ ॥  
 ত্রীকালীচরণাঞজঃ কৃতিবরো মিত্রোনিবাহিত্ততঃ  
 কাশীনাথ ইহ প্রশান্তস্থমনাঃ

খ্যাতোহস্তরো মিত্রজঃ ।

রেজে সোত্র স্বকর্মণি কিতিপতিমিত্রো

ভবানীপতিঃ ॥

পশ্চাদস্ত বিরাজতে বসুবরঃ ত্রীলব্জানন্দকঃ ।

গৌরীচরণমিত্রশ্চ রামসুন্দরবোষজঃ ॥

দেবীমিত্রো হুলালশ্চ সীতারামো ব্রজস্ততঃ ॥

মলিকো জয়কৃষ্ণশ্চ মিত্র ত্রীহারিরামকঃ ।

হরিনারায়ণবোষশ্চ রামকান্তবহুস্ততঃ ॥

ত্রয়োবিংশতিপর্গায়ে প্রকৃতাঃ সহজান্তথা ।

কৌমল্য বহবশ্চাত্র সর্বেষোদয়পোষকাঃ ॥

২৩শ পর্গায়া যুগের একজাই

প্রকৃত সুখ্য অগম্যা হরেকৃষ্ণ বোষ ।

দানহীন জয়েণ্ডর কুলে নাহি দোষ ॥

বৃন্দাবন বসু লইয়া তিন প্রকৃত গণি ।  
 সহজ অগ্র রামগোবিন্দ গ্রহণে বাখানি ।  
 কামদেব গদাধর দুয়ে এক কুল ।  
 কাশীচরণবসু লিখি দানে সমতুল ॥  
 রামনিধি ঘোষ পরে কুলে সমাদর ।  
 গোকুলমিত্র গৌরীচরণ লিখি তার পর ॥  
 কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণদাস সহজে বিচিত্র ।  
 গঙ্গারাম রামহলাল আর রঘুমিত্র ॥  
 গঙ্গারাম বসুজার অংশে গুণযুত ।  
 পরে লিখি নিমাইবসু দয়্যারামসুত ॥  
 ইন্দ্রনারায়ণ মিত্রের দানে পরিতোষ ।  
 পাছু সুত নিমাই বসু গ্রহণে সন্তোষ ॥  
 কৃষ্ণচরণ শিবচরণ রাখাবিনোদ বসু ।  
 তিন জনার তুল্যকল গণি আশু পাছু ॥  
 মোহনবসু আনন্দীরাম বৃন্দাবনবসু ।  
 শ্রামবসু বাহ্যারাম রামানন্দ পাছু ॥  
 রাখাকৃষ্ণ জগন্নাথ দোছেই ভঙ্গ দেখি ।  
 নকড়িঘোষ শিরোমণির পূজাতার লিখি ॥  
 গঙ্গারাম শ্রামঘোষ আর তিতুঘোষ ।  
 দেবনাথ মুকুন্দরাম কুলে পরিতোষ ॥  
 বিনোদরাম রামপ্রসাদমল্লিক আর তিতুমিত্র ।  
 গঙ্গাপ্রসাদ তিতুবসু মুচিরাম পবিজ ॥  
 গোপীবসু রূপারাম কুলেতে নিমিত্ত ।  
 একচল্লিগ সহজ মুখ্য বিচারে বিহিত ॥  
 কামদেবেতে নীলমণি সিদ্ধ সর্কোপরি ।  
 নবরঙ্গ রামনারায়ণ সর্ক-অধিকারী ॥  
 ছট অর্ধে সহজ মুখ্য রামসুন্দরঘোষ ।  
 ভুবনেশ্বর ঘোষ লিখি কুলে পরিতোষ ॥  
 বাহ্যারাম রামতনু তহে এক কুল ।  
 রাখাকান্ত বাহ্যারাম ঘোষ সমতুল ॥  
 চন্দ্রশেখর মিত্রের অংশে গুণযুত ।  
 রাঘবমোহনবসু লিখি বলরামসুত ॥

গঙ্গানারায়ণ রামনিধি ভৈরবচন্দ্র মিত্র ।  
 রামজয় রামচন্দ্র কুলেতে পবিজ ॥  
 রামকৃষ্ণ হরি রঘু শিবচরণ ঘোষ ।  
 কৃষ্ণমোহন শ্রাম চণ্ডী কুলে পরিতোষ ॥  
 বিষ্ণুরাম-সুত লিখি রামমোহন বসু ।  
 কৃষ্ণচরণ গুরুচরণ লিখি তার পাছু ॥  
 প্রাণকৃষ্ণ গোপীচরণ রামহরি মিত্র ।  
 হরিনাম সর্কক্ষণ দানেতে বিচিত্র ॥  
 গদাধর রামনিধি বসু অধিকারী ।  
 ব্রজকিশোর মল্লিকেরে দানে নিল ধরি ॥  
 লক্ষ্মীকান্ত প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ অভয়মিত্র ।  
 তিনজনের কুল-কাজ লিখি সে বিচিত্র ॥  
 রামময় বসু পরে লিখি গোঁকুলঘোষ ।  
 জগন্মোহন অধিকারীর দানেতে সন্তোষ ॥  
 রাসবিহারী ওর্পাপ্রসাদ কেনারাম বসু ।  
 বয়নারায়ণ রাঘবকিশোরঘোষ লিখি তার পাছু ॥  
 শ্রামসুত জগন্নাথ অংশে পরিতোষ ।  
 আনন্দীরাম-সুত আর কেবলরামঘোষ ॥  
 রামকান্ত রাখাকান্ত পঞ্চানন্দঘোষ ।  
 শঙ্কর রাখাকৃষ্ণমিত্র কুলে পরিতোষ ॥  
 শঙ্করঘোষ গোবিন্দদাস রাজকিশোরঘোষ ।  
 তিনজন আশু পাছু দানে পরিতোষ ॥  
 মুকুন্দ-সুত দানে গণি কেবলরামঘোষ ।  
 সদানন্দ গদাধর ঘোষের কুলে দোষ ॥  
 বিনোদ-সুত গোঁকুল রসিক নিমাইচরণ মিত্র ।  
 দয়্যারাম-সুত এই কুলেতে নিমিত্ত ॥  
 মণিকসুত রামচন্দ্র কৃষ্ণমোহন মিত্র ।  
 দীপচন্দ্র আশারাম তহে সমুচিত ॥  
 মণিকসুত কেবলরাম স্তন অতঃপর ।  
 বাবুরামসুত গোঁকুল লিখি তার পর ॥  
 কামদেব রূপারাম আর হলালবসু ।  
 রাঘব পৌত্র এক লিখি আশু পাছু ॥

ইচ্ছারাম মণিরাম নবকিশোর ঘোষ ।  
 রামকিশোরবসু রাজ্জঘোষের কুলে ঘোষ ॥  
 কৃষ্ণানন্দ বংশাভাব পরে সন্তোষঘোষ ।  
 বিনোদসুত রামতনু কুলে পরিতোষ ॥  
 বেচারামসুত শিব রামরাম বসু ।  
 বিজয়রাম বসুসুত লিখি আশুপাছু ॥  
 লোচনবসু বিনোদবসু প্রতাপ অধিকারী  
 গোপাল গুরুদাসমিত্র কুলে সজ্জ ধরি ॥  
 রামকৃষ্ণ মল্লিক আর ব্রজ বসু ।  
 দুর্গলমল্লিক কৃষ্ণহরি ঘোষ তার পাছু ॥  
 রামকান্ত রামমোহন মিত্র বৃন্দাবন ।  
 হরেকৃষ্ণ মনসারাম কুলে সুশোভন ॥  
 রামনিধি লোচনঘোষ রামচন্দ্রমিত্র ।  
 দর্পনারায়ণ জগন্মোহন দানে সমুচিত ॥  
 গৌরীবসু দান সত্যগোবিন্দ অধিকারী ।  
 হরচন্দ্র ভেজ বসু কুলনিধি ধার ॥  
 সভারাম লোচনমিত্র রামরাম ঘোষ ।  
 গৌরাচাঁদ রামানন্দ নয়ন পরিতোষ ॥

জগন্নাথ রামরাম নিধিরামসুত ।  
 দুর্গাচরণসুত শিব কুলেতে নিমিত্ত ।  
 রামপ্রসাদবসুসুত রামরামবসু ।  
 জানকীসুত শিবপ্রসাদ লিখি আশুপাছু ॥  
 কালীচরণ নিমাইমিত্র কালীচরণসুত ।  
 কালীনীধ ঘোষ লিখি দানেতে শোভিত ॥  
 বাড়িমুখ্য ভবানীমিত্র ব্রহ্মানন্দবসু ।  
 গোবিন্দমিত্র রামসুন্দরঘোষ লিখি পাছু ॥  
 দেবীমিত্র দুলালবসু সীতারাম ঘোষ ।  
 ব্রজঘোষ জয়কৃষ্ণ কুলে দেখি ঘোষ ॥  
 হরিরাম হরিনারায়ণ অংশে নিন্দা ধরি ।  
 তন্ত্র পরে রামকান্তবংশ অধিকারী ॥  
 একশত সাতাইশ মুখ্য কমলে বিচার ।  
 কুলীন পর্যন্ত এই নাহি দেখি আর ॥  
 প্রকৃততে তিনদশ সহস্র একচাল্লিশ লিখি ।  
 কমলতে একশত সাতাইশ মুখ্য দেখি ॥  
 একশত একশ জন হইল নিরূপণ ।  
 মহারাজার ভবনে কাশী করিল বর্ণন ॥

মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের 'একবারি-পত্রিকা'র শেষে \* এইরূপ লিখিত আছে—

“১২১৯ সালের ১৪ই শ্রাবণ—

প্রকৃত মুখ্য—১। হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ২। জন্মেজয় বসু সর্বাধিকারী, ৩। বৃন্দাবন বসু ।  
 সহজমুখ্য—১। রামগোবিন্দ বসু, ২। কামদেব ঘোষ, ৩। গদাধর মিত্র হুহে সম্ভল  
 ৪। কালীচরণ বসু, ৫। রামনিধি ঘোষ, ৬। গোপাল মিত্র, ৭। গৌরীচরণ মিত্র, ৮। কৃষ্ণদাস  
 মিত্র, ৯। গঙ্গারাম মল্লিক, ১০। দুলাল মিত্র, ১১। রঘুনাথ মিত্র, ১২। গঙ্গারাম বসু, ১৩। উড়ে  
 নিমাইচরণ বসু, ১৪। ইন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ১৫। পাচুসুত নিমাইচরণ, বসু, ১৬। বৈষ্ণব-  
 চরণ বসু, ১৭। শিবচরণ মল্লিক, ১৮। রাধাবিনোদ বসু, ১৯। মোহন বসু, ২০। আনন্দী-  
 রাম ঘোষ, ২১। বৃন্দাবন বসু, ২২। শ্রাম বসু, ২৩। বাহাদুর মিত্র, ২৪। রামানন্দ মিত্র,  
 ২৫। রাধাকৃষ্ণ মল্লিক, ২৬। জগন্নাথ বসু, ২৭। নকুড় ঘোষ, ২৮। শিখোমণি বসু,  
 ২৯। গঙ্গারাম মিত্র, ৩০। শ্রাম ঘোষ, ৩১। তিহু বসু, ৩২। দেবনাথ মিত্র, ৩৩। মুকুন্দরাম  
 ঘোষ, ৩৪। বিনোদরাম বসু, ৩৫। রামপ্রসাদ মল্লিক, ৩৬। তিহু মিত্র, ৩৭। গঙ্গাপ্রসাদ বসু,  
 ৩৮। তিহু বসু, ৩৯। মুচীরাম ঘোষ, ৪০। গোপী বসু, ৪১। কুপারাম ঘোষ ।

\* রাজা রাজকৃষ্ণ দেববাহাদুরের একজাই তালিকায় বংশবর্ধাণ প্রসারে পরপর নাম  
 গৃহীত হইয়াছে ।

**কৌমল্য মুখ্য**—১ নীলমণি মিত্র, ২। রামনারায়ণ অধিকারী নবরঙ্গী ৩। রামসুন্দর ঘোষ ৪। জুবন ঘোষ, ৫। বাহ্যারাম মিত্র, ৬। রামতল্ল মিত্র, ৭। রামকান্ত ঘোষ, ৮। বাহ্যারাম ঘোষ, ৯। চন্দ্রশেখর মিত্র, ১০। বলরামসুত রামমোহন বসু, ১১। গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, ১২। রামনিধি বসু, ১৩। ভৈরবচন্দ্র মিত্র, ১৪। রামজয় ঘোষ, ১৫। রামচন্দ্র ঘোষ, ১৬। রামকৃষ্ণ বসু, ১৭। হরি বসু, ১৮। রঘুরাম মিত্র, ১৯। শিবচরণ ঘোষ, ২০। কৃষ্ণমোহন ঘোষ, ২১। শ্যাম ঘোষ, ২২। চণ্ডীচরণ ঘোষ, ২৩। বিষ্ণুরামসুত রামমোহন বসু, ২৪। কৃষ্ণচরণ মল্লিক, ২৫। গুরুদাস মিত্র, ২৬। প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, ২৭। গোপীচরণ বসু, ২৮। রামহরি মিত্র, ২৯। গদাধর মল্লিক, ৩০। রামনিধি বসু অধিকারী, ৩১। ব্রজকিশোর মল্লিক, ৩২। লক্ষীকান্ত মিত্র, ৩৩। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ৩৪। অভয়চরণ মিত্র, ৩৫। রামজয় বসু, ৩৬। গোকুল ঘোষ, ৩৭। জগমোহন অধিকারী, ৩৮। রাসবিহারী ঘোষ, ৩৯। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, ৪০। কেনারাম বসু, ৪১। জয়নারায়ণ মিত্র, ৪২। রামকিশোর ঘোষ, ৪৩। শ্যামসুত জগন্নাথ বসু, ৪৪। আনন্দীরাম-সুত কেবলরাম ঘোষ ৪৫। রামকান্ত ঘোষ, ৪৬। রাধাকান্ত ঘোষ, ৪৭। পঞ্চানন ঘোষ, ৪৮। শঙ্কর মল্লিক, ৪৯। রাধাকৃষ্ণ মিত্র, ৫০। শঙ্কর ঘোষ, ৫১। গোবিন্দদাস মিত্র, ৫২। রাজকিশোর ঘোষ, ৫৩। মুকুন্দসুত কেবলরাম ঘোষ, ৫৪। সদানন্দ বসু, ৫৫। গদাধর ঘোষ, ৫৬। বিনোদসুত গোকুল মিত্র, ৫৭। রসিকানন্দ ঘোষ, ৫৮। দয়্যারামসুত নিমাইচরণ মিত্র, ৫৯। মাণিকসুত রামচন্দ্র ঘোষ, ৬০। কৃষ্ণমোহন মিত্র, ৬১। দীপচন্দ্র বসু, ৬২। আশারাম বসু, ৬৩। মাণিকসুত কেবলরাম ঘোষ, ৬৪। বাবুরামসুত গোকুল মিত্র, ৬৫। কামদেব বসু, ৬৬। রূপরাম ঘোষ, ৬৭। মাধবশৌভ্র হুলাল বসু, ৬৮। ইচ্ছারাম বসু, ৬৯। মণিরাম ঘোষ, \* ৭০। নবকিশোর ঘোষ, ৭১। রামকিশোর বসু, ৭২। বাহুদেব ঘোষ† ৭৩। কৃষ্ণানন্দ মিত্র, ৭৪। সন্তোষ ঘোষ, ৭৫। বিনোদসুত রামতল্ল মিত্র, ৭৬। বেচারামসুত শিবপ্রসাদ মিত্র, ৭৭। বিজয়রামসুত রামরাম বসু, ৭৮। লোচন বসু, ৭৯। বিনোদ বসু, ৮০। প্রতাপনারায়ণ বসু অধিকারী, ৮১। গোলাপচন্দ্র ঘোষ‡ ৮২। গুরুপ্রসাদ মিত্র, ৮৩। রামকৃষ্ণ মল্লিক, ৮৪। ব্রজ বসু, ৮৫। যুগল মল্লিক, ৮৬। কর্ণহার ঘোষ§ ৮৭। রামকান্ত মিত্র, ৮৮। রাধামোহন বসু\*\* ৮৯। বৃন্দাবন মিত্র ৯০। হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ৯১। মনসারাম মিত্র, ৯২। রামনিধি বসু, ৯৩। লোচন ঘোষ, ৯৪। রামচন্দ্র মিত্র, ৯৫। দর্পনারায়ণ মিত্র, ৯৬। জগন্মোহন বসু, ৯৭। গৌরীপ্রসাদ বসু, ৯৮। রামগোবিন্দ অধিকারী†† ৯৯। হরচন্দ্র ঘোষ, ১০০। তেজু বসু‡‡ ১০১। শোভারাম ঘোষ, ১০২। রামলোচন মিত্র, ১০৩। রামরাম ঘোষ, ১০৪। গোরচাঁদ ঘোষ, ১০৫। রামানন্দ ঘোষ, ১০৬। নরান মিত্র, ১০৭। জগন্নাথ বসু, ১০৮। নিধিরামসুত রামরামবসু, ১০৯। দুর্গাচরণসুত শিবচন্দ্র মিত্র, ১১০। রামপ্রসাদসুত রাধারাম বসু, ১১১। জানকীসুত শিবপ্রসাদ মিত্র ১১২। কালীচরণ বসু, ১১৩। কালীচরণসুত নিমাইচরণ মিত্র, ১১৪। কালীনাথ ঘোষ, ১১৫। কেনারাম মিত্র, ১১৬। বানী মিত্র, ১১৭। দুর্গানন্দ বসু\*\*\* ১১৮। গৌরী মিত্র, ১১৯। রামসুন্দর ঘোষ, ১২০। দেবোদিত্র, ১২১। হুলাল বসু, ১২২। সীতারাম ঘোষ, ১২৩। ব্রজঘোষ।

ষটক দীনবন্ধু কুলভূষণের সহস্র লিখিত পুঁথি ও অন্যান্য ষটকের কারিকা মতে পাঠান্তর  
(\*) বাহুবরাম ; (+) রাজু ঘোষ ; (‡) গোপাল (§) কৃষ্ণহারি ; (\*\*) রামমোহন ; (††) রামবল্লভ ; (‡‡) তেজ, (\*\*\* ) ব্রজানন্দ ।

১২৪। জয়কৃষ্ণ মল্লিক, ১২৫। হরিরাম মিত্র, ১২৬। হরিনারায়ণ ঘোষ, ১২৭। রামকান্ত অধিকারী। প্রকৃত ও, সহজ ৪১, কোমল ১২৭, একুন ১৭১ মুখ্য।”

মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের একজাই-কারিকার ২২শ পর্ধ্যায়ের কনিষ্ঠ ও ছভায়া কুলোনের একজাই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

“২২ বাইশের পর্ধ্যায় মুখ্য কুলোনের একজাই ৬বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠাদি কুলোনের অনেক অনেক ক্রিয়া কুলবিষয়ে না হওয়াতে তৎকালীন হয় নাই। ত্রিযুত মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর পিতৃ-অমৃত্যু হেতু কনিষ্ঠ ও ছভায়া কুলোনের একজাই করিলেন। সন ১২১৯ সাল তারিখ ১৮ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতা নগর স্ত্রীতান্ত্রী গ্রামে মহারাজা বাহাদুরের বাটীতে—

২২শ পর্ধ্যায় কনিষ্ঠের একজাই।

১। কৃষ্ণচরণ ঘোষ, ২। টিকারাম ঘোষ, ৩। কৃষ্ণরাম ঘোষ, ৪। নয়ান অধিকারী, ৫। নরহরি মিত্র, ৬। কালচরণ মিত্র, ৭। রামমিত্র, ৮। বাহারাম বসু, ৯। কালাপ্রসাদ বসু, ১০। গোপী বসু, ১১। সনাতন ঘোষ, ১২। নিম বসু, ১৩। বৈরাগী ঘোষ, ১৪। রামহরি মিত্র, ১৫। মুকুন্দরাম বসু, ১৬। বলরাম বসু, ১৭। রামেশ্বর মিত্র, ১৮। পঞ্চানন বসু, ১৯। রামনাথ ঘোষ, ২০। রামচন্দ্র মল্লিক, ২১। রামেশ্বরসুত হুলালঘোষ, ২২। কানাই ঘোষ, ২৩। গঙ্গারাম ঘোষ, ২৪। পঞ্চানন মিত্র, ২৫। কার্তিক ঘোষ, ২৬। রামানন্দ বসু, ২৭। খেলারামসুত দয়্যারাম বসু, ২৮। নিমঘোষ, ২৯। বিজয়রামসুত কালীচরণ মিত্র, ৩০। দয়্যারাম ঘোষ, ৩১। হরি বসু, ৩২। রাধাবল্লভ ঘোষ, ৩৩। মূলকচন্দ্র বসু, ৩৪। বিনোদরাম ঘোষ, ৩৫। কুপারামসুত হুলালঘোষ, ৩৬। সদানন্দ ঘোষ, ৩৭। বলরাম মিত্র, ৩৮। সীতারামসুত আনন্দীরাম বসু, ৩৯। হরিনারায়ণ বসু, ৪০। বাবুরাম বসু, ৪১। রামশরণ বসু, ৪২। হুলাল ঘোষ, ৪৩। নিধিরাম ঘোষ, ৪৪। শঙ্কর বসু, ৪৫। হৃদয়রাম বসু, ৪৬। অযোধ্যারাম ঘোষ, ৪৭। সন্তোষ বসু, ৪৮। প্রভুরাম বসু, ৪৯। রামরাম ঘোষ, ৫০। বিষ্ণুরাম মিত্র, ৫১। হরিঘোষ, ৫২। যুগল ঘোষ, ৫৩। গৌকুল ঘোষ, ৫৪। প্রাণবল্লভ ঘোষ, ৫৫। রামানন্দ ঘোষ, ৫৬। রামকিশোর বসু, ৫৭। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ৫৮। হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ৫৯। মালিক ঘোষ।

২২শ পর্ধ্যায় ছভায়ার একজাই।

১। সদানন্দ বসু, ২। হৃদয়রাম মল্লিক, ৩। বাসুদেব বসু, ৪। রামবল্লভ বসু, ৫। শ্যাম বসু, ৬। গোবিন্দ বসু, ৭। বাহারাম ঘোষ, ৮। জগন্নাথ মিত্র, ৯। সদাশিব মিত্র, ১০। প্রাণবল্লভ বসু, ১১। বৈরাগী বসু, ১২। কৃষ্ণরাম মিত্র, ১৩। রামকান্ত বসু।

কনিষ্ঠ ৫৯ উনষাট, ছভায়া ১৩ তেরো একুনে ৭২ বাহাদুর জন, কনিষ্ঠ ছভায়া কুল সমাপ্ত। মধ্যাংশাদি কুলের একজাই পরে হইবেক। শকাব্দা ১৭৩৪ মাহ শ্রাবণ নবমী তিথি রোজ শনিবার। (সাক্ষর)ঐপ্রাণকৃষ্ণ বিজ্ঞানস্বয়ং সাং স্নগদ্যা। ঐরামকান্ত ঘটকসরস্বতী সাং হরিপাল। ঐঠাকুরদাস ঘটক গোড়েন্দ্র সাং স্নগদ্যা। ঐকালিকামল ঘটককুলচিন্তামণি সাং ইছাপুর।

শ্রীরামকান্ত ঘটকসরস্বতী সাং পলতাগড়্যা। শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘটকসিংহ সাং স্নগক্যা। শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রমণি, সাং স্নগক্যা। শ্রীরামলোচন দেবেন্দ্র, সাং স্নগক্যা। শ্রীমানন্দচন্দ্র ঘটক সাং পলতাগড়্যা। শ্রীরামকিশোর ঘটকভট্টাচার্য্য সাং পলতাগড়্যা। শ্রীদর্পনারায়ণ ঘটক-কুলসাগর সাং জাননগর। শ্রীশিবনারায়ণঘটকসিংহ সাং রঙ্গপুর। শ্রীরামকানাই ভূমোক্ত সাং মহানাদ।”

মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর কুলবিচারকল্পে “কুলপ্রদীপ” নামে যে কুলগ্রন্থ রচনা করেন, এই সভায় তাহা পাঠিত হইয়া পরে মুদ্রিত হয়, সমীকরণ বা একজাই প্রস্তাবের শেষে তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নব্য কুলবিধি বলিয়া উদ্ধৃত হইল।

### ২৪শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজের ইতিহাসে ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই অভূতপূর্ব্ব অস্বাভাবিক ঘটনা। অপর একজাই একবার মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই তিনবার আহৃত ও তদনুসারে তিনবার কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তিনবার হইবার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিতেছি—

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজে ভরবাজ গোত্র দেববংশে ভাগ্যবান্ রামজলাল সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা রামজলালের সময় হইতেই কুলীনসমাজকে হাত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। মহারাজ নবকৃষ্ণের কালীকৃষ্ণ ঘোষ নামে এক প্রিয় দোহিত্র ছিলেন। রূপে গুণে কুলে শীলে সকল দিকেই কালীকৃষ্ণ স্পৃহণীয় ছিলেন। রামজলাল তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা করেন। মহারাজ নবকৃষ্ণও সংবাদ পাইয়াছিলেন। বাহাতে তাঁহার দোহিত্রের সহিত রামজলালের কন্যার বিবাহ না হয়, এ সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন। কালীকৃষ্ণ অনেক সময় মাতার সহিত শোভাবাজার-রাজবাটীতে থাকিতেন। তাঁহার পিত্রালয় কুমারটুলিতে ছিল। রামজলাল কোশলে কুমারটুলীর বাড়ী হইতে কালীকৃষ্ণ বোব ও তাঁহার পিতাকে অর্থের প্রভাবে আপন ভবনে আনাইয়া ঘাটকাইয়া কেলেন এবং আপনার কৃত্যায় কল্যাণ তারিণী দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন। প্রথমে গোপনে এই কার্য্য সমাধা হইলেও বিবাহের পরদিন মহাসমারোহ হইয়াছিল। ফেল্লা হইতে বোড়সওয়ার ও বাগড়াও আনাইয়া বরকন্ডার সঙ্গে শোভাবাজার-রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া কুমারটুলীর ভবনে পাঠাইয়া হইয়াছিল। এ ব্যাপারে বৃদ্ধ মহারাজ নবকৃষ্ণ অবাক হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে রামজলাল-বংশ ও শোভাবাজার-রাজবংশে প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল।

রামজলাল মৃত্যুকালে এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর ১২৩২ সাল ( ইং ১৮২৫ খৃঃ ) বৈশাখ মাসে তৎপুত্র আশুতোষ দেব ( ছাত্তাবাবু ) ও প্রমথনাথ দেব ( লাটাবাবু ) প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে পিতার আত্মশ্রদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মাতৃশ্রদ্ধে বেক্রপ বিরাট আয়োজন করিয়া

ছিলেন, ছাত্তুবাবু লাটুবাবুর পিতৃশ্রদ্ধ তাঁহার কোন অংশে কম ব্যাপার নহে। এই শ্রদ্ধ উপলক্ষে সমগ্র দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলীনসমাজ এবং সমস্ত সম্রাট মৌলিক-বংশ নিমন্ত্রিত হইয়া-  
ছিলেন। এ ছাড়া এই সময়ের রাজা রাজড়া, জমিদারবংশ এবং রাজপুরুষগণের ত কথাই নাই।  
এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে পর ছাত্তুবাবুর গোষ্ঠীপতি হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু  
কুলশাস্ত্রবিদ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রভাব তখনও কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই।  
রামচন্দ্রলাল একজাই ও ২ পুত্রের বিবাহ সে সময়ের প্রধান প্রধান কুলীনের পুত্রকন্তার সহিত  
দিয়া গিয়াছিলেন। ছাত্তুবাবুও পিতার অনুবর্তী ছিলেন। প্রধান প্রধান কুলীনগণের সহিত  
সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাদের পরামর্শে গোষ্ঠীপতি হইবার বাসনা কিছু বিচিত্র নহে। রামচন্দ্রলালের  
শ্রদ্ধোপলক্ষে ছাত্তুবাবু সামাজিক প্রথা অনুসারে শোভাবাজার-রাজবাটীতে নিজে দায়স্থ  
হইয়াছিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষে মিলন হইল। মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ৭ পুত্র  
এবং রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। এইরূপে কিছু কাল  
কাটিয়া গেল। পিতার আদেশে ছাত্তুবাবুর ইচ্ছা ছিল যে পুত্র গিরিশচন্দ্রের বিবাহে একজাই  
করবেন। কিন্তু নানা কারণে এ সময় সুবিধা হইল না। যথা সময়ে গিরিশচন্দ্রের কন্যা জন্মিল  
এবং সেই অল্পবয়স্কাকন্তার বিবাহ উপলক্ষে একজাই করিবার ইচ্ছা করিলেন। এ সময় শোভা-  
বাজার রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বেশ সদ্ভাব ছিল। ছাত্তুবাবুর মনের অভিপ্রায় রাজা  
রাধাকান্তদেবকে জানাইলেন। প্রথমে তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহাতে বরং  
ছাত্তুবাবু উৎসাহিত হইয়া সকল প্রধান কুলচার্য্য ও কুলীনগণকে আমন্ত্রণ দিয়া একজাই  
করিবার জন্ত বিরাট আয়োজন করিলেন। শোভাবাজার-রাজবংশ তাহাতে বিচলিত  
হইলেন। রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া রাজা শিবকৃষ্ণদেব প্রমুখ  
মস্ত ভ্রাতা ও ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

ছাত্তুবাবু একজাই করিবার নিমন্ত্রণপত্র বাহির করিলেন। তাহাতে ১৭৬৬ শকে  
( ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ) ১৭ই মাঘ একজাই হইবার কথা থাকে। শোভাবাজার-রাজবংশ  
ভাবিলেন যে ছাত্তুবাবু যদি একজাই সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গোষ্ঠী-  
পতিত্ব নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া রাজা শিবকৃষ্ণদেব প্রমুখ ৭ ভাই এবং রাজা রাধা-  
কান্তদেব বাহাদুর ৮ জনে একত্র হইয়া উক্ত তারিখের ৫ দিন পূর্বে ১২ মাঘ তারিখে  
একজাই ডাকিলেন। বাহাতে এই একজাই সম্পূর্ণ না হয় তৎপক্ষে ছাত্তুবাবুর পক্ষ হইতেও  
বধেষ্ঠ চেষ্টা হইয়াছিল। এদিকে ছাত্তুবাবুও পরে বাহাতে একজাই করিতে না পারেন,  
শোভাবাজারের পক্ষ হইতেও সাধ্যমত আয়োজন হইয়াছিল। তৎকালের একজাই  
ব্যাপার সম্বন্ধে বালি-সমাজের প্রকৃত মুখ্য ( বাঘুটিয়ানিবাসী ) স্বর্গীয় কৃষ্ণচরণ বোষ মহাশয়ের  
ভ্রাতৃ পুত্র শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার বোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

“পূর্বে যে সমস্ত একজাই হইয়াছে, তাহাতে কোন সময় এরূপ প্রতিবন্ধিতা হয় নাই।

...বালি সমাজের প্রকৃত মুখ্য। গ্রাম্যের পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণচরণ বোষ মহাশয়ও খানাকুল-



কৃষ্ণনগরের সর্বাধিকারি-বংশে রাজানাম বহু সর্বাধিকারী মহাশয় ও বাগীতা মহাজের বহুবংশ প্রকৃত মুখ্য ও অগ্রান্ত মুখ্য কুলীন, কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ, ও দ্বিতীয়-শোকে লইয়া একজাই কার্য সম্পন্ন হয়। উক্ত একজাই কার্যে রাজা বাহাদুর আমার স্বর্গীয় পিতাকে স্বপক্ষে লওয়ার জন্য অক্লান্তকার্য হইয়াও আমার পিতাঠাকুর উক্ত একজাই কার্য করিতে বাওয়ার জন্য নোকার রওনা হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া কলিকাতার সম্মিলিত ভাঙ্গর ইত্যাদি স্থানে বহুলোক মোতায়েন রাখেন, উদ্দেশ্য বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইবেন। ঐরূপ স্বর্গীয় সাতু লাটু বাবুর পক্ষ হইতে বহুলোক বাইয়া তাহার প্রতিবন্ধক হওয়ার জন্য স্থানে স্থানে থাকে, বেন রাজা বাহাদুরের লোক তাঁহাকে না পায়। নৌকাপথে পিতাঠাকুর মহাশয় রওনা হইয়া কলিকাতার নিকটস্থ হইয়া তিনিলেন যে উভয়পক্ষ হইতে বহু লোকজন বাহির হইয়াছে—তাঁহাকে ধরিয়া লইবেই। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সাতু লাটু বাবুর বাড়ী বাইবেন। বিশেষ লাটু বাবুর সহিত তাঁহার বান্ধবতা ছিল। লাটু বাবু একজাই করিলে সেই একজাই তিনি আসিয়া সম্পন্ন করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তিনি যে নোকার বাড়ী হইতে রওনা হন, ঐ নোকা ত্যাগ করিয়া অপর একখানি ছোট নোকার ছয়বেশে কলিকাতায় বাইয়া পৌঁছেন। রাজাবাহাদুর ও সাতু লাটু বাবুর লোকেরা বহু সন্মানে তাঁহার অহুসন্ধান না পাইয়া চলিয়া যায়। এদিকে পিতাঠাকুর মহাশয় লাটু বাবুর বাড়ী নিজেই বাইয়া একজাই কার্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। রাজাবাহাদুর ঐ সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হন। আমার বিমাতার পিতা পূর্ব্বকালের রায়েকটি-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ অমিদার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের রাজাবাহাদুরের সহিত বিশেষ বান্ধবতা ছিল। তাঁহার দ্বারা উহার জামাতাকে অমুরোধ করিয়া রাজাবাহাদুর স্বীয় পক্ষে লইতে অক্লান্তকার্য হন। শেষে আমার খুল্লতাতে স্বর্গীয় শ্যামচরণ ঘোষ মহাশয় ও অপর ২ জন প্রকৃত মুখ্য ও তাঁহাদের সাহায্যে বহু কুলীন লইয়া ঐ একজাই কার্য রাজাবাহাদুর সম্পন্ন করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় স্বীয় কথা রক্ষার্থে বাধ্য হইয়া খন্তরের কথা রক্ষা না করার তাঁহার খন্তরমহাশয় ক্রোধের বশবর্তী হইয়া স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত তেলিখালির মধ্যে হরিণাগলা মোজা প্রায় ২০০০ হাজার টাকা মূল্যের যৌতুক দেওয়া সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন। পরে পিতাঠাকুর স্বীয় ক্ষমতাবলে সমস্ত মোকদ্দমাতেই জয়লাভ করিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করেন। সাতু লাটু বাবুও তৎসম্বন্ধে নানারূপ সাহায্যও করেন।” \*

উপরে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবেম, যে একজাই লইয়া কিরূপ বোরতর দলাদলী উপস্থিত হইয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজবাটিতে ১২ বাদের একজাই সভায় ২৪শ পর্যায়ের ২৭৩ জন মুখ্য কুলীন যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ৩ জন প্রকৃত মুখ্যমধ্যে রাজনারায়ণ বহু সর্বাধিকারী, ৫৮ জন সহজ মুখ্যমধ্যে রাজেন্দ্র ঘোষ, এবং ২১২ জন কোবিল মুখ্যের মধ্যে কালীনাথ মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন।

তৎপরে ছাত্তাবুর বাটীতে ১৭ই মাঘে যে একজাই আহুত হয়, তাহাতে ৫২৪ কুলীন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ২৪শ পর্যায়ের মুখ্য কুলীন ২৭১ জন এবং ২৩শ পর্যায়ের কনিষ্ঠাদি চতুর্বিধ কুলের ২৫৩ জন লইয়া একজাই হয়। মুখ্য কুলীনের ৩ জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে রাজনারায়ণ বসু সর্বাধিকারী, ৫৮ জন সহজ মুখ্য মধ্যে রাজচন্দ্র ঘোষ, ২১০ জন কোমল মুখ্য মধ্যে কান্দিনাথ মিত্র, ৮৫ জন কনিষ্ঠের মধ্যে ব্রজরাম বসু, ২০ জন ছত্তাবুর মধ্যে অভয়চরণ মিত্র, ১০৪ জন মধ্যাংশের মধ্যে রমাকান্ত বসু এবং ২০ জন তেওজের মধ্যে রামনারায়ণ বসু অগ্রগণ্য হন।

উক্ত দুই দিনের একজাই-সভায় কুলীনগণের নাম মিলাইলে জানা যায় যে উভয় সভায় মুখ্যকুলীন প্রায় সকলেই উভয় দিনে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্তাবুর বাটীর সভায় মুখ্য কুলীন মধ্যে কেবল দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহারাজ রাজকৃষ্ণের একজাই কালে ২৩শ পর্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীন সকলের কুলকার্য সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁহার সভায় ২৩শ পর্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীনের একজাই হয় নাই। ছাত্তাবু ( আশুতোষ দেব ) ও তাঁহার ভ্রাতা লাটুবাৰু ( পমথনাথ দেব ) ২৩শ পর্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীনগণের একজাই সমাধা করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয় দিনে উভয় স্থানের মুখ্য কুলীনগণের তালিকা মিলাইলে মনে হইলে যে উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ফলে উভয় দিনের একজাই সর্বাঙ্গ সুসম্পন্ন বা সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে নাই।

এ কারণ উক্ত ঘটনার দশ বর্ষ পরে ১৭৭৬ শকে ৮ই বৈশাখ রাব্বা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে ২৪শ পর্যায়ের মুখ্য, কনিষ্ঠ ও ছত্তাবু কুলীনগণের বধা রীতি একজাই করিয়া পূর্ববর্তী একজাইর দোষ খণ্ডন করেন। ঘটকগণের কুলপঞ্জিকায় ছাত্তাবু ও লাটুবাৰুর একজাই সম্বন্ধে মাধবঘটকের এইরূপ কারিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

২৪শ পর্যায়ের একজাই-কারিকা

পূর্বনিবাস রেকজানি, তবস্ত সকলে জানি  
সে বর্ণনা বর্ণিবে কি তার।

কলিকাতা কালীবাট, স্বর্গসম সব বাট,  
সিমলা সমান নাহি আর ॥

রঘুনাথ রাজ্য করে, রামহুলাল তার পরে,  
তার তুল্য অগ্নিল সন্তান।

দেবদ্বিজ ভক্তি অতি, দেববংশে উৎপত্তি  
স্বকুটুবে সর্বদা সম্মান ॥

জিনি জ্যেষ্ঠ তার ফলে, সুবিখ্যাত ভূমণ্ডলে,  
কুণ্ডের ভাণ্ডারী হ'ল বার।

সর্বগুণে গুণান্বিত, যশে ক্ষিতি পূর্ণিত,

যন্ত্রচ্যুতে তুল্য নাহি আর ॥

ধর্ম্যে যেন যুধিষ্ঠির, দান দিতে করবীর,

গানে গণি কিল্লর সমান।

রূপেতে গন্ধর্ব্ব সম, তাল মানে মনোরম,

সভাসদে সর্বদা সম্মান ॥

বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞান, সকলে দেয় সম্মান

ছোট বড় তুল্য জ্ঞান বার।

ঘরে লক্ষ্মী বিরাজিত, নৃত্যগীতে আনন্দিত,

কমলা অচলা অনিবার ॥

সভায় বত ভীষণার্থা, বিজ্ঞা তাঁদের কিমানার্থা

বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞান হবে।

পুরোহিত বল যারে, তুলা দিগে বশিষ্ঠেরে,  
শীলতায় এমন না হ'বে ॥

আছরে কুলীন যত, তাহারা কহিব কত  
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কটক ।

মহামহা জ্ঞানবান, জানে সবে স্নসন্ধান,  
ব্যস্ত হবে মুখেতে ঘটক ॥

পূর্বে পিতৃ-আজ্ঞা ছিল, মুখ্যাদি পঞ্চম-কুল,  
করি আমি আপন বসতি ।

এই মনে করি যুক্ত, বন্ধুগণে করেন উক্তি  
হৈল তবে সবার সম্মতি ॥

আপন আত্মীয় লোক জনেক ডাকিয়া ।

রাজবাড়ী স্বরাধিত দিলেন পাঠাইয়া ॥

আছিল রাজার হবে যত পুত্রগণে ।

এই বাক্য জ্ঞাত তবে হন জনে জনে ॥

পূর্বে ছিল গোষ্ঠীপতি, হ'তে হবে সম্প্রতি  
আমাদের অমুমতি সর্বদা আছয় ।

পরে বিবেচনা ক'রে, অমুমতি গেল ফিরে,  
এরূপ কভুত নাহি হয় ॥

তুনি তবে রাজ-আজ্ঞা, সকলের অবজ্ঞা  
আমারে করিতে ইহা হবে ।

তুনিয়া এ সব তত্ত্ব, সকলে হইল মত্ত,  
উত্তোগ করিয়া বেড়ায় সবে ॥

তুনিয়া সভার অন্ত, মনে মনে হৈল ভ্রান্ত,  
পিতৃ পুণ্য থাকয়ে আমার ।

সর্ব সমাজে তবে, নিমন্ত্রণ দিতে হবে;  
যুক্তি এই করিলাম সার ॥

শিব শিব বাক্য বলে, অমুমতির পত্র চলে  
সকলে হইবে অধিষ্ঠান ।

আছে সব শত্রুচর, তা' সবারে করি জয়,  
বা' করেন করিবেন ভগবান্ ॥

পাইয়া নিমন্ত্রণপত্র কুলাচার্যগণে

অন্তরে আনন্দ সত্তে করেন গমনে ॥

মাধব রামচন্দ্র আর কুলাচর্য হর ।

মহেশ আর কুলাচর্য ঘটক-গুণাকর ॥

ইত্যাদি ঘটক যত আইলা স্বরমান ।

কায়স্থ ঘটক যত কত লব নাম ॥

মুখ্য কনিষ্ঠ ছড়ায়া মধ্যাংশ তেওজ আগমনে  
আর চারি কুল আইল পাইয়া সন্ধান ॥

কেহ পত্র পাইল কেহ পত্র না পাইল ।

রবাহুত অনাহুত ধাইয়া আইল ॥

কুলজ্ঞাতে কুল তবে করায় বিচার ।

মুখ্য কনিষ্ঠ আদি যত আছে আর ॥

তুনিয়া ঘটকের মুখে যার বেই মান ।

ষথাযোগ্য স্থানে সবে সভায় দিলেন স্থান ॥

কুলজ্ঞ আছেন যারা সবে বিচক্ষণ ।

সম্বন্ধনির্ণয় বন্ধ করেন নিরূপণ ॥

ঘটক কুলীন যারা আজ্ঞামত করে ।

নিযুক্ত আছয়ে সভেসভার ভিতরে ॥

আন্ততোষ গোষ্ঠীপতি হইলেন সংসারে ।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক ধন্ত ধন্ত করে ॥

তত্ত্ব পুত্র গিরীশচন্দ্র খ্যাত পৃথিবীতে ।

পুরন্দর সম মাল্য পাইবে গলেতে ॥

মানেন্তে কোরব সম প্রতিজ্ঞায় বলি ।

দর্পেন্তে ভীষ্মের সম লজ্জা পায় কবি ॥

তত্ত্ব কত্তা বিবাহের স্তন বিবরণ ।

মুখ্যগণ আদি ক'রে দিতেছে চন্দন ॥

এইরূপে উজ্জল কর্ম হইল সভাতে ।

গোষ্ঠীপতি হইলেন চতুর্বিংশতি পর্যায়তে ॥

আন্ততোষ সম কেহ নাহিক সংসারে ।

ভুবন ভরিয়া লোক ধন্ত ধন্ত করে ॥

পুত্র পৌত্রে বংশবৃদ্ধি বাড়ুক সংসারে ।

মাধবের অভিলাষ সর্বদা অন্তরে ॥

যার অমূল্য প্রেমধন্য তুলা দিব কারে ।

সমুদ্র সমান বৃদ্ধি আছয়ে সংসারে- ॥

সকলে সতত থাকে মধুর বাক্যেতে ।  
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ রাখয়ে সভাতে ॥  
 বিতালকার তর্কালকার বিচার চূড়ামণি ।  
 সভাসদ বার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ শিরোমণি ॥  
 বিদ্যাবাগীশ আদি ভাবি তর্কপঞ্চানন ।  
 সার্কভোম বিদ্যার্ব বিচার ভূষণ ॥  
 বৃহস্পতি যিনি সভার সম্মত অভ্যাস ।  
 বিশেষতঃ শিরোমণি তুল্য কালিদাস ॥  
 নবরত্ন সভা সতে শুনিয়াছ পূর্বে ।  
 প্রমথনাথের সভার শোভা দৃষ্টি কর এবে ॥  
 দানেত দরিত্র না রহিল পৃথিবীতে ।  
 ছয় রিপু অঙ্গে না পারয় পরণিতে ॥  
 ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির ।  
 পরাক্রমে তুল্য দিই যেন পার্শ্ববীর ॥  
 তুষ্টি মারি শিষ্টের করএ পালন ।  
 শুনিয়াছ যেমন রামের রাজ্যের বিবরণ ॥  
 চন্দ্রভাগ্যগণ যেমন শোভিত গগনে ।  
 প্রমথনাথের সভা দেখি যে তেমনে ॥  
 কুলাচার্য্যগণ তবে একত্র হইয়া ।  
 প্রকাশ করেন কুল সভায় বসিয়া ॥  
 করিলেন কষ্টী দান কি কহিব আর ।  
 কালী প্রসাদামত্ৰ এলেন দানের অগ্রসার ॥  
 দ্বিতীয়ে রামমোহনমিত্র সুগন্ধ্য-নিবাসী ।  
 তৈরব ঘোষের আশ্রয়ে প্রদরতা বাসী ॥  
 বহরত্ন যত্নে তারে আসিয়া গৃহেতে ।  
 এইরূপে কুলকর্ম্ম করেন নানা মতে ॥  
 বোজতে মাণিকমিত্র জানে জগজ্জনে ।  
 কৃষ্ণগীকান্ত বৃন্দাবন এলেন দানের কথা শুনে ॥  
 গ্রহণ করিয়া তবে আনন্দিত মন ।  
 বহরত্ন লইয়া নিজ গৃহে আগমন ॥  
 পেনেটী-নিবাসী মুখ্য শঙ্কুচন্দ্রঘোষ ।  
 তার কন্যা গ্রহণ করেন মনে পাইয়া তোষ ॥

মুখ্যের কন্যা ঘরে আনি আনন্দিত মনে ।  
 শিবচন্দ্র কন্যা দিলেন দিয়া নানা দানে ॥  
 ক্রমে ক্রমে কর্ষে তবে নবকুল আইল ।  
 সম্মান পাইয়া তবে সতে তুষ্টি হইল ॥  
 কুলাচার্য্যে বিস্তারিতে বাবু আজ্ঞা দিলা ।  
 প্রকৃতির অগ্রগণ্য কহিতে লাগিলা ॥  
 সহজাদি যত কুল সভায় বসিল ।  
 কুলাচার্য্যগণে তবে ক্রমে বিস্তারিল ॥

২৪শ পর্ধ্যায় হাতুয়াবুর একজাই ।

প্রকৃতির অগ্রে ধরি, রাজনারায়ণ অধিকারী,  
 কুলে মাশ্র সকলেতে জানে ।  
 ব্রজকিশোর আসি পরে, কুল বিবেচনা করে,  
 বসিলেন আপনার স্থানে ॥  
 জয়কৃষ্ণ বহুজার হৈলা আগমন ।  
 জঙ্গল-বাদালে বার বাস নিরুপণ ॥  
 প্রকৃতির মাশ্র তবে গেল তিনজনে ।  
 সহজ কমলকুল করি যে বর্ণনে ॥  
 রাজচন্দ্র দান তবে কাশীনাথে দিল ।  
 গ্রহণ করিয়া কুল ধন্য ধন্য হ'ল ॥  
 জগমোহন বহুর কথা কি কহিব আর ।  
 রঘুনাথে দান দিল বিদিত সংসার ॥  
 জগমোহনের উচ্চস্থান গ্রহণের জোরে ।  
 গৌরমোহন প্রভৃতির লজ্জা সবার ভিতরে ॥  
 গৌরমোহন দান তবে রাজনারায়ণে দিয়া ।  
 প্রকুল হইল মুখ সভাতে বসিয়া ॥  
 রামসুন্দরেন্দ্র কন্যা তবে গ্রহণ করিয়াছে ।  
 কায়স্থ কুলীন মধ্যে সতে জ্ঞাত আছে ॥  
 ব্রজকিশোরে দান দিয়া নীলমণি মান্য ।  
 হরিপ্রসাদে গ্রহণ করি না হৈল ধন্য ॥  
 শিবচন্দ্রের দান তবে লয় জয়কৃষ্ণ ।  
 রামনিধি মলিকে গ্রহণ করি বসিলেন স্পষ্ট ॥

গ্রহণ করিয়া তবে সহ না হইল ।  
 পরে বিবেচনা ক'রে আক্ষেপ করিল ॥  
 রামকান্তে দানাদান কিবা শোভা করে ।  
 শ্রামসুন্দর বসিলেন পিতৃপুণ্যের জোরে ॥  
 প্রেমনারায়ণ আসি পরে, শ্রামকে উজ্জল করে  
 বেন দীপ্ত দিবাকরে করে ।  
 রাজকিশোর বোষ পরে, জয়কৃষ্ণ স্মরণ করে,  
 বসিলেন সভার ভিতরে ॥  
 মুচীরামসুত দেবী ভাবিতে লাগিল ।  
 পিতৃকুল মনে করে যোনেতে রহিল ॥  
 নবাসন-নিবাসী রামলোচন মিত্র পরে ।  
 দানেতে পাইয়া হুঃখ কুলে শোভা করে ॥  
 বৈরাগী বংশেতে অন্ন রাখাচরণ নাম ।  
 দানেতে দেখে তবে কমল প্রধান ॥  
 গ্রহণ করিয়া পরে পরাশর-বংশধরে ।  
 বসুজ হইল মাত্ত সভার ভিতরে ॥  
 রামনারায়ণ-বসুজ সহজ-প্রধান ।  
 পরেতে রামজয় বোষকুলে মাত্তমান ॥  
 রামকানাড়ী তিলকচন্দ্র হরিপ্রসাদ আর ।  
 কীর্তিচন্দ্র কীর্তি রাখে কি কহিব তার ॥  
 কাশীনাথ রামসুন্দর আরত নিমাই ।  
 তৎসুত রাখাচরণ তার বাড়ি নাই ॥  
 দেবনারায়ণ সেবকরাম শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ।  
 মাণিক গোঁকুল প্রতাপ জানে এরা সব ॥  
 রামমোহন-মিত্রের কথা কি কহিব আর ।  
 দানাদানে ধনে মানে বিদিত স্তম্ভসার ॥  
 বাহার দোজ করেন কর্ত্তা মহাশয় ।  
 হেন জনে আনি তবে আনন্দ দয় ॥  
 প্রাণকৃষ্ণ ঞ্জকদাস নিত্যানন্দ আর ।  
 রাখাপ্রসাদ রামকান্ত বৈষ্ণবের সার ॥  
 ঞ্জকপ্রসাদ রামলোচন কৃষ্ণদাসসুত ।  
 গৌরমোহনের দান হৈলা দেখিতে অদ্ভুত ॥

শীতলাপ্রসাদের কর্ণ কিবা চমৎকার ।  
 অঙ্গ ভঙ্গ \* \* \* করে হাহাকার ॥  
 রামকান্ত জগদীশ উমাকান্ত বসু ।  
 দ্বিজেরে পাগল করে বেন নিজ শিত্ত ॥  
 রামমোহন দান দিয়া হুঃখিত অন্তরে ।  
 রাজচন্দ্র বসিলেন তবে সভার ভিতরে ॥  
 রাসবিহারী বসু বসিলেন সভার অন্তরে ।  
 বিধাতা ক'রেছেন ঘটন কে পারে খণ্ডিতে ॥  
 প্রেমনারায়ণ গৌরবোষ নকুড়চন্দ্র আর ।  
 ভুবনেশ্বর রামনিধির কথা নাইক বার ॥  
 রঘুনাথ রাখাকান্ত জগদীশ হার ।  
 অঙ্গহীন খঞ্জ যেমন বেড়িয়ে বেড়ায় ॥  
 রামজয় রাজীবমিত্র সহজ-তনয় ।  
 গ্রহণেতে শোভা বেন শশীর উদয় ॥  
 তৃতীরের অগ্রগণ্য যুগলকিশোর বোষ ।  
 অঙ্গদয়ে শোভা পাইল কুলে পরিতোষ ॥  
 গঙ্গারাম কৃষ্ণকান্ত দেবনারায়ণসুত ।  
 রামলোচন আর কৃষ্ণচন্দ্র হয় দোষযুত ॥  
 শুনিয়া ঘটকের মুখে কুলের ব্যাখ্যান ।  
 সম্মান করিয়া দিল বাহার সেই স্থান ॥  
 কমলকুলের কথা কহি বিবরণ ।  
 যতেক সভার লোক করহ শ্রবণ ॥  
 কাশীনাথ মাণিক গোঁকুলমিত্র আর ।  
 প্রাণকান্ত গোঁকুল সমান শোভা তার ॥  
 ভৈরব নৃসিংহ আর রূপরামের সূত ।  
 নৃসিংহবোষ তিনি শুণে গুণাধিত ॥  
 রঘুনাথ পঞ্চানন হরচন্দ্র বেই ।  
 মদন গোলোক আর রাজনারায়ণ এই ॥  
 লক্ষ্মীনারায়ণ রামচন্দ্র কাশীনাথ বোষ ।  
 রাজীব শ্রীহরি তিলক বশে পরিতোষ ॥

শিবনারায়ণ নন্দকুমার বেচারাম আর ।  
 গৌরাচাঁদ জগমোহন দাতা ভক্তসার ॥  
 জগমোহন বসু আর ঠাকুরদাস অধিকারী ।  
 চূড়ামণি ঘোষ আইলেন সভা সজ্জা করি ॥  
 কালীপ্রসাদ রাজকুমার প্রতাপ মহাশয় ।  
 নীলমণিসুত কালী সর্বত্রিতে জয় ॥  
 পরেতে পড়িল নাম আপন কর্ত্ত্ব গুণে ।  
 দাতা ভক্ত ব'লে তব সর্বলোকে মানে ॥  
 গুরুপ্রসাদ ঘোষজ আর পীতাম্বর ।  
 নবকিশোরসুত কালীপ্রসাদ গুণাকর ॥  
 রামকৃষ্ণ ঘোষ আর দুর্গা প্রসাদসুত ।  
 গুরুদাস ঘোষ জিনি সর্বগুণাশ্রিত ॥  
 রামনারায়ণ রামানন্দ ভৈরব মহাশয় ।  
 আনন্দ নন্দকুমার সরল সদয় ॥  
 নন্দন মিত্রের সুত জগজ্জনে আনে ।  
 গোলক তাহার নাম বিদিত গুণে জানে ॥  
 কালীশঙ্কর ভৈরব গোলকঘোষ আর ।  
 যদন হরিনারায়ণ নাম কি কহিব তার ॥  
 রামলোচন শঙ্কুচন্দ্র লালবিহারী ।  
 উমাশঙ্কর চণ্ডীচরণ নাম বলি তারি ॥  
 শঙ্কুচন্দ্র যুগল আর দেবনারায়ণ ।  
 জগমোহন গৌরমোহন কৃষ্ণপরায়ণ ॥  
 রামতনু ঘোষ আর মধুরামোহন ।  
 রামকুমার তারিণী আর গঙ্গানারায়ণ ॥  
 কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণমোহন আরত ঈশান ।  
 রামনারায়ণ মৃত্যুঞ্জয় নামের প্রধান ॥  
 গৌরকিশোর রামনারায়ণ আর গোপীনাথ ।  
 রাজনারায়ণ ভবানী রামগোবিন্দ সাত ॥  
 পার্শ্বতী রামমোহন বসু মহাশয় ।  
 বাহার প্রশংসা লোক সকলেতে কয় ॥  
 মধুরামোহন গোপাল আর ক্ষুদ্রিাম ।  
 বণিরামসুত কাশী উলুই বার নাম ॥

কার্ত্তিকচরণ রাজচন্দ্র রামহৃদয় আর ।  
 জগমোহন হরিমোহন কৃষ্ণসখা বার ॥  
 কৃষ্ণমোহনপুত্র সেই হয় ত ঈশান ।  
 আনন্দ শিবচন্দ্র রাধেশ্বর গুণবান্ ॥  
 শীতলপ্রসাদ কালীনাথ গৌরাচাঁদসুত ।  
 রামনারায়ণ ঘোষে দোষ আছে কথঞ্চিৎ ॥  
 দো'ছেইতে কত্যা ছড়ায়র সঙ্গে ।  
 রামনারায়ণে দোষ হইল দ্বিতীয় দান অঙ্গে ॥  
 লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী রামরামসুত ।  
 প্রতাপনারায়ণ রসের গুণ হয় ত কিঞ্চিৎ ॥  
 বিশ্বনাথ রাধামোহন সীতানাথে জানি ।  
 নবকিশোর কৃষ্ণপ্রাণ নন্দকুমার জানী ॥  
 চন্দ্রশেখরমিত্রসুত ঈশানচন্দ্রমিত্র ।  
 দাতা ভোক্তা ধর্ম্মযুক্তা সকলে পবিত্র ॥  
 রামগোবিন্দ পীতাম্বর রামচন্দ্র ঘোষ ।  
 রঘুনাথ নিমাই আর হরিদাস বোস ॥  
 শিবচন্দ্রসুত সেই ঈশানচন্দ্রে মিত্র ।  
 তিতুসুত রামজয় পরম পবিত্র ॥  
 মহেশচন্দ্র চন্দ্রকান্ত রাজকিশোর ।  
 চন্দ্রকান্ত দাতা ভক্ত কর্ণের দোষর ॥  
 ভোলানাথ যদনমোহন আর তিতুসুত ।  
 রাজীবলোচন বসু হন সর্বগুণাশ্রিত ॥  
 যদনমোহন গুরুদাস রামতনু অধিকারী ।  
 কালীসুত জগমোহন আইল দ্বরা করি ॥  
 অমৃতলাল শ্রীনাথ আর তারিণীচরণ ।  
 রাজীবলোচন কৃষ্ণমোহন আর রামধন ॥  
 দেবনারায়ণ গোপীকান্ত বসিল ত্রিলোচন ।  
 শ্রীচৈতন্য রামনিধি কৃষ্ণপরায়ণ ॥  
 রামচাঁদ রামধন নবকিশোর পবিত্র ।  
 হরানন্দ ঘোষ আর রামমোহন মিত্র ॥  
 মনসারাম-পুত্র শঙ্কুচন্দ্র গুণাকর ।  
 বেচারাম শ্রীকান্ত দ্বয়ার সাগর ॥

রামলোচনস্বত সেই রামকুমার ।  
 মধুসূদন বসুর গুণ কি কহিব আর ॥  
 সর্বদা আনন্দমতি দেবধিজে রত ।  
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দান দেয় অবিরত ॥  
 মধুসূদন নবীনচন্দ্রে রামনারায়ণ ।  
 রামচাঁদ ভবানী লোচন রামনারায়ণ ॥  
 মধুরামোহন শ্রীনারায়ণ আর ধনঞ্জয় ।  
 মুরারিশঙ্কর রাজকৃষ্ণ মহাশয় ॥  
 গোরচাঁদ কৃষ্ণলীকান্ত জয়কৃষ্ণ আর ।  
 রামতনু ঘোষে ঘোষে দোছেই ভঙ্গ তার ॥  
 জয়নারায়ণ হলধর কমললোচন ।  
 রাজচন্দ্রে হরিশ্চন্দ্রে আর বৃন্দাবন ॥  
 রামহুলাল মাণিক জৈবর গুণাকর ।  
 নবীনচন্দ্রে গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ হলধর ॥  
 রামপ্রসাদ বৈষ্ণবনাথ তিতুস্বত কালী ।  
 নবীনকিশোর কমলাকান্ত দুয়ে গুণশালী  
 স্বরূপচন্দ্রে মিত্র আর মল্লিক যশোধর ।  
 রামচাঁদ ঘোষ বসিলেন সভার ভিতর ॥  
 রামচাঁদ গোরচাঁদ ঘোষে রামপ্রসাদ ।  
 বিপ্রদাস আদি কার মনেতে বিষাদ ॥

মাধবচন্দ্রে বসু পরে তিলকচন্দ্রে আর ।  
 রামরামস্বত মাণিক বিদিত সংসার ॥  
 বৈদ্যনাথ রামসুন্দর গোঁকুলবোমস্বত ।  
 পরেতে রামনারায়ণ হৈল মনেতে কুণ্ঠিত ॥  
 কুঞ্জবিহারী লুইধর আর পঞ্চানন ।  
 রামজয় বদনকালী কালীপরায়ণ ॥  
 রামরতনমিত্র শ্রীহরি অধিকারী ।  
 তিতুর পুত্র কমললোচন নাম লিখি তারি ॥  
 কৃষ্ণকান্ত রাধাকান্ত আর জগন্নাথ ।  
 রামনিধিস্বত আসি বসে গোপীনাথ ॥  
 রাধামে হন বসু তবে হয় বড় জ্ঞানী ।  
 দেবীপ্রসাদ ঘোষের গুণ সকলেতে জানি ॥  
 হুলালপুত্র গৌরমোহন বসু মহাশয় ।  
 কৃষ্ণপ্রসাদ রুদ্রনারায়ণ কুলে নাই ভয় ॥  
 ভরতচন্দ্রে তারচাঁদ প্রতাপনারায়ণ ।  
 নীলমণি বলাইস্বত আর রাজমোহন ॥  
 বৈকুণ্ঠনাথ তবে মাধায় হাত দিয়া ।  
 সভায় বসিল তবে মহালজ্জা পাইয়া ॥ ইতি—

প্রকৃত মুখ্য—১ রাজনারায়ণ সর্বাধিকারী, ২ ব্রজকিশোর ঘোষ, ৩ জয়কৃষ্ণ বসু ।  
 সহজ মুখ্য—১ রাজচন্দ্রে ঘোষ, ২ জগমোহন বসু, ৩ গৌরমোহন মিত্র, ৪ নীলমণি মিত্র, ৫  
 শিবচন্দ্রে ঘোষ, ৬ রামকান্ত মল্লিক, ৭ শ্রীমসুন্দর বসু, ৮ প্রেমনারায়ণ বসু, ৯ রাজকিশোর ঘোষ,  
 ১০ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ১১ রামলোচন মিত্র, ১২ রাধাচরণ বসু, ১৩ রামনারায়ণ বসু, ১৪ রামজয়  
 ঘোষ, ১৫ রামকানাই বসু, ১৬ তিলকচন্দ্রে মিত্র, ১৭ হরিশ্চন্দ্রে মল্লিক, ১৮ কীর্ত্তিচন্দ্রে ঘোষ,  
 ১৯ কাশীনাথ ঘোষ, ২০ রামসুন্দর বসু, ২১ নিমাইস্বত রাধাচরণ বসু, ২২ দেবনারায়ণ  
 মিত্র, ২৩ সেবকরাম বসু, ২৪ কৃষ্ণবল্লভ বসু, ২৫ মাণিকচন্দ্রে মিত্র, ২৬ গোঁকুলচন্দ্রে ঘোষ, ২৭  
 প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, ২৮ রামমোহন মিত্র, ২৯ প্রাণকৃষ্ণ বসু, ৩০ গুরুদাস মিত্র, ৩১ নিত্য-  
 নন্দ বসু, ৩২ রাধাপ্রসাদ মিত্র, ৩৩ রামকান্ত মিত্র, ৩৪ গুরুপ্রসাদ মল্লিক, ৩৫ রামলোচন  
 বসু, ৩৬ কৃষ্ণদাসস্বত গৌরমোহন মিত্র, ৩৭ শীতলাপ্রসাদ বসু, ৩৮ রামকান্ত বসু, ৩৯  
 জগন্নাথ মল্লিক, ৪০ উমাকান্ত মল্লিক, ৪১ রামমোহন বসু, ৪২ রাজচন্দ্রে মিত্র, ৪৩ রাসবিহারী  
 বসু, ৪৪ প্রেমচাঁদ বসু, ৪৫ গোর ঘোষ, ৪৬ নকুড়চন্দ্রে ঘোষ, ৪৭ ভুবনেশ্বর ঘোষ, ৪৮ রামনিধি

মল্লিক, ৪৯ রঘুনাথ ঘোষ, ৫০ রাধাকান্ত বসু, ৫১ জগদীশ বসু, ৫২ রামজয় মিত্র, ৫৩ রাজীবলোচন মিত্র, ৫৪ যুগলকিশোর ঘোষ, ৫৫ গঙ্গারাম ঘোষ, ৫৬ কৃষ্ণকান্ত বসু, ৫৭ দেবনারায়ণহৃত রামলোচন মিত্র, ৫৮ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ।

কোমল সুখ্য—১ কাশীনাথ মিত্র, ২ য়ণিকচন্দ্র মিত্র, ৩ গোবুলচন্দ্র মিত্র, ৪ প্রাণকান্ত মিত্র হুঁহে সমতুল, ৫ ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৬ নৃসিংহপ্রসাদ ঘোষ, ৭ রূপরামহৃত নৃসিংহ ঘোষ, ৮ রঘুনাথ ঘোষ, ৯ পঞ্চানন ঘোষ, ১০ হরচন্দ্র মিত্র, ১১ মদনমোহন বসু অধিকারী, ১২ গোলক মিত্র, ১৩ রাজনারায়ণ মিত্র, ১৪ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু, ১৫ রামচন্দ্র বসু, ১৬ কাশীনাথ ঘোষ, ১৭ রাজীবলোচন মিত্র, ১৮ শ্রীহরি বসু, ১৯ তিলকচন্দ্র মিত্র, ২০ শিবনারায়ণ বসু, ২১ নন্দকুমার বসু, ২২ বেচারাম ঘোষ, ২৩ গোরাচাঁদ ঘোষ, ২৪ জগমোহন বসু, ২৫ ঠাকুরদাস অধিকারী, ২৬ চুড়ামণি ঘোষ, ২৭ কালীপ্রসাদ মিত্র, ২৮ রামকুমার বসু, ২৯ প্রতাপনারায়ণ বসু, ৩০ নীলমণিহৃত কালীপ্রসাদ মিত্র, ৩১ গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৩২ পীতাম্বর বসু, ৩৩ নবকিশোর হৃত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ৩৪ রামকৃষ্ণ ঘোষ, ৩৫ দুর্গাপ্রসাদ হৃত গুরুদাস ঘোষ, ৩৬ রূপনারায়ণ বসু, ৩৭ রামানন্দহৃত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ আনন্দ ঘোষ, ৩৯ নন্দকুমার মল্লিক, ৪০ নয়নহৃত গোলক মিত্র, ৪১ কালীশঙ্কর বসু, ৪২ ভৈরবচন্দ্র মিত্র, ৪৩ গোলক ঘোষ, ৪৪ মদনমোহন মিত্র, ৪৫ হরিনারায়ণ ঘোষ, ৪৬ রামলোচন মিত্র, ৪৭ শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ৪৮ লালবিহারী ঘোষ, ৪৯ উমাশঙ্কর মিত্র, ৫০ চণ্ডীচরণ বসু, ৫১ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, ৫২ যুগলকিশোর বসু, ৫৩ দেবনারায়ণ মিত্র, ৫৪ জগমোহন মিত্র, ৫৫ গৌরমোহন ঘোষ, ৫৬ রামতনু ঘোষ, ৫৭ মথুরামোহন অধিকারী, ৫৮ রামকুমার মিত্র, ৫৯ তারিণীচরণ বসু, ৬০ গঙ্গানারায়ণ মিত্র, ৬১ কৃষ্ণজীবন ঘোষ, ৬২ কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ৬৩ জ্ঞান, ৬৪ রামনারায়ণ, ৬৫ মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ৬৬ গৌরকিশোর বসু, ৬৭ রামনারায়ণ ঘোষ, ৬৮ গোপীনাথ ঘোষ, ৬৯ রাজনারায়ণ বসু, ৭০ ভবানীচরণ মিত্র, ৭১ রামগোবিন্দ, ৭২ পার্বতী মিত্র, ৭৩ রামমোহন অধিকারী, ৭৪ রামমোহন বসু, ৭৫ মথুরামোহন ঘোষ, ৭৬ গোপাল মল্লিক, ৭৭ খুদীরাম বসু, ৭৮ মণিরামহৃত কাশীরাম ঘোষ, ৭৯ কার্তিকচরণ ঘোষ ৮০ রাজচন্দ্র ঘোষ, ৮১ রামহন্দর ঘোষ, ৮২ জগমোহন ঘোষ, ৮৩ হরমোহন বসু, ৮৪ কৃষ্ণসখা ঘোষ, ৮৫ কৃষ্ণমোহনহৃত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র, ৮৬ আনন্দচন্দ্র বসু, ৮৭ শিবচন্দ্র মিত্র, ৮৮ রামেশ্বর মল্লিক, ৮৯ শীতলাপ্রসাদ ঘোষ, ৯০ কাশীনাথ মিত্র, ৯১ গোরাচাঁদহৃত রামনারায়ণ ঘোষ, ৯২ লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী, ৯৩ রামরামহৃত প্রতাপনারায়ণ বসু, ৯৪ বিশ্বনাথ মিত্র, ৯৫ রাধামোহন মিত্র, ৯৬ সীতারাম ঘোষ, ৯৭ নবকিশোর মিত্র, ৯৮ কৃষ্ণপ্রাণ ঘোষ, ৯৯ নন্দকুমার ঘোষ, ১০০ চন্দ্রশেখর-হৃত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র, ১০১ রাধাগোবিন্দ মল্লিক, ১০২ পীতাম্বর ঘোষ, ১০৩ রামচন্দ্র ঘোষ, ১০৪ রঘুনাথ বসু, ১০৫ নিমাইচন্দ্র মল্লিক, ১০৬ হরিন্দাস বসু, ১০৭ শিবচন্দ্রহৃত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র, ১০৮ তিহুহৃত রামজয় মিত্র, ১০৯ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১১০ চন্দ্রকান্ত মিত্র, ১১১ রাজকিশোর ঘোষ, ১১২ ভোলানাথ ঘোষ, ১১৩ মদনমোহন মিত্র, ১১৪ তিহুহৃত রাজীব-



লোচন বসু, ১১৫ মদনমোহন বসু, ১১৬ গুরুদাস বসু, ১১৭ রামরতন অধিকারী, ১১৮ কালীচরণস্বত জগমোহন বসু, ১১৯ অমৃতলাল বসু, ১২০ শ্রীনাথ মিত্র, ১২১ তারিণী-চরণ মিত্র, ১২২ রাজীবলোচন বসু, ১২৩ কৃষ্ণমোহন মিত্র, ১২৪ রামধন মিত্র, ১২৫ দেবনারায়ণ বসু, ১২৬ গোপীকান্ত মল্লিক, ১২৭ ত্রিলোচন ঘোষ, ১২৮ চৈতন্যচরণ বসু, ১২৯ রামনিধি ঘোষ, ১৩০ রামচাঁদ মিত্র, ১৩১ রামধন ঘোষ, ১৩২ নবকিশোর বসু, ১৩৩ হারানন্দ ঘোষ, ১৩৪ রাম-মোহন মিত্র, ১৩৫ মনসারামস্বত শঙ্কুচন্দ্র মিত্র, ১৩৬ বেচারাম ঘোষ, ১৩৭ শ্রীকান্ত ঘোষ, ১৩৮ রামলোচনস্বত রামকুমার বসু, ১৩৯ মধুসূদন বসু, ১৪০ মধুসূদন ঘোষ, ১৪১ নবীনচন্দ্র বসু, ১৪২ রামনারায়ণ মল্লিক, ১৪৩ রামচাঁদ বসু, ১৪৪ ভবানীচরণ ঘোষ, ১৪৫ রামলোচন ঘোষ, ১৪৬ মধুরামোহন বসু, ১৪৭ শ্রীনারায়ণ বসু, ১৪৮ ধনঞ্জয় মিত্র, ১৪৯ মুরারিশঙ্কর মিত্র, ১৫০ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৫১ গোরাচাঁদ বসু, ১৫২ কল্লিকাকান্ত বসু, ১৫৩ জয়কৃষ্ণ মিত্র, ১৫৪ রামরতন ঘোষ, ১৫৫ জয়নারায়ণ বসু, ১৫৬ হলধর মিত্র, ১৫৭ কমললোচন ঘোষ, ১৫৮ রাজচন্দ্র মিত্র, ১৫৯ হরিশচন্দ্র বসু, ১৬০ বৃন্দাবন বসু, ১৬১ রামচন্দ্রাল মল্লিক, ১৬২ মণিকচন্দ্র বসু, ১৬৩ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ১৬৪ নবীনচন্দ্র মিত্র, ১৬৫ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ, ১৬৬ হলধর ঘোষ, ১৬৭ রামপ্রসাদ মল্লিক, ১৬৮ বৈষ্ণনাথ ঘোষ, ১৬৯ তিতুস্বত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৭০ নবকিশোরস্বত কমলাকান্ত ঘোষ, ১৭১ স্বরূপচন্দ্র মিত্র, ১৭২ জগদ্বর মল্লিক, ১৭৩ রামচাঁদ ঘোষ, ১৭৪ রামচাঁদ বসু, ১৭৫ গোরাচাঁদ মিত্র, ১৭৬ রামপ্রসাদ ঘোষ, ১৭৭ বিপ্রদাস অধিকারী, ১৭৮ মাধবচন্দ্র বসু, ১৭৯ তিলকচন্দ্র ঘোষ, ১৮০ রামরামস্বত মণিক্যরাম বসু, ১৮১ বৈষ্ণনাথ বসু, ১৮২ রামহন্দর বসু, ১৮৩ গোকুলস্বত রামনারায়ণ ঘোষ, ১৮৪ কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ১৮৫ গুহধর বসু, ১৮৬ পঞ্চানন বসু, ১৮৭ রামজয় মিত্র, ১৮৮ বদনচন্দ্র ঘোষ, ১৮৯ কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯০ রামরতন মিত্র, ১৯১ শ্রীহরি অধিকারী, ১৯২ তিতুস্বত কমললোচন ঘোষ, ১৯৩ কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, ১৯৪ রাধাকান্ত ঘোষ, ১৯৫ জগন্নাথ বসু, ১৯৬ রামনিধিস্বত গোপীনাথ ঘোষ, ১৯৭ রাধামোহন বসু, ১৯৮ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯৯ কুশলস্বত গৌরমোহন বসু, ২০০ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ২০১ রুদ্রনারায়ণ ঘোষ, ২০২ ভরতচন্দ্র বসু, ২০৩ তারাচাঁদ ঘোষ, ২০৪ প্রতাপনারায়ণ মিত্র, ২০৫ নীলমণি মিত্র, ২০৬ বলাইবগ, ১০৭ রাজমোহন মিত্র, ১০৮ বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

### রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এক কাহি।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ১৭৭৬ শকের ৮ই মাসের ‘একবারি’ পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

“বৎসকালীন শেখোস্ত (১২ মাস) চতুর্বিংশ পর্ধ্যায়ের একবারি হইয়াছিল তৎকালীন নানা সমাজের দ্বাদশ জন কুলীনের কুলকর্ষ নিম্ন হই নাই এবং স্বরা প্রযুক্ত পঞ্চ জন সহজ-মুখ্যর এবং ত্রিংশৎ কোমল মুখ্যর স্থান অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে। এবং চতুর্বিংশৎ উৎখাতি

কুলের বিবেচনাভাব হইয়াছে। এই সকল কারণবশাৎ উক্ত একবারি সংশোধনের জ্ঞাত্যবশত হেতুক শ্রীযুত দীনবন্ধু ঘটককুলভূষণ ও শ্রীল ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজশিরোমণি ও শ্রীমদ্বাঞ্ছারাম ঘোষ ঘটকস্ববুদ্ধি এবং কুলজ্ঞকেশরী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহচৌধুরী দ্বারা কুলশাস্ত্রানুসারে স্বল্প বিবেচনা পুরঃসর চতুর্বিংশ পর্যায়ের মুখ্যকুলীনবর্গের এবং তৎপর্যায়ের কনিষ্ঠ ও ষড়্ভ্রাতৃ কুলীনগণের অংশ বংশ বিচারপূর্বক শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর এতৎ কুলগ্রন্থের একবারি করিলেন। তদ্বৎ

অথ ২৪ চতুর্বিংশ পর্যায়ের ত্রিবিধ মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া অর্থাৎ ষড়্ভ্রাতৃসংজ্ঞক কুলীন মহাশয়গণের একবারি পত্রিকা ১৭৭৬ শকাব্দীয় সৌর বৈশাখ মাসীয় অষ্টম দিবসে গুরুবাসরে কলিকাতা নগরে শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রাসাদে তত্ত্ব পৌত্রশ্র শুভবিবাহের মহাসভাতে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজশিরোমণি কর্তৃক এতৎ পত্রিকা পঠিতা হইল।

প্রকৃতমুখ্য—১। মাহীনগর সমাজীয় রাজনারায়ণ বহু সর্বাধিকারী, ২ বাদি-সমাজীয় ব্রজকিশোর ঘোষ, ৩ বাগাণ্ডা সমাজীয় জয়কৃষ্ণ বহু। এতে ত্রয়ঃ প্রকৃতমুখ্যঃ।

সহজমুখ্য—১ রাজচন্দ্র ঘোষ, ২ গৌরমোহন মিত্র, ৩ জগন্মোহন বহু, ৪ নীলমণি মিত্র, ৫ শিবচন্দ্র ঘোষ, ৬ শ্রীমরাম বহু, ৭ রামকান্ত মল্লিক, ৮ প্রেমনারায়ণ বহু, ৯ বৃন্দাবন-সুত রাধাচরণ বহু, ১০ রামলোচন মিত্র, ১১ তিলকচন্দ্র মিত্র, ১২ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ১৩ রামকানাই বহু, ১৪ রামচরণ বহু (অ), ১৫ কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৬ কালীনাথ ঘোষ, (খ), ১৭ রামজয় ঘোষ, ১৮ রামমোহন মিত্র, ১৯ প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, ২০ নিমাইসুত রাধাচরণ বহু (অ), ২১ মাণিক্যচন্দ্র মিত্র, ২২ গুরুপ্রসাদ মল্লিক, ২৩ নিত্যানন্দ বহু (অ), ২৪ শীতলাপ্রসাদ বহু, ২৫ রাধাপ্রসাদ মিত্র, ২৬ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ২৭ গুরুপ্রসাদ মিত্র (অ), ২৮ প্রাণকৃষ্ণ বহু, ২৯ রাজকিশোর ঘোষ, ৩০ হরিপ্রসাদ মল্লিক, ৩১ সেবকরাম বহু, ৩২ রামলোচন বহু, ৩৩ রামকান্ত মিত্র, ৩৪ উমাকান্ত মল্লিক, ৩৫ জগন্নাথ মল্লিক, ৩৬ রামসুন্দর বহু, ৩৭ কৃষ্ণবল্লভ বহু, ৩৮ রাজচন্দ্র মিত্র, ৩৯ রঘুনাথ ঘোষ (অ), ৪০ জগদীশ বহু, ৪১ রামজয় মিত্র, ৪২ রাজীবলোচন মিত্র, ৪৩ রাসবিহারী বহু (অ), ৪৪ দেবরাম মিত্র, ৪৫ রামকান্ত বহু, ৪৬ যুগলকিশোর ঘোষ, ৪৭ রামনিধি মল্লিক, ৪৮ গৌরচন্দ্র ঘোষ, ৪৯ গেমচাঁদ বহু, ৫০ নকুড় মল্লিক ৫১ ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, ৫২ রামমোহন বহু, ৫৩ রাধাকান্ত বহু, ৫৪ কৃষ্ণকান্ত বহু, ৫৫ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ, ৫৬ গৌরলোচন মিত্র, ৫৭ দেবনারায়ণসুত রামলোচন মিত্র, ৫৮ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। এতে অষ্টপকাশং সহজ-মুখ্যঃ।

কোমলমুখ্য—১ কালীনাথ মিত্র (অ), ২ মাণিক্যচন্দ্র মিত্র, ৩ প্রাণকান্ত মিত্র, ৪ গোবিন্দ-চন্দ্র মিত্র, ৫ রঘুনাথ ঘোষ (অ), ৬ নৃসিংহচন্দ্র ঘোষ, ৭ ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৮ মদনমোহন বহু-সর্বাধিকারী (অ), ৯ ঔদ্ভদেশীয় নৃসিংহপ্রসাদ ঘোষ, ১০ হরচন্দ্র মিত্র (অ), ১১ পঞ্চানন ঘোষ, ১২ রাজনারায়ণ মিত্র, ১৩ লক্ষ্মীনারায়ণ বহু, ১৪ কালীনাথ ঘোষ, ১৫ রাজীবলোচন

মিত্র, ১৬ তিলকচন্দ্র মিত্র, ১৭ কালীপ্রসাদ মিত্র, ১৮ শ্রীহরি বসু, ১৯ রামচন্দ্র বসু, ২০ শিবনারায়ণ বসু, ২১ গুরুপ্রসাদস্বত গোলোকচন্দ্র মিত্র (অ), ২২ নয়নস্বত গোলোকচন্দ্র মিত্র, ২৩ নন্দকুমার বসু, ২৪ তেজস্বত রামকুমার বসু, ২৫ ঠাকুরদাস বসু সর্বাধিকারী, ২৬ শিবচরণস্বত বেচারাম ঘোষ, ২৭ জগন্মোহন বসু, ২৮ গোরাচাঁদ ঘোষ, ২৯ রামকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ বাজারামস্বত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৩১ দুর্গাপ্রসাদস্বত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৩২ চূড়ামণি ঘোষ, ৩৩ পীতাম্বর বসু, ৩৪ রামানন্দস্বত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৩৫ রূপনারায়ণ বসু (অ), ৩৬ আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ৩৭ কালীশঙ্কর বসু (অ), ৩৮ নন্দকুমার মল্লিক, ৩৯ গোলোকচন্দ্র ঘোষ (অ), ৪০ লালবিহারী ঘোষ, ৪১ রামলোচন মিত্র, ৪২ শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ৪৩ হরিনারায়ণ ঘোষ, ৪৪ ভৈরবচন্দ্র মিত্র, ৪৫ উমাশঙ্কর মিত্র, ৪৬ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, ৪৭ কৃষ্ণমোহনস্বত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৪৮ যুগলকিশোর বসু, ৪৯ আনন্দচন্দ্র বসু, ৫০ রামগোবিন্দ মিত্র, ৫১ মথুরামোহন ঘোষ, ৫২ প্রতাপনারায়ণ বসু, ৫৩ নিমাইচরণস্বত কালীপ্রসাদ মিত্র (অ), ৫৪ নবকিশোরস্বত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ৫৫ চণ্ডীচরণ বসু, ৫৬ দেবনারায়ণ মিত্র, ৫৭ জগন্মোহন মিত্র, ৫৮ মদনমোহন মিত্র, ৫৯ শীতলপ্রসাদ ঘোষ (অ), ৬০ শিবপ্রসাদ মিত্র (অ), ৬১ রামেশ্বর মল্লিক (অ), ৬২ গৌরমোহন ঘোষ, ৬৩ মথুরামোহন বসু সর্বাধিকারী, ৬৪ রামকুমার মিত্র, ৬৫ তারিণীচরণ বসু, ৬৬ দর্পনারায়ণস্বত মদনমোহন মিত্র, ৬৭ রামভট্ট ঘোষ (অ), ৬৮ কৃষ্ণজীবন ঘোষ, ৬৯ কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ৭০ রাধামোহন মিত্র, ৭১ গোপীনাথ ঘোষ, ৭২ মৃত্যঞ্জয় ঘোষ, ৭৩ গৌরকিশোর বসু (অ) ৭৪ রাজনারায়ণ বসু (অ), ৭৫ পার্শ্বভাচরণ মিত্র, ৭৬ রামমোহন বসু, ৭৭ ভবানীচরণ মিত্র, ৭৮ বিশ্বনাথ মিত্র (অ), ৭৯ কৃষ্ণপ্রাণস্বত রামনারায়ণ ঘোষ, ৮০ হরিমোহন বসু, ৮১ রাম নন্দ বসু, ৮২ জগন্মোহন ঘোষ, ৮৩ কৃষ্ণসখা ঘোষ, ৮৪ হরেকৃষ্ণস্বত রাজচন্দ্র ঘোষ, ৮৫ ক্ষুদ্রিরাম বসু (অ), ৮৬ রামগোপাল মল্লিক (অ), ৮৭ গোরাচাঁদস্বত রামনারায়ণ ঘোষ, ৮৮ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু সর্বাধিকারী, ৮৯ নবকিশোর মিত্র, ৯০ রামরামস্বত প্রতাপনারায়ণ বসু (অ), ৯১ শিবচন্দ্রস্বত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৯২ গদাধরস্বত কৃষ্ণপ্রাণ ঘোষ, ৯৩ চন্দ্রশেখরস্বত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৯৪ নন্দকুমার ঘোষ, ৯৫ হরিদাস বসু, ৯৬ কালিদাস মিত্র, ৯৭ কার্তিকচরণ বসু, ৯৮ রামমোহন বসু সর্বাধিকারী, ৯৯ কালীনাথ ঘোষ, ১০০ পীতাম্বর ঘোষ, ১০১ সীতানাথ ঘোষ (অ), ১০২ রামচন্দ্র ঘোষ (অ), ১০৩ রত্ননাথ বসু (অ), ১০৪ চৈতন্যচরণ বসু, ১০৫ গোপীকান্ত মল্লিক, ১০৬ ত্রিলোচন ঘোষ, ১০৭ হরানন্দ ঘোষ, ১০৮ চাঁদগাঁ-পলাশীর বেচারাম ঘোষ (অ), ১০৯ নবকিশোর বসু, ১১০ রামচাঁদ মিত্র, ১১১ রামনিধি ঘোষ, ১১২ রামনারায়ণ মল্লিক, ১১৩ নন্দজলাস্বত রামচাঁদ বসু, ১১৪ রামধন ঘোষ, ১১৫ নয়নচন্দ্রস্বত শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ১১৬ শিবচন্দ্রস্বত রামনারায়ণ মিত্র (অ), ১১৭ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১১৮ রাজকিশোর ঘোষ, ১১৯ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১২০ তিতুস্বত রামলোচন বসু, ১২১ কোমলচরণ তিতুস্বত রামজয় মিত্র, ১২২ শ্রীনাথ মিত্র, ১২৩ চন্দ্রকান্ত মিত্র, ১২৪ তারিণীচরণ মিত্র (অ), ১২৫ রামরথ বসু সর্বাধিকারী, ১২৬ কালীচরণ

স্বত জগন্মোহন বসু, ১২৬ মদনমোহন বসু, ১২৮ অমৃতলাল বসু, ১২৯ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র (অ), ১৩০ ভোলানাথ ঘোষ, ১৩১ গুরুদাস বসু, ১৩২ জগন্নাথস্বত রাজীবলোচন বসু, ১৩৩ নিমাইচরণ মল্লিক (অ), ১৩৪ দেবনারায়ণ বসু, ১৩৫ শ্রীকান্ত ঘোষ, ১৩৬ রামলোচন ঘোষ (অ), ১৩৭ রামলোচন মিত্র, ১৩৮ গৌরাচাঁদ বসু, ১৩৯ রামধন মিত্র, ১৪০ গঙ্গানারায়ণ মিত্র, ১৪১ নবীনচন্দ্র বসু (অ), ১৪২ কৃষ্ণীগীকান্ত বসু, ১৪৩ জয়কৃষ্ণ মিত্র, ১৪৪ বিপ্রদাস বসু সর্বাধিকারী, ১৪৫ রামপ্রসাদ ঘোষ, ১৪৬ রামদুলাল মল্লিক, ১৪৭ বাণুটিয়া তিতুস্বত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৪৮ বৈষ্ণনাথ ঘোষ, ১৪৯ হলধর ঘোষ, ১৫০ রামপ্রসাদ মল্লিক, ১৫১ রামচাঁদ ঘোষ, ১৫২ শোভারামস্বত কমলাকান্ত ঘোষ, ১৫৩ হলধর মিত্র (অ), ১৫৪ জয়নারায়ণ বসু (অ), ১৫৫ রাজচন্দ্র মিত্র, ১৫৬ বৃন্দাবন বসু, ১৫৭ কমললোচন ঘোষ, ১৫৮ দ্বৈধরচন্দ্র ঘোষ (অ), ১৫৯ গৌরাচাঁদ মিত্র, ১৬০ মাধবচন্দ্র বসু, ১৬১ ভৈরবচন্দ্রস্বত রামনারায়ণ মিত্র, ১৬২ নবীনচন্দ্র মিত্র, ১৬৩ নিমাইচরণস্বত রামচাঁদ বসু, ১৬৪ মধুসূদন ঘোষ, ১৬৫ স্বরূপচন্দ্র মিত্র, ১৬৬ প্রকৃত বৃন্দাবনস্বত মাণিকচন্দ্র বসু, ১৬৭ হরিশচন্দ্র বসু, ১৬৮ মধুসূদন বসু, ১৬৯ ধনঞ্জয় মিত্র, ১৭০ রামলোচনস্বত রামকুমার বসু, ১৭১ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৭২ শ্রীনারায়ণ বসু (অ), ১৭৩ মুরারিশঙ্কর মিত্র, ১৭৪ মথুরামোহন বসু (অ), ১৭৫ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ (অ), ১৭৬ তিলকচন্দ্র ঘোষ, ১৭৭ বৈষ্ণনাথ বসু, ১৭৮ গোপালানন্দস্বত রামনারায়ণ ঘোষ, ১৭৯ রামস্বন্দর বসু, ১৮০ তিতুস্বত কমললোচন ঘোষ, ১৮১ লুইধর বসু, ১৮২ বুদ্ধাবহারী ঘোষ, ১৮৩ পঞ্চানন বসু, ১৮৪ রামগোবিন্দ মল্লিক, ১৮৫ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ১৮৬ রামরত্ন ঘোষ, ১৮৭ গৌরমোহন বসু, ১৮৮ বলরাম বসু, ১৮৯ রামরত্ন মিত্র, ১৯০ রাধাকান্ত ঘোষ, ১৯১ রাজমোহন মিত্র, ১৯২ জগন্নাথ বসু, ১৯৩ কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, ১৯৪ ভবানীচরণ ঘোষ, ১৯৫ বৈকুণ্ঠনাথ বসু, ১৯৬ যশোধর মল্লিক (অ), ১৯৭ গোপীনাথ ঘোষ (অ), ১৯৮ রাধামোহন বসু, ১৯৯ আটুমল্লিক (অ), ২০০ শ্রীহার বসুসর্বাধিকারী, ২০১ বদনচন্দ্র ঘোষ, ২০২ প্রতাপনারায়ণ মিত্র, ২০৩ রামজয় মিত্র, ২০৪ কালিদাস ঘোষ, ২০৫ রামরামস্বত মাণিক্যরাম বসু, ২০৬ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ২০৭ রুদ্রনারায়ণ ঘোষ, ২০৮ ভরতচন্দ্র ঘোষ, ২১০ নীলমণি মিত্র (অ), ২১১ গোপালচন্দ্র ঘোষ, ২১২ জীবনকৃষ্ণ মিত্র—এতে দ্বাদশাধিকদ্বিশত-কোমলাখ্যা:। এইক্ষেণে প্রকৃত মুখ্য ৩, সহজ মুখ্য ৫৮, কোমল মুখ্য ২১২ একুনে ২৭৩ জন মুখ্য কুলীন পরিগণিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে ৫০ জন মুখ্য কুলীন বংশাভাব হইয়াছেন তাঁহাদের নামের পরে অকার সংকেত লিখিত আছে।”

“২৪ পঞ্চাশের কনিষ্ঠ কুলীনগণের একবারি-পত্রিকা—

১ তত্বদোঁ বেচারাম বসু, ২ বিপ্রদাস ঘোষ, ৩ রামানন্দ ঘোষ, ৪ শিবচন্দ্র ঘোষ, ৫ স্বর্গ্য-নারায়ণ বসু, ৬ রামলোচন বসু, ৭ চৈতন্যচরণস্বত রামপ্রসাদ বসু, ৮ গৌরমোহন বসু,

৯ গোপীনাথ ঘোষ (অ), ১০ রাজচন্দ্র বসু, ১১ কমললোচন মল্লিক, ১২ রামনারায়ণ বসু (অ), ১৩ রাসবিহারী ঘোষ, ১৪ রাজচন্দ্র ঘোষ (অ), ১৫ পদ্মলোচন ঘোষ, ১৬ কেনারামসুত রামপ্রসাদ বসু, ১৭ জয়নারায়ণ ঘোষ, ১৮ রামকিশোরসুত রাজচন্দ্র বসু, ১৯ রামনিধিসুত কাশীনাথ বসু, ২০ দিগম্বর মিত্র, ২১ মদনমোহন ঘোষ, ২২ দুর্গাপ্রসাদ বসু, ২৩ রাজনারায়ণ বসু, ২৪ গঙ্গাধর ঘোষ (অ), ১৫ হরিসুত শিবচন্দ্র বসু, ১৬ নন্দকিশোর ঘোষ, ২৭ কালীচরণ সুত শিবচন্দ্র বসু, ১৮ বিশ্বচন্দ্র মিত্র, ১৯ কালীমোহন ঘোষ, ৩০ গঙ্গানারায়ণ বসু, ৩১ গঙ্গানারায়ণ মল্লিক, ৩২ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ৩৩ দেবনারায়ণ মিত্র, ৩৪ মধুরামোহন ঘোষ, ৩৫ শিবনারায়ণ মল্লিক, ৩৬ রামশঙ্কর মল্লিক, ৩৭ বিশ্বনাথসুত শিবচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ রামচাঁদ বসু, ৩৯ রামচাঁদ মিত্র (অ), ৪০ নরনারায়ণ মিত্র, ৪১ রামজয় মিত্র, ৪২ গঙ্গাধর ঘোষ, ৪৩ রামচাঁদ ঘোষ, ৪৪ দেবীচরণ ঘোষ, ৪৫ কেশবচন্দ্র বসু, ৪৬ রামচন্দ্র ঘোষ, ৪৭ রামকৃষ্ণ মিত্র, ৪৮ মধুর বিনাম কৃষ্ণমোহন ঘোষ, ৪৯ গোপীমোহন ঘোষ, ৫০ গোকুলচন্দ্র বসু (অ), ৫১ যুক্তারাম বসু, ৫২ দুর্গাপ্রসাদ মল্লিক, ৫৩ নন্দকুমার ঘোষ, ৫৪ রামজীবন মল্লিক, ৫৫ নয়নচন্দ্র ঘোষ, ৫৬ রামদাস ঘোষ, ৫৭ হরীমোহন বসু, ৫৮ কমলাকান্ত বসু, ৫৯ রসিকমোহন ঘোষ, ৬০ গঙ্গাবিশু ঘোষ, ৬১ তিতু বিনাম প্রাণনাথ বসু, ৬২ তারাচাঁদ বসু (অ), ৬৩ ধর্মদাস মল্লিক, ৬৪ কৃষ্ণমোহন মিত্র, ৬৫ জগমোহন মিত্র, ৬৬ রামমোহন ঘোষ, ৬৭ রামনারায়ণ মিত্র, ৬৮ নন্দলাল মিত্র, ৬৯ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (অ), ৭০ মদনমোহন বসু, ৭১ কালিদাস ঘোষ, ৭২ রাজকিশোর বসু, ৭৩ ভীষ্মচন্দ্র মিত্র, ৭৪ নরনারায়ণ বসু, ৭৫ মোহনচন্দ্র মিত্র, ৭৬ মাধবচন্দ্র মিত্র, ৭৭ হরমোহন মিত্র (অ), ৭৮ কৃষ্ণমোহনসুত কাশীনাথ ঘোষ, ৭৯ ভৈরবচন্দ্র বসু, ৮০ হরিপ্রসাদ মিত্র (অ), ৮১ রাধাকান্ত ঘোষ (অ), ৮২ রাধামোহন ঘোষ, ৮৩ মাণিক্যচন্দ্র বসু, ৮৪ রামসুন্দর ঘোষ (অ), ৮৫ নবকৃষ্ণ বসু, ৮৬ নীলমাধব ঘোষ, ৮৭ জগমোহন ঘোষ, ৮৮ রামরাম বসু, ৮৯ গৌরকিশোর মিত্র (অ), ৯০ জনমেজয় ঘোষ (অ), ৯১ রাধাচরণ মিত্র (অ), ৯২ জগন্নাথ ঘোষ, ৯৩ নিতাই বিনাম গৌর মল্লিক, ৯৪ কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ৯৫ রামনারায়ণ ঘোষ, ৯৬ শ্রীনাথ বসু (অ), ৯৭ রামকুমার মল্লিক, ৯৮ পীতাধর ঘোষ, ৯৯ সেবকরাম ঘোষ, ১০০ শ্রামমোহন বসু সর্বাধিকারী, ১০১ মহেশচন্দ্র মিত্র, ১০২ রামলোচন বসু, ১০৩ পীতাধর মিত্র, ১০৪ তিলকচন্দ্র মিত্র (অ), ১০৫ লক্ষ্মীনাথ ঘোষ, ১০৬ ভবানীচরণ মিত্র (অ), ১০৭ রামমোহন বসু, ১০৮ প্রাণকৃষ্ণ বসু, ১০৯ বৃন্দাবন মিত্র, ১১০ হরচন্দ্র বসু, ১১১ জয়নারায়ণ বসু, ১১২ তারাচাঁদ মিত্র, ১১৩ রামশঙ্করসুত কাশীনাথ বসু (অ), ১১৪ বিশ্বম্ভর মিত্র, ১১৫ সদানন্দসুত কাশীনাথ বসু, ১১৬ দ্বলালসুত গোকুলচন্দ্র বসু, ১১৭ ভোলানাথ ঘোষ, ১১৮ প্রেমনারায়ণ বসু, ১১৯ বৈষ্ণবাথ ঘোষ, ১২০ গোকুলচন্দ্র ঘোষ, ১২১ নকুড়চন্দ্র ঘোষ, ১২২ গোলকচন্দ্র বসু, ১২৩ প্রজাহরি বসু সর্বাধিকারী, ১২৪ গোলকচন্দ্র ঘোষ, ১২৫ বিনোদসুত শিবচন্দ্র ঘোষ, ১২৬ প্রেমনারায়ণ ঘোষ (অ), ১২৭ জয়চন্দ্র ঘোষ, (অ) ১২৮ শঙ্কর বসু, ১২৯ মাধবচন্দ্র

ঘোষ, ১৩০ বৃন্দাবনবিহারী ঘোষ, ১৩১ রামকিশোরস্বত্ৰ রামস্বন্দর ঘোষ (অ), এতে একত্রিংশ-দধিক-শতকনিষ্ঠাঃ । ইহাদিগের মধ্যে ২০জন বংশাভাব হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের পরে অকার সঙ্কেত লিখিত আছে ।”

“২৪ পর্যায়ে বড়ভ্রাতৃ নামক কুলীন মহাপ্রাণের একবারি-পত্রিকা—

তজাদৌ শিঙ্গাগ্রামনিবাসি ১ রামরাম বসু, ২ সাঁতরাগাছী গ্রামীষ ভোলানাথ ঘোষ, ৩ আরাণ্ডী গ্রামস্থ জগন্নাথ ঘোষ, ৪ কৃষ্ণনগরস্থায়ি রামকান্ত ঘোষ, ৫ বিরাটীগ্রামনিবাসী রামজীবন মিত্র, ৬ হরিপালনিবাসী গৌরমোহন ঘোষ, ৭ কাশীবাসী ত্রিপুরামোহন মিত্র, ৮ হরিপালস্থ গোপীমোহন বসু, ৯ গণালিগ্রামনিবাসী রামচাঁদ বসু, ১০ শেখপুর গ্রামবাসী মদনমোহন ঘোষ (অ), ১১ খলিখাখালি গ্রামনিবাসী রামরত্ন বসু, ১২ লক্ষ্মীপুরবাসী হরিশ্চন্দ্র মিত্র । এতে দ্বাদশ বড়ভ্রাতৃ অর্থাৎ ছত্ভায়া সংজ্ঞক কুলীনাঃ—এথাং মধ্যে একস্ত বংশাভাবঃ ।

“অনিম্পন্নকুল-কুলীনাঃ যথা — ১ বড়পুরীষ ঠাকুরদাস মিত্রপুত্র গৌরপ্রসাদ মিত্র । ২ দশঘরীষ রামজয়বসুস্বত । ৩ মালকীষ ভোলানাথবসুতনয় রামকুমার বসু । ৪ শুড়পীষ গঙ্গাগোবিন্দ বসু সর্বাধিকারিনন্দন ফকিরচন্দ্র বসু । ৫ কাঁটাগড়ীষ রামহরি বসুস্বত । ৬ দশঘরীষ খেলারাম বিনাম রামস্বন্দর ঘোষপুত্র ব্রজকিশোর ঘোষ । এই ছয় জন কনিষ্ঠের পুত্র । ইহাদিগের মধ্যে জনৈক দুইজন কনিষ্ঠ অথবা ছত্ভায়া হইতে পারেন । এবং কোন্নগর-নিবাসি গোপীমোহন মিত্র, বামনপাড়ানিবাশি জয়গোবিন্দ মিত্র, পাঁড়রানিবাশি কৃষ্ণন মিত্র, কুমারিমানিবাশী কুবেরচন্দ্র ঘোষ—এই চতুর্জন মুখ্যের তৃতীয় পুত্র অপককুল, ভবিষ্যতে ক্রিষ্টানুরূপ পদ প্রাপ্ত হইবেন । এতদতিরিক্ত ২৪ পর্যায়ে মধ্যাংশ, তুর্ধ্যক অর্থাৎ তেওজ, কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র, বড়ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়-পুত্র, মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্র, তেওজ-দ্বিতীয়পুত্র এই বড়বিধ কুলীনের কুলক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই এ কারণ তাঁহাদিগের একবারি হইল না । ইতি ১২৩১ বঙ্গাব্দীষ ৮ বৈশাখস্ত ।” ( ইতি রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের একবারি-পত্রিকা )

## ২৫শ পর্যায়ে সমীকরণ বা একজাই ।

রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের শেষোক্ত একজাইনামে আর কেহ প্রতিবন্ধকতা করিতে অগ্রসর হন নাই । ছাত্তুবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় কোন কোন কুলীন যোগদান না করিলেও মোটামুটি রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের একজাই সুসম্পন্ন হইল । ইহাতে ছাত্তুবাবুর ও লাটুবাবুর সেই বিরাট আয়োজন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল । একারণ ছাত্তুবাবুর পক্ষীয় কুলীনগণ কিরূপে এ পক্ষের সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা হয়, তৎপক্ষে অনেকেরই যত্ন ও আগ্রহ ছিল । ছাত্তুবাবুর প্রিয় পুত্র গিরিশচন্দ্রের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই । পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল । ছাত্তুবাবু কোন পোস্তপুত্র বা দত্তক গ্রহণ করেন নাই । লাটুবাবুর দুই জ্যেষ্ঠ ছিলেন ; বড় জ্যেষ্ঠ মন্মথনাথকে ও ছোট জ্যেষ্ঠ অনাথনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন । মন্মথনাথের কোন সন্তানাদি হয় নাই ।

অনাথনাথের প্রথমে কন্যা ও তৎপরে পুত্র জন্মে। তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এ পক্ষের আত্মীয় কুলীনগণ ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া ছাত্তাবাবু ও লাটুবাবুর পূর্বসন্ধান বজায় করিবার জন্য উত্তোগী হন। এই কন্যার বিবাহকালে অনাথনাথের বেশী বয়স হয় নাই, একজাই-পত্রিকায় তাহা কুলাচার্য্যগণ লিখিয়া গিয়াছেন। এ বয়সে অনাথনাথদেব বহু ব্যয়সাধ্য একজাই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। শেষে শোভাবাজাররাজ বাদবক্শ দেব বাহাদুরের জামাতা বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতি মুখ্য-কুলীনগণের পরামর্শে জ্যোষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া অনাথনাথ ১২৮৬ সাল ১৬ই মাঘ ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই করিলেন। এই একজাইকালে সমস্ত মুখ্য ও কনিষ্ঠ কুলীন সমবেত হইয়াছিলেন। এই একজাই ব্যাপারে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই একজাই কালে কেহ প্রতিবন্ধক না হওয়ার নির্বিরোধে অনাথনাথদেব সমগ্র দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় কুলাচার্য্য দীনবন্ধু ঘটককুলভূষণ, দৈশানচন্দ্র ঘটক-রাঙ্গশিরোমণি ও বিজয়কৃষ্ণ ঘটকচূড়ামণি কুলবিচার করিয়া কুলীনগণের মর্যাদা স্থির করেন। এই সভায় ৩ জন প্রকৃত মুখ্য, ৮০ জন সহজমুখ্য ও ২৪৯ জন কোমলমুখ্য এবং ৯০ জন কনিষ্ঠ কুলীনের একজাই হয়। প্রকৃত মুখ্য মধ্যে ত্রীনাথ বহু সর্বাধিকারী, সহজ মুখ্য মধ্যে রামকিঙ্কর ঘোষ, কোমল মুখ্য মধ্যে রাধাকৃষ্ণ মিত্র এবং কনিষ্ঠ কুলীনের মধ্যে ত্রীবল্লভ বহুমল্লিক অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই-কারিকা হইতে সমবেত কুলীনগণের নাম উদ্ধৃত হইল—

২৫শ পর্য্যায় মুখ্যকুলের একজাই

**প্রকৃতমুখ্য**—মাহীনগর সমাজের ত্রীনাথ বহু সর্বাধিকারী, বালী সমাজের চণ্ডীচরণ ঘোষ ও বাগাঙা সমাজের কৃষ্ণগোবিন্দ বহু।

**সহজমুখ্য**—১ রামকিঙ্কর ঘোষ, ২ ফকিরচন্দ্র ঘোষ, ৩ রামকুমার বহু (অ), ৪ রাম-জীবন বহু, ৫ শিবচন্দ্রসুত তিলকচন্দ্র ঘোষ, ৬ মদনমোহন বহু, ৭ আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ৮ চূড়া মণি মিত্র, ৯ গোবিন্দচন্দ্র বহু, ১০ মদনমোহন ঘোষ (উ), ১১ রাজনারায়ণ মিত্র, ১২ নবীনচন্দ্র মিত্র, ১৩ রামসেবক বহু মল্লিক, ১৪ জন্মেজয় বহু, ১৫ হরানন্দ বহু, ১৬ রামকুমার ঘোষ, ১৭ রাঘচন্দ্র মিত্র, ১৮ ভবানীচরণ ঘোষ, ১৯ বাহ্যারাম ঘোষ, ২০ বিপ্রদাস মিত্র, ২১ রাধামোহন মিত্র, ২২ ভারীচাঁদ বহু, ২৩ নীলমণি মিত্র, ২৪ গুরুদাস মিত্র, ২৫ গৌরচন্দ্র বহু, ২৬ গঙ্গাধর মিত্র, ২৭ পার্শ্বভীচরণ মিত্র, ২৮ আনন্দচন্দ্র বহু, ২৯ রাজবল্লভ বহুমল্লিক (উ অ), ৩০ সেবকরামসুত জগন্মোহন বহু (অ), ৩১ রামনারায়ণ বহু, ৩২ রাধাচরণ বহু, ৩৩ হরমোহন বহু, ৩৪ হরচন্দ্র বহু, ৩৫ বিশ্বনাথ বহু মল্লিক, ৩৬ বৈষ্ণনাথ বহু, ৩৭ মদনমোহন বহু, ৩৮ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, ৩৯ নবকৃষ্ণ ঘোষ, ৪০ চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (উ), ৪১ ত্রীনাথ বহু মল্লিক (উ), ৪২ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ৪৩ গৌরহৃদয় বহু মল্লিক, ৪৪ কৃষ্ণকান্তসুত কাশীনাথ বহু, ৪৫ বংশীবন্দন বহু, ৪৬ কাশীনাথ বহু (অ), ৪৭ ঠাকুরদাস মিত্র (অ), ৪৮ তারিণীচরণ ঘোষ,

৪৯ ব্রজনাথ বসু, ৫০ বীপচন্দ্র ঘোষ, ৫১ গদাধর ঘোষ, ৫২ নরহরি ঘোষ, ৫৩ গোবিন্দচন্দ্র হুত ডিলকচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ রাইমোহন ঘোষ, ৫৫ কাশীনাথ বসু মল্লিক, ৫৬ কল্লীগীকান্ত বসু, ৫৭ সুরলীমোহন বসু, ৫৮ মদনমোহন ঘোষ, ৫৯ লোকনাথ ঘোষ, ৬০ পদ্মলোচন ঘোষ (অ), ৬১ শ্রামলাল বসু, ৬২ রাধানাথ বসু মল্লিক, ৬৩ জনার্দিন বসু, ৬৪ রামকান্ত হুত রঘুনাথ বসু(অ), ৬৫ বিশ্বনাথ বসু, ৬৬ মধুরানাথ ঘোষ, ৬৭ কৃষ্ণকান্ত হুত গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৬৮ অনুপনারায়ণ ঘোষ, ৬৯ কুড়ারাম বসু মল্লিক (অ), ৭০ জয়দেব বসু, ৭১ রামধন মিত্র, ৭২ গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৭৩ দুর্গাপ্রসাদ মিত্র, ৭৪ রঘুনাথ বসু, ৭৫ জয়হরি বসু, ৭৬ ধর্মনারায়ণ ঘোষ (অ), ৭৭ বংশীবন্দন ঘোষ (উ), ৭৮ বহুদল্লন বসু, ৭৯ রামরাম বসু, ৮০ রাধামোহন মিত্র ।

কোষাভ্যন্তরীণ মুখ্য—১ রাধাকৃষ্ণ মিত্র, ২ শ্রীনাথ ঘোষ, ৩ শ্রামসুন্দর ঘোষ, ৪ জগদ্বসু মিত্র, ৫ কাশীনাথ ঘোষ, ৬ রঘুনাথ ঘোষ, ৭ রামধন ঘোষ, ৮ কৃষ্ণপ্রাণ হুত রামধন ঘোষ, ৯ প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, ১০ অমৃতলাল মিত্র, ১১ কৃষ্ণকান্ত মিত্র, ১২ নীলাধর অধিকারী, ১৩ গোপীনাথ মিত্র, ১৪ জগদীশ্বর ঘোষ, ১৫ রামকুমার মিত্র, ১৬ মাধবচন্দ্র ঘোষ, ১৭ জয়গোপাল ঘোষ, ১৮ পদানন হুত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ১৯ কেশবচন্দ্র ঘোষ, ২০ দাশরথি মল্লিক, ২১ রামচন্দ্র বসু, ২২ কল্লীগীকান্ত হুত শম্ভুচন্দ্র বসু, ২৩ রাজীবসু হুত গোপীনাথ মিত্র, ২৪ প্যারিমোহন বসু, ২৫ রামকিণু ঘোষ, ২৬ রামনারায়ণ হুত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ২৭ রাজকিশোর ঘোষ, ২৮ মধুসূদন ঘোষ, ২৯ লোচন হুত রামধন মিত্র, ৩০ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ৩১ লোকনাথ মিত্র, ৩২ অখিলচন্দ্র ঘোষ, ৩৩ নবকান্ত মিত্র, ৩৪ রাসবিহারী মিত্র, ৩৫ হুতনাথ সর্বাধিকারী, ৩৬ শ্রীভাগবত ঘোষ, ৩৭ রামসুন্দর মল্লিক, ৩৮ হারাদন মল্লিক, ৩৯ গোপালচন্দ্র বসু, ৪০ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ৪১ রাধেশ্বর ঘোষ, ৪২ রামদাস বসু, ৪৩ জনার্দিন ঘোষ, ৪৪ লালমোহন ঘোষ, ৪৫ তুবনমোহন বসু, ৪৬ রামনারায়ণ বসু, ৪৭ কৃষ্ণকান্ত হুত রামকানাই ঘোষ, ৪৮ লোকনাথ ঘোষ, ৪৯ বিশ্বম্ভর মল্লিক, ৫০ কালাচাঁদ বসু, ৫১ রামধন বসু, ৫২ তারণচন্দ্র মিত্র, ৫৩ হলধর ঘোষ, ৫৪ হরিহর মল্লিক, ৫৫ রামকানাই ঘোষ, ৫৬ গোপীমোহন মিত্র, ৫৭ কনকরাম ঘোষ, ৫৮ গদাধর মিত্র, ৫৯ রাজেশ্বর মিত্র, ৬০ নবকৃষ্ণ ঘোষ, ৬১ কালিদাস মিত্র, ৬২ কালীপ্রসন্ন বসু, ৬৩ ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক, ৬৪ কৃষ্ণমোহন ঘোষ, ৬৫ কাশীনাথ মিত্র, ৬৬ লোকনাথ মিত্র, ৬৭ অন্তরচরণ মিত্র, ৬৮ ভোলানাথ মিত্র, ৬৯ মহেন্দ্রনাথ বসু, ৭০ দিগম্বর মিত্র, ৭১ নবীনকৃষ্ণ বসু, ৭২ ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৭৩ উমাচরণ ঘোষ, ৭৪ পীতাধর অধিকারী, ৭৫ ষারিকানাথ বসু, ৭৬ রামরত্ন বসু, ৭৭ রামনারায়ণ হুত শ্রীনাথ ঘোষ, ৭৮ দীননাথ মিত্র, ৭৯ ভগবান্ মিত্র, ৮০ মদনমোহন ঘোষ, ৮১ সর্দানন্দ বসু, ৮২ রাধানাথ মল্লিক, ৮৩ কেদারনাথ ঘোষ, ৮৪ বেগীমাধব ঘোষ, ৮৫ বরদাকান্ত মিত্র, ৮৬ বিপ্রদাস বসু, ৮৭ কৃষ্ণচরণ বসু, ৮৮ জগদ্বল্লভ বসু, ৮৯ নবগোপাল বসু, ৯০ হরিমোহন মিত্র, ৯১ বহুনাথ ঘোষ, ৯২ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ৯৩ কালীপদ মিত্র, ৯৪ সীতানাথ ঘোষ, ৯৫ রাধামোহন মিত্র, ৯৬ ডিলকচন্দ্র বসু, ৯৭ পীতাধর বসু, ৯৮ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, ৯৯ খোশালচন্দ্র ঘোষ, ১০০ রতন-



স্বত বহুনাথ ঘোষ, ১০১ রূপশঙ্কর মিত্র, ১০২ চণ্ডীচরণ বসু, ১০৩ কালিদাস ঘোষ, ১০৪ কালীকৃষ্ণ ঘোষ, ১০৫ প্রতাপনারায়ণ বসু, ১০৬ বলরাম ঘোষ, ১০৭ লালগোবিন্দ অধিকারী, ১০৮ সখানাথ বসু, ১০৯ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ১১০ রামরত্ন ঘোষ, ১১১ বজ্রেশ্বর মিত্র, ১১২ পার্শ্বতীচরণ বসু, ১১৩ জগদ্রত্ন ঘোষ, ১১৪ শিবপ্রসাদ মিত্র, ১১৫ ভোলানাথ মিত্র, ১১৬ বিশ্বম্ভর মিত্র, ১১৭ কেশবনাথ মিত্র, ১১৮ মদনমোহন মিত্র, ১১৯ গোবিন্দচন্দ্র বসু, ১২০ রাজমোহন মিত্র, ১২১ কমললোচন মিত্র, ১২২ রাধাপ্রসাদস্বত বিশ্বম্ভর মিত্র, ১২৩ রামচাঁদ বসু, ১২৪ অন্নপূর্ণা বসু, ১২৫ হরিনারায়ণ মিত্র, ১২৬ রাজচন্দ্র বসু, ১২৭ দীপচন্দ্রস্বত রামনারায়ণ ঘোষ, ১২৮ মদনমোহন মল্লিক, ১২৯ হরিকুমার বসু, ১৩০ বাণীকর্ষ ঘোষ, ১৩১ প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ১৩২ তারণচন্দ্র বসু, ১৩৩ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ সারদাপ্রসাদ ঘোষ, ১৩৫ জগদমোহনস্বত মহেশচন্দ্র বসু, ১৩৬ পার্শ্বতীচরণ বসু, ১৩৭ উমাচরণ মিত্র, ১৩৮ মধুসূদন মিত্র, ১৩৯ রামনারায়ণ ঘোষ, ১৪০ হরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৪১ তারিণীচরণ মিত্র, ১৪২ ভগবতীচরণ ঘোষ, ১৪৩ নন্দনন্দন ঘোষ, ১৪৪ দেবচরণ ঘোষ, ১৪৫ রামচন্দ্র ঘোষ, ১৪৬ গুরুদাস বসু, ১৪৭ হলধরস্বত মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১৪৮ রামনারায়ণ বসু, ১৪৯ রামতনু ঘোষ, ১৫০ মহেশচন্দ্র বসু সাং কাঁটাগড়ে, ১৫১ নবীনচন্দ্র অধিকারী, ১৫২ গদাধর ঘোষ, ১৫৩ নীলমণি বসু, ১৫৪ প্রিয়নাথ ঘোষ, ১৫৫ হরিনারায়ণ মিত্র, ১৫৬ মহেশচন্দ্র বসু সাং বিভাগদি, ১৫৭ গৌরীশঙ্কর ঘোষ, ১৫৮ ভরতচন্দ্র ঘোষ, ১৫৯ গদাধর বসু, ১৬০ শ্রীনাথ ঘোষ, ১৬১ নবীনচন্দ্র বসু, ১৬২ গুরুদাস মিত্র, ১৬৩ গণেশচন্দ্র বসু অধিকারী, ১৬৪ স্বরূপচন্দ্র মিত্র, ১৬৫ কৈলাশচন্দ্র বসু, ১৬৬ আনন্দচন্দ্র মিত্র, ১৬৭ কৈলাশচন্দ্র অধিকারী, ১৬৮ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ১৬৯ বৈকুণ্ঠনাথ বসুসর্কীঅধিকারী, ১৭০ বশোদানন্দন ঘোষ, ১৭১ কৃষ্ণদাস বসু, ১৭২ লোকনাথ বসু, ১৭৩ ভগবান্চন্দ্র বসু, ১৭৪ বঙ্কবিহারী বসু অধিকারী, ১৭৫ শিবচন্দ্র বসু, ১৭৬ জগদমোহনস্বত ভগবান্চন্দ্র বসু, ১৭৭ বিপ্রদাস ঘোষ, ১৭৮ চন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ১৭৯ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, ১৮০ বল্লভীচরণ মিত্র, ১৮১ চণ্ডীচরণ ঘোষ, ১৮২ উমাশঙ্করস্বত রাধানাথ মিত্র, ১৮৩ অভয়াচরণ বসু, ১৮৪ চুনিলাল মিত্র, ১৮৫ কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, ১৮৬ শিবচন্দ্র বসু, ১৮৭ ভৈরবচন্দ্র বসু অধিকারী, ১৮৮ ধর্মচন্দ্র ঘোষ, ১৮৯ শ্রামলাল বঃ আদরচন্দ্র ঘোষ, ১৯০ মোহনচন্দ্র বসু, ১৯১ লাভলীমোহন মিত্র, ১৯২ হরচন্দ্র ঘোষ, ১৯৩ কাশীনাথ মল্লিক, ১৯৪ উদয়চাঁদ ঘোষ, ১৯৫ ভোলানাথ মল্লিক, ১৯৬ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, ১৯৭ গদাধর বসু, ১৯৮ রামরত্ন বসু, ১৯৯ শ্রীনাথ বসু, ২০০ উমানাথ বসু, ২০১ লক্ষণচন্দ্র ঘোষ, ২০২ বলাইস্বত নবীনচন্দ্র বসু, ২০৩ নরনারায়ণ বসু, ২০৪ হরচন্দ্র বসু, ২০৫ উমাচরণ বসু, ২০৬ প্রাণনারায়ণ বসু, ২০৭ রামচাঁদ ঘোষ, ২০৮ মধুসূদন বসু অধিকারী, ২০৯ মহেশচন্দ্র বসু সাং জঙ্গলবাড়াল, ২১০ ভগবান্চন্দ্র ঘোষ, ২১১ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ২১২ রামচন্দ্র মল্লিক, ২১৩ গুরুপদ মিত্র, ২১৪ হরচন্দ্র বসু, ২১৫ সনাতন ঘোষ, ২১৬ বেচারাম মল্লিক, ২১৭ মহিমাচন্দ্র বসু, ২১৮ দেবশঙ্কর মিত্র, ২১৯ রামগাণ মিত্র, ২২০ অক্ষয়কুমারবসু, ২২১ শিবনাথ মিত্র, ২২২ নবকুমার বসু, ২২৩ প্যারীমোহন ঘোষ

২২৪ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২৫ বিশ্বম্ভর বসু, ২২৬ কৃষ্ণপ্রসন্ন মিত্র, ২২৭ রায়নারায়ণচন্দ্র মধুসূদন মিত্র, ২২৮ প্রাণনাথ ঘোষ, ২২৯ কালীকুমার বসু, ২৩০ হারাণচন্দ্র মিত্র, ২৩১ হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ২৩২ গঙ্গাচরণ মিত্র, ২৩৩ রাজীবসুত গোপালচন্দ্র বসু, ২৩৪ বেণীমাধব বসু, ২৩৫ রাধরত্ন ঘোষ, ২৩৬ কালীনাথ বসু, ২৩৭ প্রাণহরি ঘোষ, ২৩৮ রামচাঁদসুত কেদারনাথ ঘোষ, ২৩৯ তারাচন্দ্র ঘোষ, ২৪০ শ্রীমাচরণ মিত্র, ২৪১ মুক্তারাম বসু, ২৪২ রাখানাথ মিত্র, ২৪৩ কালীনাথ মিত্র, ২৪৪ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, ২৪৫ গয়ারাম ঘোষ, ২৪৬ নবীনচন্দ্র ঘোষ, ২৪৭ গোপালচন্দ্রসুত শ্রীনাথ ঘোষ, ২৪৮ শ্রীনাথ মিত্র, ২৪৯ নবকুমার মিত্র।

২৫শ পর্বার কনিষ্ঠের একজাই

১ শ্রীবল্লভ বসুমল্লিক, ২ রূপনারায়ণ বসু, ৩ রামচাঁদ মিত্র, ৪ উষাচরণ মিত্র, ৫ গিরেশ্বর ঘোষ, ৬ রাইমোহন ঘোষ, ৭ পীতাম্বর ঘোষ, ৮ রাজীবলোচন ঘোষ, ৯ গৌরচন্দ্র ঘোষ, ১০ রামচন্দ্র ঘোষ, ১১ যশীচরণ ঘোষ, ১২ জ্ঞানকীনাথ মিত্র, ১৩ লোকনাথ বসু, ১৪ রামকুমার বসু, ১৫ নেহালচন্দ্র বসু, ১৬ গঙ্গাগোবিন্দ বসু, ১৭ জয়গোবিন্দ বসু, ১৮ কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯ জয়গোপাল ঘোষ, ২০ প্রথম রামরত্ন মল্লিক, ২১ বিশ্বনাথ বসু, ২২ বিশ্বম্ভর ঘোষ, ২৩ গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ, ২৪ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ২৫ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ২৬ হরচন্দ্র ঘোষ, ২৭ যশীচরণ ঘোষ, ২৮ গৌরীকান্ত ঘোষ, ২৯ কালীনাথ বসু, ৩০ রামকুমার বসু, ৩১ বিশ্বনাথ মিত্র, ৩২ প্রথম বিশ্বনাথ বসু, ৩৩ দ্বিতীয় বিশ্বনাথ বসু, ৩৪ নবকুমার মল্লিক, ৩৫ রাজনারায়ণ বসু, ৩৬ রাখানাথ মল্লিক, ৩৭ ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক, ৩৮ কেশবচন্দ্র মিত্র, ৩৯ মধুসূদন বসু, ৪০ রত্ননাথ মল্লিক, ৪১ মাধবরাম মল্লিক, ৪২ তিতু ঘোষ, ৪৩ রামনাথ মিত্র, ৪৪ নন্দলাল মিত্র, ৪৫ ত্রিলোচন মিত্র, ৪৬ পীতাম্বর বসু, ৪৭ গুরুদাস ঘোষ, ৪৮ গোপালনারায়ণ বসু, ৪৯ অধিকাচরণ বসু, ৫০ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, ৫১ নীলমাধব ঘোষ, ৫২ রাজনারায়ণ ঘোষ, ৫৩ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ তারাচাঁদ ঘোষ, ৫৫ গোপীনাথ ঘোষ, ৫৬ নীলকমল বসু, ৫৭ রাখামোহন বসু, ৫৮ ব্রজনাথ বসু, ৫৯ ভগবানচন্দ্র বসু, ৬০ দিগম্বর ঘোষ, ৬১ শত্ৰুঘ্ন বসু, ৬২ হারানন্দ ঘোষ, ৬৩ ধনঞ্জয় ঘোষ, ৬৪ পীতাম্বর মিত্র, ৬৫ গোপীমোহন বসু, ৬৬ লোকনাথ ঘোষ, ৬৭ রামধন বসু, ৬৮ গিরিশ্বর বসু, ৬৯ বংশীবদন বসু, ৭০ কর্ণমণি বসু, ৭১ ২৪ পঃ ধর্মদাস বসু মল্লিকসুত সাং মাটকামড়া, ৭২ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ৭৩ গঙ্গারাম ঘোষ, ৭৪ চন্দ্রনাথ মল্লিক, ৭৫ হরচন্দ্র ঘোষ, ৭৬ গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ, ৭৭ রামরত্ন মল্লিক, ৭৮ কালচাঁদ ঘোষ, ৭৯ মধুসূদন ঘোষ, ৮০ কৃষ্ণধন ঘোষ, ৮১ শত্ৰুলোচন ঘোষ, ৮২ মাধবনারায়ণ বসু, ৮৩ বেণীমাধব মিত্র, ৮৪ লালমোহন মিত্র, ৮৫ ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৮৬ হরিপ্রসন্ন মিত্র, ৮৭ নবচৈতন্য মিত্র, ৮৮ রাইমোহন ঘোষ, ৮৯ রাধজীবন মিত্র, ৯০ গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৯১ কাশীনাথ ঘোষ, ৯২ শিবনারায়ণ মিত্র, ৯৩ কৃষ্ণদাস ঘোষ।

বর্গীয় অনাধনাধ দেবের ২৫শ পর্যায়ের একজাই দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কারিহ সমাজের শেষ একজাই বা সমীকরণ। ইহার পর আর একজাই হয় নাই। এই ২৫শ পর্যায়ের কুলীন-দিগের মধ্যে ষাঁহাদের বংশাভাব হইয়াছে, একজাই পত্রিকায় তাঁহাদের নামের শেষে (অ) এবং যে সকল কুলীনের উৎখাতি বা উৎখড় দোষ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের নামের শেষে (উ) দেওয়া আছে।

—: :: —

## অষ্টম অধ্যায়

### সম্মী কুলীনগণের বংশ ও অংশ বা কুলকার্য

১৩শ পর্যায় হইতে ২৫শ পর্যায় পর্যন্ত দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজে যে ১০ বার সমীকরণ বা একজাই হইয়াছিল, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কুলজগণ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সমীকরণ কারিকা বা ঢাকুর (ঢাকুরী) নামে কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সংক্ষিপ্ত কারিকাগুলি বতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পূর্ব অধ্যায়ে অবিকল প্রকাশ করিয়াছি। বলিতে কি সমীকরণ বা একজাই সভার সম্মানিত কুলীনগণই দক্ষিণরাষ্ট্রীয় সমাজে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিবাহাদি সকল সামাজিক কার্যে গোষ্ঠীপতি বা তাঁহার বংশীয় উত্তরাধিকারী বৈরূপ সর্বপ্রায়ে মাণ্যচন্দন পাইতেন, কুলীন বা তাঁহাদের বংশধরগণও সেইরূপ কুলমর্যাদা স্বরূপ কুলের ভাব অনুসারে নগদ টাকা পাইতেন। একজাইকালে কুলীনগণের ১ম ২য় ইত্যাদি ক্রমানুসারে আসন নির্দিষ্ট হইত। তদনুসারে তাঁহারা কুলমর্যাদা পাইতেন। কুলকার্যের ভারতম্বা অনুসারে কুলবিচার হইত। তাহাতে কুলজগণের মধ্যেও অনেক বাক্বিতত্তা চলিত। এ কারণ কুলজগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন কুলজগণচিত্ত একজাই-কারিকায় কুলীনগণের নামের তালিকা ঠিক একরূপ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাই কুলকার্য প্রসঙ্গে সংস্কৃত সমীকরণ-কারিকার সহিত বাঙ্গালা ঢাকুর বা একজাই কারিকার সকল অংশে মিল নাই।

পূর্বের লিখিয়াছি গোড়াধিপ বলালসেনের সময় হইতে উপযুক্ত কুলজ্বারা প্রত্যেক কুলীনের বংশ ও অংশ লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রত্যেক কুলীনের দান গ্রহণ বা আদান প্রদানের নাথই অংশ। এই অংশের উপর কুলীনের উচ্চ নীচ ভাব নির্ণীত হইয়া থাকে। এইরূপে কত শ্রেষ্ঠ কুলীন দানগ্রহণরূপ কুলকার্যের দ্বারা হীনতাভাবের এবং কত নিম্নমর্যাদা কুলীন কুলকার্যের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন।

রাজা বল্লালসেনের পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে মুসলমান অধিকার বিস্তারের সহিত দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলীন সমাজেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজসম্মানিত কুলীনগণ অনেকে সেনবংশের জায় গোড় রাঢ় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সময়ে অনেক কুলজ্ঞও তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া থাকিবেন। যে সকল প্রধান কুলপতি বা কুলজ্ঞ এদেশে বাস করিতেন, রাজা দম্বজমর্দনের আহ্বানে তাঁহাদের অনেকেই পূর্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে শুনিয়াছি ১ম হইতে ১০ম পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কুলীনগণের আদান প্রদান রীতিমত লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রধান প্রধান কুলজ্ঞগণেরও অভাব হইয়াছিল। মহামতি পুরন্দর খানের বহু ও উৎসাহে উপযুক্ত কুলাচার্য্যগণের হস্তে অংশ-বংশ লিপিবদ্ধ করিবার ভার অর্পিত হয়। প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় অংশ ও বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে কবি কুলজ্ঞগণের হস্তে বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। সেই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে, বাহা সংগ্রহীত হইয়াছে তাহাই ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল। সমীকরণ বা একত্রাই সভার যে সকল কুলীন সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ‘সমীকুলীন’ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

প্রথমে সমীকুলীনগণের বংশলতা এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের অংশ সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পর পর প্রকাশিত হইল।

উদ্ধৃত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারিকা হইতে রচয়িতা কুলাচার্য্যগণের পাণ্ডিত্য, লিপিচাতুর্য্য, কবিত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বংশলতা প্রসঙ্গে প্রত্যেক কুলীনের নামের পূর্বে কুলের ভাবপরিচায়ক যে সাক্ষেতিক সংক্ষেপলিপি দেওয়া আছে, সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য বধাক্রমে তাহার পূর্ণনাম নিয়ে প্রকাশ করিতেছি—

প=পর্যায়

০=বংশহীন

মু=মুখ্য কুলীন

প্র-মু=প্রকৃত মুখ্য

স-মু=সহজ মুখ্য

বা-স-মু=বাড়ি সহজ মুখ্য

কো-মু=কোমল মুখ্য

(কারিকায় ‘কোমল’ স্থলে বহুস্থানে ‘কমল’ শব্দ পাওয়া যায়)

বাকো-মু=বাড়ি কোমল মুখ্য

ক=কনিষ্ঠ

বা-ক=বাড়ি কনিষ্ঠ

ছ=ছভায়া

বা-ছ=বাড়ি ছভায়া

ম=মধ্যাংশ

তে=তেওজ

বা-তে=বাড়ি তেওজ

ক২=কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পো

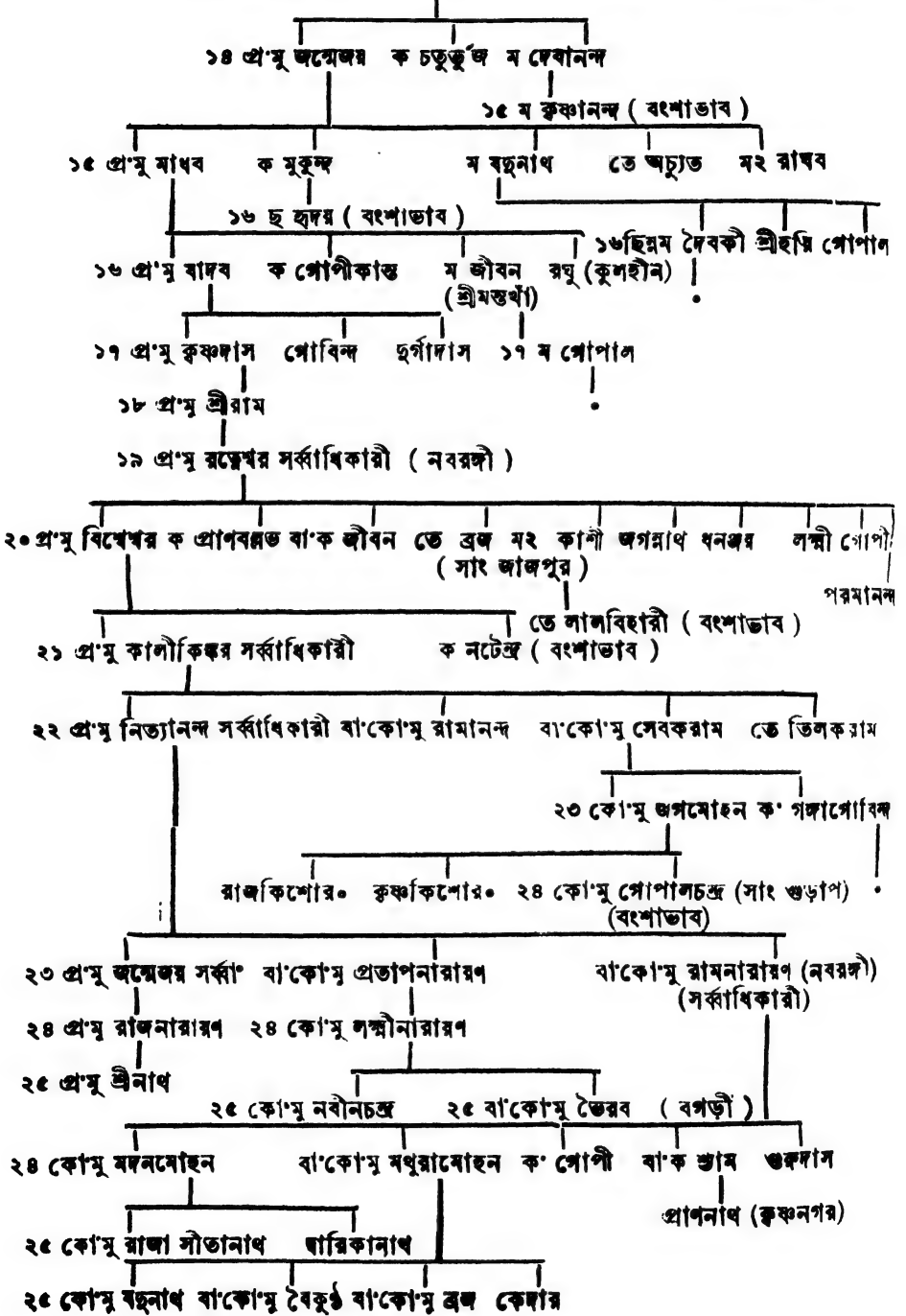
ছ২=ছভায়া দ্বিতীয় পো

ম২=মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো

তে২=তেওজ দ্বিতীয় পো

মাহীনগর-সমাজ—প্রকৃতরাজ বিশ্বনাথ বহুবংশ।

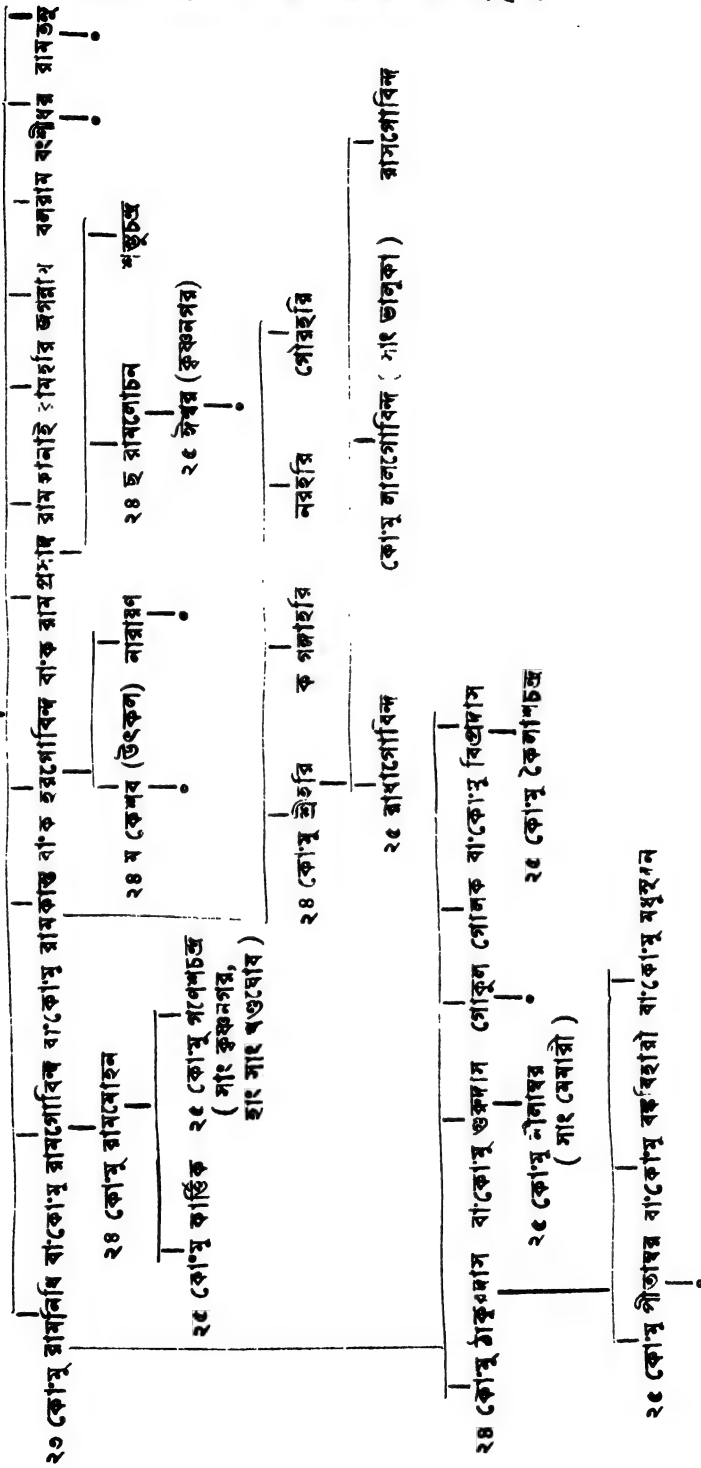
১০ প্র'মু বিশ্বনাথ (প্রকৃতরাজ) [ ১১৭ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]



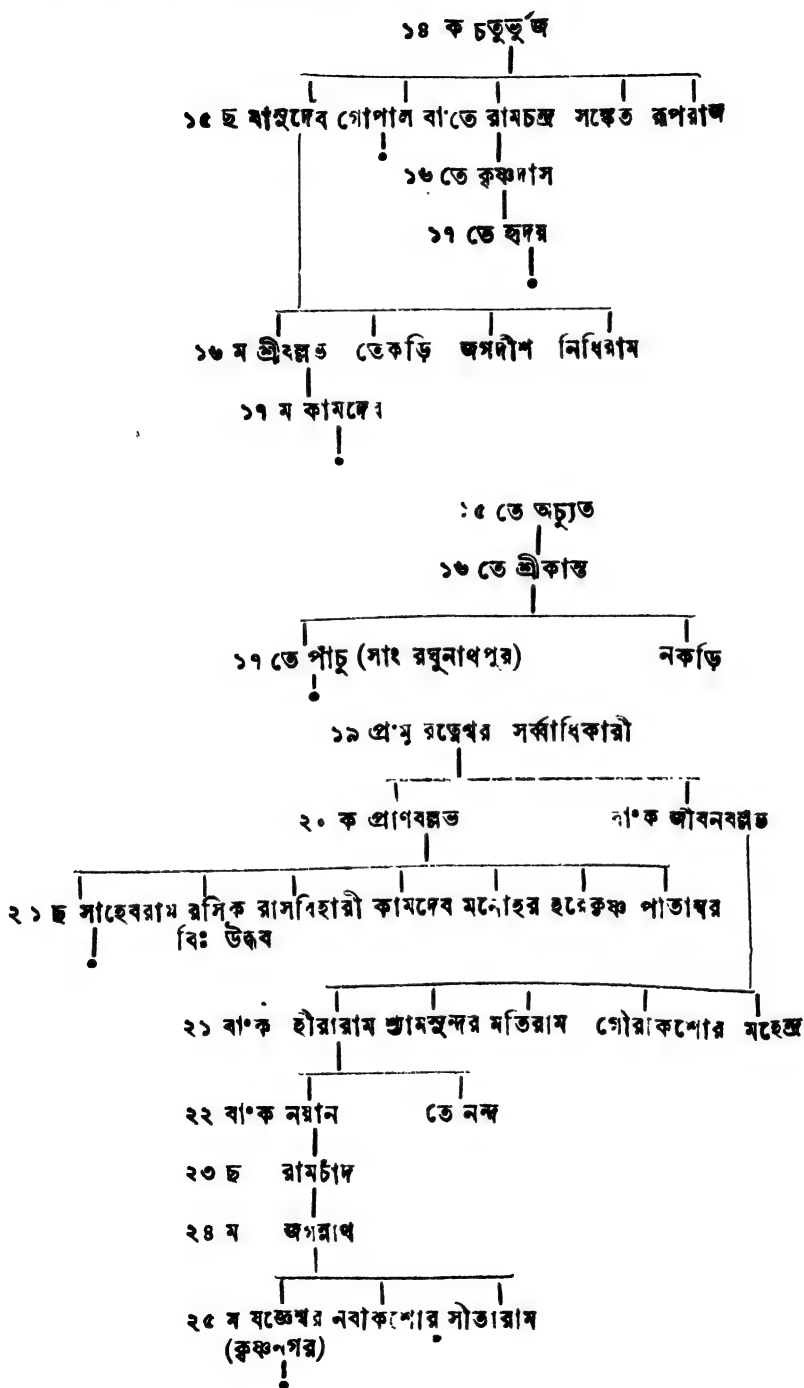
মাহীনগর সমাজ—প্রা.মু. বিহনাথ বসুবংশ

৬৬]

২২ বা'কো'মু রামানন্দ সর্বাধিকারী



মাহীনগর-সমাজ—প্রমু বিংশনাথ বসুবংশ



প্রকৃতরাজ বিখ্যাত বহু ও তবংশের অংশ বা কুলনির্ণয় ।

ষট্‌কবিশারদের সংকৃত সমীকরণ-কারিকায় এই বংশের অংশ বা কুলপরিচয় এইরূপ লিখিত আছে—

১৩প প্রমু বিখ্যাতবসোঃ কুলং

বহুবিস্ময়াধঃ স্তাসাম্প্রদান-  
ধিরেজে নৃসিংহায়জে মিত্রবর্ষ্যে ।  
গৃহাং সোহপি লক্ষা শিবস্তাপি কত্যাং  
নরেজে চ মুখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ ॥

তৎসুত ১৪প জয়েজয়ন্ত

বহুঃ সোহপি জয়েজয়াখ্যচ দানং  
দদৌ গোপীঘোষে গণেশে চ ঘোষে ।  
ততঃ সোহপি লেভে মদং দেবরাজে  
ততশ্চৈব পীতাধরে মুখ্যবর্ষ্যঃ ॥  
ত্রিপৌ চাপি মিত্রে মদং দত্তকতো  
গুণং বশ্চ লেভে মহেশে চ ঘোষে ।  
ততঃ সোপি দেবীবরাখ্যে চ শাস্তে  
গৃহীত্বা চ দেবেশকং ঘোষসিংহং ॥  
গণেশস্ত স্তাতাং গুহ্নু পীতাধরতনুত্বাং ।  
কংসারিতনয়াং লক্ষা নবরঙ্গগুণং যযৌ ॥

তৎসুত ১৫প মাধবস্ত

বিরেজে বহুমধীধাখ্যচ মুখ্যঃ  
প্রদানাত্ত মুখ্যে গুণী কেশবাখ্যে ।  
ততো বাহুদেবে বভৌ কৈরলাখ্যে  
মদং সোপি লেভে যশৌ বাহুদেবে ॥  
নতোষং প্রপেদে যদেবাধবর্ষ্যে  
গৃহীত্বা হনন্তুং ততো মাধবঞ্চ ।  
ততো বল্লভং নো বিরেজে চ ঘোষ-  
স্বমুখ্যঃ স্বধীরং ততো গৌরঘোষং ॥

তৎসুত ১৬প যাদবস্ত

বহুমধীধাখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ  
স্বধীঃ স্বধীরঃ ক্ষিতৌ স্প্রতিষ্ঠঃ ।  
বভৌ ঘোষবর্ষ্যে ভৃশং রামভদ্রে  
প্রাণাত্ত লেভে ততো গৌরঘোষঃ ॥  
জগন্নাথকং হানবংশঞ্চ মিত্রং  
গৃহীত্বা চ কামং ক্ষিতৌ মিত্রবর্ষ্যং ।  
ততো যাদবং বো দ্বিতীয়েন লক্ষা  
মদং সোপি লেভে তৃতীয়েন কোপি ॥

তৎসুত ১৭প কৃষ্ণদাসস্ত

বহুঃ কৃষ্ণদাসো মদং দীপ্যমানঃ  
প্রদানাদ্বিলেভে রঘৌ ঘোষবর্ষ্যে ।  
মতোহসৌ নরেজে যদৌ ঘোষকে চ  
প্রগৃহ্য প্রদানং রতিকান্তঘোষং ॥

তৎসুত ১৮প শ্রীরামস্ত

শ্রীরামো বহুপুঙ্গবো হৃদিতরং শ্রীগুণ্ডঘোষাখ্যজে  
দত্তা শ্রীহরিমিত্রজে গুণযুতে গোপ্যাদিকান্তাখ্যজে ।  
হর্ষং নৈব যযৌ যতঃ প্রকৃতকোপ্যাদান দানাদহে  
দ্যাজেসোপি চ শঙ্কুঘোষমগমং সর্কাদিকারী মহান্ ॥

তৎসুত ১৯প রত্নেশ্বরস্ত

বহুঃ সোপি রত্নেশ্বরো মুখ্যবর্ষ্যঃ  
প্রদানান্নরেজে ক্ষিতৌ বিখ্যাতাধে ।  
শিবেহসৌ মদং নো বিলেভে চ মিত্রে  
ততো ভূরিভেজাঃ পদৌ ঘোষবর্ষ্যে ॥  
যযৌ সোপি ঘোষং জনারিকদানাদ্  
গৃহীত্বা ন তুষ্টিং গতঃ শ্রীলরামঃ ।



ততোঃ লভ্যে শিবে মিত্ররাজে  
পুরৌ বোবিলজ্জীবনে বোষকে চ ॥

তৎসুত ২০প বিশেষরত্ন

মুখ্যঃ শ্রীমুতবিশ্বনাথ উদ্ভিতঃ সর্বাধিকারী সুধী-  
দানেনৈব কুলোদ্ভবঃ কৃত্তিবহঃ সংপ্রাপ্য গঙ্গাধরং ।  
তৎপশ্চাদ্ভ্রমুরামকং কুলভবং লক্ষা নভোবং গতৌ-  
পাদানান্দতু ভাবতে বিধিবশাদ্রামাদনন্দে মহান্  
ষিভীরং গ্রহণং চক্রে মিত্ররত্নেধরে পুনঃ ।  
মুখ্যশ্রেষ্ঠোপি বিশেষো দ্ব্যজ্ঞনৈব গুণং বযৌ ॥

তৎসুত ২১প প্রমু কিঙ্করত্ন

কুলে মহান্ শ্রীকিল কিঙ্করোহসৌ  
দানেন লক্ষা মধুসূদনঞ্চ ।  
মোহঞ্চ লেভে কিল মুখ্যবর্ষো  
মহাদিঘেবে রঘুদেবকে চ ॥  
মিত্রে বনশ্রামসুতে প্রদানাত্  
জগ্রাহ কৃষ্ণং সতু কোমলঞ্চ ।  
শ্রেণীবিভঞ্জন বিহীনতেজা  
ব্রবীমি কিং তস্য কুলস্য শোভাম্ ॥

প্রমু বিশ্বনাথসুত ১৪প ক চতুর্ভুজবসোঃ কুলং

দানাজ্জগন্নাথমবাপ্য বোষং  
চতুর্ভুজো হর্ষমবাপধত্তঃ ।  
ততো জগন্নাথমগাং সলজ্জো  
জগ্রাহ মিত্রং বনমালিনঞ্চ ॥

তৎসুত ১৫প ছ বাসুদেববসোঃ কুলং

তন্মাতুলঃ শ্রীমুতবাসুদেবো  
দানেন লক্ষা হরিবোষকঞ্চ ।  
প্রতিং দদৌ মাধবরাম মিত্রে  
শ্রীকৃষ্ণ মিত্রে গ্রহণককার ॥

তৎসুত ১৬প ছ বলভত্ত

তৎসুতো বলভো ধত্তো চিত্তিদাসে প্রদানতঃ ।  
নন্দ শ্রীপতিং প্রাপ্য গ্রহণাং মিত্রমুখ্যকং ॥

তৎসুত ১৭প ম কামদেবস্য

কামদেব সূতৈহীনো বাণীনাথে দদৌ সূতাং ।  
( বংশাভাবঃ ) ॥

প্রমু জন্মেজয়সুত ১৫প ক মুকুন্দবসোঃ কুলং  
মুকুন্দপ্রকৃতাজ্জাতো দানহীনো বশোধরঃ ।  
গ্রহণান্নাবং প্রাপ্য বংশহীনোহপি তৎপরে ॥  
( বংশাভাবঃ ) ॥

প্রমু মাধবসুত ১৬প ক গোপীকান্তস্য  
গোপীকান্তং সূতজ্ঞোহপি মুদং প্রাপ্য সূধাকরে  
নিধৌ বোষে প্রতিং দদৌ পুত্রহীনো ভবত্ততঃ ॥  
( বংশাভাবঃ )

প্রমু বিশ্বনাথসুত ১৪প ম দেবানন্দস্য  
দানাদ্ গণপতিং প্রাপ্য দেবানন্দ সদাশরঃ ।  
প্রত্যা কলাধরং লেভে কংশারি জগৃহে বসুঃ ॥

তৎসুত ১৫প ম কৃষ্ণানন্দস্ত  
কৃষ্ণানন্দো বশোলভে রামানন্দ প্রদানতঃ ।  
অনন্ত তনয়াং প্রাপ্য রাজতে বংশহীনকঃ ॥  
( বংশাভাবঃ )

প্রমু জন্মেজয়সুত ১৫প ম বহুবসোঃ কুলং  
বহুবসুর্দানতঃ প্রাপ্য বোষ সাতকড়িমবচ ।  
বাসুদাসসুতাং গৃহন্ প্রজহাতি কুলং ততঃ ॥  
( বংশাভাবঃ )

মাধবসুত ১৬প ম জীবনবসোঃ কুলং  
দানাং শ্রীকান্তমিত্রে চ গ্রহাদ্ শ্রীজীবমিত্রকে  
উভয়ো নগুণং লেভে জীবনো বসুরেব চ ।  
গোপালন্তৎসুতো জাতো জগীষোষে প্রদানতঃ ।  
ভূত্রেব শোভতে সোপি পুত্রাভাবেম হঃখিতঃ ॥

তৎসুত ১৭প ব গোপালসু

তৎসুত ১৬প তে শ্রীকান্ত

দানতো অগিষাসাদ্য পূজাভাবেন হুঃখিতঃ ॥

রতিক মূর্ছয়াস চন্দ্রবোবসয়াগমাৎ ।

বংশাভাবতয়া হুঃখী শ্রীকান্তো বহুসন্তবঃ ॥

প্রমু জন্মেজয়সুত ১৫প তে অচ্যুতবসোঃ কুলং

জন্মেজয়োঃচ্যুতনামধেযো

মুদং প্রপেদে খলু কীর্তিষোষে ।

গঙ্গাদিনন্দে প্রতিসারণঞ্চ

দক্ষা নতস্তৈব গুণং দদাতি ॥

আদায় মিত্রং জগদাদিনন্দং

মুদং বযৌ সংপ্রতি ভাগ্যতশ্চ ।

শ্রীকান্ত তস্যাস্থজ এব ধনুঃ

কুলে হীনো স চ বংশহীনঃ ।

রতাদিনাথে মুদমাপদানাং

প্রতিং দদৌ দৈবকীনন্দনে চ ।

শ্রীচন্দ্রবোষে গ্রহণং প্রকৃত্য

কুলাজতোহভূৎ কিল বংশগ্নে চ ॥ (বংশাভাবঃ)

চতুর্ভুজসুত ১৫ প বাতে রামচন্দ্রস্য

শ্রীরামচন্দ্রো ভুবনে অসিদ্ধো

বাণীপতৌ ঘোষক এব দানাং ।

ভাগেন বাণীপতিমিত্রকেহসৌ

বিরাজতে প্রাপ্য মুকুন্দমিত্রং ॥

তৎসুত ১৬প তে কৃষ্ণদাসস্য ।

তস্যাস্থঃ শ্রীযুতকৃষ্ণদাসো

দানেন হীনো বহুসন্তবশ্চ ।

আদায় ঘোষং ভবনাধকঞ্চ

কুলেন হীনো বভূব পৃথিব্যাং । (বংশাভাবঃ)

ষটক সার্কভৌম প্রভৃতির ঢাকুর বা বাঙ্গাল কারিকার এই বংশের এইরূপ অংশ-পরিচয়  
বর্ণিত হইরাছে—

১৩প প্রমু বিশ্বনাথ বহু

বিশ্বনাথ বহুর কুল কর অবধান ।

নৃসিংহ মিত্রে প্রথম কত্তা তবে সত্যবান্ ॥

তৎপশ্যাৎ আর কত্তা মিত্র জনার্দন ।

শিবঘোষ সত্যবান্ ক্রমশঃ গ্রহণ ॥

সার্কভৌম ঢাকুরী এই কর অবধান ।

এ পর্যায়ে বিশ্বনাথ প্রকৃতপ্রধান ॥

তৎসুত ১৩প ভানুস্বর

গোপাল গণপতি আর দেবরাজ ।

যথাক্রমে তিন ছেই এই যাত্র কাজ ॥

চৌছেই পাইরা কুল করে পীতাম্বর ঘোষ ।

ভৈরবীর কুল তার এই বড় দোষ ॥

কেউ বলে চৌছেই ভক্ত কেউ বলে কিছু ।

সবে বলে দোষ এই ত্রিপুরারি পাছু ॥

তেওজের পাছে চারছেই কত্তা মুখ্যকুলে দান ।

কেহ বলে মধ্যাংশের পাছে মিত্র অবিগ্ৰহান ॥

তৎপশ্যাৎ আর কত্তা তেওজ মহেশ্বর ।

ব্যতিক্রম হইল ছেই তবে দেবীর ॥

গ্রহণাংশে দেবরাজ ঘোষে বাড়ায় পরিতোষ ।

দোজ গ্রহণ কনিষ্ঠ কুল গণপতি ঘোষ ॥

সেই ঘরে পীতাম্বরে আসান প্রদান ।

নিন্দা অংশে কংসারি ঘোষ দিল চৌটান ॥

সার্কভৌম ঢাকুরী এই শুন মহাশয় ।

পুরন্দরক্রমে কুল করিল জন্মেজয় ॥

৩৭২ত ১৫ন বাধব

৩৭২ত ১৮ন শ্রীরাম

মাধব বহুর কুল শুন করিয়া যতন ।  
 কেশব বাহুদেব ঘোষ পরে সে কিরণ ॥  
 বাহুদেব ঘোষ তার জগদানন্দ খান ।  
 পাঁচ কড়া দিয়া ক্রমে পাইলা সম্মান ॥  
 অনন্ত ঘোষের কড়াগ্রহণ কুলে অপমান ।  
 তৃতীয় পুত্র মাধব মিত্র দল দোজ দান ॥  
 দ্বিতীয় গ্রহণ বল্লভ ঘোষ কুলে অন্তর্চিত ।  
 চোট গ্রহণ গৌরীনাথ বাড়ায় মনোনীত ॥  
 সার্কভোম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
 দান অংশে সর্ব তার নিন্দিত গ্রহণ ॥

৩৭২ত ১৬ন বাধব

বাধব বহুর দান,                      ছই অঙ্গে সনমান,  
 প্রথমেতে রামভদ্র ঘোষ ।  
 পাছে লিখি গৌরীদাস,              জগন্নাথ উপহাস,  
 সঙ্কশ ঘুচায় নিজ দোষ ॥  
 গ্রহণাংশে শুন দাপ,              কামদেব ঘুচায় তাপ,  
 দোজগ্রহণ বাধব ঘোষ দেখি ।  
 ডিড়াকুল কৃষ্ণাই ঘোষ, বদন ঘোষে নাই দোষ  
 সার্কভোম আছেন তার সাঙ্গী ॥

৩৭২ত ১৭ন কৃষ্ণদাস

কৃষ্ণদাস বহুর কুল,                      ছই অঙ্গে সমতুল  
 রঘুনাথে প্রথম কড়া দান ।  
 দোছেই যদুনন্দন ঘোষ, তৃতীয় পুত্র এই দোষ,  
 দৈবক্রমে বহু অবিগ্ৰহমান ॥

রতিকান্ত মিলনে কৃষ্ণ বড় হরষিত ।  
 দেখিয়া রতির দুঃখ আছিল চিত্তিত ॥  
 রতিকান্ত উদ্ধার করিলা বহু কৃষ্ণদাস ।  
 সার্কভোম বলেন বহু হইল প্রকাশ ॥

শঙ্কু ঘোষে দিয়া দান              হরি মিত্রে অপমান,  
 গোপী ঘোষ দেখি চমৎকার ।  
 পাইয়া শঙ্কুর ছেই,              আদান প্রদান এই,  
 মোহন মিত্রে করিল উদ্ধার ॥  
 কমলমুখ্য তত্ত্ব জানি,              শ্রীরাম মনে গণি,  
 বিবি মোরে হৈল বিভাষিত ।  
 সার্কভোম বলেন শুন              পূর্বপুরুষের পুণ্য,  
 জন্মেজয় তোমার পুরোহিত ॥

৩৭২ত ১৮ন রত্নেশ্বর সর্দাধিকারী

রত্নেশ্বর বহুর দান,                      বিশেষের গুণ গান,  
 শিবরাম দেখি চমৎকার ।  
 পদ্মলোচন দেখি,                      জনার্দন বড় সুখী,  
 কড়াদানে হইল প্রচার ॥  
 গ্রহণাংশে সহজতুল,              শ্রীরাম মিত্রের কুল,  
 নিন্দাকুল আদান প্রদান ।  
 পুরুষোত্তম বলরাম              কুলে হৈল বিশ্রাম,  
 সার্কভোম হইলা প্রমাণ ॥

৩৭২ত ২০ন বিশেষের সর্দাধিকারী

বিশেষের বহুর কুল কর অবধান ।  
 গঙ্গাধরতনয়ে প্রথম কড়াদান ॥  
 গ্রহণাংশে বাড়াইলা মিত্র রামানন্দ ।  
 দোজ গ্রহণ রত্নেশ্বর মিত্রের আনন্দ ॥  
 সার্কভোম ঢাকুরী এই শুন কুলবর ।  
 ছই অঙ্গে নিন্দিত হইলা বহু বিশেষের ॥

৩৭২ত ২১ন কিশোর সর্দাধিকারী

প্রকৃতরাজ বহুমুখ্য কিশোর অধিকারী ।  
 প্রামাণিকে গোপীসিংহ কংসরাম চৌধুরী ॥  
 তার পাছে রামসন্তোষদাস মৌলিকরায় ।  
 তিন কড়া প্রামাণিকে সবে গুণ গায় ॥

সাম্যদান মধু মিত্র সহজে সুসাজ ।  
 দোছেই মহাদেব মিত্র মধ্যাংশ বিরাজ ॥  
 তেছেই ভঞ্জে ব্যতিক্রম পাছে নমস্কার ।  
 কালীচরণ দেব পাছে আর বাণেশ্বর ॥  
 গরছেইতে রঘুদেব ঘোষ বে কমলে ।  
 নলদীপ সুধারাম দেব কোটাকোলে ॥

৩২শত ২২শ নিত্যানন্দ সর্বাধিকারী

প্রকৃত মুখ্য নিত্যানন্দ বসু বংশে সার ।  
 সাম্যদান ঘনশ্যাম মিত্র কমলবর ॥  
 দোছেইতে কৃষ্ণঘোষ বাড়ি-কনিষ্ঠ জানি ।  
 তেছেই ভঞ্জে ব্রজ ঘোষ মধ্যাংশ বাথানি ॥  
 তার পাছে রামশরণ ঘোষ তেওজ সুসাজ ।  
 গরছেই আনন্দীরাম মিত্র কমলরাজ ॥  
 তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুরাম পরশমণি ধরে  
 : হজ্ঞ আছয় ধর্ম রক্ষা কৈল তারে ॥  
 গ্রহণে মিত্র বেচারাম সহজাদিরাজ ।  
 রস ভঞ্জে শিবচরণ রায় জাহানাবাজ ॥  
 কাশীরাম বসু বলে দান গ্রহণ ধৃত ।  
 এ পর্যায় অধিকারী প্রকৃত অগ্রগণ্য ॥

৩২শত ২৩শ ভাষ্কর সর্বাধিকারী

প্রকৃত মুখ্য জন্মেজয় অধিকারী মহাশয়  
 তস্য কার্য্য কর অবধান  
 প্রামাণিকে গুণযুত নন্দদুলাল সিংহসুত  
 রঘুমিত্র গোবিন্দনন্দন ॥  
 নীলকণ্ঠ দত্তজায় নিন্দা কিবা কার্য্য ভায়,  
 গ্রহণাংশে সহজাগ্র গণি ।  
 ংশ গদাধর যেন দীপ্ত দিবাকর  
 রসে রায় নরসিংহ বাথানি ॥  
 প্রকৃত মুখ্যের কুল পরশমণি সমতুল,  
 হ্রাস বৃদ্ধি মহোদধিপ্রায় ।

সহজের সমতুল দানাদান তার মূল,  
 কাশীরাম বসু বিরচয় ॥

৩২শত ২৩শ রাজনারায়ণ সর্বাধিকারী

বসুবংশ অবতংস রাজনারায়ণ ।  
 প্রকৃতগ্র কুলে ধন্ত ধর্মপরায়ণ ॥  
 সাম্য দান মহিমান রাজচক্র ঘোষ ।  
 রঘুবংশে সহজাগ্র বিখ্যাত-ভুবন ॥  
 গ্রহণে মিত্র গৌরীদাসের করিলে প্রকাশ ।  
 পুনরপি বিশ্বামিত্র শ্রীরাম সহবাস ॥  
 চুই অঞ্জে সহজ কার্য্য অংশে গুণকারী ।  
 রসে প্রাণনারায়ণ রায়চৌধুরী ॥  
 কাশীরাম বসু বলে শুন সভাজন ।  
 বসুবংশে প্রকৃতগ্র বিখ্যাত-ভুবন ॥

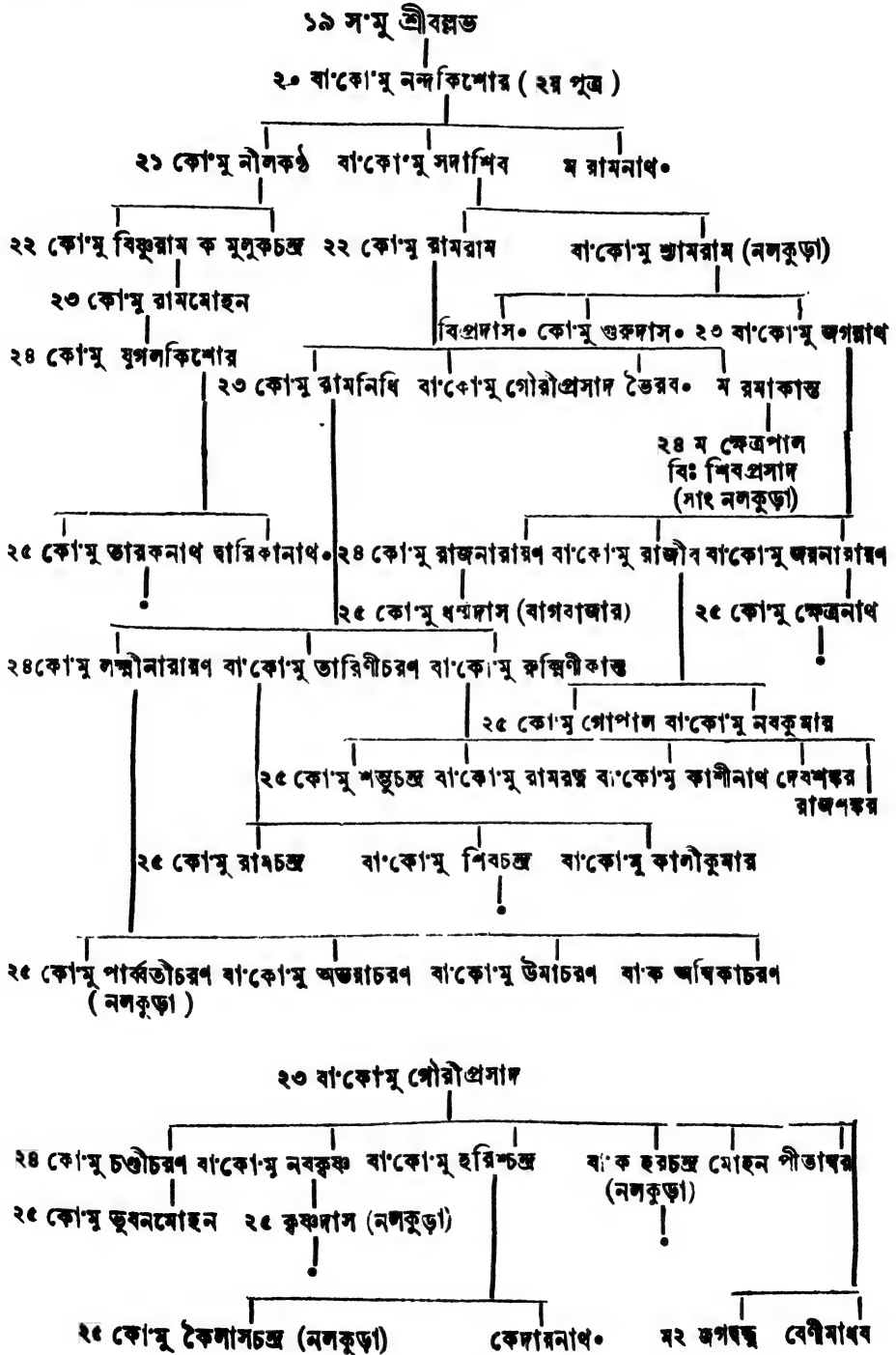
২২শ নিত্যানন্দ সর্বাধিকারীর ৩য় পুত্র

২৩শ রাজনারায়ণ সর্বাধিকারী

নিত্যানন্দ-অবতংস বসু নারায়ণ ।  
 ছেই বন্দে দিলে দান কমল ভাজন ॥  
 সাম্য শোভা কমল-প্রভা নবকিশোর ঘোষ  
 দোছেই বিশ্বনাথ ঘোষ কনিষ্ঠ নির্দোষ ॥  
 তেছেই রামপ্রসাদ মিত্র ছভায়া কুলবর ।  
 চোছেই সাফল ঘোষ মধ্যাংশ সুন্দর ॥  
 পাঁচছেই রাজীব মিত্র তেওজ প্রকাশ ।  
 গরছেইতে তুলসীরাম ঘোষের উল্লাস ॥  
 দান সাজ নবরঙ্গ গ্রহণে পরিতোষ !  
 নির্দল কোমল মুখ্য রাসকলাল ঘোষ ॥  
 দোজকার্য্য অতিশৌর্য্য ঘোষ বিশ্বনাথ  
 দোছেই পরিবর্ত নন্দকিশোর পশ্চাৎ ॥  
 চোঠ হারিনারায়ণে হইল মিলন ।  
 আনন্দে রাহুল সবে বৈবৃথ ভুবন ॥  
 কাশীরাম বসু বলে বাড়ি কমলরাজ ।  
 রাশিচক্র মধ্যে যেন দীপ্ত দ্বিজরাজ ॥

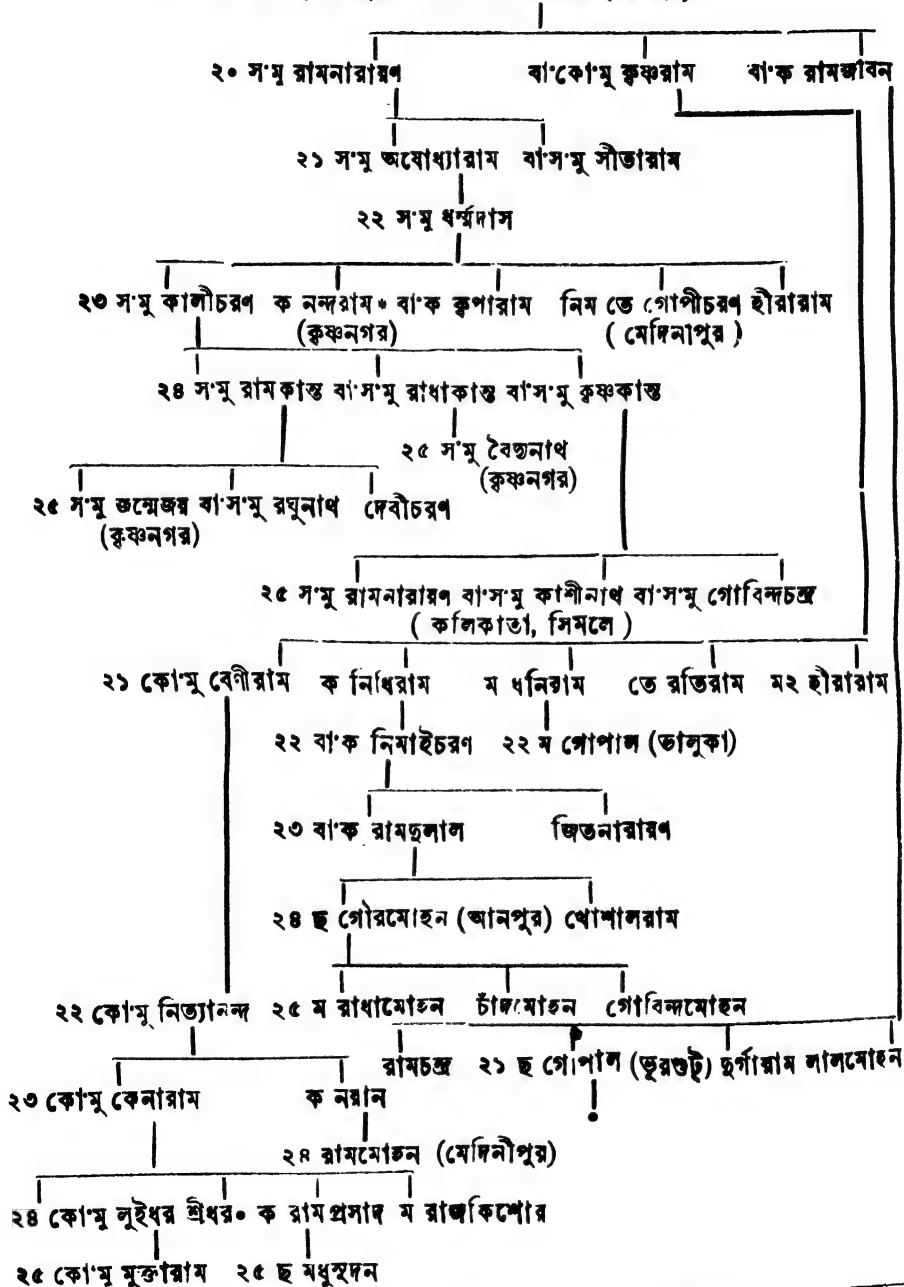


মাহীনগর-সমাজ—নবরঙ্গী শ্রীমান্ বসু বংশ



माहीनगर-समाज—श्रीमान् बख्शवंश

୧୮ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ତତ୍ତ୍ୱ ୧୯ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର (୨ୟ ପୁରାଣ)



\* ২৩ পর্যায় কনফারেন্সের তিন পুত্র—রায়জব, হারামতু ও রায়মোহন। ২৪ হারামতু বহালাত পুত্রকে বরানডালাদিবাসী প্রেমনারায়ণ বহকে পোষ্য দেওয়ার কুল নষ্ট হয় (বাণাত্যাপ ঘটে)।

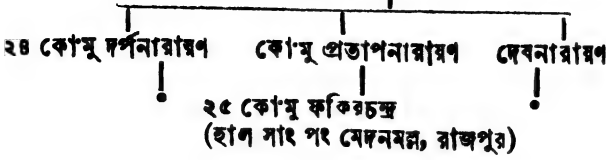




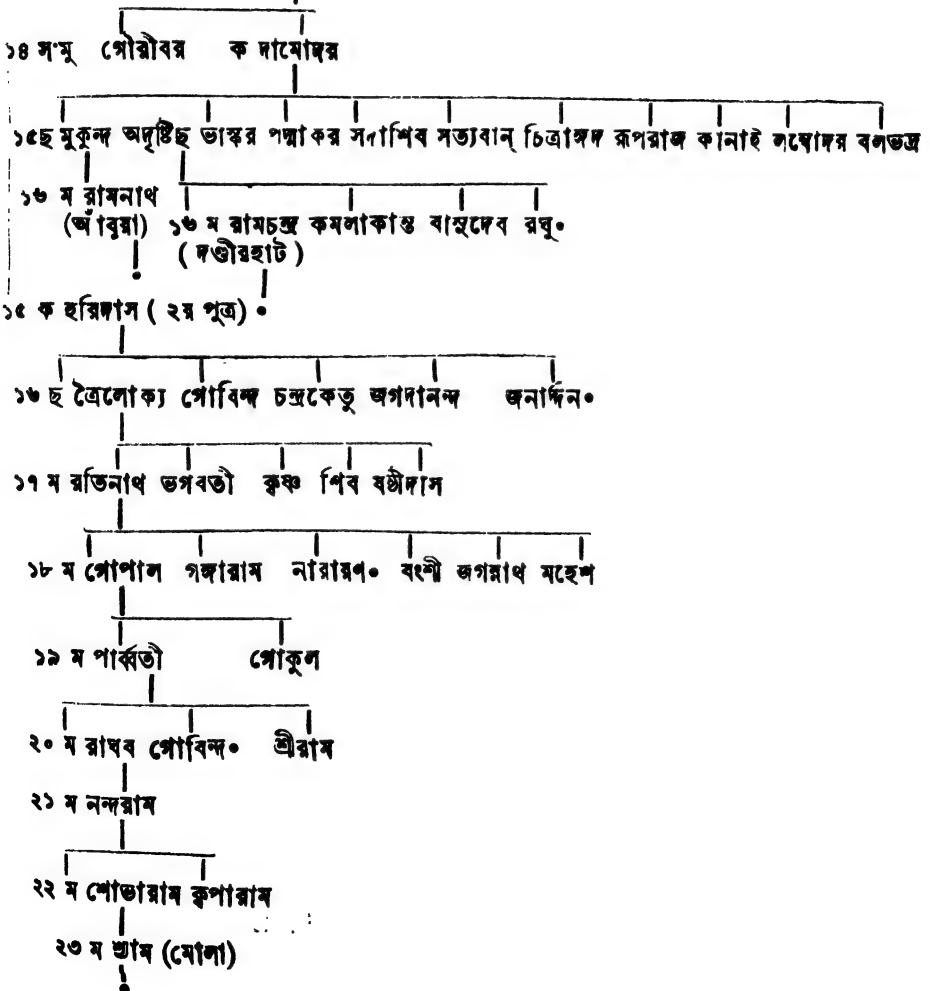


মাহীনগর-সমাজ—নবরঙ্গী শ্রীমান বহুবংশ

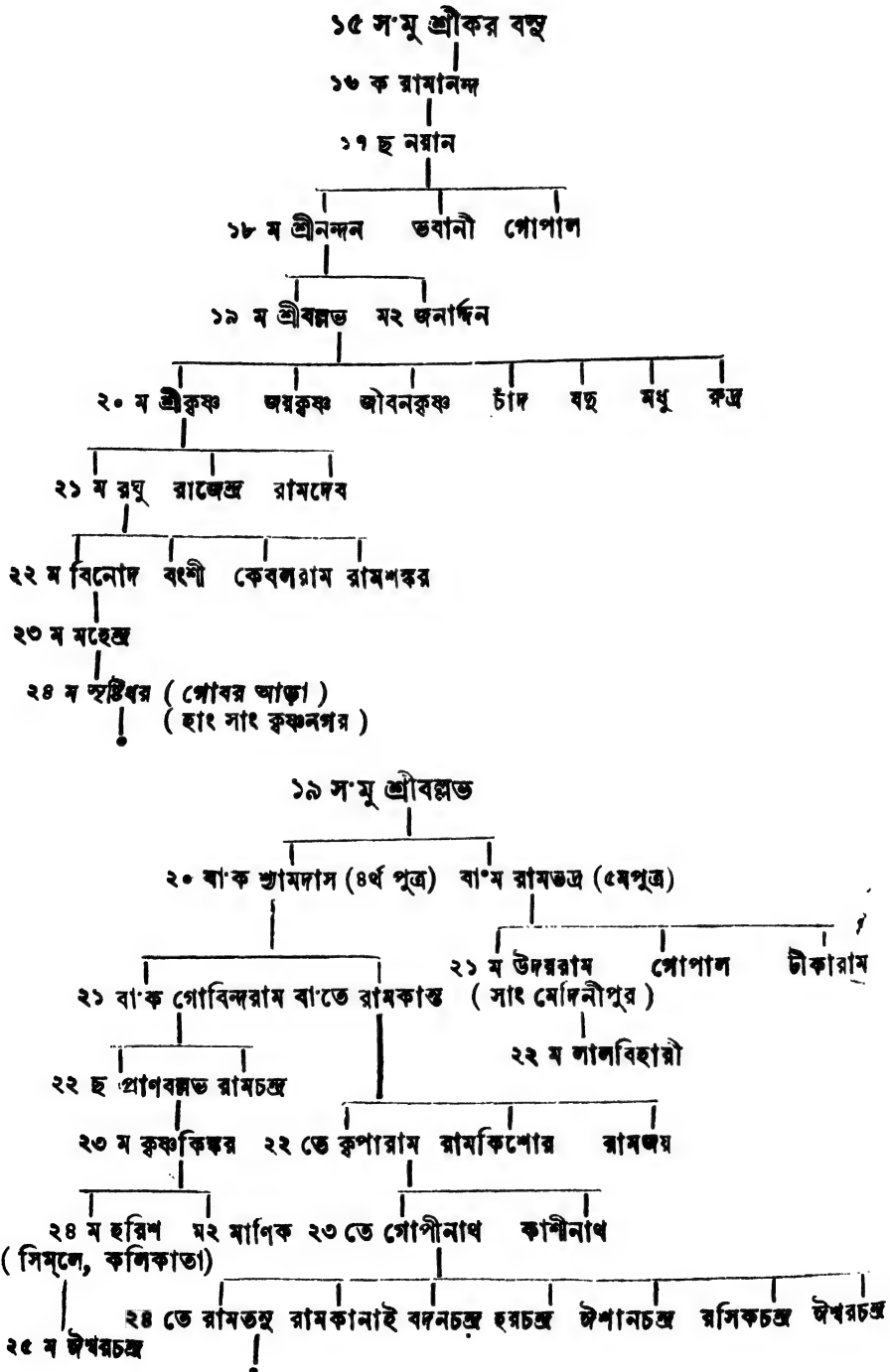
† ২৩ বাঁকোমু রায়রাম [ ১৮৪ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]



১৩ সংমু শ্রীমান বহু

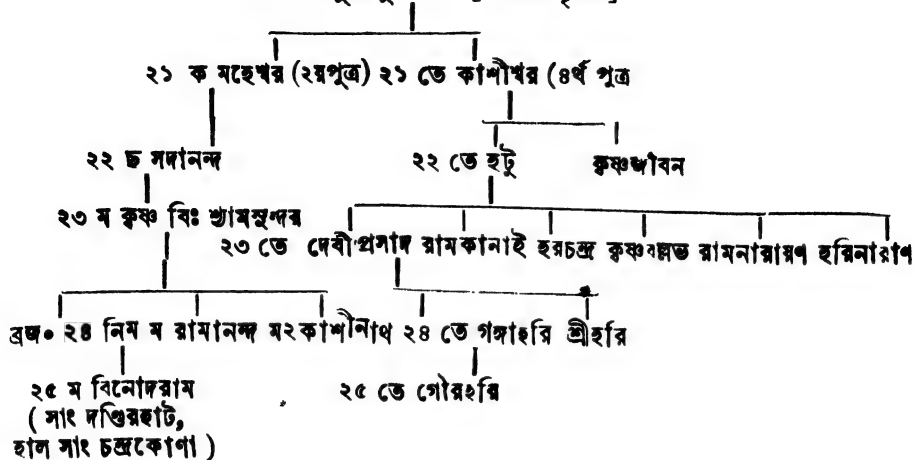


মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বসু বংশ

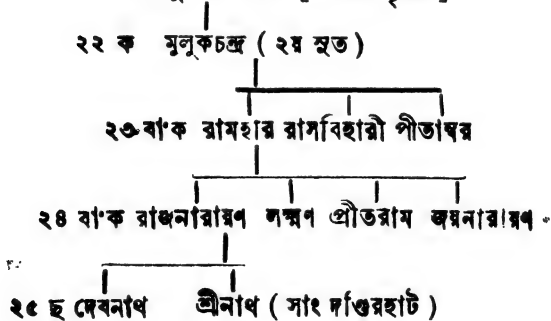


মাহীনগর-সমাজ — শ্রীমান্ বঙ্গবংশ

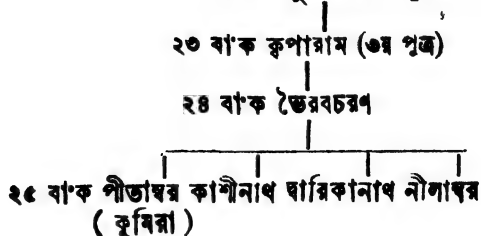
২০ স'মু রঘুনন্দন [ ১৮৪ পৃষ্ঠা ]



২১ কো'মু নীলকণ্ঠ [ ১৮৫ পৃষ্ঠা ]

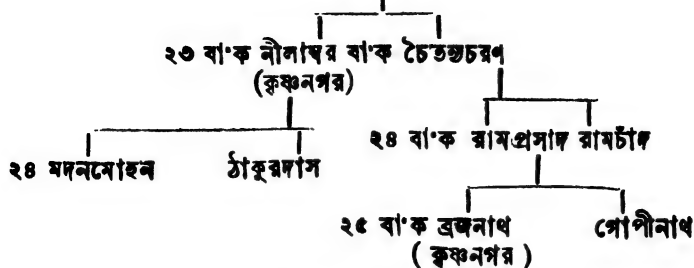


২২ স'মু ধর্মদাস [ ১৮৬ পৃষ্ঠা ]

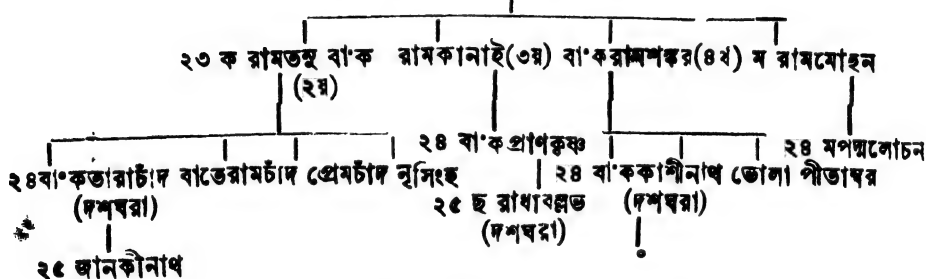


মাহীনগর-সমাজ — শ্রীমান বঙ্গবংশ

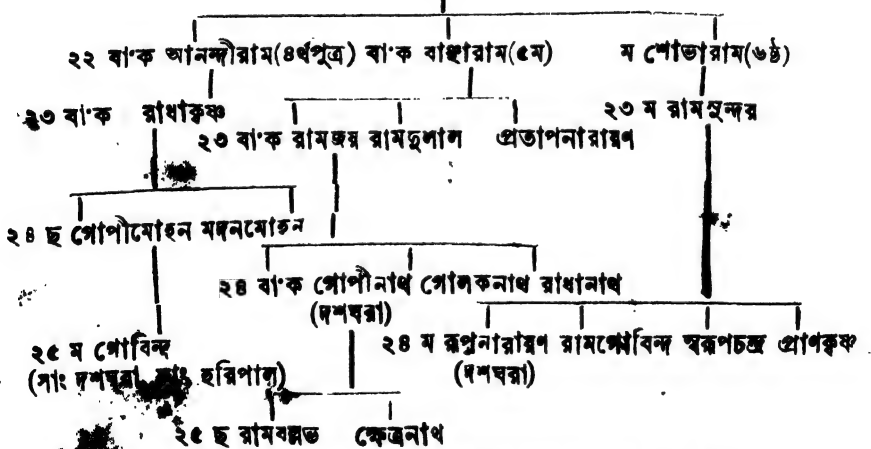
২২ স'মু পঞ্চানন [১৮৭ পৃষ্ঠা]



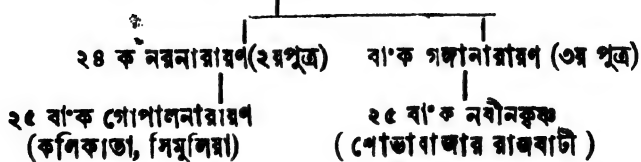
২২ বা'কো'মু হরেকৃষ্ণ [১৮৭ পৃষ্ঠা]



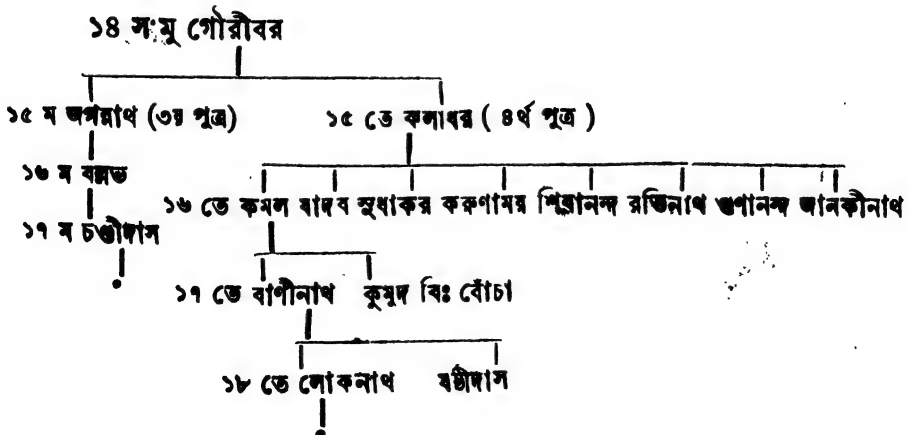
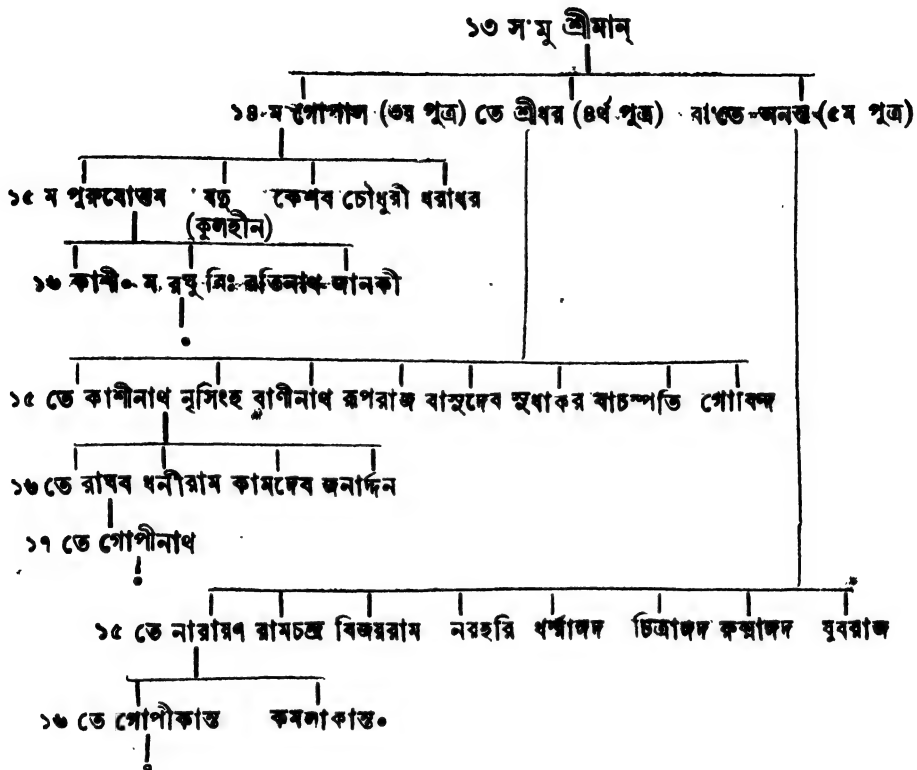
২১ স'মু সীতারাম [১৮৭ পৃষ্ঠা]



২৩ বা'কো'মু রাধামোহন [১৮৭ পৃষ্ঠা]



মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বঙ্গবংশ



## শ্রীমান্ বসুন্ ও তদ্বংশেশ্বর অংশনির্ণয় ।

১৩প স'মু শ্রীমান্ বসোঃ কুলং  
 শ্রীমন্তাখ্যবসুরাজ সহজো  
 দানেন পুণ্যেন বা  
 সৰ্বানন্দকুলোদ্ভবং প্রকৃতকং  
 সংপ্রাপ্য তুষ্টিশিরাং ।  
 তৎপশ্যৎ কপিলেশ্বরং বসুবরো  
 ভৈমিজং দুৰ্য্যোধনং  
 পশ্চাৎতৈরববোধকং কৃতিবরং  
 শ্রীকৃষ্ণিবাসং ততঃ ॥  
 আদানাং পরমেশ্বরং কপিলকং  
 ঘোষণং সদানন্দকং  
 পশ্যৎ সোহপি সনাতনং গুণযুতং  
 সংপ্রাপ্য মুখ্যোহভৌ ।  
 লকা সোহপি পরাশরস্ত তনয়াং  
 দেদীপ্যমানঃ ক্রিতৌ  
 সোহত্যর্থং শুভতে বতঃ প্রকৃতজৌ  
 দ্যজেন মুখ্যাগ্রণী ॥

তৎসুত ১৪প স'মু গৌরীবরস্য  
 বিভাধরস্য তনয়াং তনয়েন নীছা  
 গৌরীবরো বিজয়তে সতু দানহীনঃ ।  
 শ্রীদেবরাজতনয়াং পুনরেন লকা  
 তুষ্টিহৈভববৎসরঃ কিল পুণ্যকৰ্ম্মা ॥

তৎসুত ১৫প স'মু শ্রীকরস্য  
 বভৌ বিদানাং ক্রিতৌ বিপ্রভক্তঃ  
 সমুখ্যো মুরারৌ ততঃ শ্রীপতৌ চ ।

ততো গৌরবোবে হরৌ কংসকে চ  
 গৃহীত্বাপি কৃষ্ণাভ্যাজং শ্রীকরোহপি ।  
 ততো বামনরো গৃহীত্বাপি কান্তং  
 ততোহসৌ বিরজে গুণী গোপবোবে ॥

তৎসুত ১৬প স'মু হৃদয়স্য  
 আনন্দং হৃদয়ে যযৌ ন হৃদয়ো দানেন হীনো বতঃ  
 আনন্দং প্রকৃতধিপাদ্ গ্রহণতো লেভে শিবানন্দতঃ  
 আদানাদলভজ্ঞবোধহিতুঃ স্বানন্দযুক্তঃ পুনঃ  
 গোপীনাথ সমো বভূব হৃদয়ানন্দঃ শিবানুগ্রহাং ॥

তৎসুত ১৭প স'মু চাঁদস্য  
 চন্দ্রো নরেন্জে রঘুনাথঘোষণং  
 বসুগৃহীত্বা সহজাগ্রজন্মা ।  
 ন তস্য দানং গ্রহণং জরোস্য  
 ব্রবীমি কিং দৈবগতিবিচিত্রা ॥

তৎসুত ১৮প স'মু ভবানীবসোঃ  
 মুখ্যা ভবানীবসুরেব দানাতং  
 প্রহ্লাদঘোষণে চ ভোবমাপ ।  
 তথৈব প্রহ্লাদমিত্রবর্ষ্যে  
 ররাজে রাজেন্দ্রসুতাং প্রগৃহ ॥  
 মোহং গতৌ মোহনমিত্রবর্ষ্য  
 সংপ্রাপ্য ঘোষণং মধুবৈষ্ণবগণ ।  
 দানেন দ্বষ্টৌ গ্রহণে স তুষ্টিৌ  
 বিভূষতেহসৌ সহজাগ্রগণ্যঃ ॥

তৎসুত ১৯প স'মু শ্রীবল্লভস্য

মুখ্যঃ শ্রীবল্লভোহসৌ বিতরণবিধিনা প্রাপ্য ব্রজং সঘোষণং  
 সীতারামক মিত্রং তদসু সতু রমাকান্ত মিত্রে নরেন্জে ।  
 দেবীদাসাখ্যো ঘোষণে গুণমপি চ দদৌ স্বায়বংশাবতংসো  
 মুখ্যঃ শ্রীরামমিত্রং সহজকুলভবং প্রাপ্য রেজে গ্রহেহসৌ ॥

রম্যাকান্তে দ্বিতীয়ঞ্চ গ্রহণকাকরোদ্বদি ।

পূর্ববাংশস্য মধ্যাদাং দদৌ তন্মৈ মহামতিঃ ॥

তৎসূত ২০প স'মু রতুনন্দনস্য

মুখ্যঃ শ্রীরতুনন্দনো বিতরণাং গোবিন্দমিত্রে বভৌ  
রাধাবল্লভবোষকং তদপরে সংপ্রাপ্য নাপোমুদং ।  
রত্নেশং বহুপুংসবঃ সহি তথা দানেন সংবর্দ্ধয়ন্  
নোরেজে হরিষোষকে গ্রহণতো মুখ্যে চ মোহজতঃ ॥

তৎসূত ২১প স'মু বাদবস্য

বহুর্ধাদবেজঃ ক্ষিতৌ সাধুশীলঃ

প্রদানৈন তুটৌহভবদ্বলভে চ ।

গৃহীত্বা ন তুষ্টিং গতৌ লক্ষণেহসৌ

বিশিষ্টৌহপি মুখ্যো যতঃ সাহজচ ॥

তৎসূত ২২প স'মু বিজয়রামস্য

সহজবিজয়নামা মুখ্যবাংশে স্তদক্ষে।

বিতরণমপি নিন্দ্যো নন্দরামে চ ঘোষে ।

তদপি মনসি লজ্জা শ্রীদয়ারাম ঘোষে

সমানকুলমগচ্ছৎ শ্রীলরামেশ্বরে চ ॥

শ্রীবল্লভসূত ২০প বা'কো'মু নন্দকিশোরস্য

মুখ্যো নন্দকিশোরকো বিনিময়াদোগোপালঘোষে মুদং

লকাসৌ মধুসূদনে রত্নপতো দানাদ্বিনো ভাষতে ।

পশ্যাৎ শ্রীমদনে বহুশ্চ গমগাং জ্ঞানেন সম্বন্ধিতো

মুখ্যযঞ্চ সমাদদে বহুবরঃ সংকীৰ্ত্তিভাজনরঃ ॥

তৎসূত ২১প কো'মু নীলকণ্ঠস্য

মুখ্যোহসৌ কিল নীলকণ্ঠ উদিতো দানেন সম্বর্দ্ধয়ন্

শ্রীনারায়ণবোষকং কৃতিবরং মোখ্যঞ্চ চক্রে বহুঃ ।

আদানাং সতু রাজতে কুলবরো মিত্রে শনশ্রামকে

দানাং সোপি বিলজ্জিতো নিজকুলে পুত্রে-

তৃতীয়ে যতঃ ॥

তৎসূত ২২প কো'মু বিজুরামস্য

অযোধ্যাদিরামাশ্বজে দত্তকন্তুঃ

সলজ্জাং পৃথিব্যাং গতৌ বিজুরামঃ ।

মুকুলঞ্চ সংবর্দ্ধয়মাণ তুষ্টিং

ঘরোরঙ্গরোহসৌ সুখী বৈষ্ণবচ ॥

স'মু ভবানীসূত ১৯প বা'স'মু শ্রীরামস্য

শ্রীরামঃ কুলভূষণো বিতরণাং শ্রীরামমিত্রে বভৌ

পশ্চাদেঘাষমহেশকেন চ গুণং ধন্তে স্বয়ং বদ্ধিতঃ ।

গোবিন্দে চ তথৈব মুখ্যপ্রবরং শ্রীরামমিত্রং মুদা

সম্প্রাপ্তঃ পরিবর্তনাং বিজয়তে ধন্তঃ সতামগ্রণীঃ ॥

তৎসূত ২০প স'মু নারায়ণস্য

শ্রীনারায়ণমুখ্যবর্ধ্যো দানেন শ্রীবল্লভবোষমাপ

আদায় চিষ্টামণিবোষবর্ধ্যং-নরাজতেহসৌ

সহজাধিপোহপি ॥

তৎসূত ২১প স'মু অযোধ্যারামস্য

মুখ্যোহযোধ্যাদিরামঃ ক্ষতিতলবিদিত

সদগুণঃ শুদ্ধবুদ্ধি-

দানাং কালীশমিত্রং কুলকৃতিনিপুণং

প্রাপ্য সংবর্দ্ধয়ঞ্চ ।

নোরেজে সোহপি পশ্যাৎ প্রমুদিতহৃদয়ং-

শ্রীলমুচ্যাদিরাম-

জ্ঞানাং নৈব তোষং রত্নপতিতনয়াং

প্রাপ্য মুখ্যো জগাম ॥

তৎসূত ২২প স'মু ধর্মদাসস্য

বসৌ ধর্মদাসস্তেকৌ যঃ প্রদানাং

বিরেজে চ নিন্দ্য ক্ষিতৌ কৃষ্ণমিত্রে ।

ততোমাণিকো বোষকে বদ্ধিতে চ

গ্রহাৎ স স্থিরা লজ্জিতো বিজুরাম ॥

স'মু নারায়ণসূত ২১প বা'স'মু সীতারামস্য

সীতারামঃ সুখতো বহুকুলভিলকো-

দানলীলোহতিমাত্তো ।

ঘোষেহসৌ রামদেবে প্রকৃতকুলবরে

বদ্ধিতে দত্তকত্তো ॥



পশ্চাৎ সংবর্দ্ধয়ন্তং বিতরণবিধিনা-।

বাবৰং ঘোষককেৎ ।

মধ্যাংশং বরভাখ্যং কুরকৃতিনিপুণং

প্রাপ্য ঘোষং হরিঞ্চ ॥

আনবীরাবিনিজং গুরুভর প্রেপী-

দানতঃ সংপ্রাপেদে ।

বোহকার্মিন্মিত্রবর্ষং সহজবরমবৌ-

সংগ্রহং শুভচেতা ॥

ভূয়ো মুচ্যাদিরামে কুলকৃতিনিপুণে-

ঘোষজেচ দ্বিতীয়ং ।

কৃষা বংশাগ্রগণ্যঃ সমভবমধুনা

বিপ্রভক্তঃ সএব ॥

সমু শ্রীরামসুত ২০প বাকোমু কৃষ্ণরামসু

দানাবিহীনো বহু কৃষ্ণরামো-

গদাধরং ঘোষবরকং প্রাপ্ত ॥

সংবর্দ্ধিতোহসৌ বহুপুণ্যকর্ম্য

বিরাজমানঃ মনু ভূতলে চ ॥

তৎসুত ২১প কোমু বেণীরামসু

বেণীরামপ্রদানেন বর্দ্ধয়ন্ত বাববেজ্রকং ।

চন্দ্রশেখরমাস্ত চোভয়ন্ত গুণাং যবৌ ॥

সমু ভবানীসুত ১১প বাকোমু শ্রীমুখস্য

বহুকুলভব এষঃ শ্রীমুখঃ শান্তমূর্তি-

র্ভিতরতি সতু দানং রামচন্দ্রে চ মিত্রে ।

তদমু বিমলকীর্তি কুস্মিনীকান্তঘোষে

নচ গুণবহুধন্তে রূপমিত্রে ততোহপি ॥

স চ গুণমধু ধন্তে ঘোষচন্দ্রে তথোহসৌ

কুলকৃতিনিপুণো বৈ বিষ্ণুদাসং জগাম ।

সকলগুণবিস্তৃতাং তস্য কন্তাং গৃহীত্বা

হরিচরণসুতাং তদপু জমানো বভাবে ॥

তৎসুত ২০প কোমু নন্দরামস্য

সুধীনন্দরামঃ প্রদানেন হীনঃ

সুতন্তস্য ভাতঃ কৃতী রামদেবঃ ।

সুদক্ষসি দানাতঃ যবৌ ঘোষবর্ষে

গ্রহাৎ সোহপি মুখ্যো বতো বর্দ্ধিতে চ ॥

তৎসুত ২১প কোমু রামদেবস্য

বহুরামদেবঃ সদাচারযুক্তঃ

প্রদানাতঃ হর্বং হরৌ মিত্রকেত ।

ততঃ সোহপি বীরেশ্বরে চাপি তবৎ

গ্রহাঙ্গাপি তুষ্টিং সুধী রামরামে ॥

কোমু শ্রীমুখসুত ২০প বাকোমু রূপরামস্য

শ্রীলশ্রীমুতরূপরাম উদিতঃ শ্রীরামকৃষ্ণাঙ্গজঃ

তৎপশ্চাৎ কিল রামজীবনসুতে শ্রীশ্রামকাসাঙ্গজঃ ।

তৎপশ্চাত্তু মহাদেবতনয়ে সত্যস্বজাৎ বর্দ্ধিতঃ

সংগৃহ্য সতু রামকৃষ্ণতনয়াং মুখ্যো বভূব স্বয়ং ॥

তৎসুত ২১প কোমু রামশরণস্য

শ্রীলরামশরণো নরাজতে

শ্রামমিত্রমুপগম্য দানতঃ ।

আদয়ে স নরসিংহঘোষকং

প্রাপ্য হর্বমতুলক কোমলং ॥ ( বংশাভাবঃ )

সমু শ্রীমানসুত ১৪প ক দামোদরস্য

দামোদরো বহুবরন্তনয়া প্রদানো-

দেবাবে গদাধরসুতে ভবনাধমিত্রে ।

বিত্তাধরে কুলবরে পরিবর্তনাচ

দেদীপ্যতে গ্রহণতঃ কিল ভাস্করোহপি ॥

তৎসুত ১৫প হ মুকুলবসোঃ কুলঃ

মুকুলোপি দানানুদং কৈরপাথে

লেভে চ যত্ প্রাতৃকে ঘোষজে চ ।

মুরারেশুজাং সুতেনাপি নীত্বা

বিরেজে চ পৌরন্দরতাপি ভূয়ঃ ॥

তৎসুত ১৬প ম রামনাথবসো: কুলং

রামনাথো বশো লেভে কামসেবে স্নিভকে ।  
দানাং বিধায় ধর্মজ্ঞা বংশহীনো মৃতন্ততঃ ॥

দামোদরসুত ১৫প ক অদৃষ্ট ভাস্করস্য

অদৃষ্টপূর্ব: কিল ভাস্করোহপি  
দানেন কল্মাঙ্গদমাপ যোষণ ।  
কৃষ্ণাঙ্গিনন্দে গুণমাপ যিত্রে  
অনন্তবোষে গ্রহণককার ॥

তৎসুত ১৬প ম রামচন্দ্রস্য

তত্ত্বাস্বজ: শ্রীযুতরামচন্দ্রো  
দানেন পীতাম্বরবোষমাপ ।  
ততোহহি যিত্রে কিল কেশবাখ্যে  
প্যাদানদানায় জগাম তোষণ ॥ (বংশান্তাব: )

সমু গৌরীবরসুত ১৫প ক হরিবসো:

হরিবরহিহ দানাং বোষবর্থে মুরারৌ  
বিতরতি নচ কীর্ত্তিং প্রগ্রহাং শ্রীপতৌ চ ।  
তদনু বিমলতেজা মধ্য মাহেশকজ্ঞাং  
পুনরপি জগৃহেহসৌ মিত্রজ্ঞাতিমাত্তঃ ॥

তৎসুত ১৬প ছ ত্রৈলোক্যানাথস্য

আসীং ত্রৈলোক্যানাথ: ক্ষিতিতলবিদিত:

কামদেবাজ্ঞায়

দত্তা কজ্ঞাং বোষে গুণমপি জগৃহে  
সদগুণানন্দবোষে ।

পশ্যাং বোষে স্নমধ্যে স্নহব্রতমুজ্ঞে

দত্তকজ্ঞোহি হৃষ্টো ।

ভাগ্যাং কজ্ঞাং তদভ্যাং সকলগুণ্যতাং

জানকীহমবে চ ॥

বলভদ্রসুতাং গৃহ্নন্ মুখ্যজ্ঞাং কুলদীপক:

দ্বিতীয়গ্রহণক্রেহনন্তবোষ ভবেন্ততঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম রতিনাথস্য

রতিনাথো বশো লেভে দানাং বোষবৃক্ষব্রজে ।  
সদানন্দসুতাং লকা মুমুদে বহুপুত্রব: ॥

তৎসুত ১৮প ম গোপালন্ত

বহুবংশসমুদ্ভূতো গোপাল: দানহীনক: ।  
জগদ্বোষণ সমাসাত্ত গ্রহণাচ বিরাজতে ॥

তৎসুত ১৯প ম পার্শ্বতীষসো:

তৎসুত পার্শ্বতীনাথো দানহীনো বশোব্রজ: ।  
আদানাদ্রাববং প্রাপ্য গুণমাপ মুদায়িত: ॥

তৎসুত ২০প ম রাঘবন্ত

শ্রীকৃষ্ণদত্তদানোহপি রাঘবো বহুসন্তব: ।  
ভগবতীতনয়াং লকা সানন্দোভূত ভূতলে ॥

সমু শ্রীকরসুত ১৬প ক রামানন্দন্ত

রামানন্দোহপি ধন্তো বহুকুলসুজ্ঞনো দানন্ত:

সংপ্রপেদে

ষষ্ঠীদাসে স্নমধ্যে গুণমপি নততো রামভদ্রে প্রতিক ।  
দত্তা হর্ষং প্রলোকা বিহিত বিতরনাং

বাদবেদ্রেণ হৃষ্টো

গোপীনাথস্য কজ্ঞাং পতিগ্নিত্তৃণ্যকাং

হনুনা ভাং জগাম ॥

তৎসুত ১৭প ছ নয়নন্ত

নয়নবহুবরিষ্ঠ: খ্যাতিভাজং গরিষ্ঠ:

কমলনয়নহনৌ দত্তকজ্ঞ: সমুখ্যে ।

তদনু-বিমলতেজানন্তবোষণ স্নমবাং

তদনুচ জঙ্গদীপং প্রাপ্য দানাভাসে ॥

আদায় নারায়ণদত্তকজ্ঞাং

বিরাজতেহসৌ সহজান্নজ্ঞাং ।

পুনর্গৃহীত্বা কিল চত্ৰচূড়ম্

মিত্রককাশে বহুপুণ্যকর্মা ॥

তৎস্মত ১৮প ম শ্রীনন্দন তথা তৎস্মত বলভস্য  
চণ্ডিদাসস্মৃতাং লক্ষা নন্দনো নচ শোভতে ।  
বলভস্তৎস্মতো জাতঃ মুকুন্দে মুদমাদদে ॥

তৎস্মত ২০প ম শ্রীকৃষ্ণস্য

খ্যাত শ্রীযুত কৃষ্ণদাসবল্লভকো ভূদেব সেবারতো  
দানাং শ্রীমধুসূদনে গুণমগাং বোষে চ মুখ্যেন বৈ।  
আদানান্তরতে বিধায় গ্রহণং বোষেচ মুখ্যাধিপে ।  
শ্রীনন্দন জগৃহে দ্বিতীয় গ্রহণাং বোষে বনশ্রামকে।

তৎস্মত ২১প ম রত্ননাথস্য

শ্রীকালীচরণাশ্বজে হৃহিতরং দত্তা সম্ভাষতে  
পশ্চাৎ শ্রীলবিহারীনাগতনয়ে দত্তা প্রতীসারিণীং ॥  
আদানাং জগদীশবোষমগমং ভাগ্যেন ষড়্ভ্রাতৃকং  
খ্যাতঃ শ্রীরঘুনাথকো বস্তুবরো মধ্যাংশ এবোত্যসৌ ॥

সমু শ্রীবলভস্মত ২০প বাক শ্রামদাসস্ত

বস্তুঃ শ্রামদাসো বভৌ গোপবোষে  
দ্বিতীয়াচ্চ দানাং কুলে বর্দ্ধমানঃ ।  
জগজ্জায়দেবে প্রতিং সোপি দত্তা  
মহাদেব বোষাশ্বজে দত্তকৃত্যঃ ॥  
গ্রহাং সোপি চিন্তামণৌ লক্ষকামো  
দ্বিদীপেচ দানাং সনিদো ভবচ্চ ।  
দ্বিতীয়েন লক্ষা চরণাখ্যমিত্রং  
গুণঞ্চাপি তস্মৈ প্রদত্তে কনীধান্ ॥

তৎস্মত ২১প বাক গোবিন্দরামস্ত

ষড়্ভ্রাতৃকে জীবনে চ দানাং দত্তাং প্রেষতঃ ।  
গোবিন্দো মুখ্যমাণেতে গ্রহণাং কান্নরামকে ॥  
স্বতন্ত্ৰস্ত গোবিন্দকো ভূরিভেজাঃ  
প্রদানেন ষড়্ভ্রাতৃকং জীবনঞ্চ ।  
প্রপেদে চ মুখ্যে স্ত্রীঃ কান্নরামে  
গ্রহাং সোপি দ্বষ্টো কনিষ্ঠো বভূবঃ ॥

শ্রীমানস্মত ১৪প ম গোপালবসো কুলং

গোপালো বস্তুসম্ভবো নরহরৌ যিত্রে চ দানান্ততো  
গন্ধর্বে প্রতীসারিণী বিতরণাং...মাগ্ধঃ স্ত্রীঃ ।  
কনিষ্ঠঃ জগদাদিনাথ মভিতা বোষঞ্চ লক্ষঃ স্বয়ং  
ভাগাং সোপি বিরাজতে নিজকুলে ধন্ত সতামগ্রী ॥

তৎস্মত ১৫প ম পুরুষোত্তমস্য

মুররিপুমণিলেভে বোষরামাদিনন্দং ।  
গ্রহণ সদৃশভাষো বোষ মৃত্যুঞ্জয়াখ্যে ॥

তৎপুত্র ১৬প ম রতিনাথস্য

তৎপুত্রো রতিনাথোহপি পুত্রহীনোহতিদুঃখিতঃ  
দানেন হৃদয়াং প্রাপ্য মুমুদে বোষ সম্ভবঃ ॥

সমু গোবীন্দস্মত ১৫প ম জগন্নাথস্য

বস্তুর্জগন্নাথ উদীর্ণভেজাঃ শুভাদিরাজে গুণমাপ  
দানাং ।

ভগীরথেহসৌ পুনরেব দ নাং শ্রীবাসুদেবে

গ্রহণঞ্চকার ॥

তৎস্মত ১৬প ম বলভস্য

তদাশ্বজে বলভনামধেয়ো  
সংপ্রাপ্য দানাজঘুনাথবোষং ।  
গোপ্যাদিনাথং পুনরেব মুখ্যং  
বিরাজতে শ্রীধরবোষমধ্যং ।  
শিবাদিনন্দে প্রকৃতাগ্রগণ্যে  
ভূশং দ্বিদীপে গ্রহণাচ্চ মুখ্যে ॥

তৎস্মত ১৭প ম চণ্ডিদাসস্ত

শ্রীচণ্ডিদাসঃ সতু পুত্রহীনো  
রত্যাদিকান্তে গুণমাপ দানাং ॥ ( বংশাভাবঃ )

সমু শ্রীকরস্মত ১৬প ম রামনাথস্য

রমাদিনাথো বস্তুরেব দানাং  
শ্রীবৈষ্ণবনাথে দ্বিতীয়ার কীর্তিং ।

আদানতো মিত্রনিধি বিলভ্য  
নিমিত্তবংশে খলু নাস্তি কশিৎ ।

সমু শ্রীমত্তমুত বাম রামভদ্রবসোঃ  
শ্রীরামভদ্রো বসুরেব ধত্তোঃ  
পুত্রোহি জাতোপ্যদয়োহনমাত্তঃ ।  
আদায় গোবিন্দমুতাং তৃতীয়াং  
লেভে গুণং ভজ চ দানহীনঃ ॥

তৎসুত ২১প ম উদয়নারায়ণস্ত  
উদয়ো বসুনা মাচ দানহীনো বশো লভেৎ ।  
শ্রীরাবলভঃ প্রাপ্য বিহারী তস্ত দেহজঃ ॥  
সমু শ্রীমানসুত ১৪প তে শ্রীধরবসোঃ কুলং ।  
দ্বিতীয়দানং জগদাদিনাথে  
দত্তা মহান্ শ্রীধরনামধেয়ঃ ।  
গলাধরং প্রাপ্য বিরাজতেহসৌ  
পুনঃপ্রাপ্য শ্রীযুতরামবোষণং ॥  
আদৌ কানী ততো নৃসিংহে  
স্তদমুবাণী রূপখ্যাতঃ ।  
বাসুস্তমুজ ইতি জাত-  
স্তদমু সুধাকররিহ খ্যাতো ।  
শ্রীধরপুত্রোষ্টতে জাতা  
দ্বিজকুলসেবিত বসুবিখ্যাতা ॥

তৎসুত ১৫প তে কানীবসোঃ  
নিবাসমিত্রমাসাত্ত কানীনামো গ্রহাধমুঃ ।  
রাঘবস্তস্ত পুত্রোহিভুং কুলকর্মসু ভৎপরঃ ।  
নিধিচ্চ কামদেবচ্চ জনাৰ্দ্দন বসুস্তথা ॥

তৎসুত ১৬প তে রাঘবস্ত  
রাঘবোহপি বশোলভে কামদেবসুতা গ্রহাৎ ।

সমু শ্রীমানসুত ১৪প বাতে অনন্তস্ত  
অনন্তঃ শ্রীমতঃ পুত্রোদানাজিপুরবোষকে ।  
উগ্রকণ্ঠ গ্রহান লক্ষা দ্যুদৈনৈব গুণং বযৌ ।

পুনরুজ্জলভাগ্যেন মুখ্যে চ বনমালিনে ।  
নারায়ণো বিজয়চ্চ নামো নরহরি স্তথা ।  
ধর্মচিত্রাদ্দৌ পশাদনস্তস্ত স্ততা ইমে ॥  
(নারায়ণস্ত বংশাভাবঃ )

সমু গৌরীবরসুত ১৫প তে কলাধরস্ত  
কলাধরো নাম ইতি প্রসিদ্ধঃ  
কৃষ্ণাদিনন্দে মুদমাণ দানাৎ ।  
আদানতঃ সাতকড়িষোষমাণ্ডা  
কুলেষু নিন্দাং জাতএষ কেবলং ॥  
কমলো বসু মুদ্রিতো বাদবোহপি সুধাকরঃ ।  
করণঃ শিবদাসচ্চ রতিকান্তো গুণাকরঃ ।  
জানকীবসুরিত্যেতে কলাধর-সমুদ্ভবাঃ ॥

তৎসুত ১৬প তে কমলস্ত

দানাদ্বিহীনঃ কমলাকরঃ কুটী  
লক্ষ্মীপতিমিত্র পরিগ্রহাৎ চ ।  
বাণী চ তস্তাত্মজএব ধন্তঃ  
শ্রীচণ্ডিদাসে গ্রহণাকরঃ ।

সমু শ্রীকরসুত ১৬প তে রঘুনাথস্ত

কুলে নরেন্দ্রে রঘুনাথ এষো  
জনাদিনে বোষবরে প্রদানাৎ ।  
তর্থেধব চিত্রাদ্দে এষ বোষে  
শ্রীকামদেবে গ্রহণাকরঃ ॥  
দানেন নিন্দ্যো গ্রহণেন তুষ্টো  
বিরাজতেহসৌ বসুবংশজম্মা ।  
রাজীবনারা স্তত এব খ্যাতঃ  
কিতৌ শ্রীযুতরামরায়ঃ ॥

তৎসুত ১৭প তে রাজীববসু রামরায়স্ত

রাজীবো ভূবি রামরায় পদবীং লক্ষা  
কিতৌ কীর্টিমান্  
বোষে শ্রীজগদাদিনন্দননয়ে দত্তা তদুজ্জ্বলং মুদা ॥

কৃষ্ণানন্দসুতাং প্রগৃহ্য স্তুতরাং দেবীপদ্মনোহিতবৎ ।

পুত্রোত্তম প্রকল্পিত্রে গুণযুতাঃ শ্রীরামচন্দ্রাদয়ঃ ॥

তৎস্মৃত ১৮প তে রামচন্দ্রস্ত

শ্রীরামচন্দ্রো-কুশলেন প্রসিদ্ধো

দানেন গোবী মধুঘোষমাণ ।

শ্রীকালিদাসস্ত স্তুতাং গৃহীষা

মুদং প্রপেদে বস্তুসম্ভবশ্চ ॥

তৎস্মৃত ১৯প তে রমাকান্তস্ত

বস্তুরমাকান্ত উদীগতজা

দানেন নারায়ণঘোষমাণ ।

রমাদিকান্তে গ্রহণবিধায়

প্রকৃষ্টতেজাঃ সগুণী বতুব ॥

তৎস্মৃত ২০প তে নিম্ন বিনাম বিখ্যেয়স্ত

বিখ্যেয়স্তস্ত স্তুতোহপি জাতঃ

প্রদানতো জীবনঘোষমাণ ।

ততোহপি শস্তো সগুণী চ ঘোষে

য আদদে জীবনমিত্রকঞ্চ ॥ ( বংশাভাবঃ )

স'মু বদয়স্মৃত ১৭প জয় ক কৰ্ম তে শ্রীগৰ্ভস্ত

জাত কুলে শ্রীযুতো গৰ্ভ এব

পাদানতঃ শ্রীবনমালিমিত্রে ।

তস্তা কনিষ্ঠমমাণ হৰ্যঃ

ত্রয়ীমি কিং যদ্বিধি বঞ্চিতশ্চ ॥

তৎস্মৃত ১৮প তে জনার্দিনস্ত

রাধাবল্লভজাং গৃহ্নন্ জনার্দিনবস্তুঃ কুলে ।

নিম্নিতঃ পিতৃতঃ সোহপি দ্বিধাভাবো নিগত্বতে ॥

তৎস্মৃত ১৯প তে অনন্তস্ত ।

তৎস্মৃতোহনন্তনামাচ দুর্গাদাসে চ বংশজৈঃ ।

শ্রামদাসসুতাং গৃহ্নন্ ঘোষজাং ভাগ্যতঃ স্মর্য ॥

ঘটক সার্কভোম প্রভৃতির ঢাকুর বা বাঙ্গালা কারিকায় শ্রীমান্ বস্তুর ও তৎসংশের এইরূপ কুলপরিচয় আছে—

১৩প স'মু শ্রীমান্ বস্তুর কুল

মুখ্য কুলে সহজাগ্র বস্তু শ্রীমান্ ।

সৰ্কানন্দ ঘোষের দান বড়ই সম্মান ॥

তৎপশ্চাৎ আর কস্তা কপিলেশ্বর ঘোষ ।

তেছেই ভৈরবমিত্র কুলে পরিতোষ ॥

তার পাছে আর কস্তা দুর্গোদধেন দান ।

তৃতীয় পুত্র ভৈরবঘোষ পঞ্চম ছেই পান ॥

মধ্যাংশ পশ্চাৎ ছেই কর নহে চুর ।

অপাক কারণ তার দর্প হইল চুর ॥

ভৈরবী করিয়া কুলে হইল খেয়াতি ।

গোবিন্দ কুন্তিবাস পরে হইলা সংহতি ॥

গ্রহণে পরমেশ্বর ঘোষ প্রকৃত কুলের সার ।

কনিষ্ঠ কপিলেশ্বর ঘোষ পাছে গেল তার ॥

তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশ কুল সদানন্দ ঘোষ ।

চৌঠ গ্রহণ সনাতন কুলে পরিতোষ ॥

সার্কভোম ঢাকুরী এই শুন কুলবর ।

জবন্ত বরে দান দিলা ঘটপরাশর ॥

তৎস্মৃত ১৪প স'মু গৌরীবর

দানহীন গৌরীবর বস্তু শুন গৌড়ীপতি ।

গ্রহণে বিজ্ঞাধর ঘোষ সহজ মুরতি ।

দেবরাজ ঘোষের গয়ছেই পাইয়া কুলে অহঙ্কার

তৃতীয় গ্রহণ উগ্রকণ্ঠ ঘোষকুলের সার ॥

চৌঠ গ্রহণ-শুণ দিলা ঘোষ কময়ালী ।

মহুতের পাছে বস্তু সার্কভোম ভনি ॥

তৎস্মৃত ১৫প স'মু শ্রীকর (নবরঙ্গী)

শ্রীকর বস্তুর কুল

রজত কাকন তুল,

মুরারি ঘোষেতে কস্তা দান ।

কনিষ্ঠ ত্রীপতি দেখি গৌরীনাথ মহাস্থখী  
 হরিষোষ কুলের প্রধান ।  
 গ্রহণে পাইয়া মিত্র কৃষ্ণ অবতার ।  
 বামন ত্রীকান্ত ঘোষ সহর-মজ্জদার ॥  
 চোঁঠ গ্রহণ গোকুল ঘোষ তেওজ কুল জানি ।  
 দানাংশে সৌজন্ত তার সার্কভোম ভণি ॥

তৎসূত ১৬প স'মু হৃদয়  
 হৃদয় বহুর হইল বড়ই আনন্দ ।  
 গ্রহণে প্রকৃত কুল ঘোষ শিবানন্দ ॥  
 কনিষ্ঠ বলভদ্র ঘোষ আর জয়ানন্দ ।  
 সার্কভোম ঢাকরী শুনিতে সুছন্দ ॥

তৎসূত ১৭প স'মু চাঁদ  
 পুণ্যবলে চাঁদ বহু হইলা মুখ্যসাত ।  
 গ্রহণাংশে বাড়াইলা ঘোষ রঘুনান্দ ॥  
 কন্দর্প আনিয়া দিল রসের পসার ।  
 সার্কভোম বলেন বহুর এইমাত্র সার ॥

তৎসূত ১৮প স'মু ভবানী  
 কুলেতে ধার্মিক ছিলা মুখ্য ভবানী ।  
 দান দিয়া প্রজ্ঞায়ে রাখিলা আপনি ॥  
 সঙ্গে থাকি পত্নমিত্র করয়ে স্মরণ ।  
 পুণ্যফলে রাজেন্দ্র ঘোষে করিল গ্রহণ ॥  
 সহজ সমাজে বহু হৈল প্রধান ।  
 অবিগম্যানে মোহন মিত্র দিলা দোজ দান ॥  
 করজোড়ে স্তুতি করে মধুরিণী ঘোষ ।  
 সার্কভোম বলেন তার মাজা-ক্ষণ-দোষ ॥

তৎসূত ১৯প স'মু শ্রীবল্লভ  
 শ্রীবল্লভ বহুর দান রুদ্রঘোষ গুণবান  
 সীতারাম করিলা বিশ্রাম ।  
 তার পাছে রমাকান্ত দেবীদাসের অংশে বদ্ধ  
 গ্রহণাংশে মিত্র শ্রীরাম ॥

অবিগম্যানের কাজ রমাকান্ত পায় লাজ  
 দৈবক্রেমে হইলা মিলন ।  
 শ্রীরাম বহুর ঘরে বর্ধ্যাদা লইল পরে  
 সার্কভোম করেন স্মরণ ॥

তৎসূত ২০প স'মু রঘুনন্দন  
 গোবিন্দ পাইয়া রঘু হইল প্রফুল্ল ।  
 দোছেই রাধাবল্লভ ঘোষ সেও বাড়িকুল ॥  
 গ্রহণাংশে সার কৈলা হরির চরণ ।  
 শ্রীমান্ বহুর মান হৈল হেলন ॥  
 সবিনয় অনন্ত আসিয়া রস ভঞ্জে ।  
 সার্কভোম বলেন সিংহ সিংহে বিরাজে ॥

তৎসূত ২১প স'মু বাদবরাম  
 বাদবরাম বহুর কুল শুনিতে চমৎকার ।  
 দানাংশে রামবল্লভ ঘোষের করিলা উদ্ধার ॥  
 গ্রহণে লক্ষণ দেখি করে হায় হায় ।  
 কেশরী বলেন বহু সহজ স্বাত্র সায়া ॥

শ্রীবল্লভের ২য় পুত্র ২০প বাংকো'মু নন্দকিশোর  
 বাড়িল কিশোর বহু গোপাল সহায় ।  
 মধুলোভে মধুকর পশ্চাতে গোড়ায় ॥  
 সঙ্গে সহচর রঘু মদনমোহন ।  
 আদান প্রদান রামগোপালের মিলন ॥  
 রসেতে পাইয়া রূপ অধিক সম্মান ।  
 সার্কভোম বলেন বহু কমলপ্রধান ॥

তৎসূত ২১প কো'মু নীলকণ্ঠ  
 নীলকণ্ঠ বহুর কুল নহিল সন্তোষ ।  
 দানাংশে বাড়াইলা নারায়ণ ঘোষ ॥  
 গ্রহণেতে হরষিত পাইয়া দনশ্রাম ।  
 কেশরী বলেন বহুর হইল বিশ্রাম ॥

ভবানীর ২য় স্ত ১২প বাঁসমু ত্রীরাম

বাড়িলা ত্রীরাম বসু ত্রীরাম সহায় ।  
জানিয়া মহেশ ঘোষ আইলা তথায় ॥  
গোবিন্দ আসিয়া পাছে লইলা শরণ ।  
কখন না দেখি মুখ্য ঠাকুর চরণ ॥  
সর্বশেষে ছিল কত্তা গরছেই যানি ।  
আদান প্রদান কৈলা ত্রীরাম জানি ॥  
সার্কভৌম ঢাকুরী এই কুলে হৈল ডাক ।  
দৃষ্টি ক্রমে হৈল তার মুখ্যতঃ পাক ॥

তৎস্তুত ২০প সসু রামনারায়ণ

মুখ্যকুলে অমুপাম রামনারায়ণ নাম  
বল্লভ বালকে দিয়া দান ।  
চিন্তামণি পাইয়া রঞ্জে ভূষণ করিলা অঙ্গে  
রামেশ্বর রসসিক্ত পান ॥  
সহজ সমাজে বসু হইলা সভার পাছু  
ত্রীমান্ বসুর গেল যান ।  
সার্কভৌম বলেন শুন বাড়ি কুল বতজন  
রামানন্দ বড় ভাগ্যবান ॥

তৎস্তুত ২১প সসু অযোধ্যারাম

অযোধ্যারামের অভিমান জন্মেতে না দিয়া দান  
বাড়িকুলে মিত্র কাশীরাম ।  
দোছেই মুচিরাম ঘোষ তাহাতে নহিল তোষ  
দানাংশে হইল বিশ্রাম ॥  
রঘুদেব গ্রহণ জানি বাড়িকুল অভিমানী  
দানাদানে না হইল বশঃ ।  
কেশরী বলেন শুন জানিয়া করিলা কেন  
এই বড় রহিল অপবশ ॥

২৩ সসু জগন্নাথস্তুত ২৪প বাঁসমু রামসুন্দর

সুন্দর সুন্দর দানে নারায়ণ ঘোষ ।  
সহজস্তুত কমলাকান্ত গ্রহণে নিদোষ ॥

এক অঙ্গে বাড়াইয়ে বসু কুলে হইল নাম ।  
সাম্য অংশে দানাদান ভণে কাশীরাম ॥

ত্রীরাম বসুর ২য় স্ত ২০প বাঁকোমু কৃষ্ণরাম

কৃষ্ণবসু কুল করেন ভাবিয়া অন্তরে ।  
প্রণমিয়া প্রথমে রাজীব মজুমদারে ॥  
গঙ্গাধর ঘোষের তনয়া করিল কুল ।  
কমলকলিকা হইল প্রকুল মুকুল ॥  
সার্কভৌম ঢাকুরী এই কুলে হইল ডাক ।  
দৃষ্টি ক্রমে হইল তার মুখ্যতঃ পাক ॥

১৮প ভবানীর ৩য় স্ত ১২প বাঁকোমু ত্রীমুখ

মুখ্য কুলে অবতংশ ত্রীমুখ বসুর অংশ  
রামচন্দ্র দেখিয়া সন্তোষ ।  
ক্লিষ্টা করিল ভাল রূপেতে করিল আশে  
চন্দ্রের কিরণে পরিতোষ ॥  
অন্তরে ভাবিয়া বিষ্ণু আদান প্রদানে শ্রেষ্ঠ  
হরিচরণ কৈলা সার ।  
সার্কভৌম বলেন শুন ইহা দেখি মনে গণ  
দানাংশে হইল উদ্ধার ॥

তৎস্তুত ২০প কোমু নন্দরাম

প্রামাণিকে রাজবল্লভে পরিতোষ ।  
গ্রহণাংশে বাড়াইলা মুখ্য মধুঘোষ ॥  
রস ভঞ্জে কালিদাস পরম যতনে ।  
নিলাংশে কুল তার সার্কভৌম ভণে ॥

তৎস্তুত ২১প কোমু রামদেব

রামদেব বসুর দান নাহি কিছু অভিমান  
সাক্ষাদানে হরিদাস মিত্র ।  
দোছেই ঘোষ বিবেশ্বর তাহাতে নাহিক ডর  
রামমিত্র গ্রহণে বিচিত্র ॥

হুই অঙ্গে না হৈল বশ ঢাকরিয়া আঙুরস  
কৃষ্ণরাম দত্ত মজুমদার।

কাশীরাম বসু বলে নলদীপ নড়ালে  
রামগোবিন্দ দত্ত মজুমদার।

তৎসুত ২২প কোমু নিধিরাম

নিধিরাম বসুর কুল কি দিব উপমা তুল  
প্রামাণিকে চারি কত্তা দান।

নলদীপের কোটাখোলে কালিচরণ দেব ভালে  
অনন্তরাম দেবের সন্মান।

নীলকণ্ঠ মজুমদার অম্বুখোল যার ঘর  
কন্দর্পরায় তানাবাস।

সাম্যদান সেবকরাম ঘোষ উড়িষ্যাতে ধাম  
দ্বিতীয় পুত্র কোমল প্রকাশ ॥

রামশঙ্কর ঘোষের কুল তৃতীয় পুত্র আনি মূল  
মনোহর বসুজার গায়।

তাহার পশ্চাৎ কুল আদান প্রদান মূল  
হু অঙ্গেতে সেবকের জয় ॥

রামকান্ত নাগে রস দোজগ্রহণ নাহি বশঃ  
বলরাম ঘোষে রবি খুঁসি।

তিনপুরুষে একভাব শ্রীমুখ বসুর রব  
বিরচিত ঘটক বসু কাশী ॥

তৎসুত ২৩প কোমু রামজলাল

রামজলাল বসুর কুল বড়ই আশ্চর্য্য।

সাম্যদান কৃষ্ণরাম ঘোষ সহজ শৌর্য্য ॥

দোছেই কত্তা বিনোদরাম ঘোষ বাড়ি কুল।

তেছেই ভঞ্জে রামজলাল ঘোষের প্রকুল ॥

তৎপশ্চাৎ হুই কত্তা বড়ই মধুর।

কিঙ্কর ঘোষ রামরাম দাসকঙ্কপুর ॥

গ্রহণে সীতারাম ঘোষ শঙ্করতনয়।

পৈতৃক উখড়িয়া কুল রক্ষা কৈল তার ॥

রসেতে কিঙ্কর দেব নেউগী সরকার।

দোজবরে নিমানন্দ ঘোষ ভুবনেশ্বর ॥

রামশরণ রামকৃষ্ণ নর মজুমদার।

সৎসম্বন্ধ নিন্দা নহে ভণে কাশীশ্বর ॥

তথ্যচ—

জলাল বসু ভাগ্যবান সহজ মুখ্য দিল দান  
আগছেইতে কৃষ্ণরাম ঘোষ।

দোছেইতে বিনোদরাম বাড়িকুলে বিশ্রাম  
জলালে তেছেই ভঙ্গ ঘোষ ॥

গ্রহণ অংশে সীতারাম না পুরিল মনস্কাম  
শঙ্করতনয়ে নিন্দা অংশ।

কিঙ্কর নেউগী আঙুরস তাহাতে পাইলে বশ  
ধাত্ত পীতাম্বরী দেববংশ ॥

ভবানীর পুণ্যফলে সহজেতে দান চলে  
বাদি পুরুষের মধ্যা নাই।

ভণে মিত্র হরকালী ত্যাজ্য ঘর পূজ্য হলি  
প্রশংসা করয় সর্ব ঠাই ॥

তৎসুত ২৪প কোমু বৈতথনাথ

আছিল পৈতৃক ফোড জলাল-নন্দনে।

সুন্দর শোভিত ঘোষ কোমল প্রদানে ॥

বিনোদতনয় শিব লহিল শরণ।

কোমল প্রধান কালীপ্রসাদে গ্রহণ ॥

খলিসিনীবাসী রামকান্ত আঙুরস।

দোজোদে কিঙ্করঘোষ রামলোচন দাস ॥

হুঅঙ্গে হইল শৌর্য্য কুলে হইল দাপ।

কাশী বলে পুত্র দ্বারায় ঘুচিলেক তাপ ॥

তৎসুত ২৫প কোমু পীতাম্বর

জন্মকুলে পীতাম্বর প্রামাণিকে নমস্কার

পয়লাচেন মিত্রজে বংশজে।



দানহীন গ্রহণ সার      জগজ্জ্বল ঘোষজার  
আগুছেই গ্রহণ স্নানজে ॥  
কোমল কানীনামসুত      তিরলেতে অবস্থিত  
নিরাশিল মধুর ঘোষ বংশ ।  
রসভঞ্জে সফলরাম      রুদ্র বিখ্যাত নাম  
কানীবস করিলেক অংশ ॥

রামহুলালের ২য়পুত্র ২৪প বাকো'মু ভগবান  
জগন্নাথ সুবিত্ত      দানহীন ফোভ চিত্ত  
প্রাণিককে হইল সন্তোষ ।  
জন্ম দেখি কৈল কুল      মুখ্য মধু আশমূল  
কণ্ঠহারসুত কুঞ্জঘোষ ।  
গঙ্গানারায়ণ আদ্যরস      নাম লইলা উপবাস  
প্রথমর শত্ৰুনাথ কর ।  
দোজ কৃষ্ণমঙ্গলে      বাড়ি মুখ্য পুণ্য ফলে  
বিরচিত বসু কানীধর ॥

ভদ্রাতা ২৪প বাকো'মু ভরত  
তৃতীয় ভরত বসু অংশে গুণকারী ।  
প্রাণিককে শিবনারায়ণ রায় চৌধুরী ॥  
গ্রহণে ঘোষ কালিদাস ব্রজরামসুত ।  
মুখ্যত হইল বসু কানী বিরচিত ॥

নিধিরামের ২য় পুত্র ২৩প বাকো'মু ব্রজরাম  
ব্রজরাম বসুজার নাহি সাম্যদান ।  
অবিভ্রমান রঘুনাথ মিত্রেতে আদান ॥  
রসেতে জলাল দাস মজুপাহু নিবাস ।  
রামজয় দত্ত পরে বংশে শুপ্রকাশ ॥  
তার পাছে গোপী ঘোষ চুঙ্গীরামদাসী ।  
কানীবস বলে কুল কোমলেতে শশী ॥

ভদ্রাতা ২৩প বাকো'মু রামরাম  
রামরাম বসুর কুল বড়ই মধুর ।  
প্রাণিক রামকৃষ্ণ মিত্র খালিসপুর ॥  
গঙ্গারাম দত্ত পরে নন্দজলাল ।  
শিকদার বিখ্যাত নাম বোদোরোতে ভাল ॥  
গ্রহণে মণিরাম ঘোষ বড়ই মধুর ।  
রসেতে গোবিন্দ রুদ্র স্থিতি সেকপুর ॥  
গঙ্গা বীরনারায়ণ রামশঙ্কর দত্ত ।  
কাশী বলে তৃতীয় পুত্র হইল মুখ্যত ॥

রামদেবের ২য় পুত্র ২২প বাকো'মু বলরাম  
বাড়ি মুখ্য বলরাম দ্বিতীয় নন্দন ।  
দানহীন রামকানাই ঘোষেতে গ্রহণ ॥  
শৌর্যকুলে গ্রহণ করি কুলে হইল ডাক ।  
কাশীরাম বসু বলে পুত্রজান মাত্র পাক ॥

শ্রীমুখ বসুর ২য় পুত্র বাকো'মু ২০প রূপরাম  
বাড়িকুল-বসু রূপরাম ।  
রামকৃষ্ণ পাইয়া দান ।  
শ্রীরামজীবন কেনারাম ।  
সন্তোষের বাড়ি মান ।

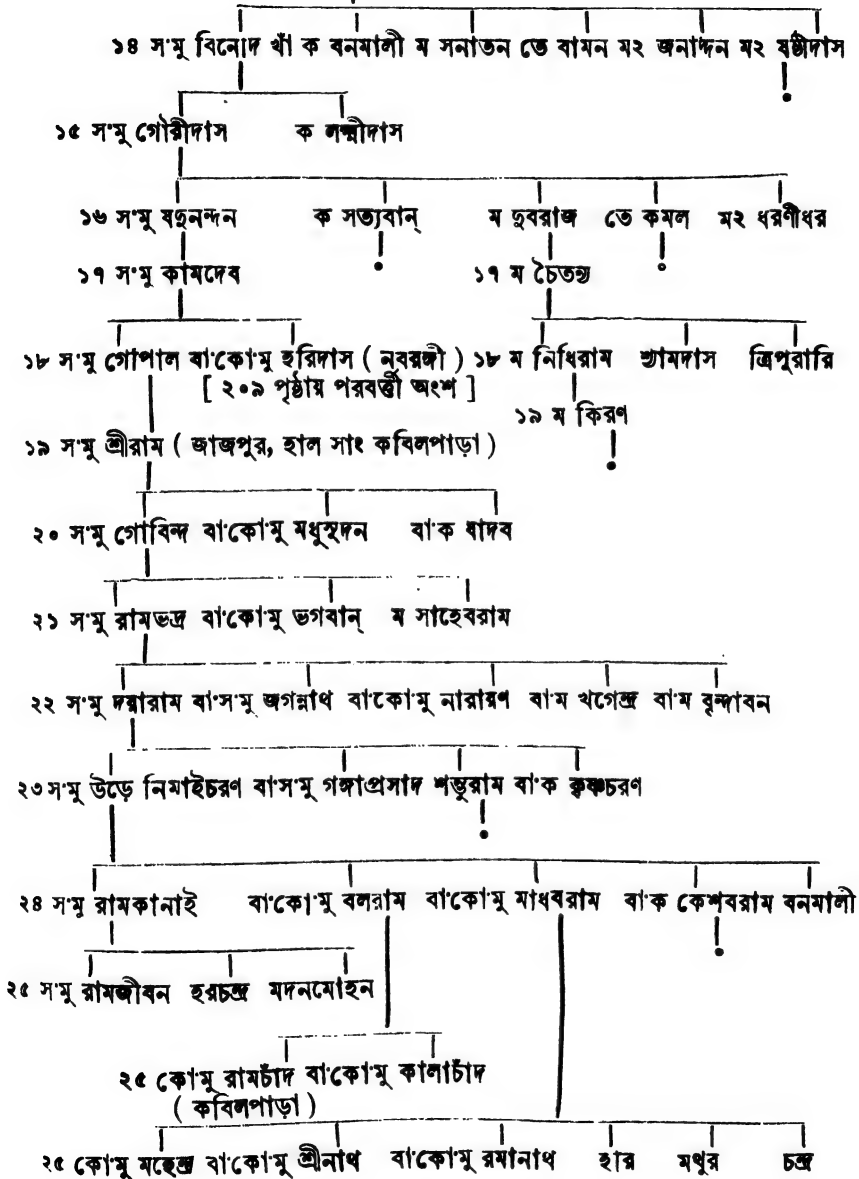
পাছে দেখি শ্রামদাস      পরিপূর্ণ হইল আশ  
রামকৃষ্ণ আদান প্রদান ।

সার্কটোয় বলেন শুন      শ্রীমুখ বসুর পুণ্য  
সন্তোষ রসের সিদ্ধ পান ॥

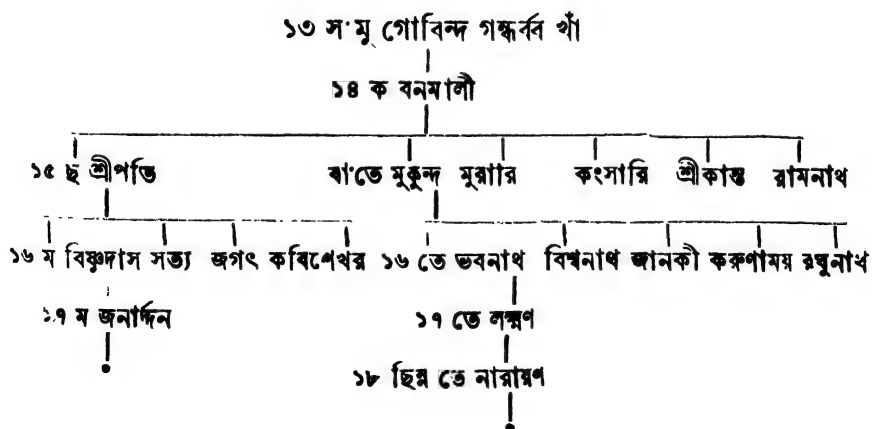
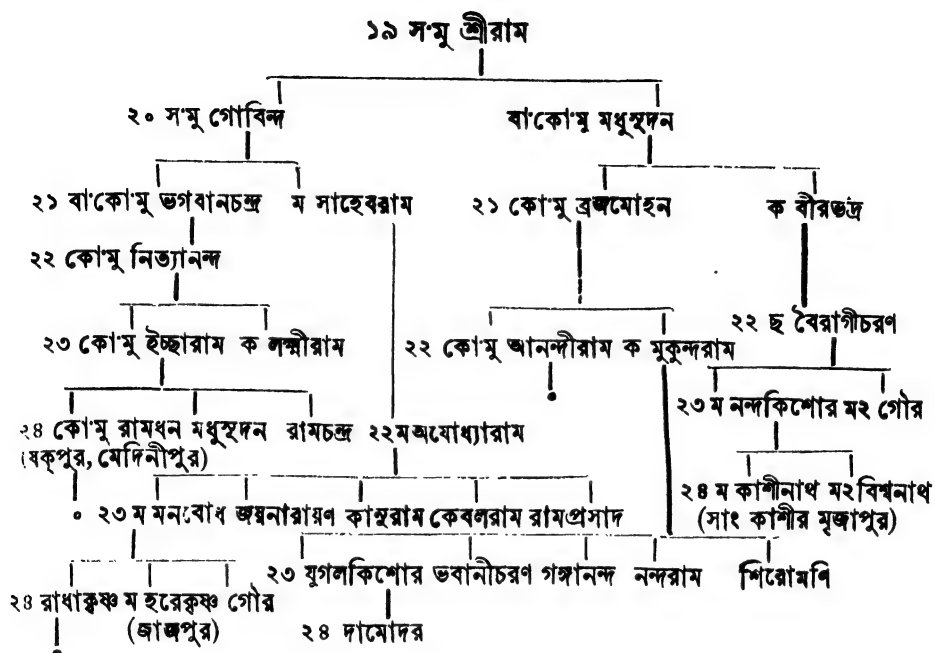
ভৎসুত ২১প রামশরণ  
রামশরণ বসুর কুল কর অবধান ।  
অবিভ্রমানে বাড়াইলে মিত্র শ্রামদাস ॥  
গ্রহণে পাইল মুখ্য নরসিংহ ঘোষ ।  
কেশরী বলেন বসুর দান অংশে ঘোষ ॥

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

## ১৩ স'মু গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁ [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

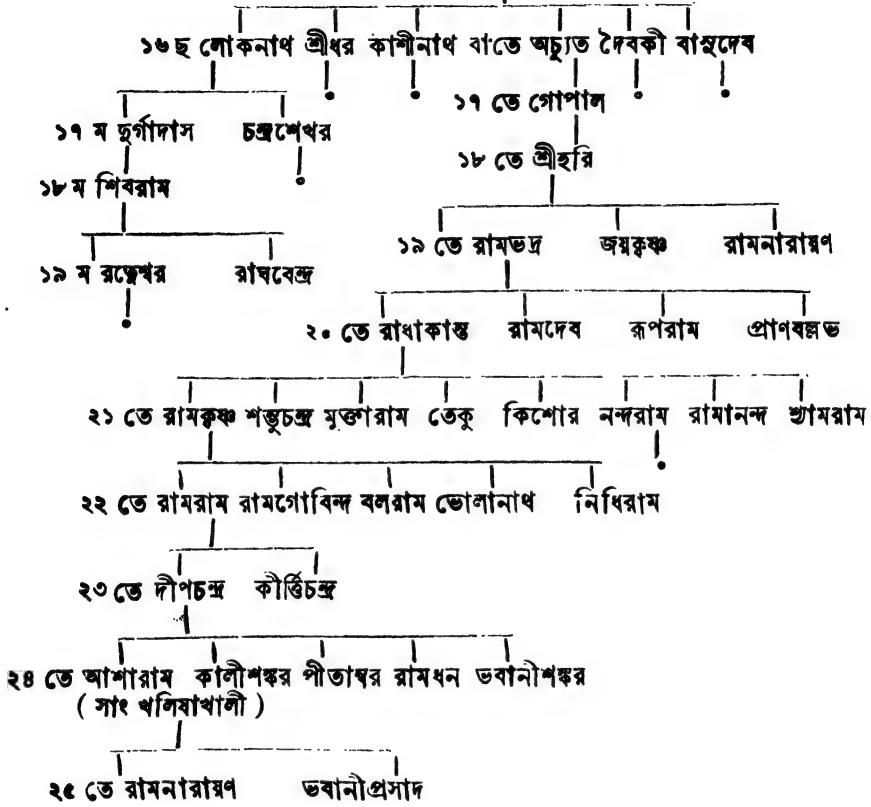




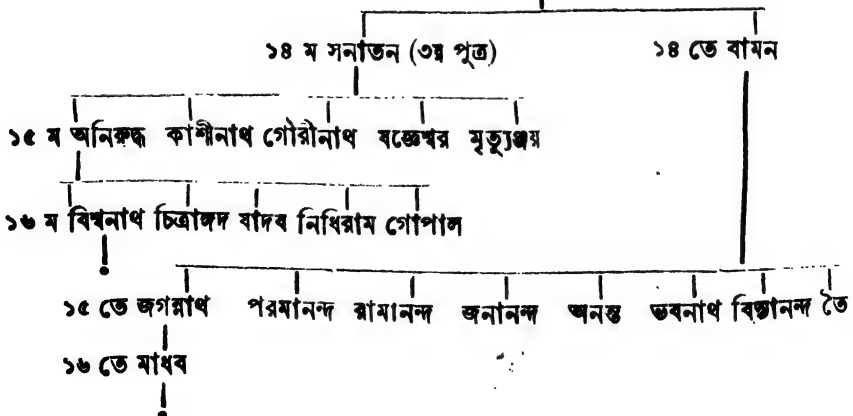
মহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গঙ্গবর্ষ খাঁর বংশ

## ১৪ সন্মু বিনোদ থা

## ১৫ ক লক্ষ্মীধাস (২য় স্ত্রুত)

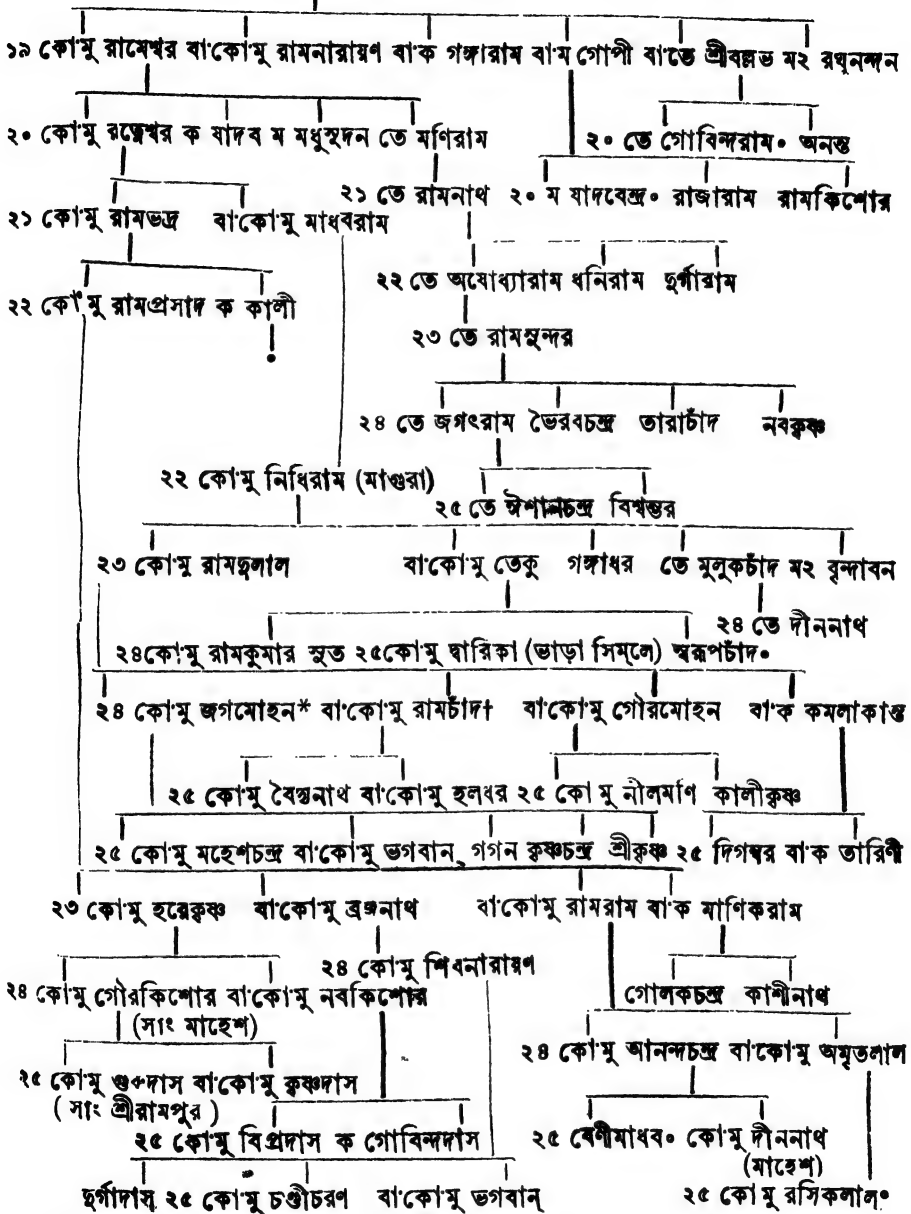


## ১৩ সন্মু গন্ধর্ব থা



## মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

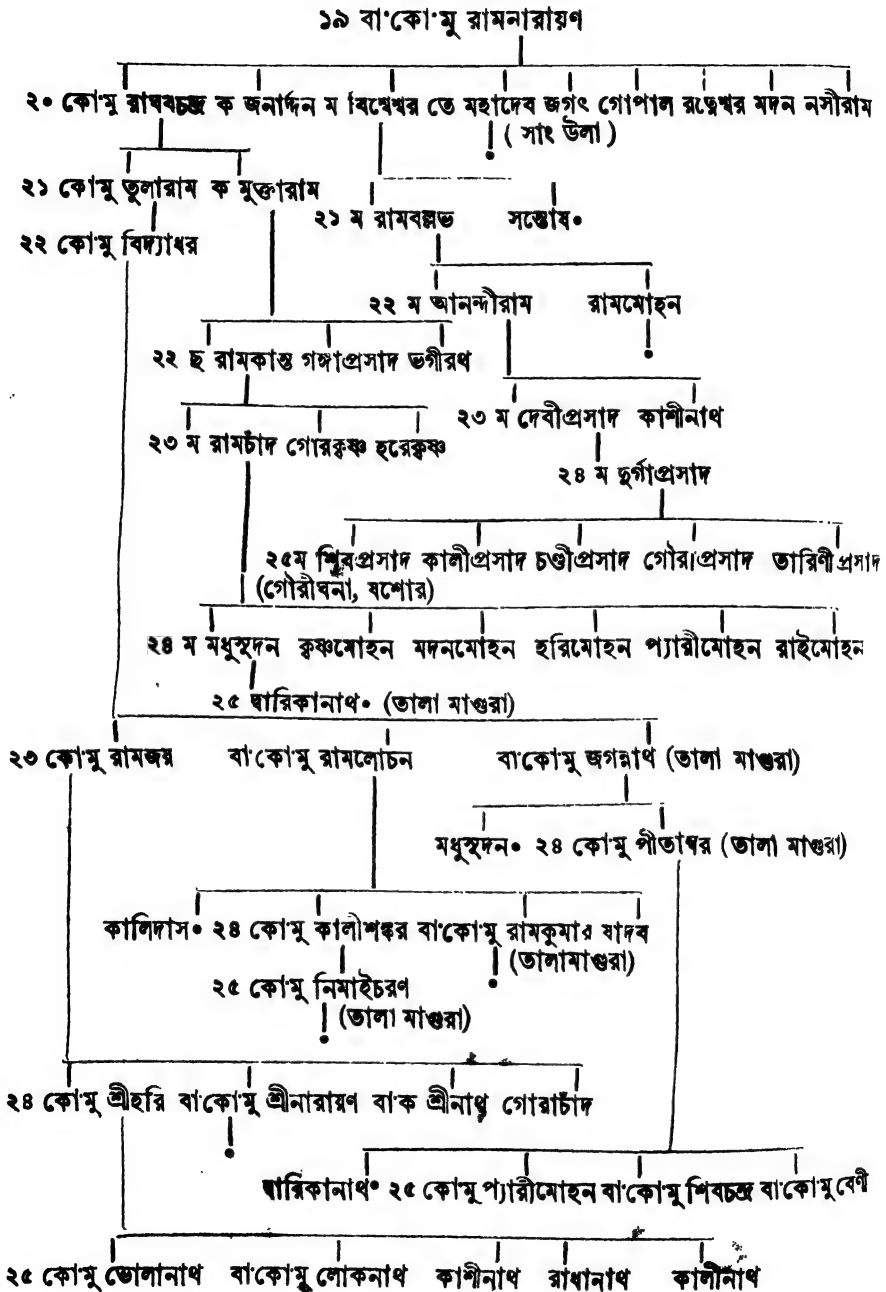
১৮ বা'কো'মু হরিদাস ( নবরঙ্গী ) [ ২০৫ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]

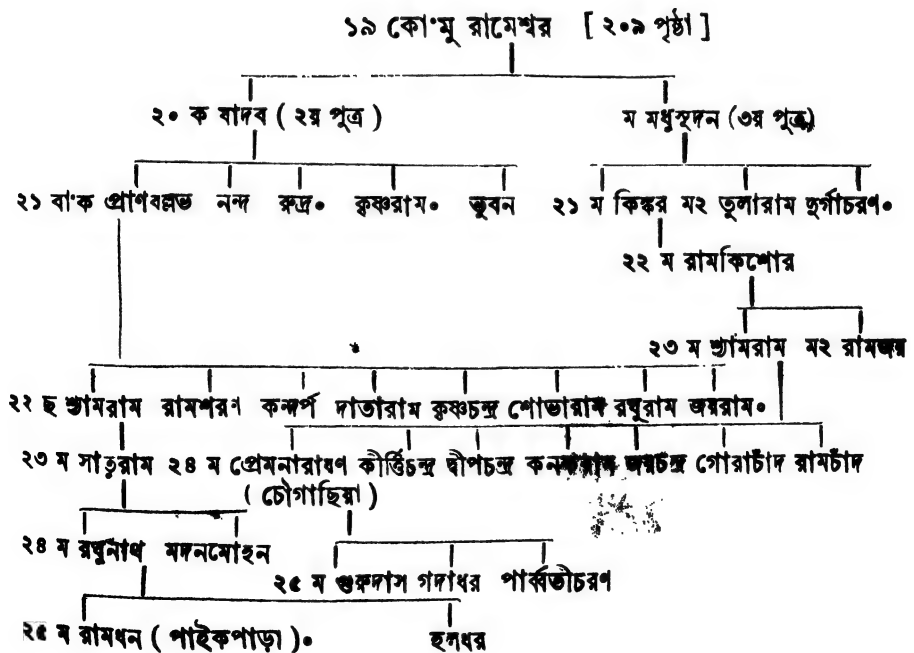
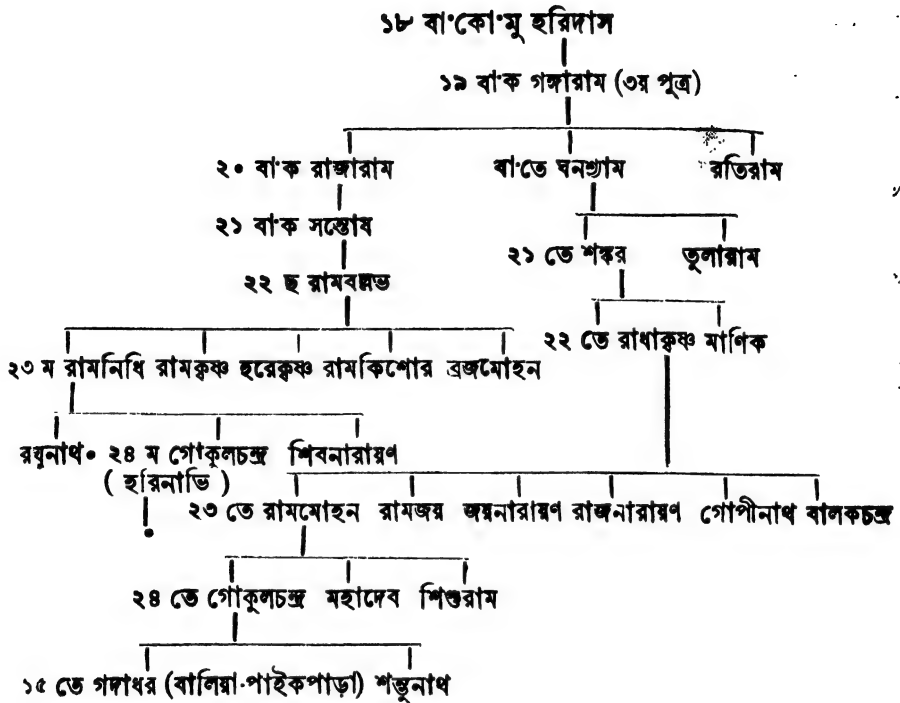


\* মৃত্যুত কার্য-কারিকার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ হলে মধুসূদন, কৈলাশচন্দ্র, হলধর ও ভগবান আছে।

† মৃত্যুত কার্য-কারিকার রামচাঁদের পুত্র—কো'মু নবানন্দ ও বা'কো'মু কৃষ্ণন।

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ



মাতীনগর-সমাজ - গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব ঠাঁর বংশ



## গৌৰিচন্দ গঙ্গবর্ক খান ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশনির্ণয়

১৩প স'মু গঙ্গবর্কখানস্ত কুলং

কাকুস্থবোষতনয়ে তনয়াশ্রদায়  
প্রাণাগিকীং যদপি তত্র কচিং নখাতু ।  
তন্ত্রাত্মজা গ্রহণতো ন চ তোষমাণ  
গঙ্গবর্কখানবস্তুজঃ নতু দানহীনঃ ॥  
শ্রীসর্ববোষতনয়াং তনয়েন নীচা  
ভূয়ো বিভাতি স্ততরাং স্বপদে প্রতিষ্ঠঃ ।  
পর্য্যাপ্ত তনয়াং স পরাশরস্ত  
জগ্রাহ মালাধরজাং খলু মুখ্যবর্ধ্যাঃ ॥  
দৈত্যারিষোষং সংপ্রাপ্য চতুর্থগ্রহণেন চ ।  
গঙ্গবর্কো বিপ্রভক্তোহপি বিপর্য্যয়ে কুলস্থিতঃ ॥

তৎসম্বত ১৪প স'মু বিনোদখানস্ত

বিনোদখানঃ সহজাগ্রগণ্যো  
দানেন লক্ষা গুণরাজবোষং ।  
বভৌ ততঃ শ্রীভবনাথবোষং  
সংপ্রাপ্য মুখ্যো ন চ তোষমাণ ॥  
ররাজ বিবেকবোষকজ্ঞাং  
সংগৃহ্য খানঃ প্রণবঃ প্রতিষ্ঠঃ ।  
অবিত্তমানো ভবনাধমিজ্ঞং  
সংপ্রাপ্য লেভে নচ স্ত প্রতিষ্ঠাং ॥

তৎসম্বত ১৫প স'মু গৌরীদাসস্ত

বস্তুশ্চৈব গৌরীদাসাখ্যচ্চ মুখ্যঃ  
প্রদানাত লেভে মুদং কৃষ্ণমিদ্রে ।  
ততো মাধবোহসৌ ভূশং দীপ্যমান-  
স্ততো মিত্রলক্ষ্মীপতৌ কান্তবোষে ॥  
ততো বলভেহসৌ গুণং নো বিধতে  
ততো মুখ্যবর্ধ্যো জগন্নাথকে চ ।  
গৃহীত্বা চ লক্ষ্মীপতিং বোষবর্ধ্যং

মুদং নো বিলেভে ততঃ কোমলক ॥

ততো বাসুদেবে ভূশং রূপরাজে  
বিরেজে চ খানকুলেহসৌ বরিষ্ঠঃ ।  
জগদ্বোষকজ্ঞাং গৃহীত্বা নরেন্দ্রে  
নবাঙ্গেন ভঙ্গে যতো ভৈরবী চ ॥

তৎসম্বত ১৬প স'মু বহনন্দনস্ত

মুখ্যঃ শ্রীবহনন্দনো বিজয়তে যন্তো ধরামণ্ডলে  
দানেনৈব মহাবিশাঃ কৃতিবরঃ সংকীর্ত্তমাংস্তো  
মহান্ ।  
বোষং বদন্তভ্রমকং কৃতিবরং সংপ্রাপ্য মোহং গতৌ  
দানাদানবিধানতো বস্তুবরো তুষ্টিঞ্চ নাপংভূশং ॥

তৎসম্বত ১৭প স'মু কামদেবস্ত

মুখ্যঃ শ্রীকামদেবঃ সকলগুণযুতো ধার্মিকঃ  
সত্যবাদী ।  
দত্তা কজ্ঞাং নরেন্দ্রে সহজকুলভবো বোষবজ্ঞেশ্বরায়  
আদানাং কৃষ্ণবোষং বস্তুকুলতিলকঃ প্রাপ্য  
মোহং গতৌহসৌ ।  
গৃহ্ন বোষাগ্রগণ্যং স কিল রত্নপতিং লক্ষকীর্ত্তি-  
বিভাতি ॥  
উৎখাতঃ কৃষ্ণবোষোহপি মুখ্যতাং প্রজহৌ তদা ।  
অনন্তবোষং সংপ্রাপ্য নরেন্দ্রে বস্তুপূজবঃ ॥

তৎসম্বত ১৮প স'মু গোপালস্ত

গোপালো ব'মুখ্যকঃ কুলভূতাং  
যান্তো ধরামণ্ডলে ।  
দানেনৈব চ দীনহীনমহিমা স বিপ্রভক্ত স্বয়ং ॥  
আদাং কিল চণ্ডিদাসতনয়াং সংপ্রাপ্য  
রেজে ভূশং ।  
চণ্ডিদাসস্ততাং ততোহপি সহসা গৃহ্মঞ্চ মোহংগতঃ ॥

তৎসুত ১৯প স'মু ত্রীরাযত  
বহুত্ৰীরায কিতো লক্ষকীৰ্ত্তিঃ  
প্রদানাদ্বিরেজে স গোপীশবোবে ।  
ততোহসৌ নরেন্দ্ৰে ভূশং রাঘবেন্দ্রে  
গৃহীত্বাচ বিষ্ণুং যতঃ কোমলকঃ ॥  
রাধাকান্তসুতাং পাপ্য দ্বিতীয়গ্রহণেন চ ।  
উভয়ো ন' গুণং লেভে সহজং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥

তৎসুত ২০প স'মু গোবিন্দস্য  
গোবিন্দঃ কুলভূষণঃ কুলকৃত্তী ধনোহি ভূমণ্ডলে  
গোবিন্দং পরিগম্য বাসবমতো ত্রীরাযভদ্রং ততঃ ।  
দানাত্ সোপি ন রাজতে বিধিৰশাং মিত্রং  
জগন্নাথকং ।  
সংপ্রাপ্তো বহুপুঙ্গবো গ্রহণতো  
ময়োহি মজ্জাযুধো ॥

কামদেবসুত ১৮প বা'কো'মু হরিদাসস্য  
মুখ্যত্ৰীহরিদাসকো বিজয়তে সংবর্দ্ধমানঃ স্বয়ং  
চণ্ডিদাসগুণোত্তরং স্কৃতিবরং সংপ্রাপ্য দানাদভৌ ।  
বংশীবোমবরং শিবং কৃতিবরং গোপালবোমং  
ততো  
রাজেন্দ্রং প্রকৃত্যধিগম্য বহুবরো লকাচ ভাগোন বা ॥  
দোত্যর্থং সুশুভে প্রদানঃ বিধিনা ত্রীচণ্ডি-  
দাসসন্ততো  
গোপালং খলু কোমলগ্রহণতঃ ত্রীরাযচন্দ্রে মহান ।  
তদাদবঃ কিল কোমলত্বমগমং মুখ্যোহি চন্দ্রোপমঃ  
তৎপশ্যং জয়দোবকং কৃতিবরং রূপকমিত্রং ততঃ ॥  
লকা সোপি বিরাজতে গ্রহণতঃ ত্রীচন্দ্রবোমং মুদা  
দত্ত্বা বোমবরাজিতাং কুলকৃত্তী ধনোহি পুণ্যেন বা ॥

তৎসুত ১৯প কো'মু রামেশ্বরস্য  
বহুঃ সোপি রামেশ্বরো ভূরিভেজাঃ  
প্রদানেন লকা কিতো পার্শ্বতীক ।

নরেন্দ্ৰে স্মুখাঃ সদাষিপ্রোক্ত-  
ততোহসৌ বিরাজে মুদা রাঘবে চ ॥  
ততশ্চৈব রাধাপত্যো সোপি লজ্জাং  
প্রপেদে মুদং ত্রীরাযভদ্রভে চ ।  
ততো রামচন্দ্রং গৃহীত্বা চ মিত্রং  
প্রপেদে মুদং কাক্ষীগীনাথকেন ॥

তৎসুত : ০প কো'মু রত্নেশ্বরস্য  
বহুশ্চৈব রত্নেশ্বর পণ্যকর্মা  
যশো নোপলেভে মধৌ বোমকে চ ।  
নতুষ্টিং প্রপেদে মণৌ বোমবর্যো  
ততোহসৌ ন ভোবং রমেশে চ বোমো ।  
ততঃ সাধুশীলে মহাদেববোমো  
গৃহীত্বা গুণী ত্রীমতরামকৃষ্ণম্ ॥

তৎসুত ২১প কো'মু রামভদ্রস্য  
বভৌ গোকুলে ত্রীমতো রামভদ্রঃ  
প্রদদান্নতোষং যবৌ নন্দরামে ।  
ততো রামদেবং গৃহীত্বা ন তুষ্টিং  
গতঃ সোপি মুখ্যো বহুঃ সাধুশীলঃ ॥  
১৮প হরিদাসসুত ১৯প বা'কো'মু রামনারায়ণস্য  
ত্রীরামনারায়ণ ইন্দুকীৰ্ত্তি-  
বংশঃ সুরাশীং গ্রহণাং প্রপেদে ।  
গোশ্বামিবোমো প্রকৃতপ্রদানে  
বিরাজিতো বর্দ্ধিতকোমলাগ্রগায়াঃ ॥

তৎসুত ২০প কো'মু রাঘবস্য  
হুলালে পরিবর্তেন রাঘবো নো যশো যবৌ ।  
রত্নেশ্বরে কনিষ্ঠে চ বাগবে মুখ্যকে যশঃ ॥

সমু গন্ধৰ্ব্ব ঋগ্-সূত ১৪প ক বনালিবসোঃ কুলং

বনমালিস্তাদানাদেবরাজবহুতমঃ ।

যোষে চাপ্রত্যয়ে পশ্চাদত্যর্থং গুণমাদদে ॥

গ্রহণাদেবরাজোহপি মুখ্যে চৈব মুদং লভেৎ ।

দানাদানেন সংগ্রীতো যথা ভাতি দিবাকরঃ ॥

শ্রীপতিস্তস্ত পুত্রোহভ্বকুন্দশ্চ ততঃ পরং ।

খ্যাতঃ কংশারিনামা চ শ্রীকান্তো রামনাথকঃ ॥

তৎসূত ১৫প হ শ্রীপতিবসোঃ কুলং

শ্রীপতিদানহীনোহপি গ্রহণাৎ কিরণে বভৌ ।

বিষ্ণুদাসস্ততো জাতো সত্যবান্ তৎপরে জগৎ ॥

তৎসূত ১৬প য বিষ্ণুদাসস্ত

বিষ্ণুদাসো বশো লেভে হৃদয়েহপি প্রদানতঃ ।

রামভদ্রসূতাং গৃহ্ন মুমুদে বহুসম্ভবঃ ॥

তৎসূত ১৭প য জনার্দনস্ত

জনার্দনোহপি তৎপুত্রো দানহীনোহভবৎ পুরা ।

গ্রহণাজ্ঞানকীং প্রাপ্য বংশহীনো বহুতমঃ ॥

১৪প ক বনমালীসূত ১৫প তে মুকুন্দস্ত

মুকুন্দঃ ভবনাথশ্চ রূপরাজেন সদ্গুণী ।

মুকুন্দো বামনঃ লক্ষা যজ্ঞে চ কুলবামনঃ ॥

তৎসূত ১৬প তে ভবনাথস্ত

দদ্বা নারায়ণো যজ্ঞো ভবনাথবহুমান্ ।

গোপালমিত্রযোগেন জগাম কুলকুর্ভুতাং ॥

১৪প সমু বিনোদসূত ১৫প ক লক্ষ্মীদাসস্য

দানেন হীনঃ খলু লক্ষ্মীদাসঃ

পুত্রোহপি জাতঃ কিম্ লোকনাথঃ ।

আদার লক্ষ্মীপতিদাসযোষং

পুনর্মুকুন্দে দ্বিতীয়ককারঃ ॥

তৎসূত ১৬প হ লোকনাথস্য

শ্রীলোকনাথে বহুরেব দানাং

সঙ্কেতযোষমুদমাপ হৃষ্টঃ ।

প্রতিপ্রদানাং জগদাদিনন্দে

গ্রহাঙ্ককাশে বলভদ্রযোষে ॥

তৎসূত ১৭প য তুর্গাদাসস্য

তুর্গাদাসঃ খলু দানহীনঃ

পুত্রোহপি জজ্ঞে শিবরামনামা ।

শ্রীবিষ্ণুদাসে গ্রহণঞ্চ কৃৎস্না

ন রাজতেহসৌ বহুবংশজন্মা ॥

তৎসূত ১৮প য শিবরামস্য

দানেন লক্ষা সতু রূপমিত্রং

গুণং প্রপেদে শিবরামকোহপি ।

পুত্রোহপি যজ্ঞেশ্বর(\*)বংশহীনো

জগ্রাহ যোষং কিল কালিদাসং ॥ (বংশাভাবঃ)

সমু গৌরীদাসসূত ১৬প ক সত্যবাণস্য

সত্যবাণিকপুত্রবঃ স্বয়ং দানতঃ খলু রূপরাজকে ।

রাজতে চ বহুসম্ভব ক্ষিত্যবাদদে সতু যোষনাথবৎ ॥

(বংশাভাবঃ)

বাকোমু হরিদাসসূত ১৯প বাক গঙ্গারামস্ত

গঙ্গারামোতিহৃষ্টঃ সকলগুণযুতঃ পার্শ্বতীদাসযোষো

দদ্বা তুষ্টিং প্রদানাং ৩ লক্ষতিনিপুণঃ শ্রীলব্ধাবনে চ ।

আদানাং বিষ্ণুদাসে গুণমপি জগৃহে যোষবর্ষো

স্বমুখো

পুত্রো রাজাদিরাম সমজনি ভুবনে

বিপ্রসেবামুরক্তঃ ॥

তৎসূত ২০প বাক রাজারামস্ত

স্বমুখো যথো যোষকে দানতোহসৌ

ততো নন্দনাথ্যে গুণী লক্ষকামঃ ।

(\*) কুলপঞ্জিকায় পাঠান্তর রতেশ্বর ।

গ্রহান্তেকুমিত্রে সন্ধানার হর্ষং  
গতঃ শ্রীলরাজাদিরামঃ কনিষ্ঠঃ ॥

তৎস্মৃত ২১প বাক সন্তোষস্ত  
স্মৃতস্তস্ত সন্তোষকো দানহীনো  
গ্রহাৎ কৃষ্ণমিত্রে মৃদকাপমুখ্যে ।  
ক্ৰিতাবেব ধন্তঃ স্মৃতস্তস্য জাতো  
বহুবলভো রামপূর্ষঃ স্মধীরঃ ॥

বাক গঙ্গারামস্য ২২ স্মৃত ২০প বাতে ঘনশ্রামস্য  
রাধাকান্তেন গোবিন্দাৎ ঘনশ্রামো বিরাজতে ॥  
কোমু রামেশ্বরস্মৃত ২০প ক যজুবসোঃ কুলং  
শ্রীষাণ্বেকো মধুরেশমাপত  
দানেন মিত্রং বহুকঃ স্মধীরঃ ।  
আদানতঃ শ্রীযুতরামকৃষ্ণে  
গুণং বিধন্তে ন চ দানতোহপি ॥  
প্রাণবল্লভনামাচ নন্দরামস্ততঃ পরং ।  
কদ্দোহপি কৃষ্ণরামশ্চ ভুবনস্তস্য দেহজাঃ ॥

তৎস্মৃত ২১প বাক প্রাণবল্লভস্য  
জাতঃ শ্রীযুতপ্রাণবল্লভ ইহ খ্যাতোহি ভূমণ্ডলে ।  
ঘোষে শ্রীজগদীশকে গুণযুতো দানেন  
তোষণং গতঃ ॥

আদানাত্ত বিরাজতে সচ জ্ঞানী রাজাদিরামে ভূষণং ।  
পুত্রাঃ শ্রীযুতশ্রামরামপ্রমুখাঃ রেজুঃ  
পৃথিব্যাং গুণৈঃ ॥

সমু গঙ্করুর্ধ্ব-স্মৃত ১৪প ম সনাতনবসোঃ কুলং  
সনাতনে পুরন্দরে প্রদানতো মৃদং কবো ।  
গণেশকে প্রতি প্রদাত্ততোহপি গৌরীদাসকে ॥  
আদানতো গণেশকং বিলভ্য ঘোষসম্ভবে ।  
স্মশোভতে সমুত্তমঃ সদাহি বিপ্রভক্তকঃ ॥

তৎস্মৃত ১৫প ম অনিরুদ্ধস্য  
অনিরুদ্ধপ্রদানেন ঘোষপদানেন ততঃ ।

ছকুঘোষে তথা সূর্যো মিত্রে কান্ধীপতো মহান্ ॥  
রামভদ্র সমালেভে গ্রহণাবসুপুঙ্গবঃ ।  
বহুবিন্ধনাথশ্চ বহুশ্চিত্রানন্দঃ স্মতো ॥

তৎস্মৃত ১৬প ম বিশ্বনাথস্য  
তস্যাত্মজঃ শ্রীবৎস বিশ্বনাথো  
দানাৎ শিবানন্দ পরাপঘোষণং ।  
গৌপীপতো সংপ্রতিসারিণীক  
শ্রীরাশভদ্রে গ্রহণককারঃ ॥ (বংশান্তাবঃ)  
১৫প সমু গৌরীদাসস্মৃত ১৬প ম হুবরাজস্য  
সমুত্তমশ্রীহুবরাজ এবো দানাজ্জগন্নাথ-  
মবাপমিত্রং ।  
আদার গোপীজনমিত্রকন্তাং নরাজতেহসৌ  
সহি মুখ্যস্মৃতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৭প ম চৈতন্তবসোঃ  
চৈতন্তোহপি গুণং লেভে ত্রৈলোক্যে ঘোষসম্ভবে ।  
চণ্ডিদাসপ্রতাপ লক্ষা রাজতে ঘোষসম্ভবে ॥

তৎস্মৃত ১৮প ম নির্ধিরামস্য  
তস্যাত্মজঃ শ্রীনিধিরেব ধন্তো  
মুরারিঘোষে বিততার দানে ।  
শ্রীবাসুদেবস্য স্মৃতাং গৃহীত্বা  
নিদাং প্রপেদে সচ বংহীনঃ ॥

১৩প সমু গঙ্করুর্ধ্ব-স্মৃত ১৪প তে বামনখানস্ত  
রঘুত্রিপুরঘোষজা পুনর্দামোদরেণ চ ।  
নিদ্ভিতো বামনঃ খানো গঙ্করুর্ধ্ব তনুত্তমঃ ॥

তৎস্মৃত ১৫প তে জগন্নাথস্য  
কিরণেন সমাবোগাং জগন্নাথঃ কুলাগ্রণী ।  
ক লক্ষীদাসস্মৃত ১৬প বাতে অচ্যুতস্ত ॥  
চন্দ্রেন বাসুদেবেন অচ্যুতঃ পরিনিদ্ভিতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৭প তে গোপালস্য  
বল্লভেন লোচনেন গৌরীঘোষেন তৎপরং ।

তুর্ধ্যতাং করন্মাস গোপালো গুণসংযুতঃ ॥

তৎসুত ১৮প তে শ্রীহরিবসোঃ  
নিম্নিতো রামমিজে ন কালিদাসাং হরিম হান্ ॥

বটক সার্কভৌম প্রভৃতির ঢাকুর বা বাঙ্গালা কারিকায় এই বংশের এরূপ অংশ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে—

১৩প গোবিন্দ গন্ধর্কখান্

প্রায়াগিকে কাকুৎস্থ ঘোষে দান দিলা গন্ধর্কখান্ ।  
তার কত্তা গ্রহণ করি কুলে অপমান ॥  
ক্ষোমা দোষে দোষী ছিল সর্কানন্দ ঘোষ ।  
তার কত্তা গ্রহণ করি কুলে পরিতোষ ॥  
অমোদ্বারে কুলরক্ষা সর্বলোকে কর ।  
ভাগ্যক্রমে মটী পরাশর তার দোজ যায় ॥  
তৃতীয় গ্রহণ মালাধর কুলে বড় দাপ ।  
চৌঠ গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ বুঢ়ার কুলের তাপ ॥  
সার্কভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
সর্কানন্দ ঘোষ তার রক্ষার কারণ ॥

তৎসুত ১৪প সমু বিনোদখান্  
গণপতি ঘোষে দান দিয়া পরিতোষ ।  
তৎপশ্চাৎ অবিত্তমানে ভবনাথ ঘোষ ॥  
বিশেষর ঘোষের কত্তা গ্রহণ কুলে বড় দাপ ।  
অবিত্তমানে ভবনাথ মিত্রের হইল লাভ ॥  
সার্কভৌম ঢাকুরী এই কর অবধান ।  
এ পর্যায়ে বিনোদখান্ সহজ-প্রধান ॥

তৎসুত ১৫শ সমু গৌরীদাস  
কৃষ্ণমিত্রে দান দিয়া প্রথম কুলের সাজ ।  
মাধব মিত্রে দোছেই দান বড়িয়া সমাজ ॥  
তৎপশ্চাৎ আর কাষ্য বড় চমৎকার ।  
লক্ষ্মীনাথ মিত্র শ্রীকান্ত ঘোষ সহর বজ্রমদার ॥  
পাঁচছেই বল্লভঘোষ দত্তিদারপুত্র ।  
অষ্টম গ্রহণ তারপর কাশীনাথ মিত্র ॥

তৎসুত ১৬প তে রামভদ্রস্য

পরশুরামসমাবোগাৎ রামভদ্রো বিরাজতে ।  
শ্রীরামে চ পুনর্দীনাং রামেশ্বরাং বিনিম্বিতঃ ॥

গ্রহণে লক্ষ্মীনাথ ঘোষের বাড়ীএ পরিতোষ ।  
দোজ গ্রহণ কনিষ্ঠকুল বাসুদেব ঘোষ ॥  
মধ্যাংশে রূপরাজ ঘোষ দিলা তৃতীয় দান ।  
চৌঠ গ্রহণ গুণ দিলা জগদানন্দ খান্ ॥  
পঞ্চম নরসিং মিত্র বড় মনোনীত ।  
অষ্টম গ্রহণ তারপর কাশীনাথ মিত্র ॥  
সার্কভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
দান্যাংশে শৌর্য তার নিশ্চিত গ্রহণ ॥

তৎসুত ১৬প সমু বহনন্দন

উখান মাত্র বহুবসু কুলে হৈলা তোষ ।  
আদান প্রদান তার বলভদ্র ঘোষ ॥  
সার্কভৌম ঢাকুরী এই কর অবধান ।  
নিন্দ্যাংশে কুল তার হই অধিষ্ঠমান ॥

তৎসুত ১৭প সমু কামদেব

বজ্রেশ্বর ঘোষে দান দিয়া ঘোষের পরাক্রম ।  
গ্রহণাংশে কৃষ্ণ ঘোষ এই মাত্র ভ্রম ॥  
দোজ গ্রহণ রত্ননাথ ঘোষ প্রকৃত কুলের সার ।  
ব্যতিক্রম কৃষ্ণঘোষ পাছে গেল তার ॥  
তৃতীয় গ্রহণ অনন্তঘোষ অবিত্তমানে জানি ।  
কামদেব কঙ্কর দানগ্রহণ সার্কভৌম ভণি ॥

তৎসুত ১৮প সমু গোপাল

দানহীন গোপাল বড় সর্বলোকে কর ।  
গ্রহণে চণ্ডীদাস মিত্র অবিত্তমানে তার ॥  
দোজগ্রহণ মধ্যাংশে কুল চণ্ডীদাস জানি ।  
নিন্দ্যাংশে কুল তার সার্কভৌম ভণি ॥

তৎসূত ১৯প সমু শ্রীরাম  
শ্রীরাম বসুর দান গোপীবোষ গুণ পান  
রাম বসু করে অহঙ্কার ।  
বিষ্ণুবোষে গ্রহণ দেখি রাধাকান্ত হৈল সুখী  
সার্কভৌম করিলা উদ্ধার ॥

তৎসূত ২০প সমু গোবিন্দ  
গোবিন্দ বসুর কুল কর অবধান ।  
গোবিন্দ বোষে দান দিখে বাড়ীএ সন্মান ॥  
দোছেই দিখে যত্নমিত্র করে অহঙ্কার ।  
তেছেই রামভদ্র মিত্র মধ্যাংশ স্নন্দর ॥  
তেকু মিত্রে গ্রহণ করি উদ্ধারিল তারে ।  
দীপ্তমন্তে হৈল কর্ম কোমলের ঘরে ॥  
ছই অঙ্গে কোমল কুল নাহি অভিমান ।  
নিন্দাংশে দানাদান কেশরী প্রমাণ ॥

মতান্তরে—

গোবিন্দের গোবিন্দ দান বোষেতে স্রসাজ ।  
তেকুমিত্র কৈল কুল গ্রহণাংশে লাজ ॥  
নন্দরাম মিত্র বলে শুন সভাজন ।  
দোজ দোছেই হীন বসুর কেবল গ্রহণ ॥

কামদেবের ২য় সূত ১৮প বা'কোমু হরিদাস  
হরিদাস বসুর কুল অতি সুপ্রকাশ ।  
প্রাণিকৈ প্রথম কত্তা রতিকান্তদাস ॥  
দান সাম্য মহৎগুণ হীরের গাঁথনৌ ।  
চণ্ডিদাসে আশুছেই অংশে সহজ গণি ॥  
দোছেই কত্তা বংশীবোষ কনিষ্ঠ অবতার ।  
তেছেই শিবদাস বোষ ছভায়া স্নন্দর ॥  
চোছেই গোপালবোষ গুণ অতিশয় ।  
তৃতীয় মুখ্যের হৈয়া চোছেই কত্তা লয় ॥  
উত্তর উত্তর কুল বুদ্ধিদানে অতিসাজ ।  
পাঁচছেই রাজেন্দ্রবোষ প্রকৃত মুখ্যরাজ ॥

ছছেই কত্তা গ্রহণ করে চণ্ডিদাস বোষ ।  
অবিহিত কার্য্যহেতু সবে বলে দোষ ॥  
গোপাল বোষ তেওজ পাছে ছেই লইয়া যায় ।  
মধ্যাংশ পাইলে গুণ নইলে অপনয় ॥  
না বুঝিএ কার্য্য করিলে দৈবদশা হয় ।  
ক্রমে কহিলাম কত্তা একাদশ এই ॥  
গ্রহণে রামচন্দ্র বোষ লৈল মনস্কাম ।  
না হৈল সহজার্থ কমলে বিশ্রাম ॥  
দোজ গ্রহণে জয়বোষ কনিষ্ঠ অবতার ।  
তৃতীয় গ্রহণ রূপমিত্র মধ্যম কুলবর ॥  
চৌঠ গ্রহণ চাঁদবোষ পাছে গেলা তরি ।  
নবরঙ্গ হৈল বসু সর্ব্ব অধিকারী ॥  
দানগ্রহণ করি হরি সভায় স্নন্দর ।  
রাশিচক্র মধ্যে যেন পূর্ণ শশধর ॥  
ষটক মিত্র নন্দরাম জ্ঞানেন কুলের ছবি ।  
বসুবংশে কমল কুল উদয় যেন রবি ॥

তৎপৌত্র ২০প কোমু রত্নেশ্বর  
রত্নেশ্বর বসুর কুল শুন দিয়া মন ।  
দান দিখে বাড়ীহৈলে শ্রীমধুসূদন ॥  
মণিরামে দোছেই দান পূর্ব্বদৃষ্টক্রমে ।  
তার পাছে রামেশ্বর ছেই ভঙ্গ ভ্রমে ॥  
ধনলোভে মহাদেব বোষের সাজন ।  
পঞ্চমুখে হরিনাম গায়েন অনুক্ষণ ॥  
তনয়া কমলা বনশ্রামে দিবে দান ।  
রামকৃষ্ণ গঙ্গাধরে করিলে আদান ॥  
সার্কভৌম বলেন হরিদাস পুণ্যবান্ ।  
উত্তর উত্তর কুল বুদ্ধি বড়ই সন্ধান ॥  
হরিদাসের পৌত্র ২০প কোমু রাঘব  
রাঘব বসুর কুল বড়ই স্নন্দর ।  
আগছেই ছলল মিত্র দোছেই রত্নেশ্বর ॥

মাহীনগর-সমাজ—পূরন্দর খান-বংশ

১০ বা'জামু গোবিন্দাথ পুত্রন্দর খান (নবরথী) [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ সমু কেশব ষাঁ (ছত্রী)      বা'কোমু নীলাধর ষাঁ      বা'ক ত্রিনিবাস ষাঁ      বা'ক নরহরি ষাঁ      বা'ক হরিহর ষাঁ

১৫ সমু ত্রিকৃষ্ণ (বিদ্যাসাধন)      বা'সামু চক্রপাণি (ছত্রনাথিহর)      বা'কোমু কামদেব (বিদ্যাসাধন)      বা'ক রতিনাথ (ছোট ঠাকুর)

[ ১২০ পৃষ্ঠায় পরবর্তী বংশ ]

১৬ সমু অনন্তরায়

১৭ সমু রঘুনাথ মল্লিক

১৬ কোমু গোপাল মল্লিক      ক মুকুন্দ

১৭ ছ শঙ্কর মল্লিক

১৮ সমু গোবিন্দচন্দ্র      গোপীনাথ      কমলকৃষ্ণ

১৯ সমু রামভদ্র

২০ সমু রামাবল্লভ      ক রত্নেশ্বর      বা'ক মধুসূদন

২১ সমু রাজারাম

১৮ ম রামকৃষ্ণ      রামেশ্বর রত্নেশ্বর      বিবেশ্বর      বৈদ্যেশ্বর

১৯ ম জগদ্বল্লভ      ম২ গোবল্লভ      সদ্ধাশিব      হরি

২০ ম কালীচরণ      রামজীবন      পঞ্চানন      রামশরণ      স্খাত্রায়      অনাকীর্ষক

২২ সমু হর্জারাম      বা'কোমু সীতারাম      বা'কোমু দ্বারদাস

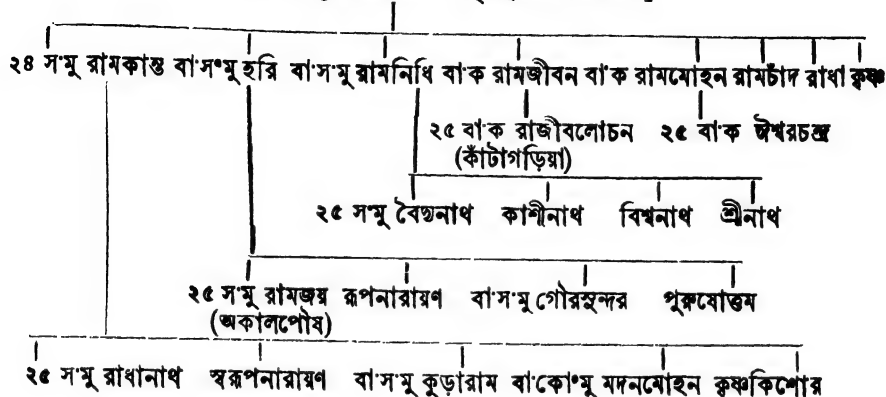
[ ২২০ পৃষ্ঠায় পরবর্তী বংশ ]

২৩ সমু গঙ্গারাম

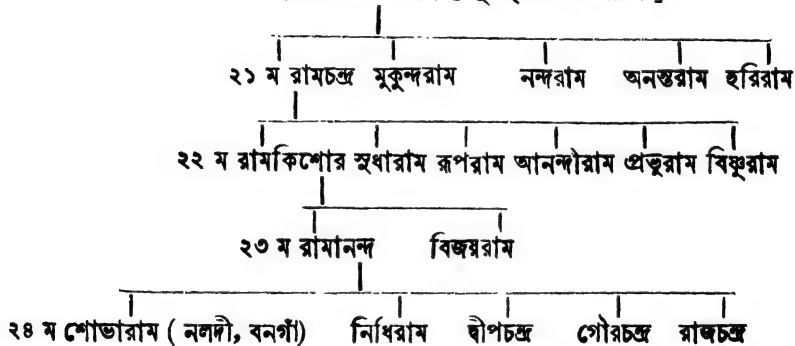
কালীচরণ

মাহীনগর-সমাজ—পুন্নন্দর খান্-বংশ

২৩ স'মু গজারাম [ পূর্বপৃষ্ঠার শেষাংশ ]

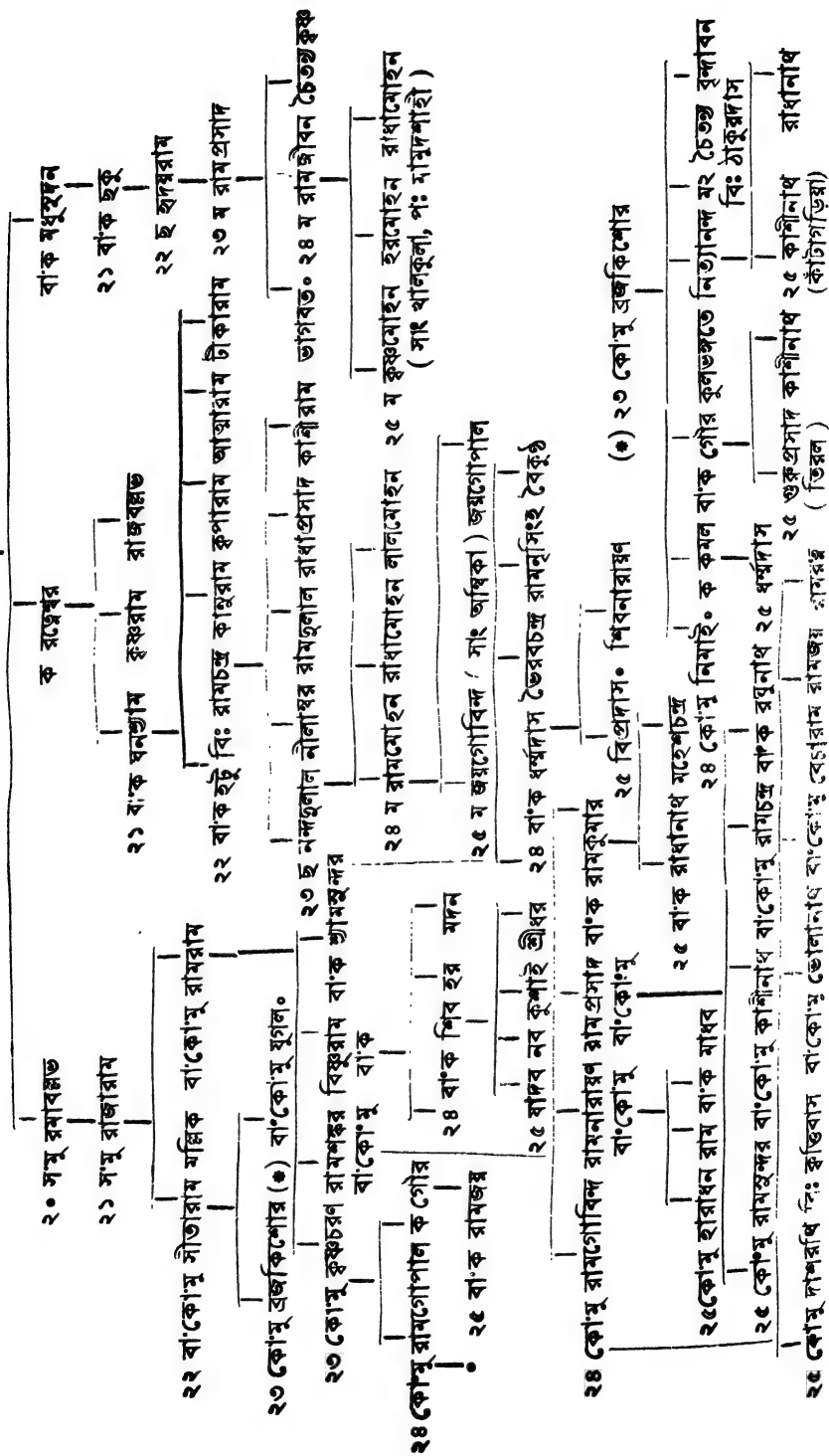


২০ ম কালীচরণ [ পূর্বপৃষ্ঠার শেষাংশ ]

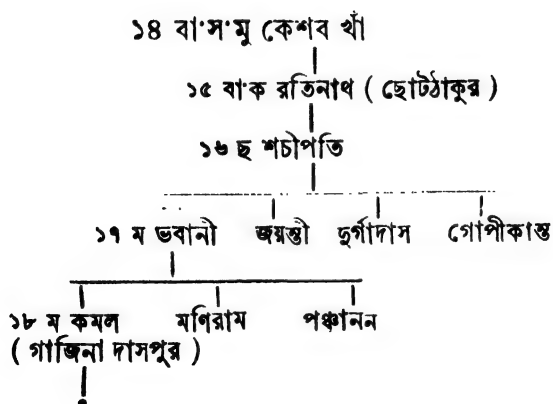
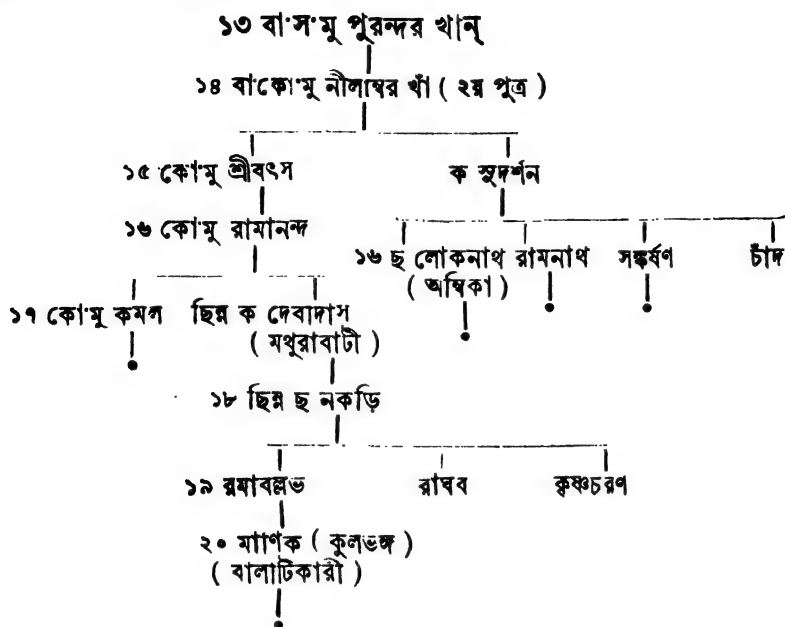




১৯ স.মু. রামভদ্র মল্লিক

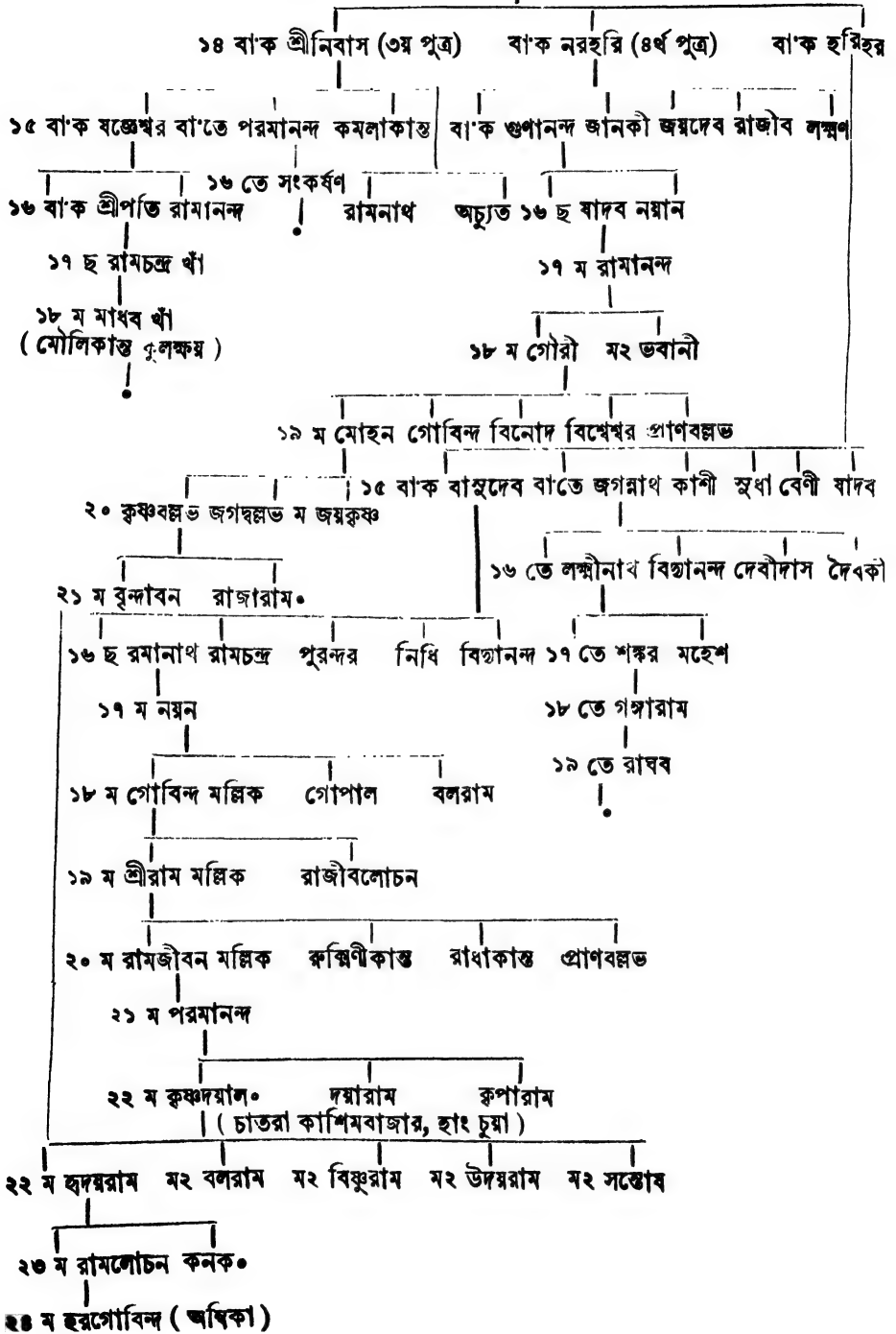


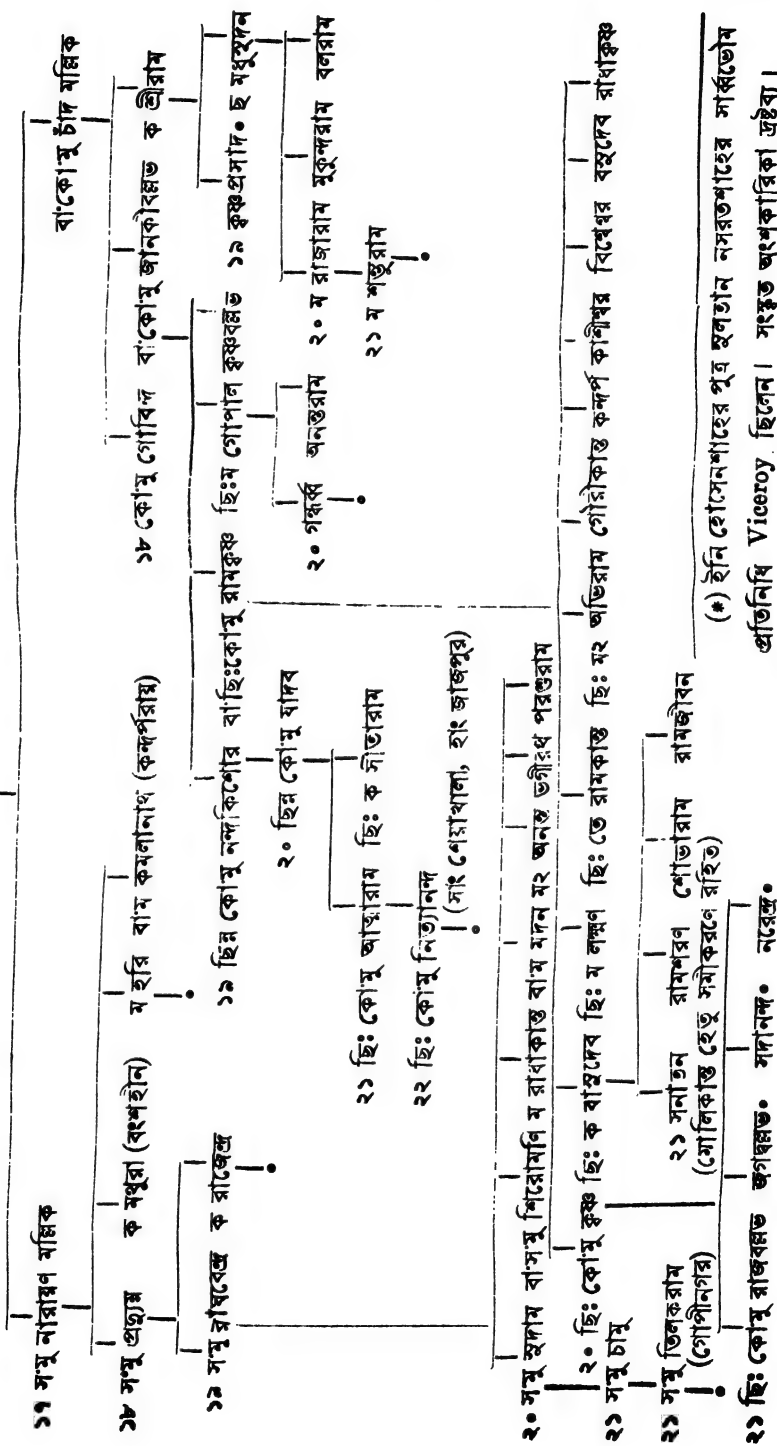
মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্



মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান-বংশ

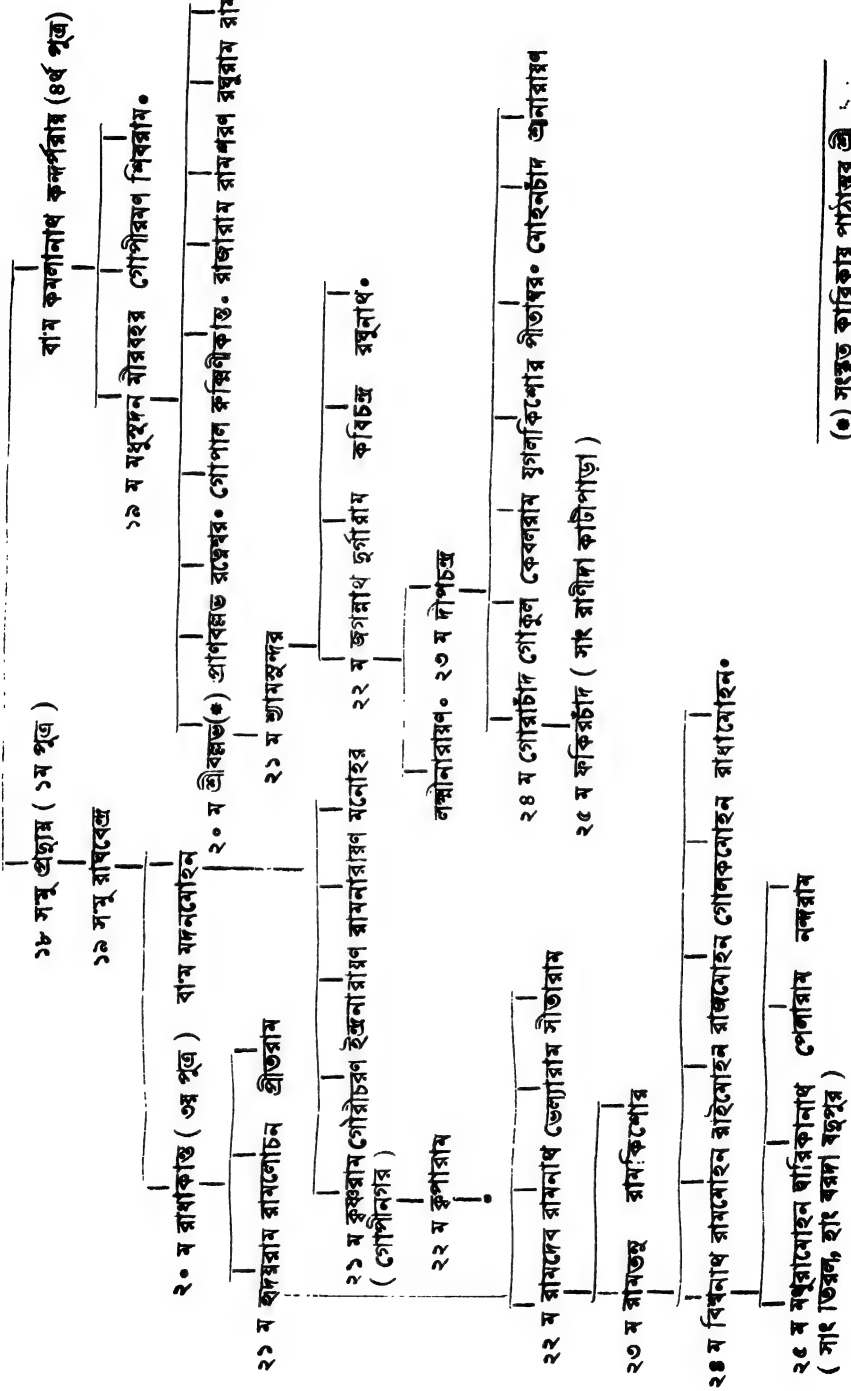
১৩ বা'স'মু পুরন্দর খান



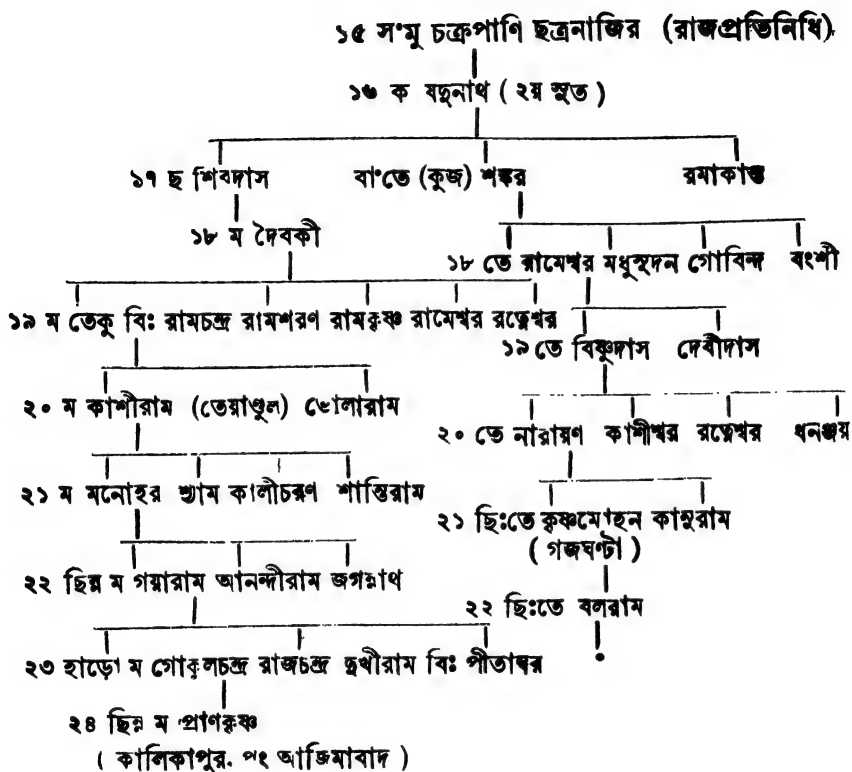


(\*) ইনি কোমেনশাহের পুত্র মুলতান নসরতশাহের সার্কভৈম প্রতিনিধি Viceroy ছিলেন। সংস্কৃত অংশকারিকা দ্রষ্টব্য।





মাদানগর-সমাজ—পুরন্দর খান-বংশ



## গৌপীনাথ পুরন্দর খান ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশনির্ণয়

১৩প বাসম্ পুরন্দরখানত কুলং

আসীং শ্রীপুন্দরঃ ক্রিতিলে ভূষেবসেবারতো  
বশক্রো কুলপৃথলাং গুণবতাং লোকৈরানন্দাং মুদা ।  
আদৌ ঘোষযুধিষ্ঠিরং বিতরণাং সংপ্রাপ্য শ্রীমন্তকং  
তৎপশ্যাৎ শিবঘোষকং কৃতিবরং মুখ্যকং

মোহং গতঃ ।

লক্ষা সোপি পরাশরাং সহজতাং শ্রেণীক

চক্রে তত-

তদ্বাদেঘোষভিষ্ঠী-পরাশরং কৃতিবরং ঐশান-  
ঘোষং মুদা ।

দেবেশং ক্রমশঃ প্রদানবিধিনা লেভে চ মালাধরং  
ভাগ্যাংসোপি গুণাকরং সহজকং জগ্ৰাহ মালাধরং ॥  
পশ্চাদ্বেঘোষপরাশরবরমহো লক্ষা চ মালাধরং  
সোত্যর্থং শুভতে স্বচাক্ষরমহিমা গোড়াধিকারী

বতঃ ।

তাক্ষা কোমলতাং ততঃ সহজতাং জগ্ৰাহ

ভাগ্যেন বা

চক্রেহসৌ নবরততাং কৃতিবরো যাত্তো হি  
গোষ্ঠীপতিঃ ॥

তৎসুত ১৪প সন্মু কেশবখানত

খানঃ কেশবসংজ্ঞকঃ ক্রিতিলে দানেন

হীনো মহা-

নাদানানিরুদ্ধমিত্রতনয়াং সংপ্রাপ্য তুষ্টিং যবৌ ।  
যঃ পশ্চাৎ কিল কংশমিত্র তনয়াকাদায় মুখ্যাগ্রণী  
ঘোবে ভাস্করসংজ্ঞকে বিজয়তে গৌরীশমিত্রে  
গ্রহাৎ ॥

তৎসুত ১৫ সন্মু অরুণবসোঃ

অরুণঃ কুলভূষণো গুণবতো বিশ্বাসখাসো মহান্  
দানাদানবিধানতঃ কুলকৃতী কৃষাদিনন্দং যবৌ ।  
কিংক্রমো বহিমানবত বিদিতো গোড়াধিকারী  
বতো

ভাগ্যাং সোপি বিরাজতে বসুবরো মুখ্যাগ্রগণ্যঃ  
ক্রিতৌ ॥

তৎসুত ১৬প সন্মু অনন্তরায়ত

শ্রীপতেন্তনয়াং পাণ্য নিন্দোহনং রায়কঃ  
সেনমুহুত্য়য়ং প্রাপ্য ভাগ্যেনাপি বিরাজতে ॥

তৎসুত ১৭প সন্মু রঘুনাথত

মুখ্যোহসৌ রঘুমল্লিকঃ ক্রিতিলে দৃষ্টা কুলং  
পৈত্রকং

সোত্যর্থং শুভতে প্রদায় তনয়াং রত্যাদি-

কান্তাশ্রজে ।

তৎপশ্যাৎ কমলাকরং বসুবরং ঘোষিত্বা রাঘবং  
সংপ্রাপ্তঃ কিল কন্তকাং বিধিবশাং ঘোষত

লজ্জাযুধৌ

ময়োহসৌ বহুপুংবো বিজয়তে প্যাদানদানাদপি ॥

তৎসুত ১৮প সন্মু গোবিন্দসা

প্রত্যয়ন্ত সুতাং লক্ষা রসেন গররাষকং ।

কোমলং মুখ্যমাসাত্ত গোবিন্দঃ শুভতে মুদা ॥

তৎসুত ১৯প সন্মু রামভদ্রবসোঃ

মুখ্যশ্রীযুতরামভদ্র উদিতঃ সংকীর্তিভাজাধরঃ

দক্ষা শ্রীজয়রাজে দ্বিহিতরং গোবিন্দমিত্রাশ্রজে ।

তুষ্টিনৈব যবৌ বতঃ সহজকঃ প্যাদায় গোপীসুতাং

তৎপশ্যাৎ মধুরাশ্রজাং গ্রহণতঃ সংপ্রাপ্য

মোহং গতঃ ॥

তৎসুত ২০প সন্মু রমাবল্লভত

খ্যাতঃ শ্রীলয়মাপতিঃ ক্রিতিলে ধন্তোহসি

ভূমণ্ডলে

দানেনৈব কুলোত্তবং বসুবরং সংপ্রাপ্য ঘোষং

শিবং ।

নোরেজে সত্ব কোমলং গ্রহণতো গোপাল-

ঘোষং মুদা

কাশীনাথসুতাং রসেন সহজঃ সংপ্রাপ্য

মুখ্যো বতৌ ॥

তৎসুত ২১প সন্মু রাজারামমল্লিকত

সরাজাদিরামঃ ক্রিতৌ পুণ্যশালী

নবাচং বিভেজে গুণং রামভদ্রে ।



ততো বোষণক্রয়কং সোপি লক্ষা  
ন তোষং বাণেশ্বরং বোষকঞ্চ ॥  
গৃহীত্বা চ বোবাধিপো রামদেবং  
প্রপেদে গুণং যো ভূষণং দীপ্যমানঃ ।  
রসেনাপি বাণেশ্বরং সোপি লক্ষা  
বিরেজে চ সিংহং সদা কীৰ্ত্তিমন্তং ॥

সমু কেশবন্ত ২য় স্ত ১৫প বা'সমু  
ছত্রনাজীর-চক্রপাণি-বসোঃ  
মুখ্যঃ শ্রীচক্রপাণিৰ্বসুযুক্তমণিছত্রনাজীরনামা  
গৌড়ানাং সার্বভৌমপ্রতিনিধিরভবৎ  
সৰ্বকাৰ্য্যাধিকারী ।  
কিং কাৰ্য্যং তস্য শৌৰ্য্যং সকলগুণযুতো বোম-  
বৰ্য্যে মুরারৌ  
গৃহকোচ্ছলমিত্রং সহজকৃতিবরং মাধবং বাসুদেবং ॥

তৎস্তুত ১৬প সমু জনানন্দবসোঃ  
জনানন্দমুখ্যঃ সদাশান্তমুৰ্ত্তি-  
র্নরেজে চ দানাং ক্রিতৌ বিশ্বনাথে ।  
গৃহীত্বা চ গোবিন্দকং বোমবৰ্য্যং  
মুদং সোপি লেভে ততো গৌরবোষং ॥

তৎস্তুত ১৭প সমু নারায়ণস্য  
বসুঃ সোপি নারায়ণাখ্যচ মুখ্যঃ  
প্রদানেন হীনঃ সদাবিপ্রভক্তঃ ।  
গৃহীত্বা চ নারায়ণপাণি মিত্রং  
গুণং সোপি লেভে যতঃ সহজঞ্চ ॥

তৎস্তুত ১৮প সমু প্রহ্লাদমল্লিকস্য  
বসুশ্চৈব প্রহ্লাদো দানহীনো  
গৃহীত্বা ন তোষং সন্নাদিনন্দং ।  
গতশ্চাপি লজ্জাযুধৌ সোপি যথ-  
ততো রামজ্ঞানজ্যোতীপা লক্ষাঃ ॥

তৎস্তুত ১৯প সমু রাঘবেন্দ্রমল্লিকস্য  
বভৌ রাঘবেন্দ্রঃ সদাদানশীলঃ  
প্রদানেন গোপীপতিঞ্চাপি লক্ষা ।  
ততঃ সোপি রামেশ্বরং বোমবৰ্য্যং  
ততো জানকীনাথকং বোমকঞ্চ ॥  
সুমুখ্যঞ্চ রামেশ্বরং বিষ্ণুদাসঃ  
বিলভ্য প্রপেদে ন তোষং সমুখ্যঃ ।  
গৃহীত্বা চ বিশেষ্বরং বর্দ্ধমানং  
ন তোষং বিলেভে বভৌ মুখ্যবৰ্য্যঃ ॥

তৎস্তুত ২০প সমু সূদামমল্লিকস্য  
সূদামো দানহীনোহপি গ্রহণাৎ বাদবেন্দ্রকং ।  
মিত্রঞ্চাপি সমাসাশ্রু নিনিদ ক্রিতিমণ্ডলে ॥  
সমু রাঘবেন্দ্রস্ত ২০প বা'সমু শিরোমণিমল্লিকহ  
খ্যাতঃ শ্রীলশিরোমণিঃ পৃথুশা ধাতো ধরামণ্ডলে  
সংপ্রাপ্তোহি জনার্দনং সহজকং দ্যুতেন সংবর্দ্ধতে  
মিত্রে নন্দকিশোরকে নচ গুণং ধত্তে চ দানাত্ততঃ  
পশ্চাৎ সোপি ন রাজতে বসুবরো রাজাদি-  
রামে মহান ॥

চক্রপাণি ছত্রনাজীরস্ত ১৬প ক যদুবসোঃ  
যদুবসুর্নিহদানাং কামদেবে স্মৃথ্যে  
নচ গুণমপি ধত্তে সোপি লক্ষোপহাসঃ ।  
প্রতিসারণমদাসীদ্রাঘবে বোমকে যো  
ভবতি সচ কনিষ্ঠঃ কামদেবে গ্রহাচ্চ ॥  
মল্লিকশিবদাসস্চ শঙ্করঃ কুলবর্দ্ধকঃ ।  
রমাকান্তঃ পরে জাতৌ যদুবংশসমুত্তবঃ ॥

তৎস্তুত ১৭প ছ শিবদাসস্য  
শিবদাসবসুর্ধীমান্ পুত্রোহয়ং কিল দৈবকী ।  
গোপালমিত্রমাসাশ্রু গ্রহণান্নিতোহভবৎ ॥  
যতাস্তরে—  
গোপালমালোক যতঃ শিবস্য  
দেবীক্রমে যজ্ঞনভা বভূব ।

ত্রিলোকমাতুঃ সুরনিমগায়।

যথা জলং চান্নসরোজলেবু ॥

তৎসুত ১৮প ম দৈবকীবসোঃ

দানাৎ শ্রীযুক্তদৈবকীবসুবরঃ শ্রীরামভদ্রস্তুতো

মিত্রং শ্রীযুতরাজবল্লভমগাং ভাগ্যেন বো

মল্লিকঃ ।

চৈতন্ত্রে গ্রহণং বিধায় স্কৃত্য ততো ধরামণ্ডলে

সংকীর্ত্তিঃ সৃজনো গুণং বিতন্ততে

প্যাদানাদাদপি ॥

তৎসুত ১৯প ম রামচন্দ্রস্য

বসুরামচন্দ্রঃ ক্রিতো লক্ষকীর্ত্তিঃ

প্রদানেন রাজেন্দ্রকং বাদবঞ্চ ।

সমাদায় গহ্বাং গতৌ হ্রনিবারং

গ্রহাৎ সোপি বৃন্দাবনে লক্ষকামঃ ॥

তৎসুত ২০প ম কাশীবসোঃ

সুতন্তস্য কাশীপতিঃ সাধুশীলঃ

প্রদানেন নিন্দাং গতৌ রামনাথে ।

বহুশ্চৈব রত্নে ধরেহসৌ কনিষ্ঠে

গুণকপি লেভে গ্রহাৎ সাধুশীলঃ ॥

সমু প্রত্যাঙ্গুত ১৯প ক রাজেন্দ্রস্য

রাজেন্দ্রঃ কুলকুর্পরো ন চ গুণং ধন্তে যথোষোষকে

শ্রীরামেশ্বরমিত্রকোহপি শুভরাং

দানাদ্বিতীয়া তথা ।

আদানেন বশো লভেনচ বহুঃ সীতাদিরামে মহান্

বংশে কোহপি ন বিত্ততে তদধুনা ভাগ্যেন

হীনো বতঃ ॥

১৭প বাকোমু চাঁদসুত ১৮প ক শ্রীরামস্য

বহুশ্রীবলরামঃ ক্রিতো শুদ্ধচেতাঃ

প্রদানেন শক্তৌ বশঃ সোপি লেভে ।

প্রতিং জয়কৃষ্ণায়াজে চাপি দদ্য

গ্রহাৎ শত্ৰুদাসং লভেৎ পুণ্যকর্ম্ম ॥

তৎসুত ১৯প হ মধুমল্লিকস্য

সুতন্তস্য জাতো মধুদাননিদ্রঃ

প্রদানেন মিত্রে যথৌ নাপি ভোষণং ।

যনশ্রামবোধে প্রতিষ্ঠাপি দদ্য

পুরৌ বোধযথো প্রদানান্নরেজে ॥

রাজারামো মুকুন্দচ বলরামস্তুদায়জাঃ ।

গ্রহণাদ্রামচন্দ্রে চ মুখ্যে চ মুমুদে তৃশং ॥

তৎসুত ২০প ম রাজারামমল্লিকস্য

রাজারামোহতিজ্ঞষ্ট সকলগুণযুতো

দানতঃ শুদ্ধচেতা

গোপালে বোধযথো বিত্তরতি তনয়াং সিংহ-

গোপালকে চ ।

পশ্চাৎ সন্তোষবোধে গুণমপি

ন লভেজ্ঞানকীবল্লভে স

চাদানান্মল্লিকোহসৌ নচ গুণমগমল্ল-

পূর্বে কিশোরে ॥

১৭প সমু নারায়ণসুত ১৮প বাম কন্দর্পবসোঃ

বহুঃ কন্দর্পনামা চ দানহীনঃ সুহৃৎখিতঃ ।

ভগ্নান্নং মিত্রমাস্তা গোবিন্দং ন চ শোভতে ॥

তৎসুত ১৯প ম মধু মীরবহরস্য

তৎপুত্রো মধুসূদনোহতিগুণবান্ দানেন রামেশ্বরং

প্রাপ্তু। তন্তু কচিং গতঃ কিল রম্যাকান্তে চ মিত্রে

তৃশং ।

রাধাকান্ত কনীরসিত্ব মহৌ মুখোচ বিবেচনৈ

গোবিন্দে প্রতীসারিণী সচ দদৌ সহস্রাদিরামে

পুনঃ ।

তৎপশ্চাৎ শ্রীলক্ষ্মণবল্লভসুত্রে কন্তাং দদৌ সারিণীং

রাধাকান্তসুত্ৰা প্রগৃহ বহুকে

প্যাদানদানাদুভৌ ॥

পুত্রান্তস্ত প্রজাজিহ্নে প্রথমতঃ শ্রীলক্ষ্মণপ্রাণেশ্বরৌ

রত্নেশঃ কিল ক্লিষ্টা বহুবরৌ গোপালনামা স্ত্রী।

রাজারাম ইতি বিরাজিতৌ বহুঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ রঘু-

তৎপশ্যাৎ শরণঃ কিতৌ স্মবিদিতো ভূদেব-

সেবাপরঃ ॥

তৎস্মৃত ২০প য ত্রিশচক্রস্ত

ত্রিশচক্রে দানহীনোপ পুত্রস্ত শ্রাবস্কন্দরঃ।

রাজতে জীবনস্তাপি হৃহিতুচ্চ পরিগ্রহাৎ ॥

পুত্রস্কন্দস্মৃত ১৪প বাকোমু নীলাধর-খানস্ত

বস্তুঃ সোপি নীলাধরঃ খানবর্ষ্যঃ

প্রদানান্নিঘরেজে ভৃশং দেবরাজে ।

ততঃ কংশঘোষগুণঞ্চাপি লভা

মুদং নাভিলেভে কিতৌ নাড়িকাত্ম্যে ॥

গৃহীত্বা চ দেবেশকস্তাপি কত্থাং

নরেজে চ খানঃ সদাবিপ্রভক্তঃ ।

পুনর্গোপীঘোষণং গৃহীত্বা চ মুখ্যং

বশঃ সোপি লেভে বতোহসৌ দ্বিতীয়ঃ ॥

দানেনোৎখাদিতঃ খানো গ্রহণাৎ...করোৎ পুনঃ।

পরমানন্দমাগেভে তৃতীয়গ্রহণেন চ ॥

তৎস্মৃত ১৫প কোমু ত্রীবৎসস্ত

বস্তুঃ ত্রীলবৎসঃ সদাবিপ্রভক্তঃ

স্মশীলঃ স্মবীরঃ স্মমুখ্যঃ প্রবীণঃ ।

দদৌ সোপি দানং মথৌ মিত্রকে চ

ততঃ সত্যমিত্রাত্মজে সোপি কত্থাং ॥

প্রদত্তাচ্চ মৃত্যুঞ্জয়াত্ম্যে চ ঘোষে

সরাসাদিনন্দে দদৌ চাত্তকত্থাং ।

গৃহীত্বা চ মোহং গতৌ বাসুদেবং

মুদং সোপি লেভে বলামত্রমুখ্যে ॥

তৎস্মৃত ১৬প কোমু রামানন্দস্ত

স রামাদিনন্দঃ কিতৌ বিপ্রভক্তঃ

প্রদানান্নরেজে শিবে চাপি ঘোষে ।

ততো বাধবেহসৌ গুণঞ্চাপি লভা

গৃহীত্বা ন ভোষণং শিবং ঘোষকক ॥

তৎস্মৃত ১৭প কোমু কমলস্ত

মুখ্যঃ ত্রীকমলাপতিঃ কিত্তিতলে ভূবেসেবারতঃ

ত্রীলত্রীবৃতবরভং বিতরণাৎ সংপ্রাপ্য ভূষ্টিং গতঃ ।

পশ্চাদ্ভ্রীমধুঘোষকং কৃত্তিবরঃ ত্রীরাঘবেন্দ্রং মুদা

দানেনৈব বস্তুমো বিজয়তে তন্ত্ৰৈব নাস্তি গ্রহঃ ॥

( বংশাভাবঃ )

সমু নীলাধরস্মৃত ১৫প ক স্কন্দর্শনবসোঃ

দানাৎ ত্রীলস্কন্দর্শনো বিজয়তে কৃষ্ণাদিনন্দে মহান্

আদানাচ্চ শিবাদিনন্দমগমং মিত্রঞ্চ মিত্রোপমং ।

আদৌ ত্রীমূললোকনাথ উদিতো জাতো

রমানাথকঃ

ত্রীসঙ্কর্ষণচক্রকৌ বিজয়িনৌ খ্যাতাশ্চ তস্যাত্মজাঃ ॥

তৎস্মৃত ১৬প ছ লোকনাথস্য

বস্তুলোকনাথঃ সদা পুণ্যকর্ম্য

স নিত্যাদিনন্দে মুদঞ্চাপদানাৎ ।

তত্তচ্চাপি বজ্রেশ্বরে দত্তকতো।

স্বমধ্যে চ পদ্মাখ্যাকে ঘোষকেহপি ॥

পরে জানকীনাথকে ঘোষকেহসৌ

প্রদানেন তুটৌহভবং বিপ্রভক্তঃ ।

গ্রহানন্দনাথ্যে গুণঞ্চাপমিত্রে

কনিষ্ঠে স্ববর্ণাঘ্রিতো বংশধীনঃ ॥

১৪প বাকোমু নীলাধর খান-পৌত্র

কোমু রামানন্দস্মৃত ১৭প ক দেবীদাসস্য

চণ্ডীগোপালনামানো বলরামস্ততঃ পরঃ ।

শিবদাস শিবশৈব ত্রীরামো মিত্রসম্ভবঃ ॥

জ্ঞান কুলমেতেষাং নারায়ণবিলোকনাৎ ॥

অস্তত্র—

দেবীদাসঃ প্রদানাদস্কুলবিদচণ্ডিদাসে

প্রাপেদে

পশ্চাদ্গোপালমিত্রে গুণমপি চ বলে ঘোষ

মিত্রে শিবে চ ।

তৎপশ্চাৎঐলরান্বে গুণহীনো কুলজ্যেষ্ঠদ্বয়াজে-  
মিত্রে ।

সংগৃহ্যন্ মিজনারায়ণমিহ বহুজ্ঞে স্তব্ধ-  
কুলাৎ সোপি ত্যক্তঃ ॥

দেবদাসবসেঃ কস্তাৎ ভগ্নহাৰ্য্য চ সংকুলাঃ ।

তে কুলাঃ নিতরাং বাস্তি যথা দর্শে বিধোঃ কলাঃ ॥

পূরন্দরখান-সুত ১৪প বা'ক ত্রিনিবাসবসো:

খ্যাতত্রিনিবাসমল্লিকবস্ত্র ধ'ন্তো ধরামণ্ডলে  
দানাৎ ত্রীলকলাধরো গুণযুতো সংবর্দ্ধমানো বভৌ ।

তৎপশ্চাৎ কিরণে প্রতিং সমদদৎ ত্রীকান্ত-  
বোষে ততো

মিত্রে ত্রীজগদাদিনাথতনয়ে দত্তাৎ সুতাং তৎপরাং ॥

মিত্রে ত্রীলকলাধরে বদপরাং দত্ত্বা মুদঞ্চাদদে

পাদানাদিনরুক্ষমিত্তমুজাং লক্ষা চ পুত্রেন বৈ ।

পশ্চাদ্ ত্রীভবনাথমিত্ততনয়াং সংগৃহ্যমানঃ স্বয়ং

দানাদানবিধানতো নিজকূলে দেদৌপ্যামানোহভবৎ ॥

তৎসুত ১৫প বা'ক যজ্ঞেশ্বরবসো:

যজ্ঞেশ্বরঃ কুতিবরঃ খলু বর্দ্ধমানো

দানাংগুদং সমদদৎ কিল মাধবে চ ।

প্রীত্যা প্রতিং সমদদৎ সতু চানুমিত্রে

কৃষ্ণাদিনন্দতমুজাং জগৃহে সূতেন ॥

তৎসুত ১৬প বা'ক ত্রীপতিবসো:

ত্রীপতিবঃ কনিষ্ঠঃ খ্যাতিভাজাং গমিষ্ঠো

বিতরতি জগদাদৌ নাথবোষে চ দানাৎ ।

তদমু প্রতিমদাসীদেবায়কেহসৌ বদৌ চৈৎ

পুনরপি প্রতিবোগে গৌরগোবিন্দবোষে ॥

মুখ্যং সমাসান্ত গোবিন্দবোষং

গ্রহাধিরেজে কিল বাদবঞ্চ ।

আদানতঃ ত্রীপতিরেব ধন্তো

বিরাজমানঃ খলু পুত্রহীনঃ ॥

তৎপৌত্র ১৮প য মাধবস্ত্র

মাধবে মৌলিকম্পর্শাৎ অদান কুলমূলকং ॥

ক ত্রিনিবাসসুত ১৫প বা'তে পরমানন্দ

মধুনা কৃষ্ণমিত্রেণ পরমানন্দে সাধুতা ॥

পূরন্দরখানসুত ১৪প বা'ক নরহরিবসো:

নরহরিবহুরেব জ্ঞানবান্ শঙ্করেহসৌ

বিতরতি খলু দানং বর্দ্ধমানোতিষ্ঠঃ ।

তদমু বিমলকীর্তি মিত্রবিশেষরে ব:

স ভবতি খলু দানাৎ সত্যবদেবায়কে চ ॥

গুণং সোপি লেভে বনাখেচ ঘোষে

ততশ্চাপি বিদ্যাধরে সাধুশীলে ।

গ্রহাদ্রাম্যমিত্রে ততঃ কৃষ্ণবোষং

প্রপেদে চ ধন্তস্ততো গোচনাখ্যং ॥

তৎসুত ১৫প বা'ক গুণানন্দবসো:

দানাদিগুণানন্দবসুঃ প্রদানাৎ

ন শোভতেহসৌ কিল বাহুমিত্রে ।

প্রতিপ্রদানাৎ কিল গোপবোষে

বিলভ্য তোমং গতবন্ বভূবঃ ॥

নরহরৌ তথাদানাৎ ত্রীনাথে চ ততঃ পরং ।

বলভদ্রসুতাং লক্ষা কনিষ্ঠং গতৌ মুদা ॥

তৎসুত ১৬প হ বাদবস্ত্র

দানেন হীনো বহুর্বাদবো

গ্রহাভ্যন্তেদ্বন্দ্বভমিত্রকঞ্চ ॥

তৎসুত ১৭প য রামানন্দ

রামাদিনন্দঃ কিল তস্য যুহু:

ত্রীচণ্ডিদাসে গ্রহণককার ॥

তৎসুত ১৮প য গৌরীবসো:

গৌরীদাসবহুর্দানাৎ জয়বোষং বিলভ্য চ ।

রামানন্দসুতাং লক্ষা মুখ্যজাং গ্রহণাত্তো ॥

তৎসুত ১৯প য মোহনস্য

ত্রীমোহনো গুণমগাৎ শিবরামমিত্রে

দানেন ভূরি বশসা বহুবংশজয়া ।

আদানতো বহুশতং বিদধে চ তস্মিন্  
যোষে রম্যভিবরে ন চ শোভমানঃ ॥

তৎসুত ২০প ম কৃষ্ণবল্লভস্য

শ্রীকৃষ্ণবল্লভবহুঃ সতু দানহীনো  
রাজেন্দ্রমিত্রভক্ষ্যং গ্রহণং বিধায় ॥

তৎসুত ২১প ম বৃন্দাবনস্য

বৃন্দাবনো বিজয়তে সতু তস্য পুত্রো  
প্যাদানতো গুণমগাং বলরামযোষে ।

পুরন্দরসুত ১৪প বাক মল্লিকহরিহরস্য  
হরিহরবহুশ্রেষ জ্ঞানবান্ শুদ্ধবেশো  
বিতরণমথ চক্রে যোষগৌরীবরোহপি ।  
তদসু প্রতিমদাসীদোষদামোদরেহসৌ  
কুলপতিরতিতেজ্ঞাশ্চানিরুদ্ধে দ্বিতীয়ং ॥  
গ্রহাং সত্যবন্তং ত্রিলোকেশমিত্রং  
ততশ্চাপি গৌরীবরং মিত্রমাপ ।  
গণেশস্য কন্যাং গতৌ ভূরি ভাগ্যাং  
ক্রমেণাপি দ্বষ্টঃ কনিষ্ঠস্বমাপ ॥

তৎসুত ১৫প বাক বাসুদেবস্য

বাসুদেবরিহ গৌরযোষকং  
শ্রীনিবাসমুপগম্য দানতঃ ।  
বাসুদেববহু য়াতি যোষকং  
প্রদদে সহিবানন্তযোষকং ॥

তৎসুত ১৬প ছ রমানাথস্য

রমানাথবহুশ্রীমান্ গৌরীদাসে দ্বিতীয়কং ।  
কেশবে গুণবালেভে দানান্নিত্রে স্তম্যথকে ॥  
বিশ্বনাথসুতাং প্রাপ্য সত্যবদোষজাং ভৃতঃ ।  
দরোরেষ গুণং লেভে প্রভুভক্তিপরায়ণঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম নয়নস্য

দানাদ্বীনো নয়নো বহুবংশসমুত্তমঃ ।  
জনর্দনসুতাং লক্ষ্য মোদতে সহি ভাগ্যতঃ ॥

তৎসুত ১৮প ম গোবিন্দমল্লিকস্য

প্রদানহীনো বহুবংশজম্মা  
গোবিন্দমাগান্ত অভিমানবৃত্তঃ ।  
মোহং গতে মোহনমিত্রকন্যাং  
লক্ষ্য যথা চন্দ্রকলাপি দর্শে ॥

তৎসুত ১৯প ম শ্রীরামমল্লিকস্য

শ্রীরামো বহুমল্লিকো বিতরণাং গোবিন্দযোষে মুদা  
লক্ষ্যসৌ প্রতিসারণেন গুণবান্ যোষে যথৌ  
তৎপরে ।

সংগ্রাপ্তঃ খলু বিষ্ণুদাসতনয়াং ভাগ্যেন দেদীপ্যতে  
পুত্রো জীবনকল্পিতকিত্তিতে প্রাণশ্চ  
জাতোহমুদ্রঃ ॥

তৎসুত ২০প ম রামজীবনমল্লিকস্য

দানহীনো বশোলেভে জীবনো বহুরেব চ ।  
গঙ্গাধরসুতাং প্রাপ্য যোষজাং কুলদীপিকাং ॥

হরিহরসুত ১৫প বাতে জগন্নাথস্য

তুর্ধ্যো হরিণা ধত্তো যুবরাজেন তৎপরে ।  
শুভরাজে পুনর্দানং জগদানন্দযোগতঃ ।  
জগন্নাথবহুলেভে কুলকর্ষবিশালতাং ॥

তৎসুত ১৬প তে লক্ষ্মীনাথস্য

দম্বা ত্রিপতিযোষে চ লক্ষ্মীনাথৌ বিরাজতে ।  
পঞ্চাননসমাবোগাং জবান কুলভয়তাং ।  
প্রতীকারপর্য্য তস্য বৈতুনাথস্য কন্যকা ॥

তৎসুত ১৭প তে শঙ্করস্য

চণ্ডিদাসেন যোষণে শঙ্করো গুণসংযুতঃ ॥

তৎসুত ১৮প তে গঙ্গারামস্য

জয়কঙ্কেন যোষণে গঙ্গারামঃ কুলাধমঃ ॥

কেশবখান্-সুত ১৫ বাক রতিনাথস্য

রতিনাথঃ প্রদানেন জগদানন্দমিত্রকে  
শ্রীনাথে প্রতিসারেণ মল্লিকো বর্দ্ধতে স্বয়ং ।

শিবানন্দহুতাং গৃহন কনিষ্ঠোভূত্বাহীতলে ।

শটীকাভোহপি তৎপুত্রো জাতঃ সৰ্ব্বগুণাধিতঃ ॥

তৎসুত ১৬প হু শটীকাস্তসা

শটীকাস্তঃ বড়লাতুকো ভাতি দানাং

সুমধ্যে চ মৃত্যুঞ্জয়মিত্রকে চ ।

ততশ্চৈব মিত্রে বদৌ মুখ্যবৰ্যো

বভৌ সোহপি মিত্রে গ্রহাৎ শ্রীপতৌ চ ॥

তৎসুত ১৭প ম ভবানীবসো:

মধ্যে ভবানীবসুরেব দানাং

রামাদিকান্তে গুণমাণ ঘোষে ।

কৃষ্ণাদিনন্দে বিতস্তার কার্তিং

বজ্জেশ্বরং মুখ্যবরং গৃহীত্বা ॥

কমলপুংসুতো পশ্যাৎ শ্রীলপঞ্চাননঃ সুধীঃ ।

ভবানীভনয়ো জাতৌ বিখ্যাতৌ ধরণীতলে ॥

তৎসুত ১৮প ম কমলস্য

কমলবহুবরিষ্ঠঃ খ্যাতিভাঙ্গং গরিষ্ঠো

জরতি ভূবি সুদানাং ঘোষচৈতত্ত্বকে চ ।

ভৃত্যয় অমুজ কৃষ্ণে দত্তকপ্তোহতিহৃষ্টো

তদমু মথুরামিত্রে বংশহীনো বিভাতি ॥

কামদেবসুত ১৬প ক মল্লিকমুকুন্দস্য

মুকুন্দোহপি মিত্রে বভৌ বজ্জভেহসৌ

প্রদানাদমুনন্দনাথোহতিহৃষ্টঃ ।

ভতো বো প্রতिसারণেনাপি

নীলাবরং বর্দ্ধরঞ্চ গ্রহাৎ শ্রীপতৌ চ ॥

তৎসুত ১৭প হু মল্লিকশঙ্করস্য

বিখ্যাতো বহুশঙ্করো বিজয়তে গোপালমিত্রে

সুধী:

পশ্যাৎ শ্রীলজনার্দনে প্রথমগাং ঘোষে জগদ্বল্লভঃ ।

পশ্যাৎ শ্রীযুতবিষ্ণুদাসমগমং সংবর্দ্ধমানং কুলে

সংপ্রাপ্তো হরিমিজকং গ্রহণতো জাজল্যমানোহ-

ভবৎ ॥

সুতো রামকৃষ্ণোহভবৎ সাধুশীল-

স্ততশ্চাপি রামেশ্বরঃ পুণ্যকৰ্ম্মা ।

ভতঃ শ্রীলরত্নেশ্বরো বিখ্যাতঃ (\*)

স্ততশ্চাপি বীরেশ্বর শুদ্ধচেতাঃ ॥

তৎসুত ১৮প ম রামকৃষ্ণস্য

বহুঃ রামকৃষ্ণঃ সদাবিপ্রভক্তঃ

প্রদানেন গৌরীবরে ভোষণাপ ।

ভতো মোহনেহসৌ গুণী ভূষদানাং

প্রতিঞ্চাপি রামেশ্বরে মিত্রকে চ ॥

জগদ্বল্লভস্ততৎকুলে ধর্ম্মশীলো-

হজনি প্রাণনাথঃ সদাশান্তমুর্তিঃ ।

সমাদায় শ্রীরামভদ্রস্য কথ্যং

তস্মা...নিব্ধাং ততো ভূতলে চ ॥

তৎসুত ১৯প ম জগদ্বল্লভস্য

সত্যোং জগদ্বল্লভ শুদ্ধচেতা

প্রদানেন রাজেন্দ্রকেনাপঘোষে ।

গৃহীত্বা চ তস্মাশ্রজাঃ প্রাণ ভূষ্টিং

সলজ্জোপি দানাদবশূলককার্ত্তিঃ ॥

কালীচরণনামা চ রামজীবন এব চ ।

শ্রীরামশরণো ধাতো স্তবহারামচ জানকী ।

জগদ্বল্লভপুত্রাশ্চ কুলশৌর্য্যসমম্বিতাঃ ॥

তৎসুত ২০প ম কালীচরণস্ত

দানেন কালীচরণোহপি হীনো

গঙ্গাধরে ঘোষবরে কনিষ্ঠে ।

আদানতঃ সংজগৃহে চ ভূষ্টিং

ব্রহ্মি কিং তস্ত কুলস্ত শোভাং ॥

রামভদ্রসুত ২০প ক রত্নেশ্বরমল্লিকস্ত

সুধী: সোপি রত্নেশ্বরো মল্লিকোহপি

নরেন্দ্রে কিশোরাস্বজে দত্তকতঃ ।

(\*) পাঠান্তর বিবেচনয় ।

গ্রহায়াপ হর্ষং ততো জীবনাথ্যে  
 স্বয়ং জন্মনা তং কনিষ্ঠে চকার ॥  
 রত্নেশ্বরো মল্লিকনামধেয়ঃ  
 কিশোরমিত্রে বিত্ততার দানং ।  
 আদানতো জীবনমিত্রমাশ্রু  
 সংবর্দ্ধয়ন্তং ন জগাষ তোষং ॥

তৎসুত ২১প বাক বনশ্রামমল্লিকস্য  
 নজানকীসুতে সূতা প্রদানতো ন রাজতে ।  
 বনাদিশ্রামমল্লিকঃ সদা হি বিপ্রভক্তকঃ ॥  
 গ্রহাৎ প্রবর্দ্ধিতঃ স্বয়ং সূকোমলে চ লক্ষণে ।  
 সশোভতে কনিষ্ঠজঃ স্ববংশকীর্তিবর্দ্ধকঃ ॥

সার্কভোম, নন্দরাম মিত্র, ঘটকশেখর প্রভৃতির বাজলা কারিকায় পুরন্দর খান ও তৎসংশের  
 অংশ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

১৩প বাস-সু পুরন্দর খান  
 গোড়দেশে অধিপতি পাত্র ছিল মহামতি  
 পুরন্দর খান মহাশয় ।  
 লোকে বলে ধন্য ধন্য কুলে লীলে অতিমাত্র  
 রাঃ কর্ষে বড় সদাশয় ॥  
 প্রথম কুলের সৃষ্টি পরাপর নাহি দৃষ্টি  
 পুরন্দর করিলা বিস্তর ।  
 দানাংশেতে যুধিষ্ঠির ঋণে গুণে অতিধীর  
 শ্রীমান্ মিত্র কুলবর ॥  
 তার পাছু শত্রুর ঘোষ তাহাতে না পাইল্যো তোষ  
 কোমল কুলেতে অভিমান ।  
 সহজ কুলেতে স্থিতি করিলা যে মহামতি  
 পরাশর মিত্রের মিলন ।  
 ছেইর পত্তন দেখি ভিত্তি পরাশর সুখী  
 জ্ঞান করিলা দরশন ॥  
 দানাংশে অতীব লাজ দেখি আইলা দেবরাজ  
 তাহার পাছু ঘোষ মালাধর ।  
 দানাংশে হইল সার গ্রহণের নতিজার  
 সহজ কুলেতে মনোহর ॥  
 গোবিন্দ-পদারবিন্দ মধুপানে মহানন্দ  
 গ্রহণেতে ঘোষ মালাধর ।  
 আদান প্রদানে ধন সহজেতে হইলা যাত্ত  
 বিতীয়তে ঘোষ পরাশর ॥

মধ্যাংশ কুলের সার ঘোষকুলে অবতার  
 পরাশরে তৃতীয় গ্রহণ ।  
 তেওঁ কুলে মালাধর সেও বটে স্কন্দ  
 ভাগ্যক্রমে হইল মিলন ॥  
 নবরঙ্গ গুণ বড় মুখ্যকুলে হয় দড়  
 ভাগ্যক্রমে খান মহাশয় ।  
 কেশরী বলেন জান পুরন্দর পুণ্যমান  
 অদৃষ্ট-সহজ সদাশয় ॥

অনুজ—

তিন কত্যা প্রামাণিকে দিয়া বধোচিত ।  
 মদনঘোষ গদাধর ঘোষ আর কুবের মিত্র ॥  
 শ্রীমান্ মিত্রে কত্যা দিয়া কুলে মহাদোষ ।  
 পুনঃ সাম্য পরাশরমিত্র বোণে শিবঘোষ ॥  
 ছেই মিল করিলা দোছেই কত্যা ভিত্তি পরাশর ।  
 তেছেই জ্ঞান ঘোষ কুলেতে কর্পর ॥  
 চোছেই দেবরাজ মিত্র গতি করে রক্ষা ।  
 পাঁছছেই মালাধর ঘোষে পিতৃকুল দেখা ॥  
 ছেছেই কত্যা গ্রহণ করে ঘোষ বর্দ্ধমান ।  
 নিবাসমিত্র শ্রীনাথঘোষ জঘন্ত কত্যাধান ॥  
 দান যেন ডাল পল্লব গ্রহণ কুলমূল ।  
 মুখ্য মালাধর পাইয়া বাড়ায় সহজকুল ॥  
 ভিত্তি পরাশর পাইয়া দোজো আটুনি ।  
 তৃতীয় গ্রহণ পরাশর অস্ত অস্ত তনি ॥

চৌঠ গ্রহণ সনাতন সকল গ্রহণ পুরে।

নবরজ গঠিত কুল বসু পুরন্দরে ॥

তৎসূত ১৪প সমু কেশব-খান্

সনাতন মিত্রে প্রথম কত্তা প্রামাণিকে দান।

অনিরুদ্ধ মিত্রে গ্রহণ কুলে গুণ পান ॥

প্রকৃত মুখ্যের সাম্য পাইয়া ঈশান তুল্য গণি।

বলাৎকারে কংসারি মিত্র দোষ গ্রহণ জানি ॥

তৃতীয় গ্রহণ ছায়া কুল ঘোষ ভাস্কর।

চৌঠ গ্রহণ গৌরীমিত্র হুহে অকুপর ॥

ইহার পর আর কার্য সাম্য নহে দেখি।

ভরতঘোষ নারায়ণঘোষ দুই পৌত্রী লিখি ॥

বটকশেখর বলেন ইহার কুলে হইল ডাক।

বাণেশে করিল কুল পুত্রবারে পাক ॥

অন্তঃ—

অনিরুদ্ধ পাইয়া কেশব খানের উত্থান।

তার পাছে কংসারি মিত্র বড় অপমান ॥

তৎপশ্চাৎ ভাস্কর ঘোষ কুলে বড় দাপ।

চৌঠ গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ বুচার কুলের তাপ ॥

সার্কভৌম চাকুরী এই কুলে হইল ডাক।

বাণে কৈল ছেই পতন পুত্রে কৈল পাক ॥

তৎসূত ১৫প সমু শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসখাস

শ্রীকৃষ্ণ বসুর কুল প্রকৃতির সমতুল

মহাশুণ কি বলিব তার।

প্রামাণিকে পরিতোষ গোপাল শঙ্করঘোষ

দুই কুলীনে লইলা নমস্কার ॥

সাম্য কার্য মনোনীত, আদান প্রদান কৃষ্ণমিত্র

প্রকৃত সঙ্গে কৈলা গলাগলি।

পৌত্রীগ্রহণ পরিতোষ, জননন্দন হৃদয় ঘোষ

মহিমা শেখর বলেন সার।

সরস্বতীবে চক্রপাণি করেন নমস্কার

অন্তঃ—

বিশ্বাসখাসের কুল কর অবধান।

প্রকৃত কৃষ্ণানন্দ মিত্রে আদান প্রদান ॥

সার্কভৌম চাকুরী এই কুলে হৈল বণ।

শৌর্য্য দেখি কমলাকর দিলা আশ্রয়স ॥

তৎসূত ১৬প সমু অনন্তরায়

দানহীন অনন্তরায় কুলেতে অকৃতি।

গ্রহণে কমল মুখ্য মিত্র শ্রীপতি ॥

নন্দরায় মিত্র বলেন শুনহে সভায়।

রস ভঞ্জে দিগঙ্গের সেন মৃত্যুঞ্জয় ॥

অন্তঃ—

শ্রীপতিমিত্রে কত্তাগ্রহণ কুলে অপবণ।

পুণ্যকলে মৃত্যুঞ্জয় সেনে আশ্রয়স ॥

সার্কভৌম চাকুরী এই কুলে লইল সাজ।

কুল করি অনন্তরায় বড় পাইলা লাজ ॥

তৎসূত ১৭প সমু রঘু মল্লিক

উত্থানেতে কত্তাদান প্রামাণিকে বাদবসেন

প্রথমতে করিলা নমস্কার।

রতিকান্ত দান-সাম্য ঈশানাদি বসুর কাম্য

গ্রহণাংশে কুলত্রয় সার।

গ্রহণে রতিকান্ত ঘোষ সমান পশ্চাৎ এই দোষ

দান বলে রাখা বার কুল।

রঘু ধন অবিশ্বামানে রাঘবঘোষ তেওজ জানে

দুই কার্য কনিষ্ঠের তুল ॥

উখরিয়া সেই দোষ কত্তা দিল কমল ঘোষ

দৃষ্টি শ্রীপতি বিনে হয় নাহি কতু।

বটকশেখর রেন গিত গ্রহণ নহে সমুচিত

দানেতে ভূষিত মল্লিক রঘু ॥

তৎসূত ১৮প সমু গোবিন্দ মল্লিক

শ্রীহর্ষ ঘোষের কত্তা কুলে লৈল সাজ।

আশ্রয়স জয়রাম মিত্র দাঁতিয়া সমাজ ॥



সার্কভোম চাকুরী এই ঘোষের আনন্দ ।

দৈবক্রমে কুল করেন মল্লিক গোবিন্দ ॥

তৎস্মত ১৯প স'মু রামভদ্র মল্লিক

রামভদ্র বহুর দান জয়রাম গুণ পান

দৈবক্রমে মিত্র গোবিন্দ ।

গোপীঘোষে গ্রহণ করি মধুরা আইল তরি

সার্কভোম হইল আনন্দ ॥

অন্তঃ—

\* \* \* \*

গোপীঘোষে কৈল কুল গ্রহণ নিমিত্ত।

রসভঞ্জে অধিকাতে করুণ পালিত ॥

অভিরাম ঘোষে দোজ পরে বলি আর ।

মধ্যাংশ মধুরা ঘোষে কৈলা ভ্রমোদ্ধার ॥

হুই অঙ্গে নহিল বশঃ নিন্দা অংশে কুল ।

নন্দরাম কহেন তবু সহজের মূল ॥

তৎস্মত ২০ প স'মু রমাবল্লভ

রমাবল্লভ বহুর দান শিবদাস গুণ পান

গ্রহণাংশে ঘোষজে গোপাল ।

কাশীপুত্রে দিলা রস এই পাকে পাইলা বশ

সার্কভোম জানেন তৎকাল ॥

অন্তঃ—

রমাই মল্লিকের দান প্রামাণিকে অপমান

মুরারি আচ্যুতে নৈল তোষ ।

সাম্যদানে শিবদাস ঘোষের পুরিল আশ

গ্রহণাংশে রামগোপাল ঘোষ ॥

রস ভঞ্জে কাশীধর দত্তজে মৌলিক বর

ইসকপুর চৌধুরী রায় নাম ।

নন্দরাম মিত্র ভণে শুন বলি সভাজনে

হুই অঙ্গে কোমলে বিশ্রাম ॥

তৎস্মত ২১প স'মু রাজারাম মল্লিক

পূরন্দরবংশে জন্ম বহু রাজারাম ।

প্রামাণিকে দিলা কস্তা কহি শুন নাম ॥

রামজীবন সরকার আর কল্যাণ দত্ত ।

কস্তা দিল তার পাছে বংশ উপযুক্ত ॥

সাম্য-দান রামভদ্র ঘোষ কোমল প্রধান ।

পিতৃ দৃষ্টে দিলা দান নাহি অভিমান ॥

দোছেই কস্তা পত্রের ঘোষ ভাবি কুল ।

তেছেই বাণেশ্বর ঘোষ মধ্যাংশ প্রকল্প ॥

গ্রহণে রামদেব ঘোষ প্রকৃত্তের সার ।

বহুকাল পরে কার্য করিল উদ্ধার ॥

বলে বাণেশ্বর ঘোষ কৃষ্ণনগরবাসী ।

প্রফুল্ল হইল কুল ভণে বহু কাশী ॥

অন্তঃ—

রাজারাম মল্লিকের কুল শুন দিয়া মম ।

প্রামাণিকে প্রথম কস্তা শ্রীমধুসূদন ॥

পালিত পদ্ধতি সেই গোলাগড়িহাস ।

রামদেব ঘোষে কুল পুরিল মনে আশ ॥

নন্দরাম মিত্র বলেন কি আর ভাবনা ।

প্রকৃত কুলেতে তার দোষের মার্জনা ॥

তৎস্মত ২২প স'মু হুর্গারাম মল্লিক

হুর্গারাম বহুর কুল কি দিব উপমা তুল

প্রামাণিকে কৈল কস্তাদান ।

রামচরণ সরকার চুচুড়া সহরে ঘর

সাম্য দান নাহি মুখ্য স্থান ॥

মাণিকচন্দ্র ঘোষ কুল কুটিল কোমল কুল

পিরা মধু তিরলেতে ধাম ।

মাধব দত্ত আত্মরস নাহি দোষ গুণ বশ

বিরচিত বহু কাশীরাম ॥

তৎস্মত ২৩প স'মু গঙ্গারাম মল্লিক

গঙ্গারাম মল্লিক বহু জন্ম শুভকর্ণে ।

চারি কস্তা প্রামাণিকে দিলা আগে দানে ॥

জয়কৃষ্ণ সরকার কুপারাম রায় ।

কিশোর দত্ত কামদেব ব্রহ্মবংশে বার ॥

সাম্যদানে নিধিরায় ঘোষ সহজ অংশ ।  
তার পাছে রায়ঘোষ জানিহু যথ্যাংশ ॥  
চোছেই ভঞ্জে কুল করে রায়কানাই ঘোষ ।  
আদান প্রদানে শ্রামহন্দর সন্তোষ ॥  
রসে জয়রায় সিংহ যজ্ঞাইতে বাস ।  
কাশীরাম বহু বলে কুলে সুপ্রকাশ ॥

তৎসুত ২৪প স'মু রায়কান্ত মল্লিক  
বহুকুলে রায়কান্ত প্রধান সন্তান ।  
সহজ অক্ষয় রামলোচন মিত্রে নিলা দান ॥  
গ্রহণে ঘোষ দেবীপ্রসাদ সহজ সুপ্রকাশ ।  
কাশী বলে হুই অক্কেতে পাইলেন বংশ ॥

তদ্রোতা ২৪প বা'স'মু হরিপ্রসাদ  
দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ বহু শুভক্ষণে ।  
সহজ কর্ম নীলমণি মিত্র পাইলা দানে ॥  
গ্রহণে লোচন মিত্র সহজ গুণধাম ।  
কাশী বহু বলে মুখ্য প্রকৃত বিশ্রাম ॥  
কেশবসুত ১৫প বা'স'মু চক্রপাণি ছত্রনাথির  
চক্রপাণি বহুর কুল উপমা নাহিক তুল  
অনিরুদ্ধ করে নমস্কার ।  
তার পাছে বিশ্বেশ্বর সাম্যদানে নাই বর  
মুরারি ঘোষ পাইয়া উদ্ধার ॥  
শাধব মিত্র দোজদান বাড়কুলে সনমান  
তৃতীয় গ্রহণ বাহুদেব ঘোষ ।  
মুকুন্দ দত্ত আগুরস এই পাকে পাইলা বংশ  
সার্কভোম করিলা নির্দোষ ॥

তৎসুত ১৬প স'মু জনানন্দ  
জনানন্দ বহুর দান বিশ্বনাথ গুণ শান  
গ্রহণাংশে ঘোষ গোবিন্দ ।  
দোজ গ্রহণ গৌরীদাস পরিপূর্ণ হইলা আশ  
সার্কভোম করিলা প্রবন্ধ ॥

তৎসুত ১৭প স'মু নারায়ণ  
দানহীন নারায়ণ বহু শুন সন্তান ।  
গ্রহণাংশে সহজরাজ মিত্র নারায়ণ ॥  
দোজ দোছেই নাই সবে যাত্র কুল ।  
সার্কভোম বলেন তবু সহজের কুল ॥

তৎসুত ১৮প স'মু প্রহ্মায়  
প্রহ্মায় চলিল দেখ হাতে ধনুর্ক্ষণ ।  
নারায়ণসুত হৈয়া নী হইলা প্রধান ॥  
অগ্নিয়া প্রধান কুলে করে অহঙ্কার ।  
রামানন্দ পাইয়া তারে করিলা উদ্ধার ॥  
দৈবের কারণে সবে হইলা হরষিত ।  
শঙ্কু দরশনে কুল বড়ই মুর্ছিত ॥  
অবিজ্ঞমান দেখিয়া আইল রামভদ্র ঘোষ ।  
সার্কভোম চাকুরী করেন কুলে দেখি দোষ ॥

তৎসুত ১৯প স'মু রাঘব মল্লিক  
রাঘব বহুর দান গোপী ঘোষের অভিজ্ঞান  
দৈবক্রমে বাড়ে রামেশ্বর ।  
জানকী দেখিয়া যজ্ঞে রামেশ্বর পলায় লাজে  
গ্রহণাংশে ঘোষ বিশ্বেশ্বর ॥  
বাণের কুলে পোয়ে দাব তিন পুকে বড় তাপ  
রাঘব ঘোষ পাছেতে ভাবনা ।  
সার্কভোম বলেন শুন আকনা মুখ্য-মান  
বহুবংশের পুরিণী কামনা ॥

অন্ততঃ—

প্রত্যয়সুত মুখ্য বহু রাঘবেজ ।  
প্রায়ণিকে প্রথম কত্তা দত্তজে রাজেন্দ্র ॥  
তার পাছে বিষ্ণু মিত্র বংশজ বাণীভরা ।  
দত্ত ছিল জানাবাজ মিত্র দশমরা ॥  
সাম্যদান গোপাল ঘোষ মুখ্য আশুছেই ।  
দোছেই রামেশ্বর ঘোষে বাড়ি অংশ সেই ॥  
তেছেই ভঞ্জে চোছেই কত্তা যথ্যাংশ জানকী ।  
পরছেইতে রামেশ্বর ঘোষে গুণে দেখি ॥

কৃষ্ণবস্ত্র পাল পাছে অতি গুণ পান ।  
দশবরা নিবাসিত মৌলিক প্রধান ॥  
গ্রহণাংশে বাড়াইলা ঘোষ বিবেচন ।  
গৌরাজ সিংহ জানাবাজ রসেতে সুন্দর ॥  
দোজগ্রহণ রাঘবেন্দ্র কনিষ্ঠ সুসাজ ।  
রত্নেশ্বর পাছে দেখি কুলে কিছু লাজ ॥  
নন্দরাম মিত্র বলেন শুনহ সভাজন ।  
বাণ হইতে হইল ডাক পুত্র হতাজন ॥

তৎস্মৃত ২০প সামু সুদাম মল্লিক

দানহীন সুদাম বসু গুণ তার কাম ।  
গ্রহণাংশে বাড়াইলা মিত্র বাহুরাম ॥  
সার্কভোম চাকুরী এই শুন দিয়া মন ।  
দানহীন হইল বলি নিমিত্ত গ্রহণ ॥

রাঘবের ২য় স্মৃত ২০প বাসমু শিরোমণি মাল্লিক  
শিরোমণি বাড়ে দেখে অপূর্ব কাহিনী ।  
জনর্দ্দিনে দিয়া দান নকুলের আটুনী ॥  
অদৃষ্ট কনিষ্ঠ দোছেই নন্দকিশোর ।  
রাজারাম মিত্র বলে কি হইল যোর ॥  
তেছেই গ্রহণ কৈলা যি জনর্দ্দিন ।  
আদান প্রদান করি এই ছিল মন ॥  
কেশরী বলেন বস্তুর কুলে হইল ডাক ।  
আছিল পৈত্রিক দোষ সেও হইল পাক ॥

অন্ততঃ—

রাঘবনন্দন বাড়িমুখ্য-শিরোমণি ।  
আছেই জনর্দ্দিন মিত্র অংশে সহজ গণি ॥  
দোছেই নন্দকিশোর মিত্র কনিষ্ঠ বিশ্রাম ।  
তেছেই ভঞ্জে গরছেই কত্তা মিত্র রাজারাম ॥  
জনর্দ্দিন মিত্র পাইয়ে করিলা গ্রহণ ।  
তেছেই ভঞ্জে গরছেই হইল অপূর্ব কথন ॥  
নন্দরাম মিত্র বলেন শুন সভাজন ।  
আদান প্রদান কুলরক্ষার কারণ ॥

চক্রপাণি-পৌত্র ১৭প বাঁকোমু চাঁদ

দ্বিতীয়ার চক্রে বেন বাড়রে গগনে ।  
পদ্ম মুদিত হইল বাহা দরশনে ॥  
আজ্ঞাদে আকুল কাম ধরে ত কামান ।  
রামচন্দ্র দেখি সবে পাইলা সম্মান ॥  
পরিপূর্ণ হইল তবে পাইয়া বজ্রেশ্বর ।  
প্রভাতে ভবানী ঘোষ আইল সম্বর ॥  
সার্কভোম চাকুরী এই শুন কুলবর ।  
কোমলে কোমল চাঁদ অতি মনোহর ॥

অন্ততঃ—

প্রামাণিকে প্রথম কত্তা চিরঞ্জীব দাস ।  
তৎপশ্যৎ মহৎ সাম্য করিলা প্রকাশ ॥  
লোচনঘোষে কত্তা দিয়া পরিপূর্ণ চক্রে ।  
দোছেই কামদেবমিত্র অতি সুপ্রবন্ধ ॥  
পৈষ্ঠাপিঠি কুলরুদ্ধি অতি পরিতোষ ।  
মুক্তার গাঁথনি ছেই রামচন্দ্র ঘোষ ॥  
মুখ্য করিল পাক দৃষ্ট অঙ্গে সোসর ।  
গ্রহণাংশে আসিয়া মেলে ঘোষ বজ্রেশ্বর ॥  
অবিভ্রমানে ভবনাথ মিত্র দিলা দোজদান ।  
চৌঠ দান দুর্গাদাসদত্ত বালীর প্রধান ।  
ঘটকেশ্বর চাকুরী করেন সভা বিত্তমান ।  
মল্লিক চাঁদের দানগ্রহণ দুই অঙ্গে সমান ॥

পুরন্দরের ২য় স্মৃত ১৪প বাঁকোমু নীলাধরখান  
নীলাধর খানের দান দেবরাজ ঘোষ অপমান  
কংসারি মিত্র দোছেই বলাৎকার ।  
নাড়িক মিত্র তেছেই দান তৃতীয় পুত্র সন্ধান  
দেবরাজ ঘোষে গ্রহণ সার ॥  
গরছেই পাইয়া কুল বনয়ালী মিত্র সমতুল  
দান্যংশে হৈলা উৎখাত ।  
কুলে হৈল অপবশ পুনগ্রহণে পাইলা রস  
গোপাল ঘোষ হৈলা মাত্র সাত ॥

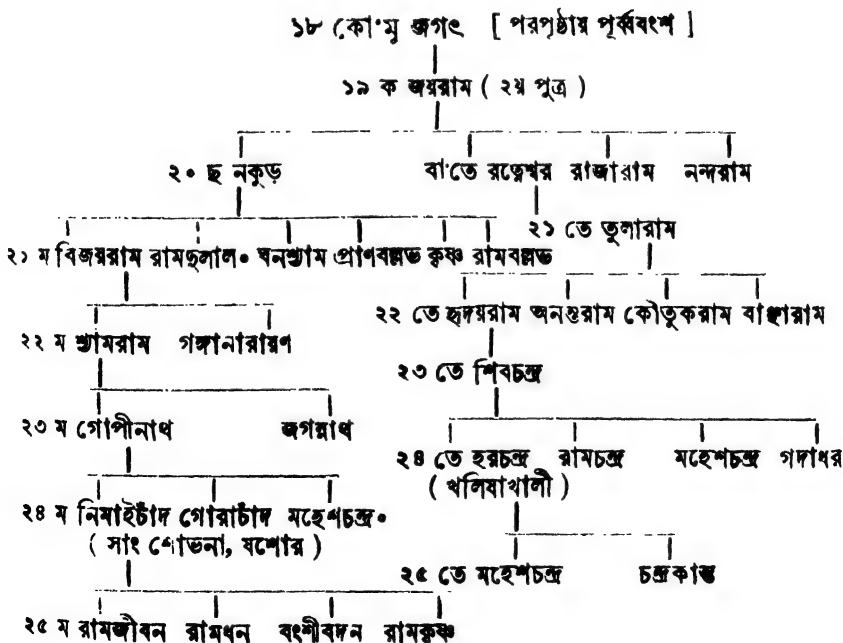
পরমানন্দ দোজ দান বহু দেখি অবিভমান  
কালীনাথ করে অহঙ্কার ।  
সার্কীভৌম বলেন শুন কংসারি মিত্রে তেজ মান  
গোপাল ঘোষ করিলা উদ্ধার ॥

তৎসূত ১৫প কোমু শ্রীবৎস

শ্রীবৎস বহুর কুল কর অবধান ।  
মধু মিত্রে প্রথম কস্তা তবে সত্যবান্ ॥  
তৃতীয় পুত্র মৃত্যুঞ্জয় আর পরমানন্দ ।  
বাসুদেব মিত্রে কুল করি হৈলা ধন্য ॥  
বলভদ্র মিত্রে গরুছেই কুলে হৈলা দাপ ।  
সার্কীভৌম বলেন তার উত্থান যাত্র তাপ ॥

তৎসূত ১৬প কোমু রামানন্দ  
রামানন্দ বহুর কুল কর অবধান ।  
শিবভদ্র ঘোষে দান বড় অসন্মান ॥  
তার পাছে মাধব ঘোষে দিলা দোছেই দান ।  
গ্রহণাংশে শিবভদ্র ঘোষে আদান প্রদান ॥  
সার্কীভৌম চাকুরী এই কর অবধান ।  
তিন পুরুষে নিম্নিত কুল কি কব বাধান ॥  
তৎসূত ১৭প কোমু কমল  
কমল বহুর কুল কর অবধান ।  
বলভদ্র মিত্রে মধু ঘোষ ছহে অবিভমান ॥  
তার পাছে রাঘব ঘোষ বড় চমৎকার ।  
সার্কীভৌম বলেন শুন পুত্র নাহি তার ॥

### মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর থান বংশ ।



মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্-বংশ

১৩ বাঁকোমু বঙ্গভ সুন্দরবর খান্ ( বুড়া মল্লিক )

১৪ কোমু ত্রিলোচন ক উমাগতি ম ত্রিগুণারি তে ত্রীকর্ষ মং কুন্তিবাস  
( বুড়া মল্লিক )

১৫ কোমু মাধব ক কানাই ম সঙ্কেত তে ত্রীকর হাড়ো• কমল• মং নন্দন• রতিনাথ• মং ত্রীধর•

১৬ কোমু লোকনাথ ক শিবানন্দ ১৬ ম বিজয়রাম মং বহু

১৭ কোমু কুমুদ ক গোকুল ১৭ ম রাঘবেন্দ্র রূপকর্ণপুর  
( চাঁদরায় )

১৮ ম বিনোদরাম ত্রীরাম গজারাম মণিরাম অভিরাণ রামকৃষ্ণ গোপীরামণ বনশ্রাম

১৮ কোমু জগৎ ক চণ্ডীদাস ১৯ ছিঃম মুরারি

২০ ছিঃম মদন গোপাল গোবিন্দ ভগবতী ত্রীকৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ

১৯ কোমু রঘুনাথ ক জয়রাম  
[ পূর্বপুষ্ঠায় পরবর্তী বংশ ] ২১ ছিঃম রামজীবন

২০ কোমু রামেশ্বর  
( খলিবাখালী ) ২২ ছিঃম পঞ্চানন বিঃ বাহারাম

২৩ ছিঃম লক্ষ্মীকান্ত ( সাং হরিপাল, হাং পিংলা )

২১ কোমু রূপরাম ক সীতারাম ম রূপারাম তে শোভারাম রামরাম•

২২ কোমু মনোহর ক তরিনারায়ণ ম রামরাম বাম উদয় অবোধারাম• মং কালীপ্রসাদ জগন্নাথ

২৩ কোমু দীপচন্দ্র ক তিলকচন্দ্র গোলোকচন্দ্র তে কানীনাথ মং স্বরূপচন্দ্র

২৪ তে গৌরীকান্ত ( খলিবাখালী )

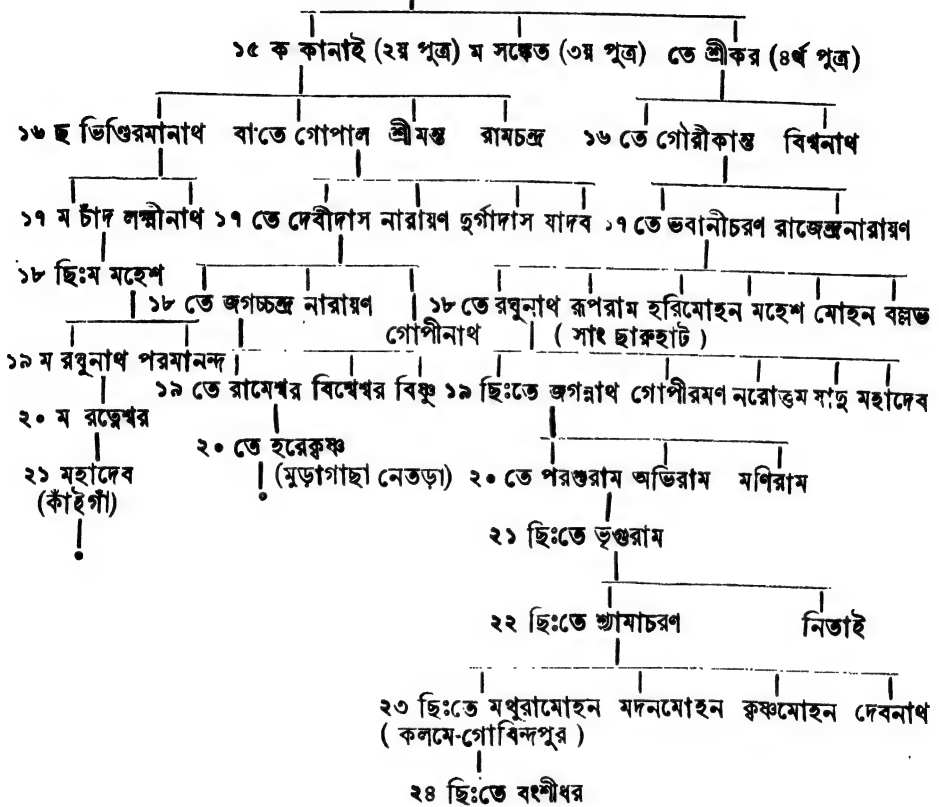
২৪ হরিঃ কোমু নন্দকুমার বাঁকোমু মদন ক প্রেমনারায়ণ ম অভয়াচরণ আনন্দ মং শ্রীমন্ত দুর্গা

কোমু কৃষ্ণচরণ ২৫ নবীনচন্দ্র ২৫ অধিকাচরণ  
( খলিবাখালী ) ( সাং সেনহাটী )

২৫ কোমু পার্শ্বভীচরণ উমাচরণ  
( বাঘুটীরা ) ( খলিবাখালী )

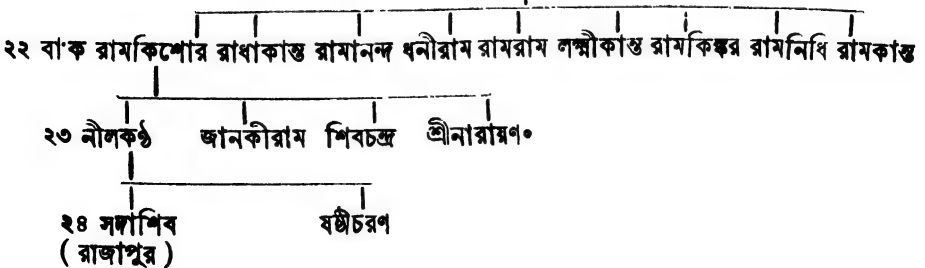
মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান-বংশ

১৪ কোমু ত্রিলোচন ( বড় মল্লিক )



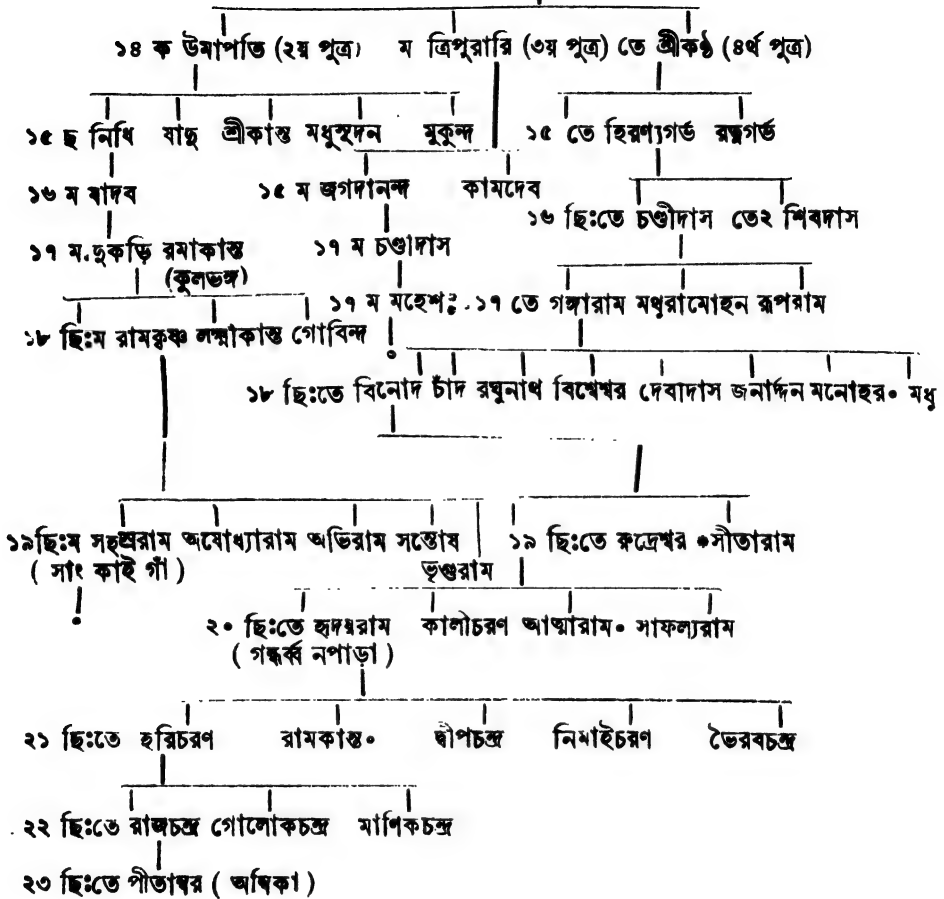
২০ কোমু রামেশ্বর [ ২৪০ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

২১ ক সীতারাম ( ২য় পুত্র )



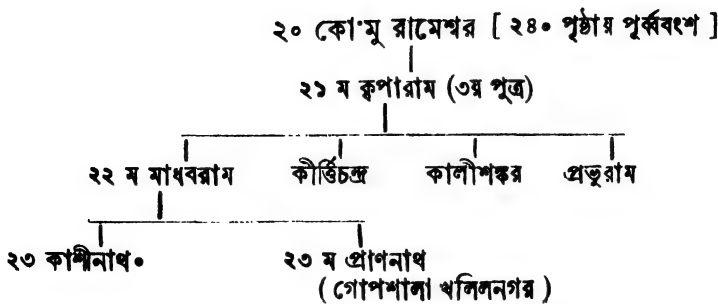
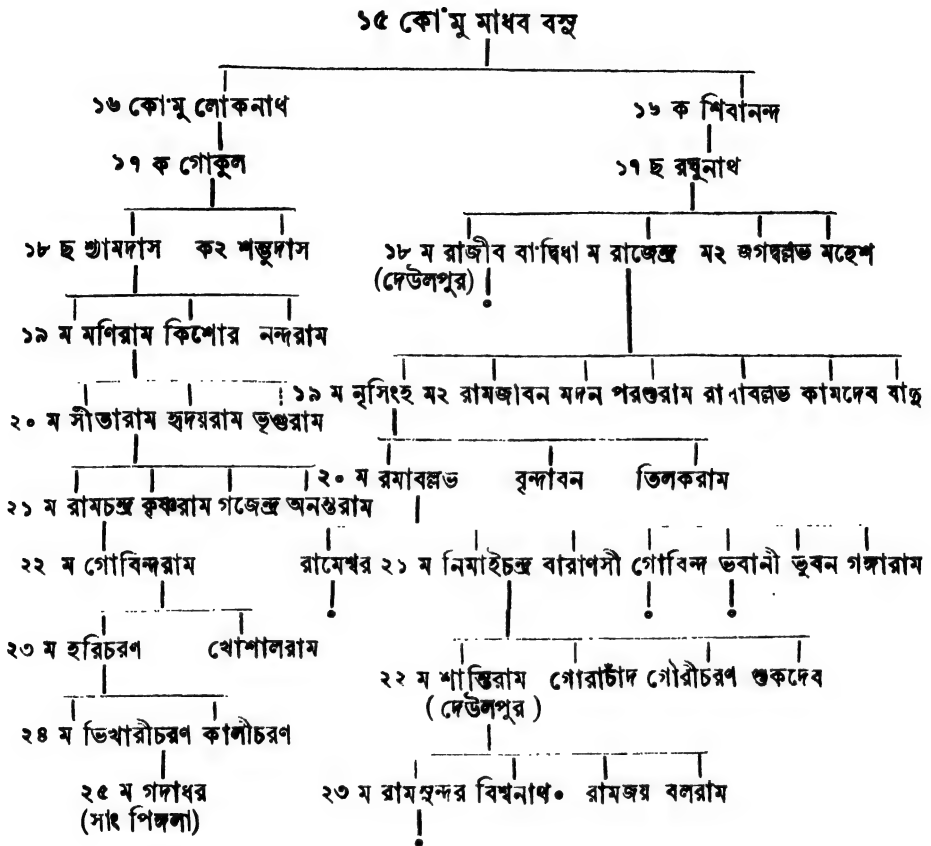
মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান-বংশ

১৩ বা.কো.মু সুন্দরবর খান



• কুলকারিকায় পাঠান্তর কিঙ্কর।

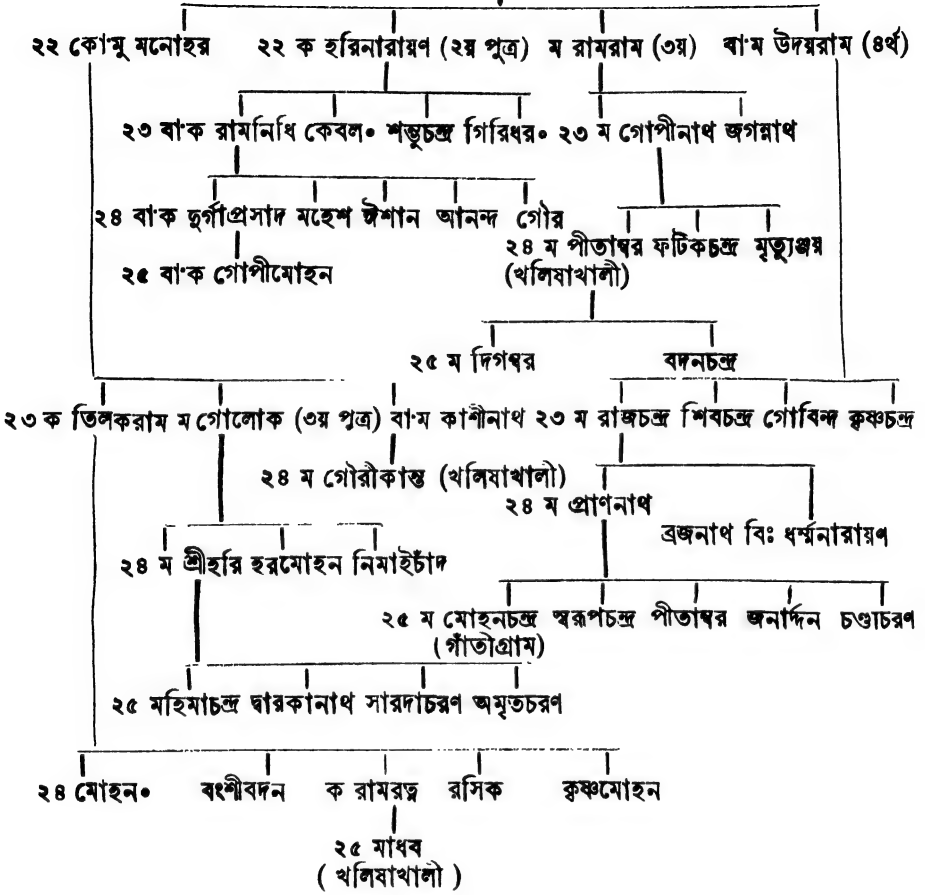
মাহীনগর-সমাজ—স্বন্দরবর খান-বংশ।





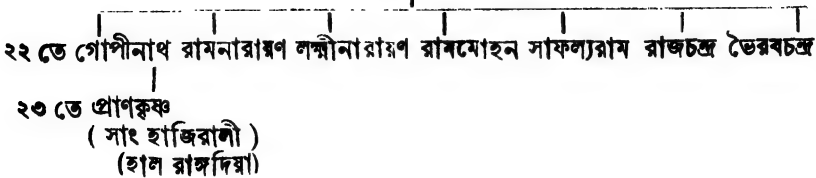
মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান-বংশ

## ২১ কোমু রূপরাম



## ২০ কোমু রামেশ্বর [ ২৪০ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

## ২১ তে শোভারাম ( ৪র্থ পুত্র )



## সুন্দরবর খান্ ও তৎসংশের অংশ-নির্ণয় ।

১৩প বাকৌমু সুন্দরবরখান্ কুলং

খান্: শ্রীযুত স্বন্দরো বিজয়তে ধন্তো ধরামণ্ডলে  
দানেনৈব চ কোমলং কৃতিবরং লক্ষ্মীপতিং  
প্রাপ্তবান্ ।

পশ্চাদেবায়কনকেশ্বরং বিতরণাং দেবেশ-  
মিত্রং ততো

গৌরীদাসসুতে প্রদায় তনয়াং মিত্রেণ  
তুষ্টিং দদৌ ।

বিশেষশ্চ সুতে ততোহপি তনয়াং শ্রেণীবিভজ্যং  
পুনঃ

দুর্গাদাসসুতে ততো হৃহিতরং দদ্বা বিরজে ভূশং ॥

মিত্রেহসৌ নরসিংহকে গ্রহণতো দেদীপ্যমানো  
মুদং

প্রাপ্তা সোপি ন রাজতে বহুবরো দামোদরে  
বোষজে ।

পশ্চাৎ শ্রীকরশ্রীবরো কৃতিবরঃ সংবর্দ্ধ যোহং গতঃ

খাতোহয়ং বহুপুংস্বো বিজয়তে সংবর্দ্ধ মুখ্যং  
কুলে ॥

তৎসুত ১৪প কোমু ব্ৰহ্মার্ম্মিক ত্রিলোচনবসো:

ক্ৰিতৌ লোচনাখ্যো বভৌ রামমিত্রে

প্রাদানাদ্বিলেভে কলানামিত্রং ।

ততঃ কৃষ্ণমিত্রং প্রতিলক্সা চ মুখ্যং

বিরজে চ কৃষ্ণং ততো গৌরমিত্রং ॥

গৃহোদ্বা চ কংসং গুণং নাপি লক্সা

বিরজে চ মুখ্যে পুনর্দেবরাজে ।

ত্রিপৌ সোপি মিত্রে গ্রহাৎ কৈরগাখ্যে

নবাজেন হীনো বভৌ পুণ্যকন্না ॥

তৎসুত ১৫প কোমু মাধবস্য

প্রদানতঃ সমাধবো বভৌ চ লক্ষ্মীনাথজে ।

নতোষকং যবৌ বহু বলাইমিত্রসংজ্ঞকে ॥

সকৈরণায়ে মুদং রবৌ চ বোষমুখ্যকে ।

প্রদায় গহিতায়জাং স বাহুদেবমিত্রজে ॥

বলাদিভদ্রমিত্রজাং সুতেন যোদমগ্রী-

মনস্তবোধদেহজাং তৃতীয়কেন সমদং

\* \* \*

ধরে সুপাদপদ্বরেণুপূতসর্গবিগ্রহঃ ॥

তৎসুত ১৬প কোমু লোকনাথবসো:

খাতোহসৌ কিল লোকনাথ উদিতো ভূদেব-

সেবারতো

দানাদ্যো বহুমিত্রকং গুণৱং লক্সা চ সংবর্দ্ধয়ন্ ।

পশ্চাৎ শ্রীপতিমিত্রমুখ্যমবরং সংপ্রাপ্য

তুষ্টিং যবৌ

নরেজে কিল বিষ্ণুদাসমভিত সংপ্রাপ্য

মিত্রং নিধিৎ ॥

দত্তাহসৌ জদয়ায়জাং তনুভাং শ্রেণীবিভক্তো ভবদ্-

যস্মাৎ সোপি ন রাজতে গ্রহণতো

বোষে চিরঞ্জীবকে ।

দানাদানবিধানতঃ কুলকৃতি নিন্দাং সমালক্সবানন্দ

খ্যাতিমুপৈতি মুখ্যপ্রবরো লোকৈরনুজ্ঞায়তে ॥

তৎসুত ১৭প কোমু কুমুদবসো:

মুখ্যঃ শ্রীকুমুদ প্রদায় তনয়াং মুখ্যো রবৌ সুনবে

কাশীনাথসুতে ততোহপি তনয়াং

দদ্বা নরেজে ভূশং ।

চৈতন্ত্য সুতে ততো হৃহিতরং দদ্বা ন সম্ভাষতে

প্যাঢানারিধিঘোষকং সংপ্রাপ্য মুখ্যাগ্রীঃ ॥

চৈতন্ত্য সুতাং প্রাপ্য দ্বিতীয় গ্রহণেন চ ।

পরিবর্ত্তং প্রকুব্বাতো ঘোষে নৈব গুণং যবৌ ॥

তৎসুত ১৮প কোমু জগৎবসো:

রায়ানন্দসুতে প্রদায় তনয়াং খাতো জগৎবলভ-

স্তংপশ্চাজ্জয়ঘোষজে হৃহিতরং চাভ্যন্ততুষ্টোহ-

ভবৎ ।

দানাদানবিধানতোহপি কমলাকান্তেন তুষ্টিং যবৌ

দৃষ্টিনৈব পরম্পরাকুলভুবাং যিত্রোহি মুখ্যো-

হন্তবৎ ॥

তৎস্মত ১৯প কোমু রঘুবসো:

মুখ্যোহসৌ রঘুনাথকো নবিজয়ী রামঞ্চ সংবর্দ্ধয়ন্  
সংপ্রাপ্তঃ কিল পার্শ্বভীঃ গ্রহণতো ঘোষান্ন-  
তোষণং বযৌ ।

দ্যদৈনৈব গুণং লভেৎসুবরো মুখ্যোহহি জন্মায়তে  
ধতোহসৌ কিল রাজবল্লভসুতাং গৃহ্ণ ন হর্ষং  
বযৌ ॥

তৎস্মত ২০প কোমু রামেশ্বরবসো:

ক্ষিতৌ সোপি রামেশ্বর শৌর্য্যহীনঃ  
প্রদানান্নরেজে জয়ে চাপি ঘোষে ।  
ততঃ কালিদাসে গুণং নাভিলেভে  
সলজ্জোহি মুখ্যো নরৌ বাদবেস্ত্রে ॥  
গৃহীত্বা ন তোষণং বযৌ বাদবেস্ত্রে  
ততোহসৌ বিলেভে মহাদেবমিত্রং ।  
দ্বরৌ রত্নয়ো যৌ গুণঞ্চাপি লক্ষা  
বসুশ্চাপি লজ্জাযুযৌ চাপি যয়ঃ ॥

তৎস্মত ২১প কোমু রূপরামবসো:

যশৌ বযৌ নো বৎসরূপরামো  
মনোহরং প্রাপ্য হি মুখ্যকল্পং ।  
প্রদায় পুত্রীং খলু বাসুদেবে  
মিত্রে তথা শ্রীবলরামজে চ ॥

মাধবস্মত ১৬প ক শিবানন্দবসো:

শিবানন্দপ্রদানেন বাদবে গুণমাদদে ।  
যত্নমিত্রং সমাসাচ্চ গ্রহণাচ্চ বিরাজতে ॥

তৎস্মত ১৭প ছ মল্লিকরঘুবসো:

বিখ্যাতো কিল মল্লিকো রঘুবসুদীনেন সজ্জায়তে  
চণ্ডিদাসস্মৃতে স্মৃতা সমদদদ্রামাদিনন্দে ততঃ ।

গোবিন্দে খলু মিত্রকে গুণমগাং রাজীব

তত্য়ায়জে।

রাজেন্দ্রশচ মহেশ্বরসুদনুজৌ রত্যাদিকান্তে গ্রহাং ।

তৎস্মত ১৮প ম রাজেন্দ্রমল্লিকস্ম

রাজেন্দ্রো বসুসজ্জনো বিজয়তে শ্রীরামভদ্রে মহান  
দানাং শ্রীযুতপার্কীতী বরকুলে মুখ্যেচ তোষণং  
গতঃ ।

তৎপশ্চাৎ প্রতিসারিনীং সমদদৎ শ্রীরামকৃষ্ণে মদ  
তত্য়াদ্রাঘবমিত্রকে গুণমগাঙ্কানিশ্চ তেযামভুৎ ॥  
হরিচরণসুতাং লক্ষা গোরা মিত্রসুতাং পুনঃ ।

তত্রৈব শৌভতে নাপি বসুবংশসমুদ্ভবঃ ॥

সুতান্তস্ত জাতা নৃসিংহোপি ধনু-

স্ততো জীবনাখ্যঃ পরে মদনোপি ।

পরশুরামনামা সদা পুণ্যকর্ম্মা

পরে কিল রাধা বল্লকামদেবে ॥

তৎস্মত ১৯প ম নৃসিংহমল্লিকস্ম

নৃসিংহমল্লিক স্মধীবিরাজতে... (৭)

সমাধুরে গুণস্ততঃ স্মমিত্ররামচন্দ্রকে ।

পরে চ রামঘোষকে স্মসুখ্য বিপ্রভক্তকে

গ্রহাচ্চ গোপীঘোষকে ননন্দ সাধুশীলকঃ ॥

রমাবল্লভনামা চ বৃন্দাবনবহুস্তমঃ ।

নৃসিংহস্য স্মতো জাতৌ কুশলৌ কুলকর্ম্মাণি ॥

তৎস্মত ২০প ম রমাবল্লভস্ম

রমাবল্লভোহসৌ সদা কৃষ্ণভক্তঃ

প্রদানেন হীনো বহুঃ পুণ্যকর্ম্মা ।

গ্রহাৎ যাত্নমিত্রে বভৌ মুখ্যবর্ষ্যে

ক্ষিতাবেব ধন্যো নিমুস্তস্ত পুত্রঃ ॥

বুড়া মল্লিকস্মত ১৫প ক কানাই-বসো:

কানাই-বসুনা লকো মধুঘোষপ্রদানতঃ ।

প্রতিপ্রদানাং সংভূতিস্তত্তে হরিঘোষকে ॥

গ্রহণাঘাঘবং প্রাপ্য কিরণে চ ষ্টিতীয়কং ।

উভয়োক্তপনালেভে কানাই-বসুরিত্যপি ॥

রমানাধো গোপালশ্চ ত্রীমস্তো রামচন্দ্রকঃ ।

এতে তস্য স্ত্রতাঃ জাভাঃ বিখ্যাভাঃ ধরণীতলে ॥

তৎস্মৃত ১৩প হু রমানাধশ্চ

রমানাধঃ প্রদানেন রাধবে রাধবেহপি চ ।

সএব গুণমালাভে গৌরীদাসস্ততা গ্রহাৎ ॥

তৎস্মৃত ১৭প ম চাঁদবসোঃ

তৎপুত্রো চন্দ্রচূড়োহপি দানহীনো বহুভমঃ ।

গোপালমিত্রমাসাশ্চ গ্রহণাৎ ন চ ভাষতে ॥

তৎস্মৃত ১৮প ম মহেশ্বরশ্চ

দানান্নহেশ্বরবহুঃ কিল বামদেবং

সংপ্রাপ্য তোষমগমং সতু নিন্দিতোহপি ।

চৈতত্ত্বষোষতনয়াং তনয়েন নীত্বা

নিন্দামবাপ মহতীং ক্রিতিমণ্ডলে চ ॥

তৎস্মৃত ১৯প ম রঘুবসোঃ

দানাদ্বিহীনো রঘুনাথনামা

রত্নেশ্বরশ্চ স্ত্রতাঃ প্রসিদ্ধঃ ।

গোবিন্দঘোষে গ্রহণধিধায়

নরাজতেহসৌ বহুসম্ভবশ্চ ॥

তৎস্মৃত ২০প ম রত্নেশ্বরশ্চ

রত্নেশ্বরোহভূৎ খলু ভাগ্যহীনো

ত্রীকৃষ্ণঘোষ গ্রহণধিধায় ।

নরাজতেহসৌ ভূবি পুত্রহীনো

দানেন হীনঃ সতু পাণিযুক্তঃ ॥ ( বংশাভাবঃ )

লোকনাথস্মৃত ১৭প ক গোকুলবসোঃ

ত্রীগর্ভতনয়ে কত্থাং দদ্বাহসৌ গোপকুলান্বয়ঃ ।

রমানাধস্ততাং প্রাপ্য মুমুদে মুখ্যসম্ভবাং ॥

শ্রীমদাসোহশ্চ পুত্রোহভূচ্ছুদুদাসিস্ততঃ পরং ।

স্বখ্যাতো ক্রিতিমধ্যেহপি বিপ্রভক্তিসমম্বিতো ॥

তৎস্মৃত ১৮প হু শ্রীমদাসবসোঃ

বহুশ্রীমদাসঃ ক্রিতাবেব ধন্তঃ

স গোবিন্দরামান্বজে দত্তকন্তঃ ।

গ্রহাচ্চাণ্ডিদাসে গুণং চাপি লভা

স্বমুখ্যেচ মিত্রে বভৌ কৃষ্ণভক্তঃ ॥

মণিরামঃ কিশোরশ্চ তৎপরে নন্দরামকঃ ।

শ্রীমদাসবসোঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ কুলভূষণাঃ ॥

তৎস্মৃত ১৯প ম মণিরামবসোঃ

বিখ্যাতো মণিরামকো বিজয়তে ত্রীরামভদ্রে ততো

ঘোষে ত্রীমদনে প্রদানবিধিনা কৃষ্ণপ্রসাদে পুনঃ ।

ঘোষে ত্রীযুত রূপকে চ গুণবান্ রাজাদিরামে ততঃ

তৎপশ্চাৎ খলু কৃষ্ণবল্লভমগাং দানেন ঘোষণং বহুঃ ॥

ঘোষবিষেধং প্রাপ্য গ্রহণানুধ্যাপ্তবৎ ।

দানাদানেন সম্ভটঃ শুভে বহুপুঙ্গবঃ ॥

তৎস্মৃত ২০প ম সীতারামবসোঃ

স্মৃতস্তস্ত সীতারাম দানতোহসৌ

প্রসাদে চ নিন্দাং গতঃ কৃষ্ণপূর্কোঃ ।

বভৌ মিত্রধনঞ্জয়ে সোপি ভূয়ো

গ্রহাণ্ডো মধো ঘোষকে তোষমাপঃ ॥

কোমু জগৎরামস্মৃত ১৯প ক জয়রামবসোঃ

স্বখ্যাতো জয়রামকো বহুবরো মিত্রে চ রত্নেশ্বরে

ভূপ্তিং নাশ মহাদ্রাতিবিতরণাং ত্রীরাম-

ঘোষে ততঃ ।

তৎপশ্চাৎ কিল রামনাথতনয়ে দত্তা তমুজাং

পরাম্

সংগৃহ্ণন্ জয়কৃষ্ণমিত্রমভিতস্তস্মিন্ গুণং নাশুবান্ ॥

তৎস্মৃত ২০প হু নকুড় বসোঃ

ছকুমিত্রপ্রদানেন ন চ ভূপ্তিং জগাম স ।

কালিদাসস্মৃত্যং প্রাপ্য নকুড়বহুজেন চ ॥

সুন্দরবরখানস্মৃত ১৪প ক উমাপতিবসোঃ

উমাপতিঃ প্রদানতো বিলভ্য কৃষ্ণমিত্রকং ।

প্রতিঞ্চ ঘোষকে দদৌ মকরন্দাদি নামকে ॥

দ্বিতীয়েন প্রদানেন কবিরাজেন শোভতে ।

কংসারিমিত্রমাসাশ্চ গ্রহণানিন্দিতোহভবৎ ॥

তৎস্মত ১৫প হ নিধিবসোঃ

দানবিধৌ নিধিবসুরেষ রাঘবঘোষে বহুসন্তোষঃ  
সত্যবিধেখরকোহমুগ্রহাৎ কাশ্মাৎ বহু সম্মান-  
মপি চ ।

ঘোষে শ্রীযুতো রাঘবে নিধিবসুর্দানেন সম্ভাষতে  
তৎপশ্চাৎ প্রতिसारिणीং সমদদৎ সত্যোচ মিত্রে  
মুদা ॥

শ্রীবিধেখরঘোষকে তদপরা দত্তা চ মধ্যে বভৌ ।  
কাশীনাথসুতাং স্মতেন জগৃহে ধতোহি ভূমণ্ডলে ॥

তৎস্মত ১৬প ম বাদববসোঃ

বাদবোপি প্রদানেন ঘোষে চিত্রাঙ্গদে বভৌ ।  
বহেশং দত্তমাদায় দৈবাৎ সোপি কুলং জহৌ ॥

তৎস্মত ১৭প ম দুকড়ি রমাকান্তবসোঃ  
রমাকান্তোহপি তৎপুত্রৌ দানহীনঃ সকুণ্ঠিতঃ ।  
গোবিন্দভনয়াং লেভে দৃষ্ট্ৱা পৈতৃকদূষণং ॥

তৎস্মত ১৮প ম রামকৃষ্ণবসোঃ

বসুরামকৃষ্ণৌ গুণী শত্ৰুমিত্রে  
প্রদানেন তোষং গতঃ সাধুশীলঃ ।  
গ্রহাৎ সোপি গৌরীসুতা লক্ষ্যমা  
দিদীপৌ চ ধন্তঃ সদাবিষ্ণুভক্তঃ ॥ ( বংশাভাবঃ )

সুন্দরবরখান-স্মত ১৪প ম ত্রিপুরারিবসোঃ

ত্রিপুরারিমগাৎ সত্ৰ মিত্রবরং  
প্রতিদানবসাদনুতুর্ধ্যকুলং  
স কলাবরমিত্রকমাপবরং ।  
রাঘবঘোষে পুরাপদানং  
সত্ৰ কুলমাপৎ কিল কবিরাজং ।  
তস্ত তনুত্ব জগদানন্দ-  
স্তস্ত পরেজনি কাষ্যাতঃ ॥

তৎস্মত ১৫প ম জগদানন্দবসোঃ

সমুত্তবশ্রীজগদানন্দো  
দানাক্ষিরানন্দম্বাপ ঘোষণং ।

আদায় মিত্রং জগদানন্দং  
গুণং বিধন্তে সত্ৰ সাধুশীলঃ

তৎস্মত ১৬প ম চণ্ডিদাসবসোঃ

তস্তাত্মজৌ শ্রীযুতচণ্ডিদাসৌ  
দানেন হীনৌ জগতি প্রসিদ্ধঃ ।  
আদানতোষণং কিল কৃষ্ণদাসং  
ঘোষণং সমগম্য কুলং জহৌ সঃ ॥ ( বংশাভাবঃ )  
বুড়া মল্লিকস্মত ১৫প ম সঙ্কেতবসোঃ

বসুকুলসম্ভব সঙ্কেত নামা  
শশীসুধাকরদিনকরধামা ।  
মধ্যে রম্যপতিঘোষে দানং  
স বলভদ্রমিত্রে গ্রহণং ॥

তৎস্মত ১৬প ম বিজয়বসোঃ

বিজয়বসু বরেন্যো দানশীলো বদাত্তৌ  
বিতরতি সত্ৰ দানং চক্রপাণৌ চ ঘোষে ।  
তদনু বিমলকীর্ত্যো মিত্ররাজীবমাপৎ  
গ্রহণমথ প্রচক্রে ঘোষণংশে যদৌ চ ॥  
তস্তাত্মজৌ রাঘবরূপকোহসৌ ॥  
বিরাজিতৌ তৌ বিজয়স্ত সুনৌ ॥

তৎস্মত ১৭প ম রাঘবেন্দ্রস্য

দানাদ্রাঘবমল্লিকৌ বসুবরৌ শ্রীমাধবে ঘোষকে  
তৎপশ্চাৎ কুসুদে...ভবেৎ মিত্রে ততো শ্রীধরং ।  
সংপ্রাপ্তঃ কিল পাঁচুমিত্রমপয়ং গজাদিরামং ততো  
জজ্ঞান প্রকৃতাধিপে গ্রহণতো রতাদিকান্তে  
মহান্ ।

সমজনি ভুবনোহসৌ শুভ্রকীর্তিবিনোদ-  
স্তদনু বিমলভেজাঃ শ্রীলরামো কুলজঃ ।  
বিধানতঃ যশোভাজৌ শ্রীজগদাদিরামঃ  
পরহিতবসুগোপীচাভিরাষৌ বসুশ্চ ॥

কুতিবরঃ কণিরামো রামককন্তজোহুৎ  
কুলজনহিতকারী বো বনশ্রামনা ।  
সকলগুণবিযুক্তা সর্ককাব্যমুদকাঃ  
ক্ষিতিলবিদিতান্তে রাধবেজ্রাশ্রজাশ ॥

তৎসুত ১৮প ম বিনোদবসোঃ

অসৌ বিনোদো রত্নবংশজয়া  
দানেন চানন্তমগাঋদীয়কং ।  
ক্ষিতৌ ভবানীতনয়াং গ্রহন্ত  
নিবিন্দ মধ্যাংশকুলোত্তবোহপি ॥

তৎসুত ১৯প ম মুরারিবসোঃ

তত্ৰাশ্রজীলমুরারিনামা  
প্রদানতো রূপমবাপ ঘোষণং ।  
আদানতো দানত এব ঘোষে  
ত্রীরাধবেহসৌ বিততার কীর্ত্তিং ॥  
মদনো বহুসুর্দত্তো গোপালশ্চ ততঃ পরং ।  
গোবিন্দঃ কুলবিখ্যাতো মুরারেন্তনয়া ইমে ॥

তৎসুত ২০প ম মদনবসোঃ

মদনবসুবরণ্যো দানলীলো বদাতঃ  
ক্ষিতিলবিদিতোয়ং ধর্ম্মশীলোতিমাত্রঃ ।  
গ্রহণমধ প্রচক্রে শ্যামদাসে চ ঘোষে  
সমজনি ভুবনেহসৌ জীবনন্তৎসুতোহপি ॥

সুন্দরবর খান্-সুত ১৪প তে ত্রীকর্ষবসোঃ

ভবনাথং বিক্রমঞ্চ পীতাম্বরশ্চতাং গতঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে হিরণ্যস্য

বহুনা রাহণা প্রস্তং নিধিং প্রাপ্য চ মুচ্ছিতঃ ।  
হিরণ্যবশু বিখ্যাতঃ ত্রীকর্ষবসুসম্ভবঃ ॥

তৎসুত ১৬প তে চণ্ডিদাসস্য

পার্কীতীমিত্রযোগেন জগাম কুলহানিতাং ॥

তৎসুত ১৭প তে গজারামস্য

হরিণা গোপালমিত্রেণ পদারামো বিদ্রাজতে ॥

তৎসুত ১৮প তে বিনোদ

কুশলাং কুশলং লেভে বিনোদ বহুসম্ভবঃ ॥

তৎসুত ১৯প কিস্করন্ত (৬)

রমানাথেন ঘোষণে কিস্করঃ পরিরাজতে ॥

ত্রিলোচনসুত ১৫প তে ত্রীধরন্ত (+) কুলং

নিবিত্তঃ প্রাপ্য কানাইং জগন্নাথেন বনিতঃ ।

মুরারিতনয়ানাভাং ত্রীধরঃ পরিনিবিত্তঃ ॥

তৎসুত ১৬প তে গৌরীকান্তন্ত

হৃদয়েন সমাযোগাং গৌরীকান্তো বিরাজতে ।

গোপালমিত্রযোগেন তৎকণাং পরিমুচ্ছিতঃ ।

মৃত্যুঞ্জয়ন্ত ঘোষণ প্রহণং জীবনপ্রদং ॥

তৎসুত ১৭প তে ভবানীবসোঃ

ভবানীং দৈবকীকৈব মূর্ছয়ামাস সুন্দরং ।

বল্লভস্য সমাযোগাং ভবানী পরিরাজতে ॥

তৎসুত ১৮প তে রঘুবসোঃ

চুগাদাসে চ গোবিন্দে জয়কৃষ্ণে দদৌ বসুঃ ।

রঘুর্ভবানীমিত্রেণ কুলকর্ম্মবিশারদঃ ॥

তৎসুত ১৯প তে জগন্নাথস্য

বিষ্ণুদাসঞ্চ গোবিন্দং ঘোষণ বৃন্দাবনস্তথা ।

জগন্নাথবসুর্লেভে দানপ্রহণকর্ম্মণা ॥

মল্লিককানাইসুত ১৬প বাতে গোপালস্য

চণ্ডিদাসেন ঘোষণে গোপাল মুকুতী বভৌ ॥

তৎসুত ১৭প তে দেবদাসস্য

দেবদাসবসুর্দত্তঃ সংগৃহ কৃষ্ণদাসকং ॥

তৎসুত ১৮প তে জগদ্বসোঃ

দানঞ্চ মাধবে ধন্তং জগদ্বসুবরো দদৌ ।

যজ্ঞেশ্বরশ্চতাং লকা নিবিত্তং কুলকর্ম্মণি ॥

তৎসুত ১৯প তে রামেশ্বরস্য

মধুঞ্চ মধুমিত্রঞ্চ গণেশং রাঘবং তথা ।

(৬) কুলপঞ্জিকায় পাঠান্তর রুদ্রেশ্বর ।

(+)

কৃষ্ণরামক রামক লেভে রামেশ্বরো বহুঃ ।

রমেশ্বরো স্তুতাঃ তস্য গ্রহণেনাপি হর্ষদাঃ ॥

তৎস্মৃত ২০প তে হরেকৃষ্ণস্য

হরেকৃষ্ণবস্তুলেভে দুর্গারামক ষোষকং ॥

ষটক সার্কভৌম ও নন্দরামের ঢাকুরী বা বাঙ্গলা কারিকায় স্মন্দরবর থান্ ও তৎশ্রবণের  
এইরূপ অংশ-নির্ণয় পাওয়া যায়—

১৩প বাকোমু স্মন্দরবর থানের কুল

স্মন্দরবর থানের দান লক্ষ্মীনাথের অপমান

ভাগ্যক্রমে কনিষ্ঠ কনকেশ্বর ।

তেছেই কত্যা দেবরাজ এই পাকে কিছু লাভ

চোছেই নিন্দিত গৌরীবর ॥

পাঁচছেই বিবেশ্বর অপাত্তীকরণে ডর

তার পাছে ঘোষ দুর্গাবর ।

ব্যতিক্রম হইলা ছেই রক্ষার কারণ এই

গোপীনাথ পাছে মিত্রবর ॥

প্রকৃত কুলের সার নৃসিংহ রূপে অবতার

দৈবক্রমে হইল মিলন ।

দামোদর শ্রীকর শ্রীধর পীতাম্বর

সার্কভৌম করেন স্মরণ ॥

তৎস্মৃত ১৪প কোমু বুড়ামল্লিক ত্রিলোচনবহু

বুড়া মল্লিকের কুল শুনিতে চমৎকার ।

রামমিত্র কলাধর কনিষ্ঠ অবতার ॥

ছভায়া কুলীন কৃষ্ণমিত্র আর কৃষ্ণঘোষ ।

গৌরীনাথ মিত্র আসিয়া বাড়ায় পরিতোষ ॥

কংসারি পাইয়া পাছে হইল স্মরণ ।

দেবরাজ ঘোষের গরছেই কত্যা পুনগ্রহণ ॥

মধ্যাংশ ত্রিপুরারি মিত্র দিলা দোজ দান ।

কিরণঘোষ তেওজ কুল বড়ই সনমান ॥

সার্কভৌমের ঢাকুরী এই শুনিতে সন্তোষ ।

দানাংশে ত্রিলোচন বহু বড় পরিতোষ ॥

তৎস্মৃত ১৫প কোমু মাধব

মাধব বহুর দান লক্ষ্মীনাথে শুণ পান

কোমল কুলের এই লও জায় ।

কনিষ্ঠ বলাই দেখি শক্তি করিল আধি

কি হৈল আমার উপায় ॥

ছভায়া কিরণ দেখি বারেক মেলিল আধি

রঘুনাথ করিয়া স্মরণ ।

বাসুদেব পাছে যায় দাঁড়িয়া কহিল তায়

করবোকে করেন স্তবন ॥

বলভদ্র মিত্র পাইয়া অনন্ত আইল ধাইয়া

রামানন্দ নিন্দিত অপার ।

সার্কভৌম বলেন শুন কমলাকর পাছে শুণ

কাশীনাথ করে অহঙ্কার ॥

তৎস্মৃত ১৬প কোমু লোকনাথ

লোকনাথ বহুর কুল ছই অঙ্গে সমতুল

রঘুনাথের বাড়ায় অহঙ্কার ।

শ্রীপতি মিত্র দোছেই দান মিত্র হৈল অপমান

বিষ্ণুদাসের হইল উদ্ধার ॥

চোঠ পোর পাছে নিধি বিড়ম্বিল তারে বিধি

মধ্যাংশ দানেতে প্রতিকার ।

জন্মিয়া কনিষ্ঠ কুলে হৃদয় ঘোষ ডাকি বলে

গরছেই করিব আমি সার ॥

মুখ্যতে না দিয়া দান পাছে পায় অপমান

দর্প চুর হইল তখন ।

চিরজীব পাইয়া কুল আলাইল মাথার চুল

জন্ম দেখি করিল গ্রহণ ॥

বিষ্ণু দত্ত দোজোদান ছই অঙ্গে অবিগ্ৰহান

সার্কভৌম করেন পূরণ ॥

জগৎমল্লিকস্মৃত ১৭প কোমু রঘুনাথ

রামপ্রসাদ দত্ত জগন্নাথের দায় ।

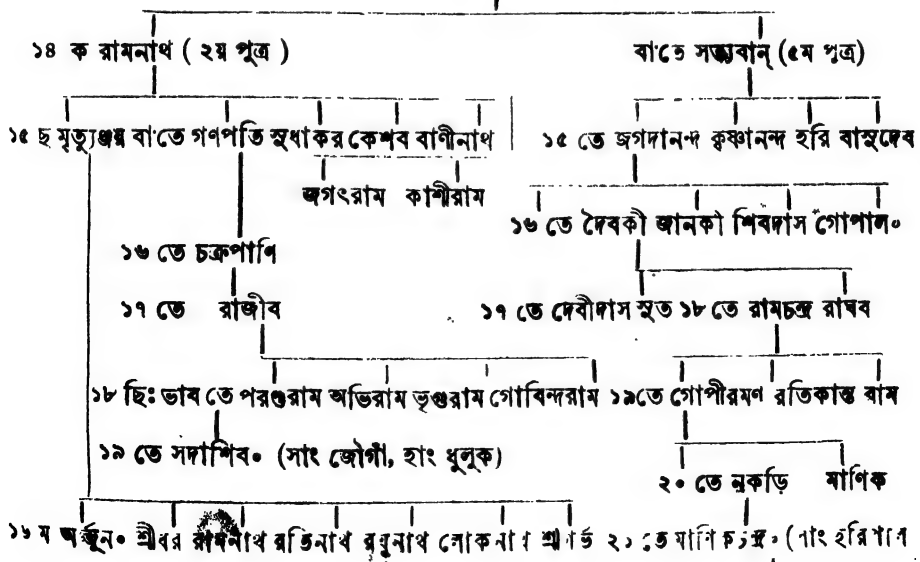
বলদবীদ বসন্তরী বাহার আলয় ॥

পুরুষোত্তম সিংহ পাছে বন্দীপুরে-বাল ।  
 তিনকল্পা প্রামাণিকে অতি সুপ্রকাশ ॥  
 সাম্যদানে বাড়াইলা মুখ্য রামঘোষ ।  
 পার্শ্বভী ঘোষেতে গ্রহণ নহিল সন্তোষ ॥  
 দুই অঙ্গে বাড়াইয়া বসু না পায় বশ ।  
 রাহবল্লভ চৌধুরী বালিয়ার দেন আত্মরস ॥  
 রঘু বসু কর্তৃক কমলের সার ।  
 ঘটক মিত্র নন্দরাম কি বলিবেন আর ॥

তৎস্মৃত ২০প কোমু রামেশ্বর  
 রামেশ্বর বসুর কুল শুন সব এহি ।  
 তৃতীয় পুত্র জয়কৃষ্ণ ঘোষে আগছেই ॥  
 দোছেই কত কালীচরণ ঘোষেতে সুসাজ ।  
 তেছেই নরোত্তম মিত্র সাম্য নহে কাজ ॥  
 উদয়নারায়ণ মিত্র আসি ছেই করিল ভঙ্গ ।  
 রাধাকৃষ্ণ মিত্র পাছে যত্নঘোষ সঙ্গ ॥  
 শতিক্রম হইল ছেই তেওজ গুণকারী ।  
 গরছেইতে গঙ্গারামসিংহ রায়চৌধুরী ॥  
 গ্রহণ করি জয়ঘোষ উদ্ধারিলা তারে ।

মাহীনগর-সমাজ—উগ্রকণ্ঠ বসুর বংশ

১৩ স'মু উগ্রকণ্ঠ [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]





১৪ সমু ভীনাথ ক রায়নাথ ম নীলকণ্ঠ তে সভ্যবান্ মর অচ্যুত মর অনন্ত মর মোহন  
[ পুরুগুণ্ঠায় পুরুগুণ্ঠায় ] [ পুরুগুণ্ঠায় পুরুগুণ্ঠায় ]

১৫ সমু গুরুড ক রূপরাজ ম ত্রিপুরারি তে শুভরাজ যাদবেত্র মর লোকনাথ মর গৌরী চক্রেকুত্ মর কুমারদ বাহুদেব মর রত্ননাথ  
[ পুরুগুণ্ঠায় পুরুগুণ্ঠায় ] [ পুরুগুণ্ঠায় পুরুগুণ্ঠায় ]

১৬ সমু শুগানিল (\*) ১৬ ম লক্ষ্মীনাথ বাহুদেব কামদেব গৌপী

১৭ ছ চক্রপাণি কামদেব গোপাল

১৭ ম চাঁদ রত্ন তেতন্ত

১৮ ম দেবীদাস

১৯ ম ভগবতী অভিরাম জয়রাম বলরাম বারানসী রাধাবল্লভ মধুসূদন

২০ ম শঙ্করায় চাম্ ইন্দর নৃসিংহ কুশল মাধব

২১ ম কানীয়া (+) বিজয়রাম ঘাসৌরাম রসিকরাম  
( সাং পাঁচড়া, হাং পিজলা )

(+) ২১ ম কানীয়া  
২২ ম কাছুরাম  
২৩ ম মাদবরাম ইরানল  
২৪ ম বারানসী  
২৫ ম কৈলাসেশ্বর ত্রিপুরেশ্বর  
( পিজলা ) জগদীশ্বর

(\*) কুলপঞ্জিকায় গুণানন্দের পুত্র “ব্রহ্ম চাঁদ খাঁর দোহিত্রের মুখ্য্যং হানিঃ” এইরূপ লিখিত হইয়াছে ।

১৩ সম্মু উগ্রকণ্ঠ

১৪ ম নীলকণ্ঠ (৩য় পুত্র)

১৫ ম বিজয় রঘু বিষ্ণু • কৃষ্ণ • পদ্মাকর • গোপী • মাধব • রাঘব • সত্যবান • জগদানন্দ • হরি •

১৬ ম গোবিন্দ পাচু • (\*) কামদেব • রতিনাথ • আনন্দীরাম • (+) রঘুরাম •

১৭ ম গোপীকান্ত বাদব • বনমালী

১৮ ম কাপা বংশী ম২ মধুসূদন

১৯ ছিঃম হরি পরশুরাম অভিরাম শিবরাম ত্রীরাম রঘু

২০ ছিঃম রামজীবন ত্রীকৃষ্ণ

২১ ছিঃম প্রাণবল্লভ শ্যামরাম রামানন্দ

২২ ছিঃম রামকান্ত রামরাম কুপারাম সহস্ররাম বিজয়রাম •

২৩ ছিঃম সদাশিব

২৪ রামগোপাল • গোবিন্দচন্দ্র ম বিধনাথ  
( কন্দর্পপুর, বশোহর  
হাং ঘোলাখাদাগ্রাম )

২৫ ম জৈশ্বরচন্দ্র হরিশচন্দ্র মহেশচন্দ্র

(\*) কুলকারিকায় পাঠান্তর পছ ।

(+) কুলকারিকায় পাঠান্তর জানকী ।

উগ্রকণ্ঠ বসু ও তদ্বংশেন  
অংশ-নিগূহ ।

১৩প সমু উগ্রকণ্ঠবসোঃ কুলং

খ্যাভষ্টেবোগ্রকণ্ঠঃ ক্ষিত্তিলবিদিতো

লক্ষমালাধরেহসৌ

দানাদেগোবিন্দমিত্রং সহজ ইহ বভৌ

প্রাপ্য দামোদরঃ ।

নোরেজে সোপি ঘোষণং ভব ইহ পরানন্দকে

দীপ্যমানো-

প্যাদানাদ্রাজমানঃ সহজকুল-পারামর্ষ্য-

মিত্রং বিলেভে ॥

ততঃ সোপি লক্ষ্মীপতিং মিত্রবর্ধ্যং

দ্বিতীয়েন লক্ষা বভৌ মুখ্যকর্ম্মং ।

ততঃ সোপি গৌরীবরশর্চাপি মিত্রং

গৃহীত্বা চ মালাধরং সোপি রেজে ॥

তৎসুত ১৪প সমু শ্রীনাথবসোঃ

শ্রীনাথো বসুপুত্রবো ন বিজয়ী কংসারিমিত্রেহভবং

পশ্চাৎ সোপি বিরাজতে বসুবরঃ শ্রীদেব-

রাজে পুনঃ ।

তৎপশ্চাৎ কিল শঙ্করে নচ সূখী ঘোষে জগন্নাথকে

মিত্রে সোপি চ দানতো নচ মুদং

প্রাপ্তো হি দামোদরঃ ॥

অত্যর্থং শুভে প্রদায় তনয়াং

মিত্রানিকঙ্কে মহান্

ঘোষে কেশবসংজ্ঞকে নচ সূখীশ্রেণিক

দত্বা ততঃ ।

তৎপশ্চাৎ বনমালিনে হৃহিতরং দত্বা চ

তোষণং গতো

প্যাদানাং কিল রামামিত্রকৃতিনং বিদ্যাধরকাণ্ডবান্ ॥

গদাধরসুতাং প্রাপ্য কলাধরতনুভবাং ।

গৌরীবরসুতাং পৌত্রীং বিরজে ক্ষিত্তিমণ্ডলে ॥

তৎসুত ১৫প সমু গরুড়বসোঃ

বিলেভে শ্রীগরুড়ো প্রদায়তনয়াং নানন্তঘোষে মুদং

কাশীনাথসুতে ততোহপি তনয়াং দত্বা নরেজে

ভূষণং ।

তৎপশ্চাৎসুহৃদনে হৃহিতরং দত্বা ন ভূষ্টোহভব-

লক্ষ্মীনাথসুতাং সূতেন সহসা গৃহ্ন নহর্ষং যবৌ ॥

তৎসুত ১৬প সমু গুণানন্দবসোঃ

গুণানন্দমুখ্যঃ ক্ষিত্তৌ বিপ্রভক্তঃ

প্রদানেন নারায়ণে ঘোষবর্ষ্যে ।

বভৌ সোপি পশ্চাৎ ততো বাদবেজে

গৃহীত্বাচ বিধেখরশর্চাপি কস্তাং ॥

পুনঃ সোপি মুখ্যঃ শিবানন্দঘোষণং

গৃহীত্বাচ রেজে ভূষণং দীপ্যমানঃ ।

গুণকাপি লেভে দ্বারোরব মুখ্যে

বতঃ পুণ্যকর্ম্মা শতামগ্রগণ্যঃ ॥ ( বংশাভাবঃ )

সমু উগ্রকণ্ঠসুত ১৪প ক রামবসোঃ

শ্রীরামো বসুপুত্রবো বিতরণাং ত্রৈলোক্যনাথে পুনঃ

পশ্চাৎ শ্রীলনিবাসকে গুণমগাং দত্বা প্রতিসারণীং ।

শ্রীরামচন্দ্রতো মুদং সত্ব দদৌ দামোদরে ঘোষকে

গোপালসু সুতাং যবৌ গ্রহণতো দুর্গাদিদাসাত্মজাং ॥

তৎসুত ১৫প ছ মৃত্যুঞ্জয়বসোঃ

ক্ষিত্তৌ সোপি মৃত্যুঞ্জরো নামধেয়ো

নৃসিংহেচ দানাং গুণং নাপ তত্র ।

প্রতিকাপি দত্তাজ্জয়ঘোষকেসা-

বনভেচ মুখ্যে গ্রহাং তোষমাপ ॥

বসোশর্চাপি পুত্রার্জুনঃ শ্রীধরোহসৌ

রমানাথনামা রতিনাথ এব ।

ততো লোকনাথো রঘুশর্চাপি ধত্তো

গ্রহাং সোপি ঘোষে বভৌ কেশবে চ ॥

তৎসুত ১৬প য অর্জুনবসোঃ

অর্জুন বসুবর ইহকূলে জাতো

মধ্যকুলোদ্ধব হাঁত সূখ্যাভঃ ।

মাধবঘোষে সম্প্রতিদানং

তদ্ধি কনিষ্ঠে কৃতসম্মানঃ ॥

প্রতীক পার্শ্বভীমিক্কে দহা সোহপি বশোধরঃ ।

পুত্রহীনোহভবত্ত্ব বংশে কোপি ন ক্ষাতবান্ ॥

সম্মু ত্রীনাথসুত ১৫প ক রূপরাজসু

লভেৎ রূপরাজো বহুঃ পুণ্যকর্ম্মা

মুদং সোহপি মৃত্যুঞ্জয়ে চাপি ঘোষে ।

সুতচক্রপাণিস্ততঃ কামগোপী

এহাৎ সত্যবন্তং হরিকোপি লেভে ॥

তৎসুত ১৬প ছ চক্রপাণিবসোঃ

ঘোষে ত্রীযুতচক্রপাণিতনয়ে দহা তমুজাস্ততো

মিত্রে বাদবহ্নবে তদমুজাং ত্রীচক্রপাণিক্কেভো ।

পুত্রত্রীযুতচক্রপাণিবহ্নবমুজারো ধরামগুলে-

পাদানান্চ বিরাজতে সতু মহান্

ত্রীকামদেবে স্মধাঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম টাদবসোঃ

দানেন হীনো বচস্রচূড়-

স্তদীয় পুত্রঃ কিল দেবিদাসঃ ।

বিধায় পঞ্চাননঘোষবর্ঘ্যে

ন শোভতেহসৌ গ্রহণং প্রসিদ্ধঃ ॥

তৎসুত ১৮প ম দেবিদাসবসোঃ

দেবিদাসঃ সুধত্তো বহ্নকুলতিলকো লক্ষকীর্তিঃ

পৃথিব্যাং

চণ্ডিদাসে প্রদানান্চ গুণমাং প বিদধে

কল্পিলীকাস্তঘোষে ।

পশ্চাৎ সোপি ঘোষে কুমুদকুলবরে প্রগ্রহাৎ

সংদিদীপে

চম্বারস্তপ্ত পুত্রাঃ সকলগুণযুতাঃ খ্যাতিভাজাং

বরেণ্যাঃ ॥

ভগবতীবলরামো পশ্চাদ্বারাগনী ভূপা ।

রাধাবল্লভ ইত্যেতে বভূবুঃ কুলভূষণাঃ ॥

তৎসুত ১৯প ম ভগবতীবসোঃ

ভগবতীবহ্নবান্ দেবিদাসে প্রদানতঃ ।

মুখ্যে ত্রীজয়রামে চ গ্রহাজামেধরে বভৌ ॥

তৎপুত্র শঙ্কুদাসচ চামুচ হৃদয়ন্তথা ।

মাধবন্তংপরে জাত এতে সর্কগুণাযিতাঃ ॥

তৎসুত ২০প ম শঙ্কুবসোঃ

ত্রীরামচন্দ্রসু সুতায় কথাং

প্রদায় শঙ্কুবিররাজ ধত্তাঃ ।

ত্রীশ্রামদাসসু সুতাং গৃহীত্বা

ষড়্ভ্রাতৃকস্তাপি কুলে বরিতঃ ॥

সম্মু উগ্রকণ্ঠসুত ১৪প ম নীলকণ্ঠবসোঃ

নীলকণ্ঠো বহ্নরেব দানান্

সংপ্রাপ্য দামোদরমিত্রবর্ঘ্যং ।

জঘত্ততঃ ত্রীবনমালিনং ততঃ

জগ্রাহ মিত্রং খলু দাড়িকঞ্চ ।

পুনগ্রহাৎ ত্রীভবনাথঘোষং

ভৃশং দিদিপে খলু পুণ্যকর্ম্মা ॥

পুত্রো বভূবুবিজয়ো রঘুশ্চ

ত্রীকৃষ্ণবহ্নুকিল মাধবশ্চ ।

গোপী চ পদ্মাকররাঘবেক্রৌ

জগদ্বহ্নুঃ ত্রীহরিসত্যবন্তো ॥

তৎসুত ১৫প ম বিজয়বসোঃ

বিজয়বহ্নবরেণো মিত্রযজ্ঞেধরেহসৌ

বিতরতি খলু দানং কীর্তিমানাত্যে পদেচ (৭) ।

গ্রহণমথ প্রচক্রে ঘোষবংশীবতংসে

গুণবতি রঘুনাথে বিপ্রসেবামুত্তে ॥

গোবিন্দনামা পদ্মকামদেবো

রঘুরতী ত্রীযুতজানকী চ ।

এতে বিরজ্জ্বিজয়স্য পুত্রাঃ

কিতৌ স্মৃণীনাঃ সকলানুরক্তাঃ ॥

তৎস্মত ১৬শ গোবিন্দবসো:

গোবিন্দ কিল রাঘবে বিজ্ঞতে ঘোষে প্রদানাত্ততঃ  
সঙ্কেতে প্রতিদানতোঃ গণমগাদ্ ঘোষকিরজীবকে ।  
সংপ্রাপ্তঃ খলু পরলোচনস্মৃতাং রেজে ভূশং

ঘোষজং

পুত্রান্তস্য প্রজজ্ঞিরে গুণযুতা গোপ্যাদিকান্তাদয়ঃ ॥

তৎস্মত ১৭শ ম গোপীকান্তবসো:

গোপীকান্তঃ প্রদানেন হীনোহয়ং বসুসম্ভবঃ ।  
গঙ্গাদাসস্মৃতাং লক্ষা নিন্দায়ুস্তোহভবৎ কুলে ॥

তৎস্মত ১৮শ ম বংশীবসো:

তস্তাশ্বজঃ শ্রীযুতবংশীদাসো:  
দ্বয়ঞ্চ দত্তা নয়নাধ্যঘোষে ।  
সংগৃহ্য রেজে সহি রূপমিত্রং  
পুত্রোহভবৎ তস্য হরিঃ প্রসিদ্ধঃ ॥

তৎস্মত ১৯শ ম হরিবসো:

হরিবসুরিহ দানাত্ পার্শ্বতী ঘোষবধ্যং  
তদস্মু স্মজনঘোষং রুদ্রমাণং স্মৃশীচ ।  
গ্রহণমথ প্রচক্রে রুক্ষীকান্তঘোষে  
সকলগুণবিযুক্তঃ জীবনন্তস্য পুত্রঃ ॥

তৎস্মত ২০শ ম রামজীবনবসো:

জীবনো দানহীনোহপি রাজতে খেলকর্ষণা ।  
মহাদেবস্মৃতাং লক্ষা ঘোষজাং কুলদীপিকাং ॥

সংস্মু শ্রীনাথস্মত ১৫শ ম ত্রিপুরারিবসো:

দানাত্তস্মুশ্রীত্রিপুরারিনামা  
লক্ষীপতিং ঘোষমবাপ যদ্বাং ।  
মধ্যাহ্নজে রাঘবমিত্রবর্ষ্যে  
প্রতিপ্রদানেন বশোধরোহভবৎ ॥  
আদায় মুখ্যং খলু রূক্ষমিত্রং  
বিরাজমানো নহি সংকুলেহপি ।  
পুত্রো বিরুদ্ধঃ কিল লক্ষীদাসঃ  
সবাস্ত্রেন্নবাহুজ কামগোপী ॥

তৎস্মত ১৬শ ম লক্ষীদাসবসো:

লক্ষীদাসো বজ্ররেব দানাত্  
গোবিন্দঘোষে কিল মুকুবর্ষ্যে ।  
শ্রীচণ্ডিদাসস্য স্মৃতাং গৃহীত্বা  
বিরাজতেহসৌ খলু বংশহীনঃ ॥

উগ্রকণ্ঠস্মত ১৪শ তে সত্যবানবসো:

সত্যবানগুণং লেভে দন্তিভৃগীবরেহপিচ ।  
ত্রৈলোক্যাবিভীয়ঞ্চ জগ্রাহ ত্রিপুরারিকং ॥

তৎস্মত ১৫শ তে জগদানন্দস্য

মুকুন্দে প্রতिसারেণ দত্তা তুষ্টোহভবৎ পুনঃ  
রামানন্দস্মৃতাং প্রাপ্য স্মৃতেন জগৃহে কুলং ॥

তৎস্মত ১৬শ তে দৈবকীনন্দনস্য

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়চক্রপাণিকৌ পরিগতঃ শ্রীদৈবকী-  
নন্দনঃ ॥

তৎস্মত ১৭শ তে দেবিদাসস্য

লেভে ঘোষমহেশমেব স্মৃতরাং শ্রীকালিদাসং কুণ্ডা ।  
দেবিদাসস্যস্মুহান্ বিজয়তে শ্রীরামচন্দ্রো চ ॥

তৎস্মত ১৮শ তে রামচন্দ্রস্য

গৌরাদ্ কিল রামচন্দ্রতনয়াং শ্রীরামচন্দ্রো যযৌ ॥

তৎস্মত ১৯শ তে গোপীরমণস্য

শ্রীবল্লভং মাধবরামভদ্রৌ  
জগাম গোপীরমণো মহীয়ান্ ।

সংগৃহ্য রামেশ্বরমিত্রকন্তাং

নিন্দাম্পদং তত্র দধার দৈবাং ॥

তৎস্মত ২০শ তে নকড়িবসো:

নারায়ণঃ শ্রীজগদীশবাগান্  
সমেত্য দানাত্ নকড়িঃ স্মৃজ্ঞঃ ।  
জযান তাপং কিল পৈতৃকঞ্চ  
শ্রীচন্দ্রঘোষং গুণদং জহার ॥

উগ্রকণ্ঠস্মত ক রামস্মত ১৫শ তে গণপতিবসো:

লেভে গণপতির্নাম বাস্কঞ্চ বলভদ্রকং ॥

তৎস্তুত ১৬প তে চক্রপাণিবসোঃ

মুর্ছয়ামাস গোপালং প্রসাদাং স্বয়মেব চ ॥

তৎস্তুত ১৭প তে রাজীববসোঃ

শ্রীরামং ঘোষবংশীঞ্চ রাজীবো দানতো যযৌ ॥

সার্কভোমের বাজালা কারিকায় উগ্রকঠ বহু ও তৎস্তুতের অংশসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত  
হইয়াছে—

১৩প সমু উগ্রকঠ বহুর কুল

গ্রকঠ বহুর দান, পুণ্যফলে সম্মান,

দানাংশে ঘোষ মালাধর ।

দোছেই গোবিন্দ মিত্র, দামোদরে অল্পচিত,

তেছেই ভরত নিন্দাবর ॥

পরমানন্দ পাঁচছেই, \* \* \*

দানাংশে মিত্র পরাশর ।

লক্ষ্মীপতি দোজদান, কাটা হইতে সম্মান,

দোজগ্রহণ মিত্রে গৌরীবর ॥

তৎস্তুত কুলানবর, চৌ দানে মালাধর,

পাতাধর করে নমস্কার ।

তৎস্তুত সহজকুল, উপমাতে নাহি তুল,

সার্কভোম কাইলা সত্ত্বর ॥

তৎস্তুত ১৪প সমু শ্রীনাথ

শ্রীনাথ বহুর কুলকাজ, কংসারি মিত্র পায় লাজ

জঘন্তবরে মুখ্য দেবরাজ ।

শঙ্কর ঘোষে তেছেই দান, জগন্নাথ অপমান,

দামোদর মিত্র সলাজ ॥

অনিরুদ্ধ গরছেই দান, কেশব ঘোষ গুণ পান,

তার পাছে ঘোষ বলমালী ।

রামামিত্রে কৃত্তাগ্রহণ, বিভাধর করেন স্মরণ,

গদাধর পাছে করে কেলি ॥

কনিষ্ঠকুল মালাধর, নিন্দাংশে চৌ বর,

গৌরীনাথ বাড়ায় মনোনীত ।

সার্কভোম বলেন শুন, ব্যতিক্রম ছেই মান,

পুরস্কার এইত উচিত ॥

তৎস্তুত ১৫প সমু গরুড়

গরুড় বহুর দান, অনন্ত ঘোষ গুণ পান,

কাশীনাথ করে অহঙ্কার ।

দেখিয়া দানের সাজ, মধুঘোষ পায় লাজ,

কলাধর চৌছেই ভঙ্গসার ॥

গ্রহণাংশে লক্ষ্মীনাথ, বাড়ি কুল অবদাত,

রস ভঞ্জে সেন বনমালী ।

সার্কভোম বলেন শুন, ইহা দেখি মনে গণ

মুখ্য মাঝে যদি কর কেলি ॥

তৎস্তুত ১৬প সমু গুণানন্দ

গুণানন্দ বহুর কুল, উপমা নাহিক তুল,

দানাংশে ঘোষ নারায়ণ ।

যাদব ঘোষ দোছেই দান, পুণ্যফলে সম্মান,

বিধনাথ করিলা গ্রহণ ॥

না পাইয়া প্রকৃতরাজ, মনে পাইলা বড় লাজ,

দৈবক্রমে ঘোষ শিবানন্দ ।

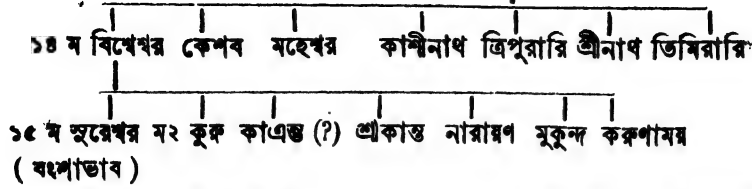
সহজ কুলে সাজ, পাইয়া প্রকৃতরাজ

সার্কভোম কারিলা প্রবন্ধ ॥

(অতএব মুখ্যভঙ্গ-ভঙ্গ)।

## মাহীনগর-সমাজ—ছত্তারা পুরন্দর-বংশ

## ১৩ ছ পুরন্দর [ ১১৭ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]



## অংশ-নির্ণয় ।

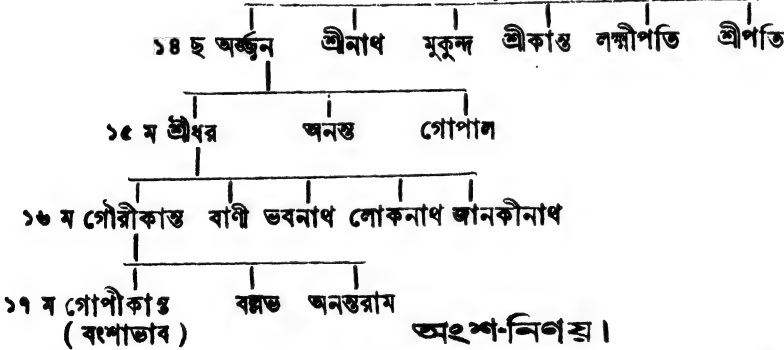
১২প বা'ক দাসোবহুসুত  
১৩প ছ পুরন্দরবসো: কুলং  
পুরন্দরো ভৈরবং চ দানাদান: পরাশরং ।  
পুনর্লক্ষ্মীপতিং প্রাপ্য মুমুদে মুখ্যপুত্রবং ॥

## তৎসুত ১৪প ম বিশ্বেশ্বরবসো:

বিশ্বেশ্বরোপি তৎপুত্রো মুখ্যে গণপতো সূত ১ং ।  
ত্রীনাথে প্রতিসারক দত্তা তৃপ্তিং যবৌ মুদা ॥  
জিপুয়ারিসুতাং লক্ষা সানন্দং মুদমাদদে ।  
ভূমো গোপালজাং প্রাপ্য বংশাভাবন্তত: পরং ॥

## মাহীনগর-সমাজ—বা'ক ভরত-বংশ

## ১৩ বা'ক ভরত [ ১১৭ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]



## অংশ-নির্ণয় ।

বা'ক সর্বেশ্বরসুত ১৩প বা'ক ভরতবসো:  
ভরত ইহ কনিষ্ঠ: খ্যাতিভাজং গরিষ্ঠো  
বিতরণমপি কৃতা চাচ্যতে ঘোষবর্ষো ।  
প্রতিসারণ হুহিতরমস্মিন্ ত্রীকরে ঘোষকেংসো  
তদসু বিমলভেজা মিজসনাতনে চ ॥  
গৃহোহাচ পরাশরতাপি কত্যাং  
ষিভায়ক শ্রেণীং ভূশং দীপ্যমান: ।  
ষিভীয়েন দামোদরতাপি কন্যাং  
ভূতীয়েন দৈত্যারিজাং ভাগ্যতৃপ্ত ॥

## তৎসুত ১৪প ছ অর্জুনবসো:

তৎপুত্রচার্জুনো দানমুগ্রকণ্ঠে প্রদত্তবান্ ।  
কলাধরসুতাং লেভে পুনর্গোপালঘোষজাং ॥

## তৎসুত ১৫প ম ত্রীধরবসো:

তৎসুতো ত্রীধরো ধন্যো বিশ্বনাথে সানন্দক: ।  
বাসুদেবসুতাং লক্ষা মুমুদে ঘোষসন্তবাং ॥

## তৎসুত ১৬প ম গৌরীকান্তস্য

স্বধাকরেন যিত্রেণ গৌরীকান্তো গুণং দধৌ ॥

মাহীনগর-সমাজ—প্রমু হরেশ্বরস্বত ক লোকনাথ-বঙ্গবংশ

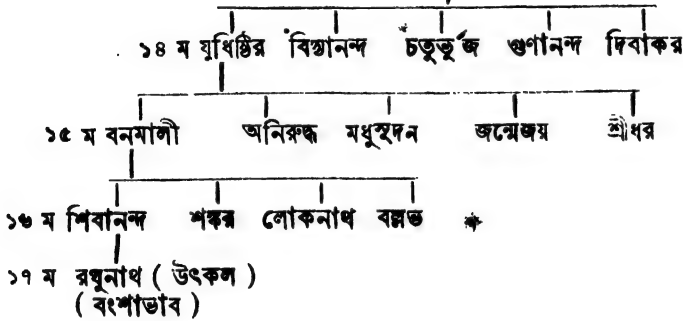
১০ ক লোকনাথ [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ ছ লক্ষ্মীনাথ

।

মাহীনগর-সমাজ—ছ মার্কণ্ডেয়-বঙ্গবংশ

১০ ছ মার্কণ্ডেয় [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



## অংশ-নির্ণয় ।

১২প ক রত্নাকরস্বত ১৩প ছ মার্কণ্ডেয়বসো:

মার্কণ্ডেয়বঙ্গবংশীয়ান্ দানতো ভৈরবং লভেৎ ।

স্বতাং মালাধরস্যপি গৃহস্থানন্দমাপ্নুয়াৎ ॥

তৎস্বত ১৪প ম যুধিষ্ঠিরবসো:

যুধিষ্ঠিরোহভূৎ খলু তস্য পুত্রো

গৌরীপত্যো মিত্রকূলে প্রদানাত ॥

ততোহহি পৃথ্বীধররামঘোষে

প্রতিপ্রদানাত শুভভে স্তন্যঃ ॥

কৃত্যবিরেজে গ্রহণং গণাধিপে

ত্রিবিক্রমে মিত্রকূলে তথৈব

বতঃ প্রপেদে প্রকৃত্যধিপক ॥

তৎস্বত ১৫প ম বনমালিবসো:

\* লক্ষ্মীনাথপ্রদানেন দ্বিতীয়েন মুদং লভেৎ ।

প্রতিং নারায়ণে দত্তা বনমালিবঙ্গবংশঃ ॥

মুকুন্দেন লভেতুষ্টিং দ্বিতীয়েন প্রদানতঃ ।

গ্রহণাকুরিষ্যেযক লক্ষা তোষং গতৌ হি সঃ ॥

তৎস্বত ১৬প ম শিবানন্দবসো:

শিবানন্দঃ প্রদানেন রাবভদ্রে দ্বিতীয়কং ।

ষট্শোষং স্বতাং গৃহস্থ নিদ্যাবৃত্তো ভবন্ততঃ ॥

( বংশাভাবঃ )



মাহীনগর-সমাজ—ছ পৃথীধর-বসুবংশ১০ ছ পৃথীধর [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ ম ত্রিলোচন    মুরারি    কলাধর    নারায়ণ

১৫ ম সৃষ্টিধর (বংশাভাব)

অংশ-নির্ণয় ।

১১প বাসমু নারায়ণসুত ১২প ক বিভাকরসুত

১৩প ছ পৃথীধরবসোঃ কুলং

পৃথীধরবসুধীমান্ কপিলেশ্বরদানতঃ ।

ভুবনে প্রতীসারেণ গ্রহাছৌধিষ্টিরে বভৌ ॥

ঈশানস্ত সূতাং পশ্চাৎ দ্বিতীয়েন লভেৎ সূধীঃ ।

রত্নাকরঞ্চ নবোগাং শোভতে চ বধা মহী ॥

তৎসুত ১৪প ম ত্রিলোচনবসোঃ

ত্রিলোচনোহি তৎপুত্রশচক্রপাণৌ প্রদানতঃ ।

মুখ্যবিজ্ঞাধরং প্রাপ্য গ্রহণাং শুভভে ভূশং ॥

তৎসুত ১৫প ম সৃষ্টিধরবসোঃ

বসুসৃষ্টিবরো ধীমান্ পুত্রহীনোপি সজ্জনঃ ।

দানাং শ্রীবসুদেবঞ্চ মিত্রং প্রাপ্য নশোভতে ॥

( পুত্রাভাবঃ )

মাহীনগর-সমাজ—ক কোণার্ক-বসুবংশ১০ ক কোণার্ক [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ ছ পরমানন্দ শীতলসিংহ নরসিংহ গৌরীধর মুরারি হারি গোপপল ত্রিপুরারি চতুভূজ নীলাধর

১৫ ম বাসুদেব    অনন্তরাম    গরুড়    হেড়ম চণ্ডীধর মধুসূদন তিমিরারি মুকুন্দ মঙ্গেশ্বর  
(কুলভঙ্গ)

১৬ ম পীতাম্বর    নিত্যানন্দ    রত্ন    জামকী    যাদব    লোকনাথ    নিধি    তেজ

১৭ ম রাম    বিজ্ঞানন্দ    মুকুন্দরাম    কৃষ্ণানন্দ    ভরত    রমানাথ    রাজ্যধর

১৮ ম রঘুনাথ সুত ১৯ ম শ্রীবল্লভ

২০ ম রামকৃষ্ণ    মাধব    কন্দর্প    শঙ্কু    মণিরাম

২১ ম রামজীবন    রূপরাম    রামশঙ্কর

২২ ম বসুন্নারাম    নন্দাকশোর

২৩ ম রামসুন্দর    রামলোচন  
( সাং তালামাঙরা )

## কোণার্ক বসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয় ।

১২প সমু স্থিরসুত ১৩প ক কোণার্কবসোঃ কুলঃ

কোণার্কো ভুবনে দদৌ হুহিতরং বোষে চ

শস্ত্রো প্রতিং

সর্কানন্দ কুলোত্তমে তদহুজ্ঞাং বিশেষ-

ঘোষে ততঃ

শ্রীমালাধরবোষকে তদপরা দত্বা ন সম্ভাবতে-

প্যাদানাচ্চ যুধিষ্ঠিরে গুণমগাঃ সর্কাদিনন্দে পুনঃ ॥

তৃতীয়েন চতুর্থেন ভৈরবং কপিলেশ্বরং ।

মিত্রমালাধরং প্রাপ্য পঞ্চমে নাতিশোভিতঃ ॥

তৎসুত ১৪প ছ পরমানন্দবসোঃ

খ্যাতঃ শ্রীপরমানন্দ স্কৃত্য ধন্যো ধরামণ্ডলে

দানাং কিরণে বিধায় গুণবান্ রেজে অয়ধাগ্রতঃ ।

মুখ্যে শ্রীত্রিপুরারিকে সচ গুণং ধত্তে

সুমিত্রে ততো

প্যাদানাং কবিরাজকে গুণবতো দেবাদিরাজে

পুনঃ ॥

তৎসুত ১৫প ম বাসুদেববসোঃ

। ক্রতো বাসুদেবো লভেৎ কেশবাখ্যং

প্রদানাচ্চ কাশীপতিং ঘোষকঞ্চ ।

সত্যাস্ত্র পীতাধর শুদ্ধচেতাঃ

সনিত্যাদিনন্দস্ততো জ্ঞানকী চ ॥

পরে যাদবাখ্যেস্তনো লোকনাথো

নিধিষ্টৈব তেভুঃ প্রসিদ্ধঃ বভূবঃ ।

গ্রহাধ্বনাথে গুণধাপি দত্বা

হনস্তেব তোষং কুতো মুখ্যবর্ষ্যে ॥

তৎসুত ১৬প ম পীতাধরবসোঃ

দানেনৈব জনর্দিনং সমভবৎ পীতাধরঃ কার্ত্তিমান্

শ্রীরামশ্চ তদাশ্বজন্তদপরে বিভাদিনন্দঃ কৃত্য ।

তৎপশ্যাৎ কুমুদঃ প্রকীর্তিং মহিমা কৃষ্ণাদিনন্দঃ সুধীঃ

পশ্যাৎ শ্রীভরতো বিরাজিত রমানাথোপি

তস্তাহুজঃ ॥

অচ্যুতশ্চ স্তাতং লক্ষা ষড়্ভাতুর্গর্ভদাদে ।

দানাদানেন তুষ্ঠোহভূৎ সোপি পীতাধরো মহান ॥

তৎসুত ১৭প ম রামবসোঃ

দানেন হানো বহুরামদাস-

স্তশ্চৈব পুত্রো রঘুনাথকোহপি ।

আদানতো মধ্যকুলাবতংগে

রমাদিকান্তে স জগাম তোষং ॥

তৎসুত ১৮প ম রঘুনাথবসোঃ

রঘুনাথবসুঃ খ্যাতো রামানন্দে প্রদানতঃ ।

পুত্রঃ শ্রীবল্লভো জাতো প্যাদানাং কমলে বভৌ ॥

তৎসুত ১৯প ম শ্রীবল্লভবসোঃ

বল্লভো বহুভবো রমাদিকান্তকং বর্ষো

রমাদিকান্তকং ততঃ স্ততোহহি তস্ত কৃষ্ণকঃ ।

স রাধিকাপতো গ্রহাৎ বর্ধৈব পদ্মচন্দ্রক-

স্তথাহি দীপ্যতে কৃত্য সদাদিবিপ্রভক্তকঃ ॥

মাহীনগর-সমাজ—ক দৈত্যারি-বংশবংশ

১৩ ক দৈত্যারি [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ ছ ত্রিবিক্রম

!

অংশ-নির্ণয় ।

বাসম্ বিষ্ণুত ১৩প ক দৈত্যারিবসোঃ কুলং

মালাধরেণ ঘোষণে দৈত্যারিঃ কুলভূষণঃ ॥

তৎস্তুত ১৪প ছ ত্রিবিক্রমবসোঃ

ত্রিবিক্রমবসুলেভে রামমিত্রতনুভবাং ॥

মাহীনগর-সমাজ—ম গোবিন্দ-বংশবংশ

১৩ ম গোবিন্দ [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ ম শঙ্কর নারায়ণ কংসারি শ্রীধর কলাধর হরিনাথ

১৫ ম রাম জগন্নাথ মুকুন্দ ভাস্কর

১৬ ম কানাই বাদব চন্দ্রশেখর পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষ

১৭ ম কালীকান্ত শ্রীপতি

১৮ ম সীতাদাস তৎস্তুত ১৯ ম হরিদাস

২০ ম রাঘব পরশুরাম প্রাণবল্লভ নন্দকিশোর অনন্তরাম রঘুনাথ

২১ ম অবোধ্যারাম রামকিশোর শ্রীমহেশ্বর

২২ ছিম শ্যামারাম শ্রীরাম

২৩ ছিম বৈষ্ণনাথ লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গানারায়ণ

২৪ ছিম রাজনারায়ণ

২৫ ছিম শ্রীকৃষ্ণ ( সাং পং বরিখাণি, বারাসত )

!

ম গোবিন্দ বসু ও তৎসংশ্লেষ অংশ-নির্ণয় ।

১১প ক ধোম্বত ১২প ছ কুম্বত

১৩প ম গোবিন্দ বসোঃ কুলং

গোবিন্দঃ কুলভূষণো বিতম্বতে সর্বাদিনন্দে ত্রয়ং

শ্রীমালাধরহনবে দ্বহিতরং দত্তা পুনর্দীপ্যতে ।

ষোষে শ্রীভবনাথকে নচ গুণং ধত্তে তথাগ্রহণত-

স্তম্মিন্নেগ গুণপ্রদঃ সমভবৎ শ্রীকৃতিবাসাবভৌ স ॥

তৎস্বত কুলমূর্দ্ধন্তঃ শঙ্করো বহুনাথকঃ ।

নারায়ণবহুশ্চৈব শ্রীধর কুলভাজনঃ ॥

কংসারিবহুনাথ্যচ কলাধরবহুন্তমঃ ।

হরিনাথো বহুশ্চৈতে গোবিন্দতনয়াঃ বভূঃ ॥

তৎস্বত ১৪প ম শঙ্করবসোঃ

শঙ্করো বহুনাথ্যচ ধোষে বিদ্যেধরে দ্বয়ং ।

দামোদরে প্রীতিং দত্তা ততঃ শুক্লাধরেদ্বয়ং ॥

কুম্মিত্রগ্রহাৎ প্রাপ্য জগন্নাথমগাং পুনঃ ।

তৎপুত্রো বহুরামশ্চ জগন্নাথস্তুতঃ পরং ।

মুকুন্দো ভাস্করশ্চৈতে বহুবংশবিচক্ষণাঃ ।

সর্বলক্ষণসংযুক্তাঃ কুলকীর্ত্তিবিবর্দ্ধকাঃ ॥

তৎস্বত ১৫প ম রাঘবসোঃ

বিখ্যাতো বহুরামকো বিতরণাং শ্রীবাসুদেবং

ব্রজন্

শ্রীনাথে গ্রহণান্তোষমগমং ধোষে চ

সম্বন্ধিতে ।

ধোষেহসৌ কিল রাঘবে পুনরহো সংপ্রাপ্য

তোষং মুদা

প্রোৎখ্যাতং কৃতবান্ তমেব স্কৃত্তী মধ্যম্বয়ং

জন্মনা ॥

সুতাস্তু কানারিকো নামধেয়ো

বহুর্ধাদবাখ্যঃ সদা পুণ্যশালী ।

শুণী চক্ৰচূড়ো বহুঃ পুণ্ডরীকঃ

ক্ষিতাবেব চৈতে বভূঃ সত্য ধর্ম্মা ॥

তৎস্বত ১৬প ম কামুরামবসোঃ

সদৃশুণশালী বহুকামুরামঃ

সত্ব বলভদ্রে কৃতসম্মানঃ ।

ষড়্ভ্রাতরি কিল জগতাং নাথে

চক্রে গ্রহণং বহুগুণযুক্তে ॥

তৎস্বত ১৭প ম কক্ষ্মণীকান্তবসোঃ

ক্ষিতো কক্ষ্মণীকান্তকো নামধেয়ো

প্রদানেন হীনো বহুঃ পুণ্যকর্ম্মা ।

গ্রহাৎ জগদীশাশ্রজাং সোপি লক্ষা

বিরেজেচ ধোষে কুলে সুপ্রতিষ্ঠঃ ॥

তৎস্বত ১৮প ম সীতাদাসবসোঃ

সীতাদিদাসস্তনরোহপি তস্ত

প্রদানহীনঃ খলু পুণ্যকর্ম্মা ।

আদানতোহসৌ কিল বাসুদেবে

নিমিন্দ ধোষে কিল পানিয়ুক্তে ॥

তৎস্বত ১৯প ম হরিশসোঃ

হরিশসুরিহ দানং শ্রীলরামে স্মৃখ্যে

তদনু বিমলকীর্ত্তি ধোষে রামেশ্বরে চ ।

দ্বয়মপি সচ দত্তা ধোষপঞ্চাননেহসৌ

কৃতিবর শিবরামে দত্তদানঃ কনিষ্ঠে ॥

গ্রহণমপি প্রচক্রে রূপমিত্রে স্মৃখ্যে ।

রসমপি সত্ব গৃহ্ণন্ কক্ষ্মণীকান্তদেবে ।

সুতারিহ খলু জাতো রাঘবঃ সদৃশুণী চ ॥

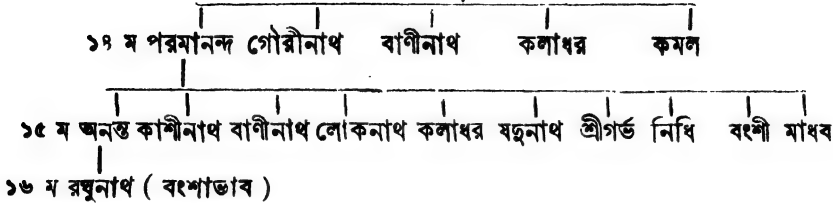
তৎস্বত ২০প ম রাঘববসোঃ

রাঘবস্তৎস্বতো জাতো দানহীনো বহুন্তমঃ ।

রাজেন্দ্রং গ্রহণাশ্লেভে পুত্রোহযোধ্যাদিরামকঃ ॥

মাহীনগর-সমাজ — ম বল্লাল-বহুবংশ

## ১৩ ম বল্লাল [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



## অংশ-নির্ণয় ।

১২প ছ রুদ্রসুত ১৩প ম বল্লালবসো: কুলং

বল্লালোবহুবংশবো বিষ্ণুরণ্যং খ্যাতিহি ভূমণ্ডলে  
লজ্জা ঘোষনাতনং বিজয়তে ভূদেবসেবাপরঃ ।ঋক্রেহসৌ গ্রহণং বিলভ্য সুতরাং পৃথ্বীধরস্তা রাজ্যং  
তৎপশ্য্যং গ্রহণককার মুকুতী লক্ষ্মীপতৌ ভাগ্যতঃ ॥

বল্লালস্ত স্ততাঃ এতেহনন্তো বাণী ততঃ পরং ।

কাশী চ লোকনাথশ্চ কলাধরঃ বহুতমঃ ॥

ষড়শ্রীগর্ভনামাচ নিধির্বংশী চ মাধবঃ ।

সর্বৈ সদৃশভাজশ্চ বহুবংশপ্রদীপকাঃ ॥ (\*)

তৎসুত ১৫প ম অনন্তবসো:

আদৌ ঘোষমৌলিকভাস্করে বিতরণং সাম্যেচ

কৃদ্বা বহু:

শ্রীলানন্ত ইহাক্রান্তৌ নচ গুণং ধতে চ ঘোষে ভূশং ।

শ্রীনাথে গ্রহণং বিধায় সহসা রামাদিনন্দে পুনঃ

প্রোৎখাতঃ প্রতিকৃত্য তোষমগমং

যন্ত্রৈব পুত্রো রঘুঃ ॥

তৎসুত ১৩প ম রঘুবসো:

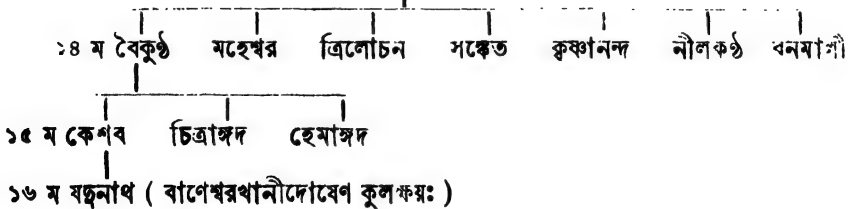
মিত্রে জগতি দানাদি গ্রহণাদেবায়রাঘবে ।

অত্যর্থং শুভতে সোপি বংশহীনোহিবভূত ॥

মাহীনগর-সমাজ—ম শ্রীনিবাস-বহুবংশ

## ১৩ ম শ্রীনিবাস

[ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



(\*) অন্য সংস্কৃত-কারিকায় বল্লালসুত পরমানন্দ, তৎসুত অনন্ত । পরমানন্দের অংশ-  
পরিচয় এইরূপ আছে—

তৎসুত ১৪প ম পরমানন্দস্য

পরমানন্দহিতকরৌ দেবরাজমহেশ্বরৌ ।

তস্ত হানিকরৌ ভাতৌ ঘোষঃ শ্রীপ্রিয়রারিকঃ ॥

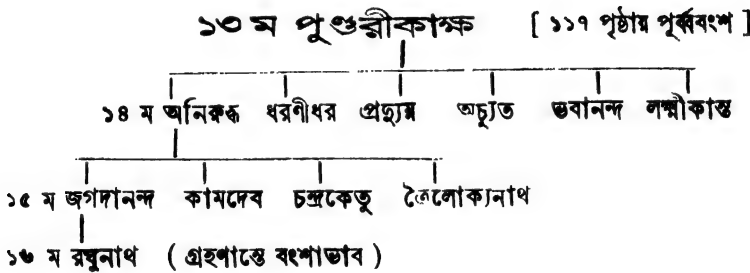
## ম শ্রীনিবাসবসু ও তৎসংশের অংশ-নির্ণয় ।

সমু প্রভাকরসুত ১৩প ম শ্রীনিবাসসু কুলং  
 মধ্যে নিবাসো বসুরেব দানাং  
 দৈত্যারিষোষে পুনর্দেবরাজে ।  
 আদানতঃ শ্রীকনকেশমিত্রে  
 দুর্গাবরোহস্বিন্ সঙ্গী-বভূব ॥  
 তৎসুত ১৪প ম বৈকুণ্ঠবসোঃ  
 বৈকুণ্ঠনাথ বসুরেব ধত্তো  
 মুখ্যে চ রামে হরিষোষকোহপি ।

সত্যে চ ষোষে বিততার দানং  
 সংগৃহ্মানো ভবনাধিমিত্রং ॥  
 তথোগ্রকণ্ঠস্ত স্নাতাং গৃহীত্বা  
 চকার কাটীং তনয়েন যাত্নঃ ॥  
 তৎসুত ১৫প ম কেশববসোঃ  
 তদাত্মজঃ কেশবনামধেয়ো  
 গ্রহাদিরেজে মধুসূদনে চ ॥

( বংশাভাবঃ )

## মাহীনগর-সমাজ—ম পুণ্ডরীকাক্ষ-বহুবংশ



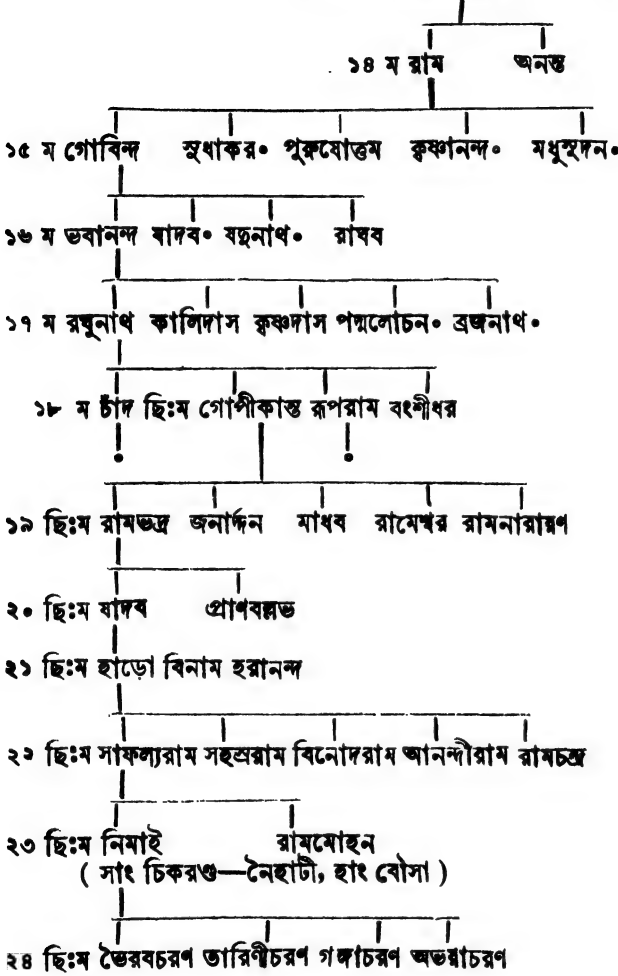
## অংশ-নির্ণয় ।

১২প বাসমু বিষ্ণুসুত  
 ১৩প ম পুণ্ডরীকাক্ষবসোঃ কুলং  
 পুণ্ডরীকাক্ষবসুঃ প্রদানাত্ দৈত্যারিষোষে  
 ন জগাম তৃপ্তং ।  
 চতুর্ভুজে হর্ষমবাপ মুখ্যে সর্বাদিনন্দে  
 গ্রহণক্ষকার ॥

তৎসুত ১৪প ম অনিরুদ্ধবসোঃ  
 ধ্যাতোহনিরুদ্ধঃ সতু দানহীনঃ  
 গুণাধরেহস্বিন্ ন জগাম তৌষণং ।  
 তৎসুত ১৫প ম জগদানন্দসু  
 তস্তাত্মজঃ শ্রীজগদাদিনন্দে  
 ভগীরথং প্রাপ্য স্তম্ভী বভূব ॥ ( বংশাভাবঃ )

মাহীনগর-সমাজ—ম জটীধর-বংশ

১০ ম জটীধর [ ১১৬ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]



অংশ-নির্ণয় ।

বাসু নারায়ণস্বত ১২২ ম নিত্যানন্দস্বত

১৩ম ম জটীধরবসো:

খ্যাত: জটীধরো বিজয়তে দানেন সন্নীপতো  
 মুখ্যে সোপি তৃতীয়কেন স্তববাঈশানঘোষে তথা ।  
 জটীধরঘোষজাং গুণযুতাং সংপ্রাণ্য তুট্টোহভবৎ  
 পশ্চাদ্ধাকুলোত্তবাং পুনরহো গৌরীবরতাঅজাং ॥

তৎস্বত ১৪ম ম রামবসো:

গণপতিরপি ঘোষে নৈব তোষং প্রাপেদে  
 বসুধর ইহ রামো দানতোহসৌ দ্বিতীয়াৎ ।  
 কুলপতিরপি তন্নিং দেবরাজে সঘোষে  
 সকলগুণবিস্তে সন্ত তোষং গ্রহাচ্চ ॥

তৎসুত ১৫প ম গোবিন্দবসোঃ  
গোবিন্দচান্দে ঘোষে দানেনৈব বশোধরঃ ।  
মিত্রলক্ষ্মীপতিং প্রাপ্য যুযুদে বসুপুত্রবঃ ॥

তৎসুত ১৬প ম ভবানন্দবসোঃ  
ভবাদিনন্দনামকো বিরাজতে প্রধানতঃ  
সবাসুদেবঘোষকে ।  
অবতৃতো বিলভ্যতে সলক্ষ্মীদাসমগ্রহীতনক  
ঘোষসম্ভবং ॥

তৎসুত ১৭প ম রঘুনাথবসোঃ  
রঘুনাথবসুরিহ ভাগ্যাত্ম শ্রীলগর্ভে প্রদানাৎ  
বিতরতি সত্ব কীর্তিং রাজমাত্তং পৃথিব্যাং ।

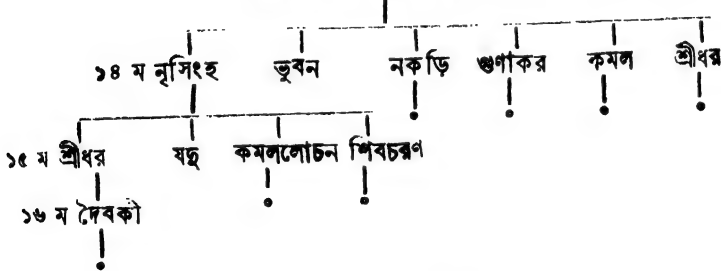
নচ গুণমমুখন্তে মিত্রগোপালকেহসৌ  
বিধিকৃতহতভেজাঃ স্বীয়বংশে গ্রহাচ্চ ॥

তৎসুত ১৮প ম গোপীনাথবসোঃ  
কুলে সোপি গোপীপতির্হীনভেজাঃ  
প্রদানেন ঘোষে জয়েহসৌ বহুব ।  
গুণকাপি লক্ষা শিবৈ ঘোষবর্ষো  
সুতস্তত্র জাতঃ স্থধী রামভদ্রঃ ॥

তৎসুত ১৯প ম রামভদ্রবসোঃ  
দানেন হীনো বসুরামভদ্রো  
রমাদিকান্তে ন জগাম তোষণং ।  
পুত্রোপি জাতঃ কিল বাদবেত্তো  
রামাদিনন্দে গ্রহণককার ।

### মাহীনগর-সমাজ -- ম মালাধর-বস্ত্রবংশ

#### ১০ম মালাধর [ ১১ম পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



#### অংশ-নির্ণয় ।

স'মু স্থিরসুত ১৩প ম মালাধরবসোঃ কুলং  
মালাধরো বসুভাতি গুহ্নন পরাশরায়জ্ঞাং ।  
তস্তায়জ্ঞো নৃসিংহোহপি ভুবনো নকড়িস্তথা ।  
গুণাকরঃ কমলশ্চ শ্রীধরঃ কুলভূষণঃ ॥

তৎসুত ১৪প ম নৃসিংহ  
দানাদানেন সংপ্রাপ্তো ঘোষবিজ্ঞাধরং যদি ।  
নলেভে নিবৃতিং ভগ্নিন্ নৃসিংহো বসুরেব চ ॥  
তস্তায়জ্ঞঃ শ্রীধরনামধেয়ো  
শিবো যত্নঃ শ্রীকমলঃ প্রধানঃ ॥

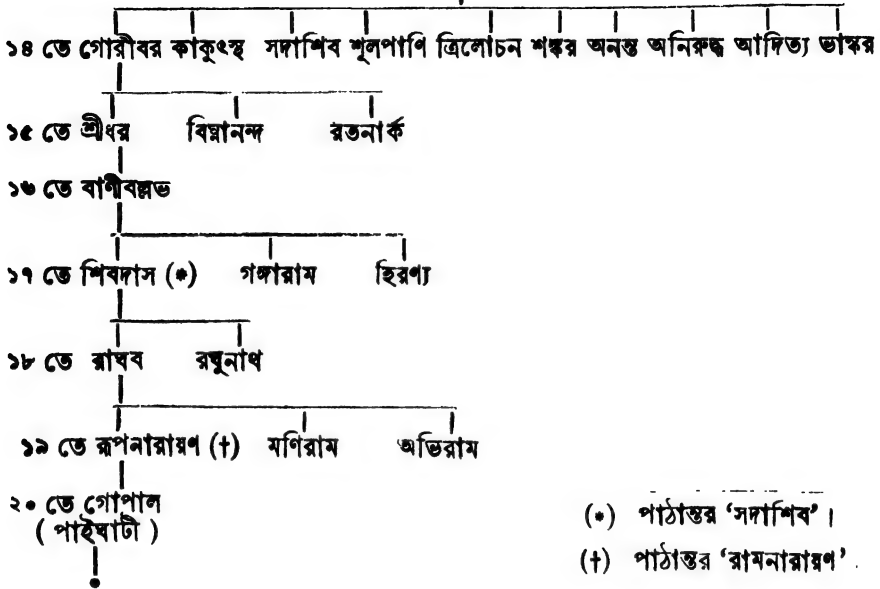
তৎসুত ১৫প ম শ্রীধরবসোঃ  
শ্রীধরো দানহীনোপি বসুবংশসমুদ্ভবঃ ।  
রামানন্দসুতাং লেভে তৎপুত্রো দৈবকীবসুঃ ॥

তৎসুত ১৬প ম দৈবকীবসোঃ  
দৈবকীশ্রুনায়াচ পুত্রহীনো ভবেৎ যদি ।  
দানাৎ পুরুষোত্তমং প্রাপ্য রাজতে ঘোষসম্ভবং ॥  
( বংশাভাবঃ )



মাহীনগর-সমাজ—বিদ্যেশ্বরস্বত তে বিশ্বস্তর-বস্তুবংশ

১৩ তে বিশ্বস্তর [ ১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



অংশ-নির্ণয় ।

১২প বাঁতে বিদ্যেশ্বরস্বত ১৩প তে বিশ্বস্তরস্ব

বিশ্বস্তরঃ প্রদানেন পরাশরকন্যায়সৌ ।

সর্কানন্দেহপি ঘোষে চ প্রকৃতে চ যশোধরঃ ॥

আদানতঃ লক্ষ্মীপতিঞ্চ প্রাপৎ

পরাদিনন্দং পুনরেব ধৃতঃ ।

পুত্রো গৌরীবর এষ জাতঃ

কাকুৎস্থনামা বহুরেব মাতৃঃ ॥

তৎস্বত ১৪প তে গৌরীবসোঃ

দানেন হীনো বস্তুগৌরীদাসো

ভবাদিনাথে গ্রহণং বিধত্তে ।

ভবাদিনন্দপুনবে চ যিত্রে

তস্তাত্মজঃ শ্রীধর এষ নামা ॥

তৎস্বত ১৫প তে শ্রীধরবসোঃ

তস্তাত্মজঃ শ্রীধর এষ জ্ঞেষ্ঠো

মহেশ্বরঃ মিত্রবরঃ জগাম ॥

তৎস্বত ১৬প তে বাণীনাথবসোঃ

বাণী চ তস্তাত্মজ এষ নামা

শ্রীকেশবে মিত্রবরে গ্রহাচ ।

পুত্রাঃ বিরেজুঃ শিবদাস আদৌ

গঙ্গাদিরামোহপি হিরণ্যকশ্চ ॥

তৎস্বত ১৭প তে শিবদাসস্য

কুলে কৃত্তী শ্রীশিবদাসকোহপি

ভূর্গাদিদাসে প্রদদৌ চ পুত্রীং ।

আদানতো বল্লভঘোষ লভ্য

বিরাজতে রাঘব এষ পুত্রঃ ॥

তৎস্বত ১৮প তে রাঘববসোঃ

রাঘবো বস্তুবরঃ কিল চণ্ডিদাসে

নিন্দাং গতৌহপি সহসা খলু বংশজৈ চ ।

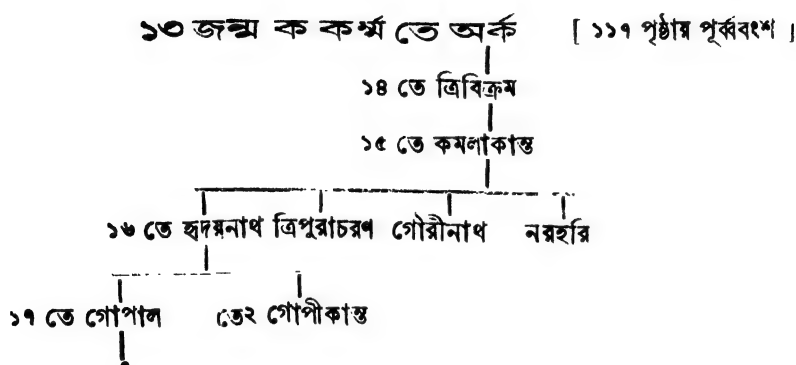
শ্রীরামঘোষমুপগম্য পুনর্নরেজৈ

নারায়ণে গ্রহণতঃ খলু মূর্ছিতোহভূৎ ॥

শ্রীরামনারায়ণ এষ নামা  
খ্যাতকিতৌ শ্রীমণিরাম এব ।  
শ্রীলাভিরাম কিল তন্তু পুত্রা-  
শ্চৈতে বিরজুঃ কৃতপুণ্যপুত্রাঃ ॥

তৎসূত ১১প তে রামনারায়ণবসোঃ  
দানেন হীনৌ বহুরামনারায়ণৌহপি  
রত্নেশ্বরমিত্রমাণ ।  
রসেন লকা জয়রামদত্তং গুণং প্রপেদে  
বহুভাগ্যতম ॥

### মাহীনগর-সমাজ—জন্ম ক কৰ্ম্ম তে অৰ্ক বসুর বংশ

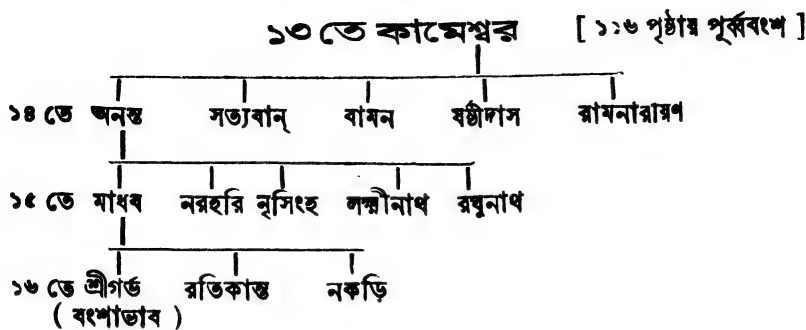


### অংশ-নির্ণয় ।

১২প সমু প্রভাকরসূত  
১৩প জন্ম ক কৰ্ম্ম তে অৰ্কবসোঃ  
প্রভাকরাদর্কবসুঃ প্রবীণঃ  
খ্যাতঃ কনিষ্ঠোহজনি দানহীনঃ ।  
প্রগৃহ কৃতেন্তনয়াক সারিণীং  
তেওজ্জয়ালম্বত এব কেবলং ।  
তৎসূত ১৪প তে ত্রিবিক্রম বসোঃ  
ত্রিবিক্রমস্তন্য সূতঃ প্রকৃষ্টৌ  
পুষ্টৌ স্ততং পৈতৃকমেব কৰ্ম্ম ।

সংপ্রাপ্য তোষং গণনাথঘোষে  
বিরাজমানং সত্ৰ দানহীনঃ ॥

তৎসূত ১৫প তে কমলবসোঃ  
কমলো দানহীনৌহপি গ্রহণায়ধুঘোষকং ।  
প্রাপ্য নোভাতি সোভার্থং যতশ্চ প্রতিদারিণী ॥  
হৃদয়দ্বিপুরারিঞ্চ গৌরী নরহরিস্তথা ।  
কমলস্য সূতাঃ এতে বহুবংশবিচক্ষণাঃ ॥  
( বংশাভাবঃ )

মাহীনগর-সমাজ—তে কামেশ্বর-বন্শবংশঅংশ-নির্ণয়।

বাসু না রায়গজত তে দুর্ধ্যোধনহত

১৩প তে কামেশ্বরবসোঃ

দুর্ধ্যোধনহতো জাতঃ কামেশ কুলসম্ভবঃ।

শিবদ্বায়ে তৃতীয়ক দানদ্বীশানদ্বায়েকে।

কনকেশ্বরমিত্রে চ লেভে দ্বাষপরাশরং ॥

তৎসুত ১৪প তে অনন্তবসোঃ

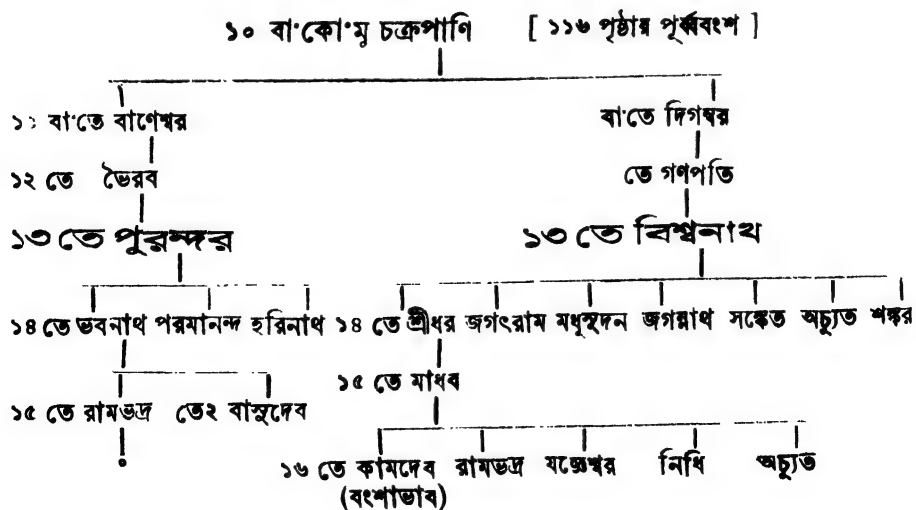
সুতোহনন্তনাথ চ মুখ্যে গণপতো মুদা।

প্রতিধ্ব রামদ্বায়েহপি মিত্রবিদ্বেশ্বরে বধা ॥

পরমানন্দমিত্রে চ প্রতিং দেবীবরেহপি চ।

পীতাম্বরতাতং লকা মুখ্যে রামে চ ভাষতে ॥

( বংশাভাবঃ )

মাহীনগর-সমাজ—বা'কো'মু চক্রপাণিবংশজ তে পুরন্দর ও তে বিশ্বনাথের বংশ

তে পুরুন্দর ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয় ।

১০প বাঁকো'মু চক্রপাণিবংশজ  
১৩প তে পুরুন্দরবসো:  
পুরুন্দরো ভিত্তীপরাশরে চ  
তৃতীয়-দানেন যশোধরাবৃত্তো ।  
সংগৃহ পৃথীধরঘোষকজ্ঞাৎ  
নিদ্ধাৎ গতোহসৌ প্রতীসারিলীক ॥  
পুনশ্চ গৌরীবরমিজলাভাৎ  
বিরাজতেহসৌ বহুপুণ্যকর্ম্মা ।

পুত্রোহন্তবৎ শ্রীভবনাথনামা  
পরমাদিনন্দো হরিনাথ এব ॥  
তৎস্মৃত ১৪প তে ভবনাথবসো:  
জাতঃ কুলে শ্রীভবনাথনামা  
মিত্রং জগন্নাথমবাপ দানাৎ ।  
আদানতঃ শ্রীভবনাথমিত্রে  
নিবিল্ল মধ্য প্রতীসারণেন ॥ ( বংশাভাবঃ )

তে বিশ্বনাথ ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয় ।

চক্রপাণিবংশজ ১৩প তে বিশ্বনাথবসো:  
মুখ্যঃ চক্রস্মৃতো জাতো দিগম্বর উদারধী ।  
গগনতিস্তৎস্মৃতঃ খ্যাতো বিশ্বনাথঃ তদায়জঃ ॥  
তস্যাদানং প্রেক্ষামি ঘোষসর্কাদিনন্দকে ।  
তথা মালাধরে ঘোষে পরাশরস্মৃতাং যযৌ ॥  
তৎস্মৃত শ্রীধরশ্চৈব জগন্নাথুগিদারণঃ ।  
জগন্নাথচ্যুতশ্চৈব শঙ্করঃ বট প্রপূজিতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৪প তে শ্রীধরবসো:  
শ্রীধরো বহুবিক্ষ্যাতো দানং নীলাধরে ততঃ ।  
শ্রীকান্তে প্রতীসারক ঘোষপৌরন্দরেহপি চ ॥  
গোপালঘোষজ্ঞাৎ প্রাপ্য মুমুদে হরিভাগাতঃ ।  
তৎস্মৃতো মাধবোষ্ট্যক সর্কত্রেব সমাদরঃ ।  
মুকুন্দং মিত্রমাসাঙ বংশাভাবেন হুঃখিতঃ ॥  
তৎস্মৃত ১৫প তে মাধবস্য  
মুকুন্দে গ্রহণং কৃত্বা মাধবঃ কুলভূষণঃ ।

মাহীনগর-সমাজ—তে পৃথীধর বহুর বংশ

১৩ তে পৃথীধর [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

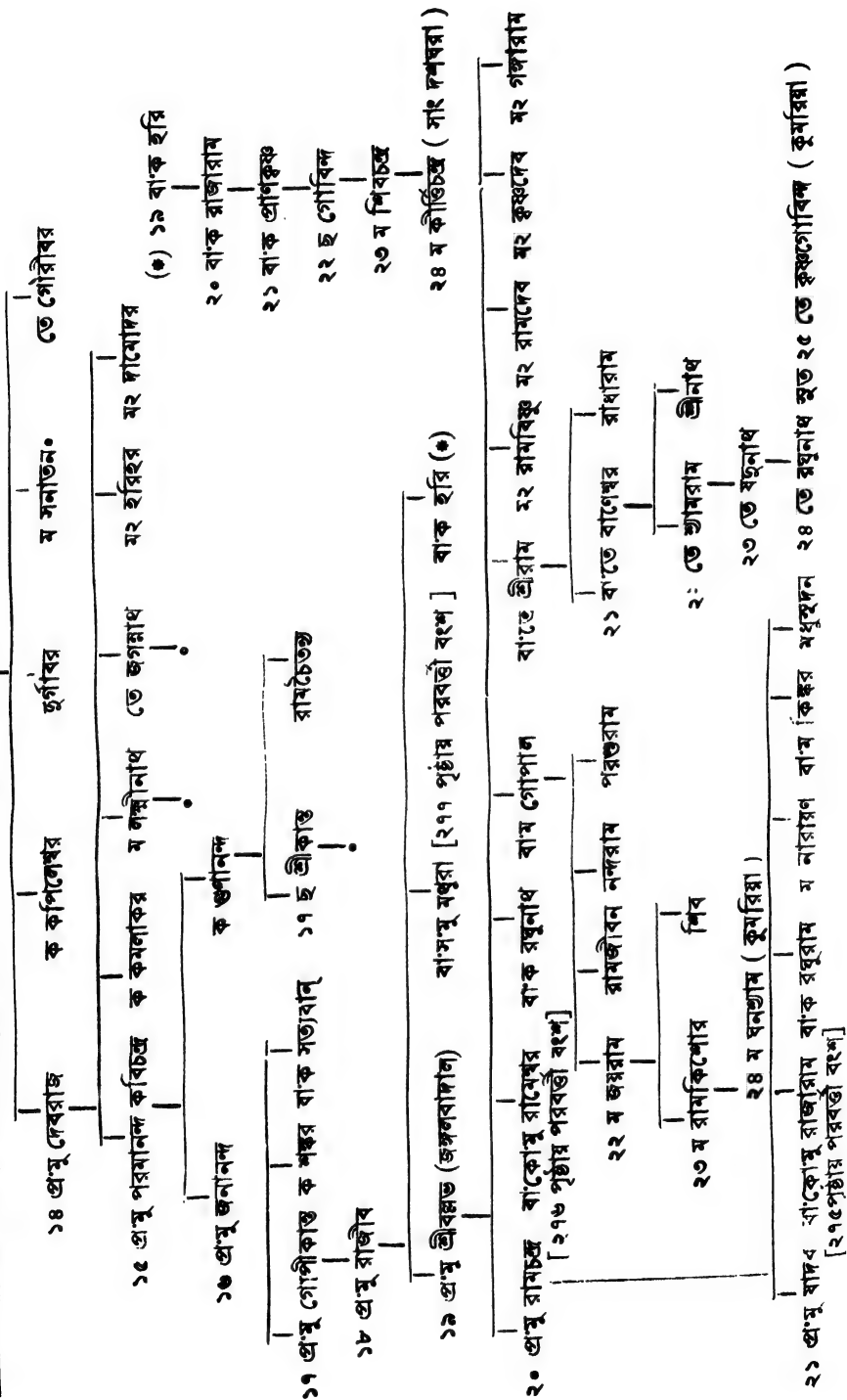
১৪ তে রামনারায়ণ ভবনাথ দেবরাজ  
( বংশাভাব )

অংশ-নির্ণয় ।

প্রমু মাধবস্মৃত ক নৌস্মৃত বাঁতে মহেশস্মৃত  
তে সর্কেশ্বরস্মৃত ১৩প তে পৃথীধরবসো:  
পৃথীধরোপি কমলাকরঘোষমেত্যা  
শ্রীদেবরাজগ্রহণাৎ বিজয়ী বহুব ।

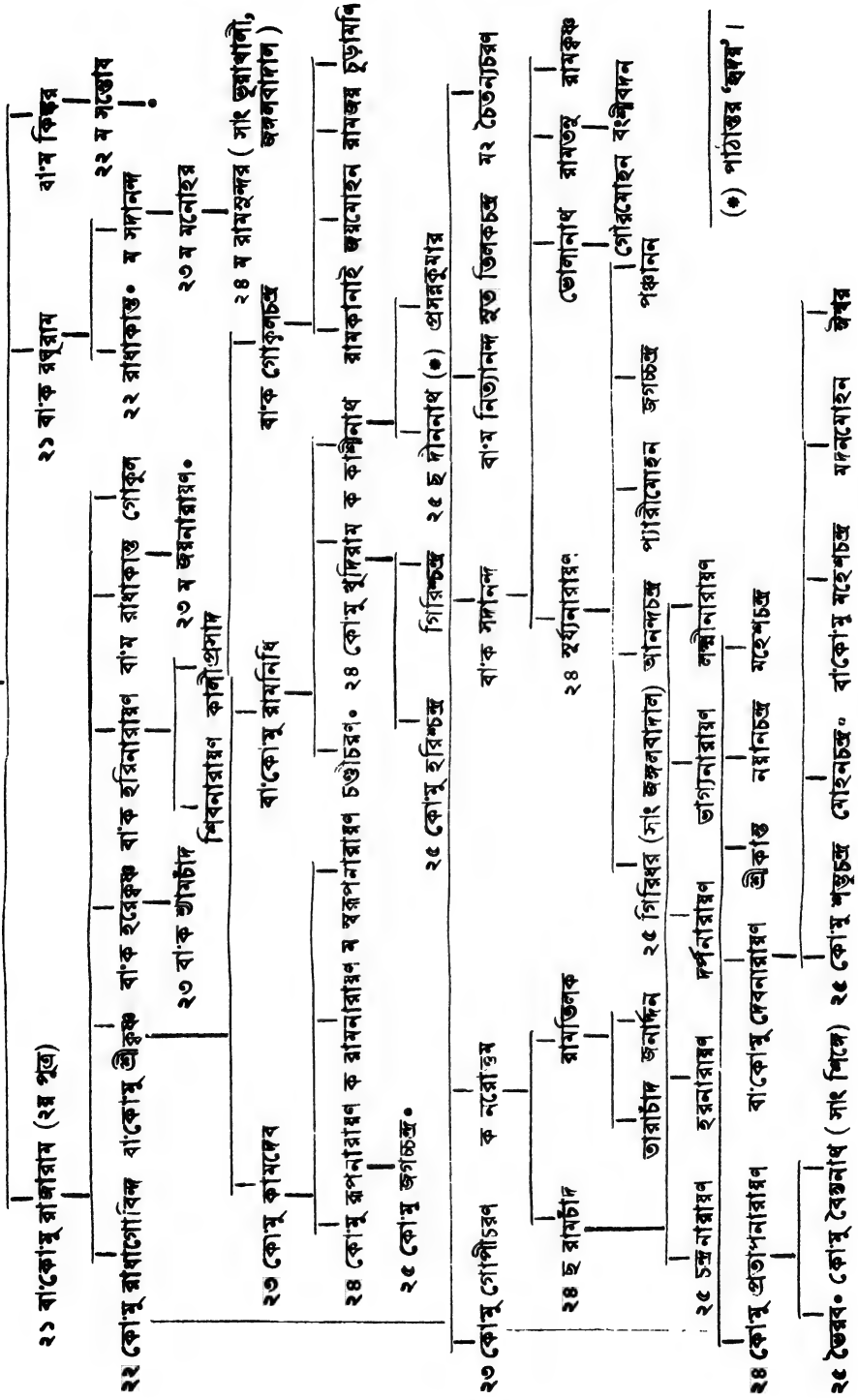
নারায়ণোহি স্মৃতরাং খলু কর্ম্মহীনঃ  
তজ্জাতোহপি জায়তে সতু বংশহীনঃ ॥  
( বংশাভাবঃ )

বাগাণ্ডা-সমাজ—প্র'মু শ্রী বর বসুর বংশ ১৩ প্র'মু শ্রী বর [ ১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



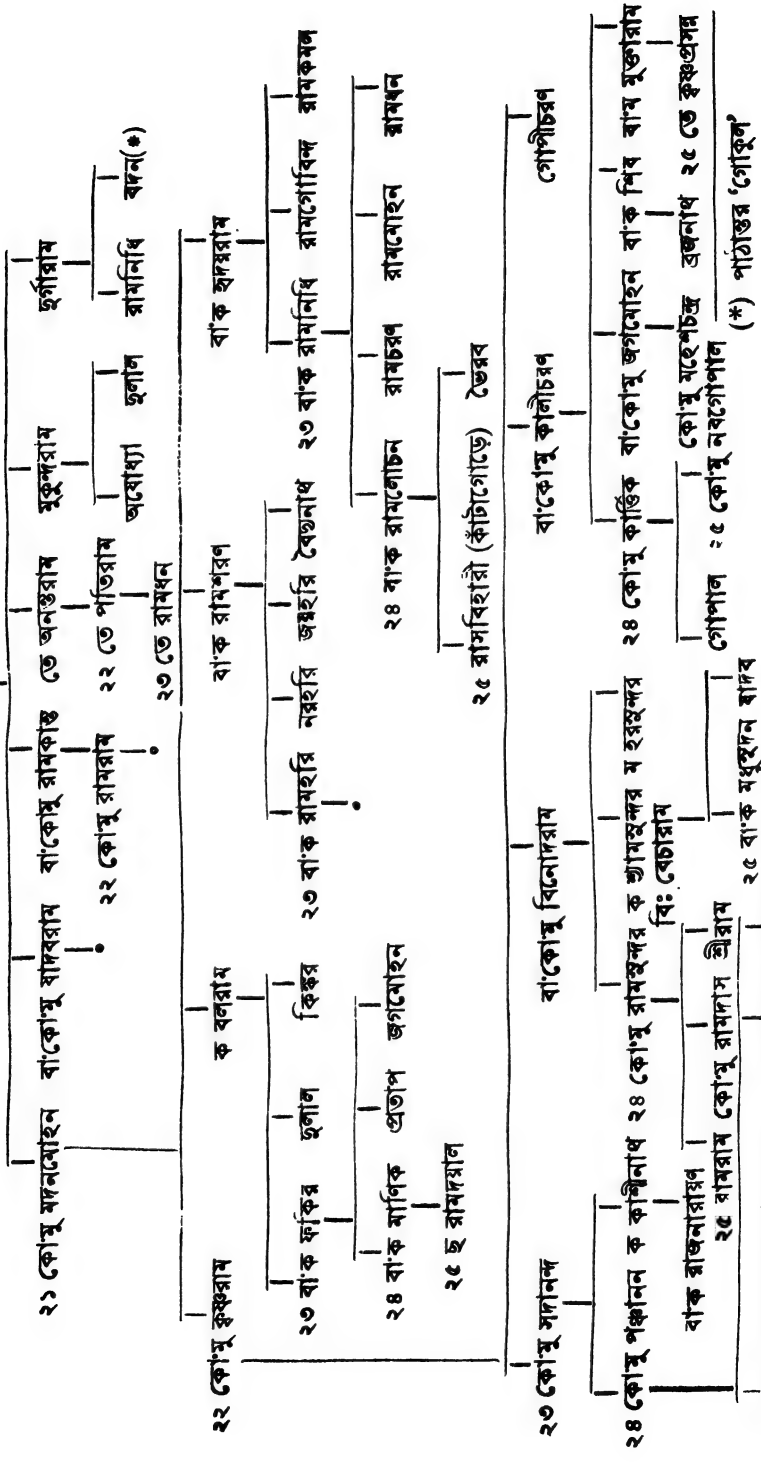
২২ প্রামু রামপ্রসাদ	বাসু কৃষ্ণজীবন	কৃষ্ণরাম	বাক রামানন্দ	পরশুরাম	বাক রামসন্তোষ	মহ রামচরণ	লক্ষ্মীনারায়ণ
		(নির্দেয়)					
			২৩ বাক রাধামাধব		২৩ বাক কৃষ্ণরাম		কেবলকৃষ্ণ
					২৪ বাক তিতু বিঃ প্রাণনাথ		
			২৪ জয়নারায়ণ	কৃষ্ণমোহন		রামকুমার নবকুমার	অনন্তকুমার
					২৫ দ্বারিকানাথ	২৫ বাক কমলাকান্ত	
২৩ প্রামু বৃন্দাবন	বাসু শ্রীমচরণ			বাসু গোপীকৃষ্ণ		বাক হরিরাম	
২৪ সসু রামনারায়ণ	গঙ্গানারায়ণ	রাজনারায়ণ	২৪ সসু জগমোহন	বাসু জগদীশ		২৪ বাক গোলোকচন্দ্র	লোকনাথ
২৫ সসু হরানন্দ	(সং জঙ্গলবাদাল)				২৫ সসু মদনমোহন	বাসু মুরারিমোহন	২৫ বাক গঙ্গাগোবিন্দ বিজয়গোবিন্দ (সং কুমারিয়া)
২৫ সসু জনাধিন	বাসু জয়দেব		বাসু জয়হরি	বাক ভয়গোবিন্দ	জগচন্দ্র	জয়গোপাল	যজ্ঞেশ্বর
	(সং জঙ্গলবাদাল)						
২৬ প্রামু জয়কৃষ্ণ	বাসু বলরাম	বাসু কৃষ্ণবল্লভ	বাকো সসু মণিকচন্দ্র	বাক রামরাম	বাক রাজকিশোর	বাছারাম	বাম নীলমণি
২৭ প্রামু কৃষ্ণগোবিন্দ	বাসু কৃষ্ণগীকান্ত	কৃষ্ণমোহন	বঙ্গীধর	বাক বৈভনাথ	বাক নেহালচাঁদ	বাম ভগবান	২৭ রামকান্ত ম গৌরীকান্ত
	(সং জঙ্গলবাদাল)						

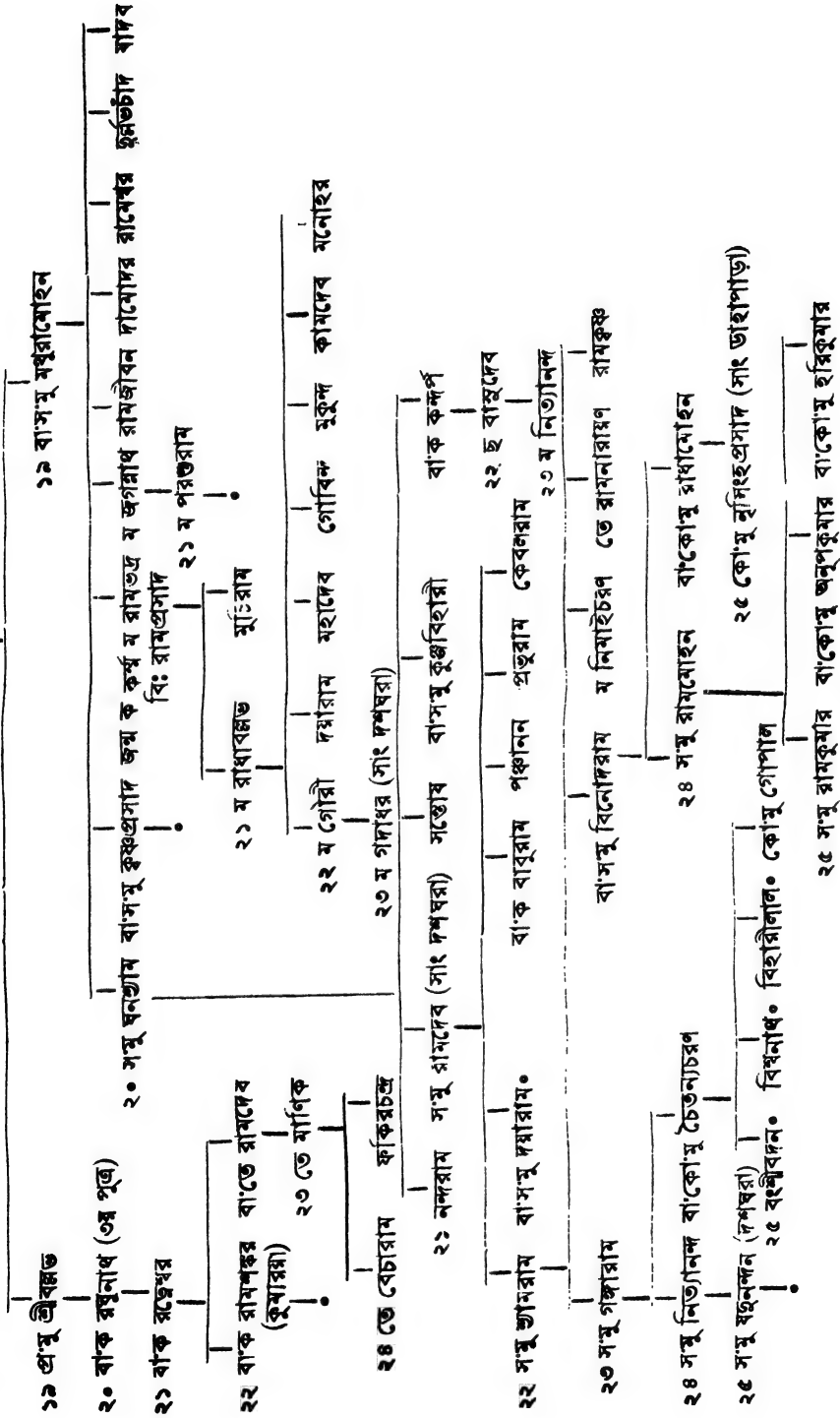




(\*) পাঠান্তর 'জয়ধর'।

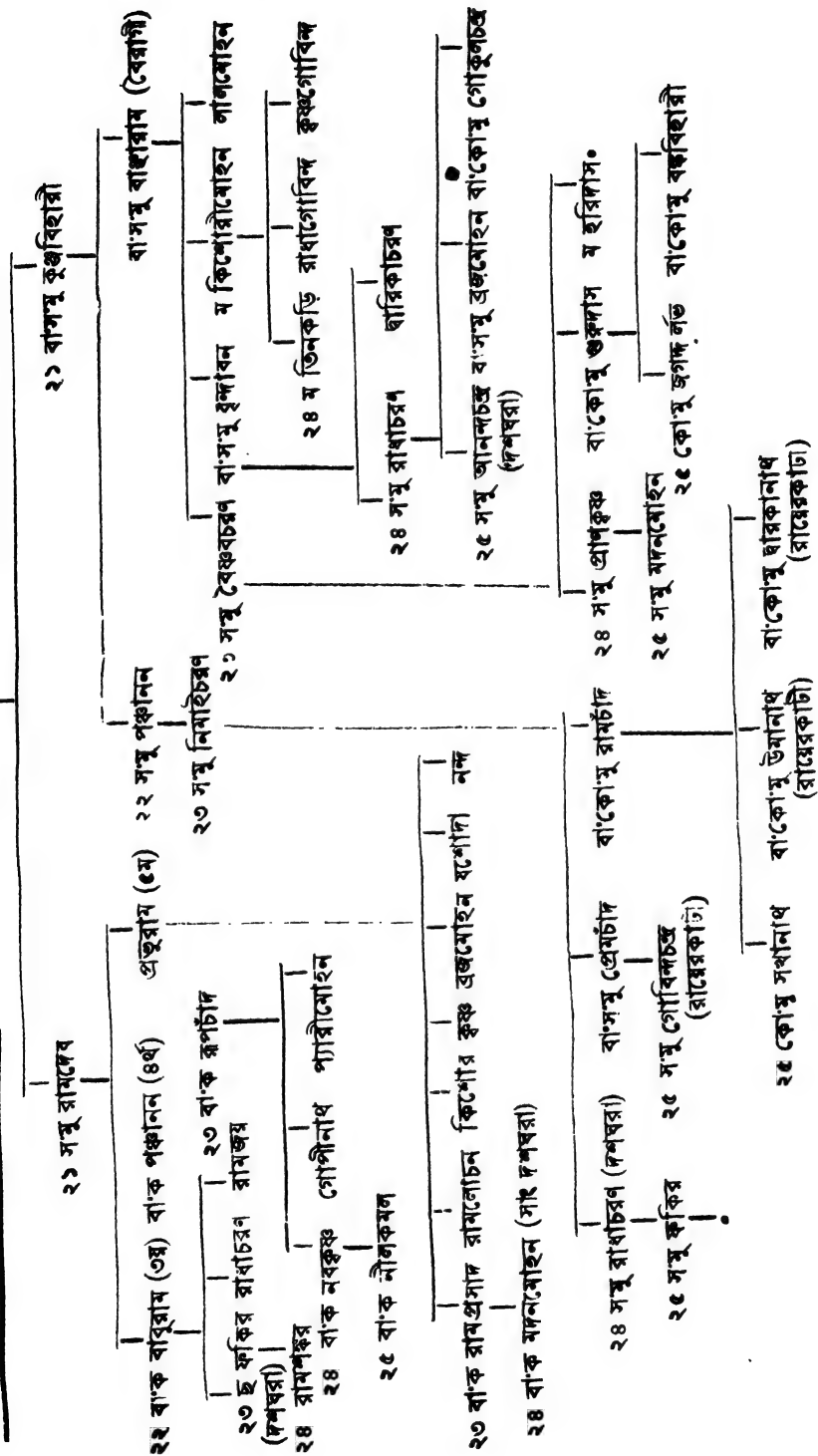




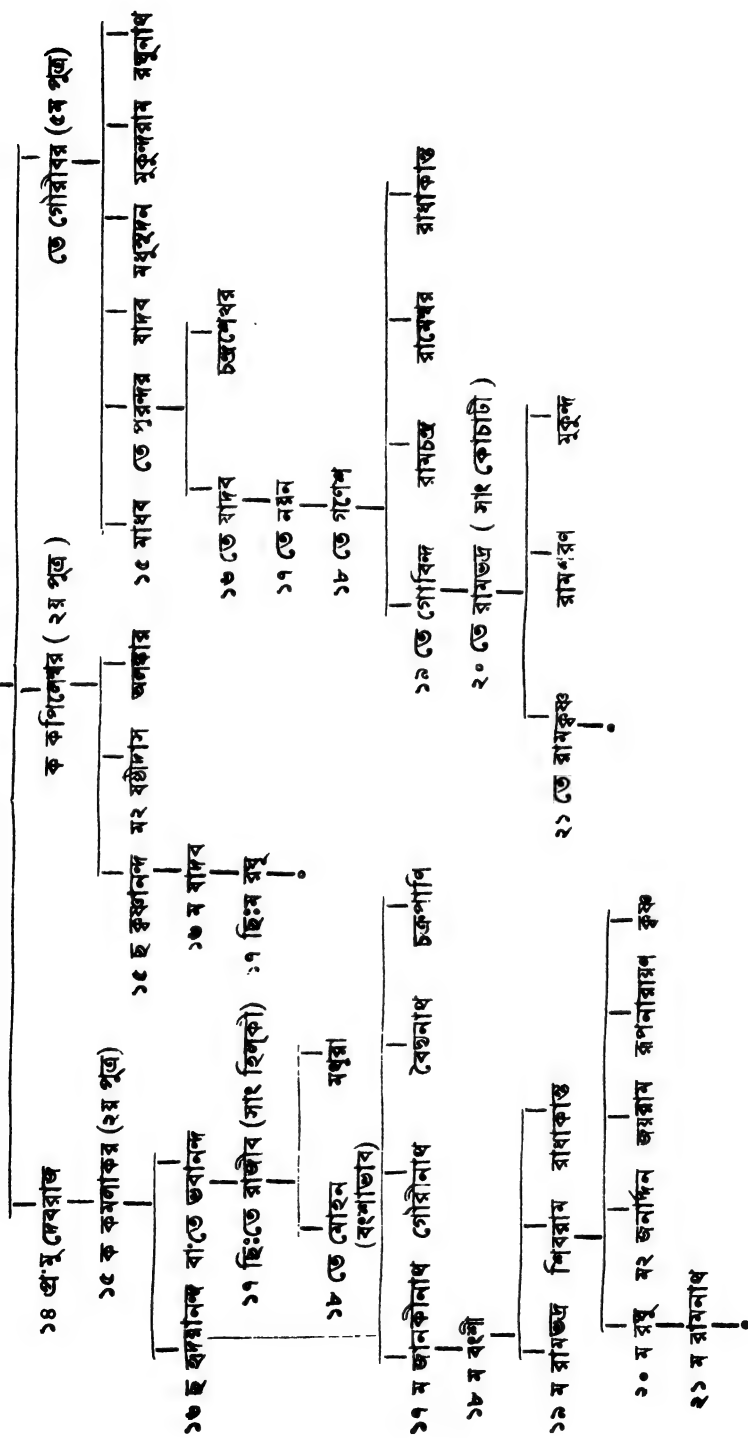


## বাগাঙা-সমাজ - জীবর বস্তুর বংশ

## ২০ স'মু ঘনশ্যাম

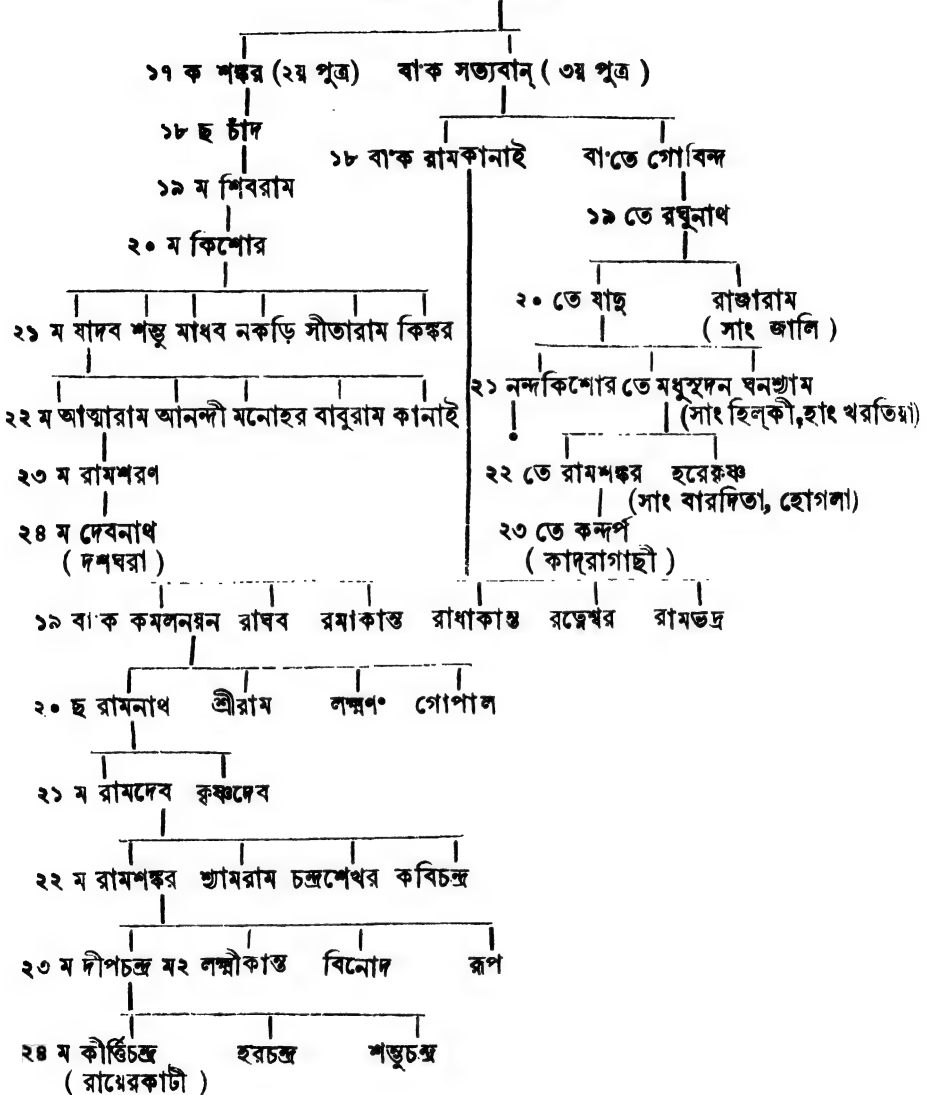


১৩ ঐশ্বৰ্য্য ত্ৰিবর



বাগাণ্ডা সমাজ—শ্রীবর বহুর বংশ

## ১৬ প্রমু জনানন্দ



## শ্রীবর বসু ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশ-নির্ণয় ।

১৩প প্র'মু শ্রীবরবসো: কুলং

খ্যাত: শ্রীবরসংজ্ঞক পৃথুবাণা দানেন হীন: ক্ষিত-  
বাদানাত যুধিষ্ঠিরং বহুবর: সংপ্রাপ্য মোহং যযৌ ।  
পশ্চাৎ সোপি ন রাজতে বহুবরো লক্ষা চ শ্রীমন্তকং  
দৈত্যারি কিল ঘোষকং গ্রহণত: সংপ্রাপ্য  
তোষং গত: ॥

তৎস্মত ১৪প প্র'মু দেবরাজবসো:

ক্ষিতৌ দেবরাজবসু: পুণ্যকর্ম্মা  
বিরেজে চ মুখ্যে ভূশং বিশ্বনাথে ।  
প্রদানাত লেভে মুদং কবিরাজে  
ভক্ত: কংসঘোষে ততো রামরামে ॥  
ভবেচ্চৈব মিত্রে বশ: সোপি লেভে  
ন লেভে বিজ্ঞাধরে দেবরাজে ।  
গৃহীত্বা গণেশং ভূশং কবিরাজং  
ততো গৌরঘোষং ততশ্চক্রপাণিং ॥

অতঃ—

দানে বিশেষরো ধনো দেবরাজবিরাজিতং ।  
কবিরাজায় তনয়ং দদৌ চাকরসংপ্রদং ॥  
কংসারিরামঘোষাভ্যাং ভবনাথায় তৎপরং ।  
বিজ্ঞাধরদেবরাজৌ লেভে নাতি রসাপপুং ॥  
মধিতোহপি পরোরাশৌ কেন কিং সমুপাগতাং  
প্রাপ্তা গণপতিকল্পামাদিরসং চকারহ ॥  
দ্বিতীয়ে কবিরাজন্ত ততো গৌরীবরো বরাং ।  
রেজে ভূশং ললিতকীর্তিধরাধরোহয়ং ॥  
মধ্যাহ্নত প্রকৃতপুঙ্কব: গরীয়ান্  
বাহুস্ত সংকুলভবাং পদবৌ তদ্বদং ।  
নাসৌ পুন: কুলবশো নয়তে পরেবাং  
দেবরাজন্ত পদমভিন্নং গণেশো  
নৃসিংহসুহু: শ্রীবিষনাথো ভবএব ভাবং (?)  
বিশেষরেনৈব পরেণ কিংবা ॥

তৎস্মত ১৫প প্র'মু পরমানন্দকবিচন্দ্রবসো:

মুখ্য শ্রীকবিচন্দ্র এব প্রকৃতোদানাজ্জগন্নাথকং  
ঘোষং প্রাপ্য গুণং লভেৎসুবর: প্যাদানত:  
কেশবং ।

নোরেজে বহুপুঙ্কবোপি সহসাং সংপ্রাপ্য

কল্পাদ:

দ্ব্যঙ্গে নৈব গুণং লভেৎসুবরো প্রদানদানেন বা ॥

অতঃ—

দানে জগন্নাথমিহায় ধন্যং  
স কেশবাখ্যং গ্রহণেন লেভে ।  
দ্বিতীয় কল্পাদঘোষবর্ধ্যং  
পিতু: সম অংশকুলে প্রবীণ: ॥  
পিতৃর্ধনোভাক্ নহি দেবরাজ-  
সুকর্ম্মণা ভূরিবশা: বভূব ।  
অয়ং পুন: পৈতৃককীর্তিধারী  
ধরাতলে শ্রীলবশো বীরশ্রেষ্ঠ: ॥

তৎস্মত ১৬প প্র'মু জনানন্দবসো:

জনানন্দমুখ্য: সদা বিপ্রভক্ত:  
প্রদানাদ্বিরেজে শিবানন্দঘোষে ।  
সত্যোষং প্রাপেদে বলে ঘোষকে চ  
ভত: সোপি ঘোষং যযৌ সত্যবন্তং ॥  
বসু: গোপীপাতং মিত্রবর্ধ্যং  
গৃহীত্বা নরেজে জগন্নাথককং ।  
ততো বাসুদেবে মুদকাপি লক্ষা  
বিরেজে চ মুখ্য: সদা পুণ্যকর্ম্মা ॥

অতঃ—

জনানন্দশিবে ধনো বলভদ্রে বভৌ ভূশং ।  
সত্যবন্তং সমাসাদ্য গোপীনাথেন নিম্নিত: ॥  
অবিজ্ঞমানে জগতং সলেভে  
ঘোষভূত: শ্রীমুতবাসুদেবং ।

মুগেন্দ্রসহ-বিভবেন হীন-  
তথাভ্যাসতোবরবারণানং ॥

তৎস্মত ১৭প প্রমু গোপীকান্তবসো:

লোচনস্ত স্মতাং প্রাপ্য গোপীকান্তো ন রাজতে ।  
অবিভ্রম্যানো মুখ্যচ দানীহীনোহভবৎ পুরা ॥

অন্তঃ—

লোচনস্ত স্মতাং প্রাপ্য গোপীকান্তঃ ননিন্দিতঃ ।  
রোপ্যযোগেন কনকং ন জহাতি নিজদ্যুতিঃ ॥

তৎস্মত ১৮প প্রমু রাজীববসো:

রাজীবো বহুপুত্রবো বিজয়তে শ্রীরামচন্দ্রায়জ্ঞে  
দানাং সোপি ন রাজতে গ্রহণতো রামাদিনন্দো  
মহান্ ।

তৎপশ্চাৎ কিল শঙ্কুদাসতনয়াং গৃহন্ত হর্ষং গতঃ  
পশ্চাৎ শ্রীজয়রামকে বহুবরঃ কিঞ্চিদংশুগং  
নাশ্তবান্ ॥

অন্তঃ—

রাজীবঃ কোমলে প্রাপ্য জন্মে দ্বয়বশোবরঃ ।  
রামাদিন্দো দ্বিতীয়েন পশ্চাদ্ভবেন ভূষিতঃ ॥  
লোকমনস্ত নিলয়ে প্রকৃতিতিনিদ্রাং  
লেভে মহাকুলযশোনিকরাবলম্বী ।  
বারাণসীধৌ কল্লিতদুর্জহবাডবাগ্নে  
স্তয়ো নবং ন সহতে বস্ত্রধাপি কাচিৎ ॥

তৎস্মত ১৯প প্রমু শ্রীবল্লভবসো:

খ্যাতঃ শ্রীমুতবল্লভঃপ্রকৃতকো দানেন হীনঃ ক্রিতা-  
বাদানান্ন জয়রামকং সহজকং সংপ্রাপ্য-  
নাপশ্বদং ।

পশ্চাৎ সোপি বিরাজতে গ্রহণতো রামেশ-  
গোবিন্দকো

সংপ্রাপ্তঃ কিল দর্পিতো বহুবরো মুখ্যোহি  
নিদ্যো যতঃ ॥

অন্তঃ—

জয়রামতম্বজাঞ্চ প্রাপ্য শ্রীমুতবল্লভঃ ।  
চিন্তামণিসমাবোগাৎ দত্তরত্নং নচ ক্রুতী ॥

তৎস্মত ২০প প্রমু রামচন্দ্রবসো:

বহুঃ সোপি মুখ্যঃ ক্রিতৌ রামচন্দ্রঃ  
প্রদানান্ন কল্যাণকং বোমবর্ধ্যং ।  
বিলেভে চ মুখ্যে বভৌ ভরতাত্যে  
গ্রহাদ্ভোহি যন্তো মণৌ মাধুরে চ ॥

তৎস্মত ২১প প্রমু যাদববসো:

বহুর্ধাদবাখ্যঃ ক্রিতৌ সুপ্রতিষ্ঠৌ  
নয়েজে চ দানাং রঘো বোষকে চ ।  
গৃহীত্বা ভূষণং বোষকং বর্দ্ধমানং  
নিমগ্নোহি লজ্জাঘূষৌ সাধুশীলঃ ॥

প্রমু শ্রীবল্লভস্মত ২০প বাকোমু রামেশ্বরবসো:

রামেশ্বরোহয়ং বহুবংশজাতো  
দানাং বভৌ বন্ধুরিষোষজে চ ।  
গজাধরস্তাঙ্গজকে প্রদানাদ্  
ভেষেন বৈ বর্দ্ধিতে বর্দ্ধিতস্য ॥  
পশ্চাদ্ভবদৌ রত্নজকে প্রদায়  
রত্নেশ্বরস্তাঙ্গজকেংপি তৎৎৎ ।  
হরৌ পদার্থং পরিবর্তনেন  
লেভে বহু কোমলভাবমাত্রং ॥

তৎস্মত ২১প কোমু মদনবসো:

মুদং মদনমোহনঃ স ন যযৌ চ দত্তাঙ্গজাং ।  
নরোত্তমস্মতে যতঃ কোমল বর্দ্ধিতে রাজিতে ॥  
স বৈষ্ণবস্মতে দদৌ ন চ শুণী স কনিষ্ঠকে ।  
ততোহহি বলরামজে নহি বভৌ তু কৃষ্ণাঙ্গজে ॥  
রাজারামাঙ্গজাং গৃহ্নন্ স্তনেন কোমলাধিপঃ ।  
নন্দরামস্মতাং প্রাপ্য রেজে নৈব ধরাতলে ॥

প্রমু রাজীবহুত ১১প বাসমু মধুরাবসোঃ  
খ্যাতশ্রীমধুরাপতিকুলকৃতি ভূদেবসেবারতো।  
দানেনৈব মহাবশা বহুবরো গোবামি-  
ষোষং যযৌ ।  
শ্রীরামমিত্রং সহজং মুদা গ্রহণতঃ সংপ্রাপ্য  
মুখ্যং যতঃ  
সোত্যর্থং সুশুভে স্বয়ং কৃতিবরো প্যাদানদানাদপি ॥

অন্তঃ—

শ্রীরামমিত্রজ্ঞাং প্রাপ্য ররাজ মধুরাবহুঃ ।  
চক্রপাণিদং প্রাপ্য যতেনৈব পুরাবিদং ॥  
প্রকৃতঃ সহজাশ্চায়ং পৈতৃকেন পুরঃসরঃ ॥

তৎসুত ২০প সসু বনশ্রামবসোঃ  
বসুর্ধনশ্যাম উদারকীর্তিঃ  
রম্যদিনন্দে বিতনোতি দানং ।  
গোপালঘোষে ন গুণং বিলেতে  
রাজাদিরামে তদনন্তরঞ্চ ॥  
শ্রেণীবিভজে নচ রামদেবং  
সংপ্রাপ্য যোহং গতবান্ স ভূয়ঃ ।  
চিন্তামণিঃ প্রাপ্য বিবর্দ্ধমানং  
শ্রীযাদবেদ্রং সহজং ততোহপি ॥  
জনর্দনং মিত্রবরং গৃহীত্বা  
জাজ্ঞাম্যানো ধরণীভলে চ ।  
বভূব মুখ্যঃ সহজাধিপোহসৌ  
ব্রবীমি কিং তন্ত কুলন্ত শোভাং ॥

প্রমু দেবরাজসুত ১৫প ক কমলাকরস্য  
কমলাকরবহুর্গেভে কেশবঞ্চ গুণপ্রদং ।

তৎসুত ১৬প হৃদয়ানন্দস্ত  
হৃদয়ে নিমিত্তং দানং রম্যানাথে ততঃ পরং ।  
পরশুরামে গুণদং জনানন্দে পুনমহং ।  
হৃদয়ানন্দ আনন্দং শিবানন্দেন সংদধৌ ॥

তৎসুত ১৭প ম জানকীনাথস্য  
গোপীনাথাত্মাচক্রাৎ গুণী চ জানকীবহুঃ ॥

তৎসুত ১৮প ম বংশীবসোঃ  
দেবী মুকুলং বংশীঞ্চ বংশীবহু রূপাগতঃ ॥

তৎসুত ১৯প ম রামভদ্রস্ত  
ষোষগোবিন্দমাসান্ত রামভদ্রো বিরাজতে ।  
রামেশ্বরমমাবোগাৎ কুলে কুষ্ঠিতরোহভবৎ ॥

প্রমু শ্রীবরহুত ১৪প ক কপিলেশ্বরস্ত  
নিমিত্তঃ পরমানন্দাৎ কপিলঃ কুশলী গণাৎ ॥

তৎসুত ১৫প হৃ কৃষ্ণানন্দস্য  
দামোদরবামনাখ্যাং কৃষ্ণানন্দস্ত তুল্যতা ।  
লক্ষ্য্যচ ভবনাধাত্যাং গুণজালমবাপ সঃ ॥

তৎসুত ১৬প ম যাদবস্ত  
শিবভদ্রেন ধন্যোহসৌ যাদবো বহুরেব চ ।  
নারায়ণসুতাভ্যাং অগাম কুলনাশতাং ॥

১৫প প্রমু পরমানন্দসুত ১৬প ক গুণানন্দস্ত  
গোপীনাথচ্যুতেনৈব শিবানন্দেন তৎপরং ।  
গুণানন্দো গুণং লেভে পরমানন্দসম্ভবঃ ॥

প্রমু জনানন্দসুত ১৭প ক শঙ্করস্ত  
শঙ্করো গোচনাভ্যতি ॥

তৎসুত ১৮প হ চাঁদবসোঃ  
জগতা হরিমিত্রেণ চক্রেনো ভ্যতি ভূতলে ॥

তৎসুত ১৯প ম শিবরামস্ত  
মধুরাগোবিন্দমিত্রাত্যাং শিবরামো বিরাজতে ।

তৎসুত ২০প ম কিশোরস্ত  
মধুরামাদিরামঞ্চ কিশোরবহুরাপচ ॥



ঐশ্ব জনানন্দসুত ১৭প বা'ক সত্যবান্ধ

হ্যকেন সত্যবান্ লকা রামনারায়ণবভৌ ॥

তৎসুত ১৮প বা'ক কান্ধবসো:

কাহ্ন: প্রহ্মায়ং বিলেতে হ্যকেন কুলভূষণ: ॥

তৎসুত ১৯প বা'ক কমলনয়নসু

কুমুদক রমাকান্তং মুখ্যং শ্রীরামচক্রকং ।

লকা চ কুশলং লেভে বসু: কমললোচন: ॥

তৎসুত ২০প ছ রামনাথসু

নন্দনেন সমাযোগাজ্ঞামনাথো বিরাজতে ॥

দেবরাজসুত ১৫প ম লক্ষ্মীনাথসু

লক্ষ্মীনাথবসুর্দান্যং সত্যবন্তং সমাগত: ॥

তে গৌরীধরসুত ১৫প তে পূরন্দরসু

কৃষ্ণে শুভেনাপি মহেশমিত্রে পুনস্তথা মাধব-

নামধেয়ে ।

পূরন্দর সত্যবন্তস্তনুজাং জগাম সংকীর্ণিবিক্রিনী ॥

তৎসুত ১৬প তে বাদবসু

শিবাদিনন্দে ন যশো জগাম শ্রীমদবো রাঘব

নামধেয়াং ॥

তৎসুত ১৭প তে নরনসু

শ্রীবৎসবোষায়নন: সুধন্ত:

সংসৃচ্ছিতোহসৌ পরমাদিনন্দাং ॥

তৎসুত ১৮প তে গণেশসু

শ্রীবা'চ: হ্রা। ধণে ধনাবা চৈ চন্তবোষাদ্-শুণ-

মাণ শুদ্ধং ॥

কৃৎসুত ১৯প তে গোবিন্দসু

শ্রীরাঘমিত্রেণ গোবিন্দনামা

যশোবিলেতে বিমলাং পৃথিব্যাং ॥

১৭প বা'ক সত্যবান্ধসুত ১৮প বা'তে গোবিন্দসু

গোবিন্দনামা বসুরেব জগাম হুর্গাং

গোপালবোষতনুজাং নগুণং চকার ॥

তৎসুত ১৯প তে রঘুবসো:

কৃষ্ণে শুদ্ধকিরণ: কিল রামকৃষ্ণাং

লেভে রঘুর্জন্মদোষবিধিং কমায়াং ॥

তৎসুত ২০প তে বাহুবসো:

সন্তোষবোষতনয়ে তনুজাং প্রদায়

গোপালবোষমগমং খলু মিত্রবর্ধাং

বাহুর্ভৌ কুলকলাবিধিরেব ভূমৌ ॥

তৎসুত ২১প তে বিষ্ণুরামসু

ঘোষং সমেত্য বিজয়ীং খলু রামকৃষ্ণং

বিষ্ণুং যথুশুর্গমুতো গ্রহণাং সমেত্য ॥

তে দেবরাজসুত ১৫প তে জগন্নাথস্য

অনন্তেন জগন্নাথো বিরাজতিস্তরাং ভূবি ॥

১৫প ক কমলাকরসুত ১৬প বা'তে ভবানন্দস্য

রামভদ্রাস্তবানন্দ: কুলে রাজতি স্তনুয়ং ।

জগদীশসমাযোগাং কুলে ছিন্নস্তরোহস্তবং ॥

রামভদ্রাস্তবানন্দো অচ্যুতেন কুলে মহান্ ॥

তৎসুত ১৭প তে রাজীবস্য

রাজীবস্ কুলে হীনো জগদীশসমাগমাং ॥

ঐশ্ব দেবরাজসুত ১৫প তে হরিবসো:

শ্রীনাথবোষবোগেন হরির্জতি কুলাগ্রণী: ॥

নন্দরাম মিত্র, কামীরাম বসু, প্রেমনারায়ণ মিত্র, রাধামোহন ঘটক সরস্বতী প্রভৃতির বাজালা-কারিকায় শ্রীমর বংশ ও তৎবংশের অংশপরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

১৩ প্র'মু শ্রীমর বসুর কুল

শ্রীমর বসুর কুল কর অবধান ।  
প্রামাণিকে কুবের মিত্র নাই সাম্যদান ॥  
যুধিষ্ঠিরে কৈলা কুল না পাইলা বশ ।  
মৌলিকপ্রধান গোপালদত্ত আশ্বরস ॥  
অবিজ্ঞমানে দোষ গ্রহণ মিত্র শ্রীমান্ ।  
তেওজ দৈত্য্যারি পাছে কুলে মহীমান্ ॥  
রামদত্ত চতুর্ভূজ ঘোষ বিজ্ঞাধর ।  
বুদ্ধিমন্ত রায় আর দত্ত হুর্গাবর ॥  
নন্দরাম মিত্র ভণে শুন হে সভায় ।  
বিশ্বনাথ পরমেশ্বর সঙ্গে সমতায় ॥

তৎসুত ১৪প প্র'মু দেবরাজ

দেবরাজ বসুর কার্য অতিশয় বড় শৌর্য্য  
দান অংশে স্বন্দর সুসাজ ।  
বিশ্বনাথে আগুছেই প্রকৃত মুখ্য ঘোষ এই  
দোছেই কনিষ্ঠ কবিরাজ ॥  
তেছেই কংসারি ঘোষ নাই কিছু গুণঘোষ  
মুখ্যসুত মধ্যাংশের সার ।  
তার পাছে রামঘোষ সমান পশ্চাৎ ঘোষ  
ভবনাথ মিত্র পাছে তার ॥  
মাধব দত্ত গরুছেই অপক্লপ দেগ এই  
বিজ্ঞাধর দেবরাজ ঘোষ ।  
দোজ গমনে পাইলা লাজ নিন্দা নহে শৌর্য্যকাজ  
চক্রপাণি দেখিয়া সন্তোষ ॥  
গণপতি ঘোষেতে কুল নাই যার সমতুল  
মুখ্যরাজ প্রকৃতের সার ।  
দোজগ্রহণ কবিরাজ আদান প্রদান সাজ  
পাছে গৌরী সহর-মজুমদার ॥  
তার পাছে চক্রপাণি বাড়-তেওজ কুলে জানি  
দানগ্রহণ স্বন্দর শোভিত ।

\* \* \*

বেন ইন্দ্র দেবরাজ জন্মিলা পৃথিবীর মাঝ  
সঙ্গে করি লইয়া দেবগণ ।

নন্দরাম করেন সার হয় নাই হবেক আর  
ইহা তুল্য মুখ্য সু-ভাজন ॥

তৎসুত ১৫প প্র'মু কবিচন্দ্র  
জগন্নাথে দিয়া দান অতিবড় মহীমান্  
গ্রহণে কেশবে পাইলা বশঃ ।

হই অঙ্গে প্রকৃত কুল পিতার সমান তুল  
কৃষ্ণানন্দ সেনে আশ্বরস ॥

পুত্রিল মনের সাধ অবিজ্ঞমানে কল্লাজদ  
দোজগ্রহণ কংসারিঘোষ হরি ।

নারায়ণ দত্তচূড়ামণি বালীসমাজ জানি  
বশঃ কীর্তি ভুবন উপরি ॥

কহিলাম বিশেষিয়া কুলকার্য্য বত ইহা  
ত্রিপদী ভাষাতে সুছন্দ ।

নন্দরাম মিত্র ভণে শুনহে কুলস্রগণে  
শৌর্য্যাবিত বহু কবিচন্দ্র ॥

তৎসুত ১৬প প্র'মু জনানন্দ  
জনানন্দ বসুর কুল শুনিতে সুসন্তোষ ।

আগুছেই প্রকৃত মুখ্য শিবানন্দ ঘোষ ॥  
দোছেই বলভদ্র ঘোষ তেছেই সত্যবান্ ।

হেরষ দত্ত পাছে বালির প্রধান ॥  
গ্রহণে গোপীনাথ মিত্র সহজাগ্রগণ্য ।

জগন্নাথে দোজগ্রহণ মধ্যাংশ কুলমাস্ত্র ॥  
তৃতীয় গ্রহণ বাসুদাস ঘোষেতে সুসাজ ।

নন্দরাম মিত্র বলেন অবিজ্ঞমানে লাজ ॥  
তৎসুত ১৭প প্র'মু গোপীকান্ত

গোপীকান্ত বসুর কুল শুনিতে সন্তোষ ।  
প্রামাণিকে প্রথম কল্লা রামভদ্রঘোষ ॥

তৎপশ্চাৎ আর কল্লা নাগ শিবানন্দ ।  
লোচন কমল কুলে ঘোষের আনন্দ ॥

নন্দরাম মিত্র বলে শুন সভাজন ।

রজত কাঞ্চনে যেন হইল মেলন ॥

তৎসূত ১৮প প্র'মু রাজীব

রাজীব বসু গুণযুক্ত প্রামাণিকে অচ্যুতভ

সাম্যদান রামচন্দ্র বোষে ।

গ্রহণাগ্রহণে রামানন্দ বোষজে পড়িল ধন্দ

শঙ্কুবোষে কুল করিলা শেষে ॥

মথুরামিত্র আত্মরস পরে রাজীব দাস

জয়রাম পাল নহে নন্দ ।

দোজগ্রহণ অবিশ্রামানে জয়রাম ভেওজ দানে

নন্দরাম রচিলা সুছন্দ ॥

তৎসূত ১৯প প্র'মু শ্রীবল্লভ

জয়রাম বলরাম পাল দশধরা গ্রাম

গন্ধর্বদেব রায় চৌধুরী ।

বোধখানা খলিসাখালী ভাগ্যমন্ত রায় বলি

গোষ্ঠীপতি বশোকাধিপতি ॥

বাহুদত্ত খেসরায় নাই কুল যার গায়

হরিমিত্র শিঙ্গায় বসতি ।

প্রামাণিকে ছয় কত্তা সন্তে অতি মহামায়া

সাম্যকুলে নাই দান কতি ॥

গ্রহণে মিত্র জয়রাম বাড় কুলে বিশ্রাম

রাজীব মিত্রতে আত্মরস ।

দোজগ্রহণ রামেশ্বর কনিষ্ঠকুল চিহ্ন তার

গোবিন্দবোষ পাছে সুপ্রকাশ ॥

হাস্যকি নাই যার সিদ্ধকুলে অবতার

দেবভূলা পৃথ্য মহীমান ।

নন্দরাম মিত্র ভণে শুনহে কুলজগণে

শ্রীবল্লভ শ্রীবর সমান ॥

তৎসূত ২০প প্র'মু রামচন্দ্র

রামচন্দ্র বহুর কুল শুনহে সভায় ।

প্রামাণিকে গৌরীকান্ত কংসনারায়ণ রায় ॥

তৎসূত ২১প গোবিন্দসিংহ মৌলিক বাখানি ।

ইসপুর বোধখানা উলা-নিবাসিনী ॥

সাম্যদান কল্যাণবোষ কমলপ্রদান ।

ভরতবোষে কৈল কুল উভয় সন্মান ॥

রসেতে পাইলা বশঃ কাশীশ্বর রায় ।

দোজগ্রহণ মুনিরাম বোষে শুভোদয় ॥

তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশকুল মিত্র মথুরেশ ।

বটকমিত্র নন্দরাম জানিলা বিশেষ ॥

তৎসূত ২১প প্র'মু বাদবেজ

বাদবেজ বহুর কুল অতি সুপ্রকাশ ।

প্রামাণিকে প্রথম কত্তা রায় কালিদাস ॥

সাম্যদানে বাড়াইলা রথুদেব বোষ ।

ভৃগুরাম বোষেতে কুল না হল সন্তোষ ॥

রসভজে রমাবল্লভ দত্ত চৌধুরী ।

একঘরে দুইকার্য কৈলা ইস-পুরী ॥

দোজগ্রহণ তুলারাম বসু আবিস্রামান ।

মধ্যাংশ কুল সেই জানের সন্তান ॥

নন্দরাম মিত্র বলে শুন সভাজন ।

তই অঙ্গে না পাইলা বশঃ শ্রীচন্দ্রের নন্দন ॥

তৎসূত ২২প প্র'মু রামপ্রসাদ

প্রকৃত মুখ্য রামপ্রসাদ বসু বংশের সার ।

প্রামাণিকে রামনাথ দত্ত মজুমদার ॥

রামজীবন সরকার আর সন্তোষ রায় ।

রামসিংহ চৌধুরী বর্দ্ধমান বহুরায় ॥

সাম্যদান শোভারাম মিত্র আগছেই ।

দোছেই বিনোদরাম বোষজে মলই ॥

আনন্দীরাম মিত্রতে কুল সহজ মুখ্যসূত ।

দোজগ্রহণ নিমচরণ বোষে গুণযুক্ত ॥

(\*) পাঠান্তর—

তৎসূত ২১প জয়দেব সেন সিরিজঙ্গী বসতি ।

আত্মোপান্ত দিগম্বর সেন গোষ্ঠীপতি ॥

ভূতীয়াতে রূপরায় সিরিজদোতে ধায় ।

গোষ্ঠীপতি সেনবংশ পুরে মনস্বায় ॥

রস ভঞ্জে রামরায় দত্ত ইঙ্গপুর ।

নন্দরায় মিত্র বলেন বড়ই মধুর ॥

তৎস্মৃত ২৩প প্র.মু. বৃন্দাবন

বৃন্দাবন বঙ্গুর দান প্রামাণিক সম্মান

হরিপালে সাহেবরাম রায় ।

পরে রাজারামদত্ত নিন্দা নহে উপযুক্ত

ছুটাপুর বাহার আলয় ॥

কামদেব ঘোষ জানি সহজ মুখ্য কুলে গণি

গ্রহণ করিলা এইমাত্র ।

কিঙ্কর কল্প আগুরস সেরগুরে যার বাস

জানিলা যে নন্দরায় মিত্র ॥

তৎস্মৃত ২৪প প্র.মু. জয়কৃষ্ণ

বঙ্গবংশে জয়কৃষ্ণ প্রকৃত কুলের শ্রেষ্ঠ

তত্ত্ব কার্য্য শুন দিয়া মন ।

প্রামাণিকে চারি কড়া সবে অতি মহামাত্রা

অগ্রে রায় শিবনারায়ণ ॥

রামসুন্দরদেবস্মৃতে বাণেশ্বর গুণযুতে

কলিকাতানিবাসী মাণিকচন্দ্র ।

সাম্যদান শুন বলি রাজকিশোর ঘোষ কেলি

প্রকৃত দ্বিতীয় নহে নিন্দ ॥

জগমোহন দোছেই দান তেছেই ভঞ্জে অপমান

দয়্যরাম পাল শ্রীপুরী ।

ব্যতিক্রম তত্ত্ব পর প্রামাণিকে নমস্কার

শ্রীগৌরাজ নাগ চৌধুরী ।

শিবচন্দ্র ঘোষে কুল রঘুদেব বার মূল

রস ভঞ্জে কীর্ত্তি মজুমদার ।

প্রকৃত পরশ নিধি নাহি যার হ্রাসবৃদ্ধি

বিরচয়ে বঙ্গ কাশীধর ॥

তৎস্মৃত ২৫প প্র.মু. কৃষ্ণগোবিন্দ

বঙ্গবংশে অম্বুপম

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ নাম

প্রকৃত মুখ্য গুণের সাগর ।

দানেতে কিঙ্কর ধত্ত

পরশেতে অগ্রগণ্য

সহজরাজ ভুলনা কি তার ॥

গ্রহণে মিত্র রামচন্দ্র

বাড়ি-মুখ্য নহে নিন্দা

রসে সেন জগুর স্মৃতি ।

\*

\*

\*

স্ববুদ্ধি মৌলিকরাজ

দিগঙ্গ সমাজ মাঝ

দোজ মোহনচন্দ্র মিত্র ।

সুপবিত্র উল্লাসিত

রামকিশোর প্রকাশিত

ঘটক বঙ্গ কাশী বিরচিত ॥

প্র.মু. বৃন্দাবনের ২য় স্মৃত ২৪প বা'স'মু. কৃষ্ণবল্লভ

বাড়িকুলে অবতারি

কৃষ্ণবল্লভ নাম ধরি

সহজকুলে বড়ই পৌরুষ ।

দানহীন গ্রহণ সার

কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষজার

আগছেইতে হইল প্রকাশ ॥

আগুরস পঞ্চমবর

কৃষ্ণানন্দ সরকার

হইকার্য্যে হইল চিত্তিত ।

এক অঞ্জে হৈল ধত্তা

আছিল পৈতৃক পুণ্য

ঘটক বঙ্গ কাশী বিরচিত ॥

প্র.মু. রামপ্রসাদের ২য় স্মৃত ২৩প বা'স'মু. শ্রামরাম

বাড়িকুলে শ্রামরাম

বঙ্গ মুখ্যকুলে নাম

প্রামাণিকে হই কতাদান ।

রামানন্দ মিত্র স্মৃতে

বাঘুটিরা ঘরস্থিতে

চান দত্ত পাইলে সন্মান ॥

কামদেব ঘোষে কুল

আদান প্রদান মূল

বাবুরাম ঘোষেতে দোছেই ।

রস ভঞ্জে রামমোহন

দাস তালাহ শোভান

কাশী বঙ্গ বলে মাত্র এই ॥

তৎস্মত ২৪প স'মু রামনারায়ণ

রামনারায়ণ বহুর কুল বড়ই নির্দোষ ।  
 প্রামাণিকে বংশজ্ঞেতে ভোলানাথ ঘোষ ॥  
 প্রতাপনারায়ণ রায় পরে দুর্লভ স্মৃতি ।  
 দুইকার্য একঘরে শোভে গোষ্ঠীপতি ॥  
 সর্বশেষে দেওয়ান বৈষ্ণবনাথ মিত্র স্মৃত ।  
 দানে কাশীনাথ ঘোষ সহজ গুণযুত ॥  
 দোছেই গদাধর ঘোষ কনিষ্ঠ তনয় ।  
 ছেই ভল্লো বাবু রামনারায়ণ রায় ॥  
 তৎপশ্চাৎ বিশ্বনাথ সিংহ স্থপতি ।  
 গ্রহণে কমল মুখ্য প্রাণকান্ত মিত্র ॥  
 দুই অঙ্গে হইল শৌর্য ভণে কাশীধর ।  
 রস ভঞ্জে আনন্দীরাম দেব হালদার ॥  
 রামপ্রসাদের ৩য় স্মৃত ২৩প বাস'মু গোপীকৃষ্ণ  
 তৃতীয় পুত্র গোপীকৃষ্ণ বহু স্মভাজন ।  
 প্রামাণিকে পাঁচকতা ক্রমে সে গণন ॥  
 গোপীনাথ মজুমদার আনন্দীরাম ততি ।  
 কাউবাড়ে ফরাসডাঙ্গায় দুহার বসতি ॥  
 রামচন্দ্র ঘোষ আর রামানন্দ নাগ ।  
 ভুবনেশ্বর ঘোষ স্মৃতে আছে অমুরাগ ॥  
 সাম্যদান না হইল গ্রহণ মাত্র সার ।  
 রামানন্দ মিত্রের ছেই সহজ স্মন্দর ॥  
 এক অঙ্গে বাড়িয়ে মুখ্যকুলে পাইলে যশঃ ।  
 কুপারাম মজুমদার দিলে আশ্রয় ॥  
 দোজবরে শৌর্য উদয়নারায়ণ রায় ।  
 তৃতীয় পুত্র মুখ্যত কাশী বিরচয় ॥

তৎস্মত ২৪প স'মু জগমোহন

গোপীর তনয় জগমোহন অবতার ।  
 দোজ বৈষ্ণবনাথ মিত্র প্রামাণিকে সার ॥  
 সাম্যদানে বাড়াইলে ঘোষ রঘুনাথ ।  
 দোছেই তেছেই নাই গ্রহণে বিখ্যাত ॥

প্রকৃত মুখ্য ব্রহ্মকিশোর বোবেতে গ্রহণ ।

রসে আনন্দিত হৈল-সেন নারায়ণ ॥  
 দোজ নরসিংহ ঘোষ গোপীপাল পরে ।  
 হরগোবিন্দ ঘোষ গুণ পাইল প্রথমবরে ॥  
 কাশীরাম বহু বলে শুন সভাজন ।  
 এ বড় আশ্চর্য্য শোভা প্রকৃতে গ্রহণ ॥

বাস'মু গোপীকৃষ্ণের ২য় স্মৃত ২৪প বাস'মু জগদীশ

বাড়ি মুখ্য জগদীশ বহুকুলবর ।  
 প্রামাণিকে রামকুমার দেব মজুমদার ॥  
 রামনিধি দত্ত রায় নড়াইলে বাস ।  
 দানহীন গ্রহণাংশে হইল উল্লাস ॥  
 কাশীনাথ বোষে কুল সহজ স্মপ্রকাশ ।  
 রামসুন্দর মজুমদার দিলে আশ্রয় ॥  
 প্রথমগর গয়ারাম মুনসী খ্যাতি ।  
 কাশীরাম বহু বলে চিন্তয়ে ভারতী ॥

২০ প্র'মু রামচন্দ্রস্মৃত ২১প বা'কো'মু রাজারাম

বাড়ি-মুখ্য রাজারাম পুরিল মনের কাম  
 লক্ষণ ঘোষেতে দিয়া দান ।  
 গ্রহণাংশে বনশ্রাম আশুছেইতে কেনা নাম  
 রামচন্দ্র দেব রস পান ॥  
 দানেতে কমল ডাক মুখ্যত্ব হইল পাক  
 সবে বলে বড় ভাগ্যবান ।  
 বিরচিত কাশীবহু দোজ দোছেই নাই কিছু  
 তথাপিহ কুলের বাখান ॥

তৎস্মত ২২প কো'মু রাধাগোবিন্দ

রাধাগোবিন্দ বহুর কুল শুন দিয়া মন ।  
 দান্যাংশে বাড়াইলে মিত্র দর্পনারায়ণ ॥  
 দোছেই রামানন্দ ঘোষ বাড়ি-কনিষ্ঠ কুল ।  
 গ্রহণ অযোধ্যারাম বোষে নহিল প্রফুল ॥

রস ভঞ্জে মধুসেন সিরাজদিয়া আলয় ।  
যশোরনিবাসী বহু কাশী বিরচয় ॥

তৎসুত ২৩প কোমু গোপীচরণ

গোপীচরণ বহু মুখ্য নাম মাত্র সার ।  
প্রামাণিকে কস্তাদান কিস্কর সরকার ॥  
জয়নারায়ণ মিত্রে কুল নহিলেক বশ ।  
রসে ঘনশ্যাম দত্ত ফলসি নিবাস ॥  
দোজবরে ভুবনেশ্বর ঘোষ নেহালপুর ।  
কাশীরাম বহু বলে বড়ই মধুর ॥

রাজারামের ২য় সূত ২২প বা'কোমু শ্রীকৃষ্ণ  
বাড়িকুল শ্রীকৃষ্ণ বহু ভাগ্য শুভোদয় ।  
প্রামাণিকে শ্যামদত্তসুত কলিকাতায় ॥  
সাম্যদান না হইল গ্রহণ মাত্র সার ।  
বিজয়রাম ঘোষের ছেই কোমল বিহার ॥  
রসভঞ্জে নয়ান দত্ত দোজ নন্দরাম ।  
কাশীবহু বলে মুখ্যকূলে হৈল নাম ॥

তৎসুত ২৩প কোমু কামদেব

কামদেব বহুর কুল শুনিতে সুছন্দ ।  
দানাংশে তৃতীয় পুত্র ঘোষ রামানন্দ ॥  
গ্রহণে বাড়াইলা মিত্র দর্পনারায়ণে ।  
নিদাংশে দানাদানে কাশীবহু ভণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের ২য় সূত ২৩প বা'কোমু রামনিধি

রামনিধি বহু মুখ্য কূলে স্থপবিত্র ।  
প্রামাণিকে ছই কস্তা বড়ই বিচিত্র ॥  
সাফল্যরাম সরকার রামগোপাল দত্ত ।  
জন্মকূলে শৌর্যশোভা নিমচরণ মিত্র ॥  
দোছেই ঘোষ নীলকণ্ঠ কনিষ্ঠ শোভন ।  
গ্রহণে রসিক ঘোষের তেছেই ভঞ্জন ॥  
রসভঞ্জে দীপচন্দ্র শিকদার শোভিত ।  
প্রাথম্যে চন্দ্র দত্ত কাশী বিরচিত ॥

তৎসুত ২৪প কোমু খুদিরাম

জন্মকূলে বহু মুখ্য নিধিরামসুত ।  
প্রামাণিকে ছই কস্তা সুন্দর শোভিত ॥  
জয়নারায়ণ ভোলানাথ ছই ঘোষবংশ ।  
সাম্যদান হরানন্দ মনোহর অংশ ॥  
গ্রহণে তিলক ঘোষ তৃতীয় নন্দন ।  
রসে রামকুমার রায় প্রধান গণন ॥  
দোজ প্রাথম্য দত্ত মদনমোহন ।  
সিদ্ধমৌলিক বংশ কাশী স্রবচন ॥

প্র'মু যাদবসুত ২২প বা'স'মু কৃষ্ণজীবন

কৃষ্ণজীবন বহু মুখ্য সহজ অবতার ।  
প্রামাণিকে তিন কস্তা কহি অতঃপর ॥  
রামেশ্বর দেবদাস আশুখালেতে ঘর ।  
পুনিদা গোবিন্দদত্ত হরি মজুমদার ॥  
সাম্যদান না হইল পর্যায় অবশেষ ।  
কৃষ্ণরাম মিত্রে গ্রহণ সহজ বিশেষ ॥  
রস ভঞ্জে সুধারাম দেব সরকার ।  
দোজবরে হরি কেশবপ্রসাদ মজুমদার ॥  
চৌঠবরে অভিরাম কামটানা ঘর ।  
দানেতে রহিল ক্ষুদ্র ভণে কাশীবহু ॥

অষ্টম—

বাড়িকূলে শৌর্য বহু শ্রীকৃষ্ণজীবন ।  
প্রামাণিকে রঘুনাথ দত্ত স্রভাজন ॥  
হরি মজুমদার সূত ফতেপুর বাস ।  
কৃষ্ণ মিত্রে গ্রহণ করি কূলে হইল যশ ॥  
রসভঞ্জে সুধারাম দেব কোটাখোলে ।  
এক অঙ্গে হইল মুখ্য কাশীবহু বলে ॥

তৎসুত ২৩প স'মু রাধাবিনোদ

রাধাবিনোদ বহু মুখ্য জন্ম সহজকুল ।  
প্রামাণিকে জয়নারায়ণ রায়েতে প্রকুল ॥

দিগঙ্গ সমাজ সেনবংশে গোষ্ঠীপতি ।  
শিবপ্রসাদ নাগস্বতে মধুদিয়া স্থিতি ॥  
সাম্যদানে বাড়াইলে রামভুলাল ঘোষ ।  
গ্রহণে রামভুল্লর ঘোষ কমল নির্দোষ ॥  
রসে হৃদয়রাম সিংহ মল্লাইতে বাস ।  
কাশী বলে পুত্রদ্বারা পাইলেন বশ ॥

তৎস্মত ২৪ স'মু প্রেমনারায়ণ

প্রেমনারায়ণ পুণ্যবান্ দানে হইল তোষ ।  
আগছেইতে জন্মকুল কীর্তিচক্রে ঘোষ ॥  
আদানে প্রতাপ ঘোষ সহজের ছেই ।  
দুই অঙ্গে হইল শোভা খেদ কিছু নাই ॥  
রস ভজে কৃষ্ণচক্রে দত্ত শোভা পায় ।  
সহস্ররাম দত্ত পরে দীপচক্রে রায় ॥  
গঙ্গাপ্রসাদ রামজয়দত্ত কালনায়ে ।  
সংসবন্ধ মুখ্য ভাল কাশী বিগড়েয়ে ॥

অনুব্র—

প্রেমনারায়ণ বহুর কুল শুনিতে সন্তোষ ।  
সাম্যদানে সহজকুল কীর্তিচক্রে ঘোষ ॥  
গ্রহণেতে প্রতাপনারায়ণ ঘোষের আশুছেই ।  
মাড়োর কৃষ্ণপ্রসাদ দত্ত রসময়ী ॥  
চাচড়িতে সহস্ররাম দত্ত প্রথমবর ।  
গঙ্গাপ্রসাদ গুহ লিখি বনগাঁতি ঘর ॥  
কিলকিল দীপচক্রে রায় মনসারাম কৃতি ।  
সিঙ্গা নাগপাড়ায় লিখি হুঁ হাকার স্থিতি ॥  
ইতিনায় বংশজে রামকৃষ্ণ মিত্র ।  
ক্রিয়ান্বিত নিন্দা নাতি অংশেতে পবিত্র ॥  
হস্তাকুড়ায় কাশীনাথ দেবেতে সরকার ।  
বিরটেতে সাফল্যরাম গুহ রায়বার ॥  
বহুজ্ঞার অংশ ভাল সহজকুলে কৃতি ।  
বিরচিত রাধামোহন ঘটকসরস্বতী ॥

প্র'মু রাজীবস্মত ১৯৭ বাস'মু মথুরা

গোপাল জগৎ বিষ্ণুবল্লভ গোবিন্দ ।  
প্রামাণিকে চার কস্তা শৌর্য পরিবন্ধ ॥  
সাম্যদানে গোঁসাইদাস প্রকৃত শুদ্ধমতি ।  
ভাগ্যক্রমে দিলা দান দৈবের সজ্জতি ॥  
শ্রীরাম মিত্রেতে কুল সহজ গুণকারী ।  
রস ভজে রঘুনাথ দত্ত চৌধুরি ॥  
দোজগ্রহণ রাঘব ঘোষ কনিষ্ঠ অবতার ।  
তৃতীয় গ্রহণ পদ্মলোচন স্কন্দর ॥  
এপর্যায় সহজ অগ্র বহু মথুরেশ ।  
ঘটক মিত্র নন্দরাম জানিলা বিশেষ ॥

অনুব্র—

বাড়িকুলে শৌর্য লিখি বহু মথুরেশ ।  
প্রামাণিকে চারিকস্তা কাহি সবিশেষ ॥  
গোপাল জগৎ বিষ্ণু ছল্লভ গোবিন্দ ।  
সদংশজাত সবে কেহ নহে নিন্দ ॥  
সাম্যদান প্রকৃতরাজ গোঁসাক্রিয়াস ঘোষ ।  
শ্রীরাম মিত্রেতে গ্রহণ মনের সন্তোষ ॥  
দোজগ্রহণ রাঘব ঘোষ কনিষ্ঠ উপরি ।

\* \* \*

তৎস্মত ২০৭ স'মু ঘনশ্যাম

ঘনশ্যাম বহুর কাজ দানাংশে পাইলে লাজ  
রামানন্দ মিত্র আগছেই ।  
দোছেই নিমিত্ত কাজ গোপাল পাইলে লাজ  
চিন্তামণি ঘোষেতে হ্রসাজ ॥  
তেছেই ভজ গরছেই বাড়িমুখ্য কুল সেই  
গ্রহণ অংশে মিত্র জনার্দন ।  
প্রেমনারায়ণ মিত্র ভণে গুনহ কুলজগৎ  
শৌর্যকুলে করিল গ্রহণ ॥

অষ্টম—

মথুরায় জন্ম যদি হইলেন ঘনশ্রাম ।  
 দান হলে রামানন্দের পুরাইলে কাম ॥  
 গোপালের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির কারণ :  
 চিন্তামণি পাইয়া অঙ্গে করিলে ভূষণ ॥  
 রাজারাম পাছে বাহু হৃদয় শোভিত ।  
 গরছেই গ্রহণে মিত্র লইল মনোনীত ॥  
 আদানেতে হরষিত পাইয়া জনাৰ্দ্দন ।  
 উভয় নির্মল জানি করিলে গ্রহণ ॥  
 রসভঞ্জে চিন্তামণি মৌলিক সূচাক ।  
 কাশীরাম বসু বলে মুখ্যকল্পতরু ॥

সমু ঘনশ্রামস্বত ২১প সমু রামদেব

রামদেব বসুর কুল শুন কুলধর ।  
 প্রামাণিকে রাধাকৃষ্ণ সিংহ বংশধর ॥  
 মহেন্দ্ররাম মজুমদার হরিপাল বাস ।  
 আগছেই নৃসিংহ চিন্তামণির প্রকাশ ॥  
 রঘুমিত্র দোছেই বাড়ি-কনিষ্ঠ বাখানি ।  
 মধ্যাংশ যজ্ঞীদাস তেছেইতে গণি ॥  
 ভগবতী করে স্ততি শুন দেবদেবে ।  
 আদান প্রদান করি রক্ষা কর এবে ॥  
 কালীরসে মগন হইয়া সেনবংশ  
 কাশী কহে মথুরা বসুর প্রণ্য অংশ ॥

অষ্টম—

রামদেব বসুর দান প্রামাণিকে গুণপান  
 রাধাকৃষ্ণ সিংহে নমস্কার ।  
 পাছে অভিরাম দত্ত নিন্দা নাই ত উপস্থিত  
 পাছে সন্তোষ মজুমদার ॥  
 নৃসিংহ ঘোষেতে সাম্য কমল বিহরে রম্য  
 রামরাম মিসেতে দোছেই ।  
 তেছেই যজ্ঞীদাস ঘোষ ছেইভঙ্গ এই দোষ  
 ভগবতী মিত্রেতে পাঁচছেই ॥

আদান প্রদান কুল

রক্ষা পাইল মূল

রস ভঞ্জে নীলকণ্ঠ সেন :  
 প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে গ্রহণাংশে নিম্নি কুলে  
 গৌরীমিত্র পাছে কুল পান ॥

তৎস্বত ২২প সমু শ্যামরাম

শ্যামরাম বসুর কুল শুন গোষ্ঠীপতি ।  
 প্রামাণিকে ভুবনেশ্বর পাল শুদ্ধমতি ॥  
 সন্তোষে আগছেই দৈবে নহিল সন্তোষ ।  
 দোছেই চতুর্থ বধুস্বত রামঘোষ ॥  
 রামভদ্র ঘোষ পাছে তেজঃ রূপারাম ।  
 কৃষ্ণ আগমন দেখি পুরে মনস্কাম ॥  
 হৃদয় গরছেই দেব বিষ্ণুপুর বাস :  
 গ্রহণাংশ বসুরাজ করিব প্রকাশ ॥  
 প্রকৃতরাজ রামেশ্বর ঘোষ অমুরাগে ।  
 আগছেই গ্রহণ কৈল বিজয়রাম ষোণে ॥  
 গোবর্দ্ধনধারী রস বৈষ্ণবচরণ :  
 বশোরনিবাসী বসু কাশী সূচন ॥

অষ্টম—

শ্যামরাম বসুর দান সন্তোষ ঘোষ গুণপান  
 দোছেইতে রাম ঘোষ ।  
 তেছেই ভঙ্গ যুগার কাজ রামভদ্র পাইলা লাজ  
 পাঁচছেই রূপারাম পরিতোষ ॥  
 গ্রহণে রামেশ্বর ঘোষ অগ্রছেই মাত্র দোষ  
 রস ভঞ্জে গোবর্দ্ধন রায় ।  
 প্রেমনারায়ণ মিত্র ভণে শুনহ কুলজগণে  
 প্রকৃত মুখ্য স্পর্শমাত্র হয় ॥  
 তৎস্বত ২৩প সমু গঙ্গারাম  
 গঙ্গারাম বসুর কুল কর অবধান ।  
 ভুবনঘোষে আগছেই কমলপ্রধান ॥  
 পকানন জগন্নাথ কনিষ্ঠ মধ্যাংশ ।  
 গঙ্গারাম মিত্র পাইয়া কৃষ্ণ অবতংশ ॥



আদান প্রদান করি বাড়াইলে তার ।  
রস ভজে গৌরীপাল কাশী বিরচয় ॥

অন্তঃ—

গঙ্গারাম বহুর দান ভুবনধোষ গুণপান  
দোছেইতে ঘোষ পঞ্চানন ।  
ভেছেই গঙ্গারাম মিত্র বাড়িমুখ্য কুল পবিত্র  
ভঙ্গছেই আদান প্রদান ।  
গৌরী পাল আতরস আলভিতে যার বাস  
বাঙ্গারামের পুরে মনস্কাম ।  
প্রেমনারায়ণ মিত্র ভণে শুনহে কুলজগণে  
নিদা অংশে কুলেতে বিশ্রাম ।

তৎস্মত ২৪প সমু নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ অবতার দানে পঞ্চানন সার  
কেবলরাম ঘোষের নন্দন ।  
গ্রহণাংশে গৌরীমোহন কামদেব শুনন্দন  
রসে রায় গোপীনারায়ণ ॥  
রায়কাটিতে বসতি সেনবংশে গোষ্ঠীপতি  
কুলাচিনা অংশে সবিশেষ ।  
কাশীবহু বলে ধন্ত যথুবা বহুর পুণ্য  
শৌর্যকুল কুলাচার্য ঘোষে ।

অন্তঃ—

নিত্যানন্দ ভাগ্যবান সাম্যকুলে দিলা দান  
আশুছেইতে ঘোষ পঞ্চানন ।  
গ্রহণে গৌরীকান্ত ঘোষ বাড়িমুখ্য এট দোষ  
রসভজে গোপীকান্ত সেন ॥  
সিদ্ধ মৌলিকরাজ দিগন্ত সমাজ মাঝ  
রায়কাটি বাহার নিবাস ।  
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে দানবলে শৌর্যকুলে  
যথুরায় পুণ্য পরকাশ ॥

গঙ্গারামের ২য় পুত্র ২৪প বা'কোমু চৈতন্ত

বাড়িলা চৈতন্ত বহু পাইয়া মৃত্যুঞ্জয় ।  
সহজের ঘরে জন্ম কোমল আশ্রয় ।  
রস ভজে বাগনান সেন গোবর্দ্ধন ।  
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে কেবল গ্রহণ ॥

শ্যামরামের ২য় স্মৃত ২৩প বাস'মু বিনোদরাম  
এক অঙ্গেতে বিনোদরাম বহু গুণ পান ।  
সহজ মুখ্য বাঙ্গারাম মিত্রেতে আদান ॥  
রস ভজে রাশানন্দ দত্ত মুনসী ।  
বাড়িমুখ্য সজ্জকুলে ভণে বহু কাশী ॥

অন্তঃ—

বিনোদরাম বহুর কুল শুন সবে এই ।  
বাঙ্গারাম মিত্রে কুল গ্রহণে আগুছেই ।  
রস ভজে দেবানন্দপুর মুন্সী রামানন্দ ।  
তার পাছে বল্লভ বহু অভিধায় মন্দ ॥  
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে সহজমুখ্য ডাক ।  
চক্রপাণি দুইজন্মে সহজাখ্য পাক ॥

তৎস্মত ২৪প সমু রামমোহন

জন্মকুলে রামমোহন বহুমুখ্য স্তম্ভাজন  
গঙ্গারাম ঘোষে আগুছেই ।  
দোছেই জন্মভঞ্জে ঘোষ বাড়ি-কনিষ্ঠ পরিতোষ  
লোচন মিত্রে গ্রহণমাত্র এই ॥  
দুই অঙ্গে তৃতীয় পুত্র জন্ম কুল এইমাত্র  
দোজ দোছেই নাহিক পৌরুষ ।  
কাশীরাম বহু বলে প্রকাশ সহজকুলে  
পুত্র দ্বারায় রহিল আশ্বাস ॥

অন্তঃ—

রামমোহন বহুর কুল কর অবধান ।  
তৃতীয় পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ দিলা দান ॥

তৎপশ্চাৎ দোছেই কত্না জয়চন্দ্র ঘোষ ।  
কৃষ্ণঘোষে তেছেই দান ছেইভঙ্গ দোষ ॥  
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে শুন সভাজন ।  
তৃতীয় পুত্র রামলোচন মিত্রের গ্রহণ ॥

বনোদরামের ২য় পুত্র ২৪প বা'কো'মু রাধামোহন

দুই অঙ্গে নিন্দিত বাড়ি বহু রাধামোহন ।  
দানে কুঞ্জ কঠহার ঘোষের নন্দন ॥  
গ্রহণে বদন ঘোষ হরির তনয় ।  
নিন্দা অংশে দানাদান কাশী বিরচয় ॥

স'মু বনশ্রামসুত ২১প বা'স'মু কুঞ্জবিহারী  
বাড়িকূলে কুঞ্জবহু দানে স্থপতিত্র ।  
সাম্য দান সহজমুখ্য রামচরণ মিত্র ॥  
গ্রহণ গরছেই মিত্রে আদান প্রদান ।  
কাশী বহু বলে মুখ্য কূলে মহীয়ান্ ॥

অন্তত্ৰ ---

কুঞ্জ বহু ভাগ্যবান্ সহজ মুখ্য দিলা দান  
রামচরণ মিত্রে আগছেই ।  
বিষ্ণুমিত্রে দোছেই দান বাড়িকূলে অপমান  
কিঙ্করমিত্রে করিলা তেছেই ॥  
তেছেই গ্রহণ কুল পরিবর্তে রসাকুল  
রামচন্দ্র মিত্রে হৈলা কাজ ।  
প্রেমনারায়ণ মিত্রে বলে ছেই ভঙ্গে নিন্দাকূলে  
সহজ কূলেতে হইল সাঙ্গ ॥

তৎসুত ২২প স'মু পঞ্চানন

পঞ্চানন বহু মুখ্য কূলে স্ত্রভাজন ।  
দানে আনন্দীরাম ঘোষ লক্ষণনন্দন ॥  
দোছেই কালীচরণ মিত্র বাড়ি-কনিষ্ঠকুল ।  
তেছেই কিঙ্কর ঘোষ মধ্যাংশ প্রকুল ॥  
চোছেই ভঙ্গে গরছেই রামশঙ্কর রায় ।  
গ্রহণে দয়ারাম মিত্র করিলে আশ্রয় ॥

কাশীরাম বহু বলে শুনহে সভায় ।  
মথুরা বহুর বংশে পুণ্য অতিশয় ॥

অন্তত্ৰ ---

পঞ্চানন বহুর দান আনন্দীরাম শুণ পান  
দয়ারাম মিত্রে কুল কাজ ।  
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে দোজ দোছেই হুটকূলে  
তৃতীয় পুত্রে গ্রহণে পাইলা লাজ ॥

তৎসুত ২৩প স'মু নিমাইচরণ

নিমাই বহুর কুল শুন মহাশয় ।  
দানে মুকুন্দরাম ঘোষ সন্তোষ-তনয় ॥  
দোছেই কনিষ্ঠ রামচন্দ্র ঘোষ ধন্য ।  
গ্রহণে নীলমণি মিত্র কোমল অগ্রগণ্য ।  
রসোতে চিহ্নিত জয়নারায়ণ কর ।  
শিব লক্ষ্মীনারায়ণ দুহে কৈলে প্রথমধর ॥  
সুধন্ত বংশেতে গোষ্ঠীপতি মান্তমান্ ।  
কাশী ব'ং বলে মুখ্য সহজপ্রধান ॥

তৎসুত ২৪প স'মু রাধাচরণ

জন্মকূলে রাধাচরণ বহু মান্তমান্ ।  
দানে মাণিকচন্দ্র মিত্র কমলপ্রধান ॥  
দোছেই রামচন্দ্র মিত্র কৃষ্ণ অবতংস ।  
তেছেই ভঙ্গে রামজয় মিত্র সহজ অংশ ॥  
গ্রহণে গোলকচন্দ্র মিত্র স্ত্রভাজন  
কমল মিত্রের বংশে পুণ্য অগণন ॥  
দুই অঙ্গে কমলকুল অতি পরিতোষ ।  
কাশীরাম বহু বলে সহজ নির্দোষ ॥

শ্রীবল্লভসুত ২০প বা'কো'মু রামেশ্বর

শ্রীবল্লভ প্রকৃত মুখ্য কূলে স্ত্রভাজন ।  
রামেশ্বর বহু তার দ্বিতীয় নন্দন ॥  
আশুছেই হরিচরণ ঘোষ কমলের সার ।  
দোছেইতে কনিষ্ঠ হইলা ঘোষ গঙ্গাধর ॥

তেছেই ভজে চোছেই কস্তামধ্যাংশ বাহুবোষ ।

নিরাবিল কুল সেই মনের সন্তোষ ॥

তৎপশ্চাৎ রত্নেশ্বর বোষে পাঁচছেই ।

ক্রমে ক্রমে কৈলা কস্তা ছেই বন্ধ এই ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া সার করিলা গ্রহণ ।

আদান প্রদান হরিচরণে মিলন ॥

রপেতে পাইল যশ রত্ননাথ রায় ।

জানাবাদ বসতি মিত্র নন্দরাম কর ॥

অন্তঃ—

প্রকৃত দ্বিতীয় পুত্র বহু রামেশ্বর ।

সাম্যাদান হরিচরণ বোষ কমলবর ॥

দোছেই রাঘবসুত বোষ গঙ্গাধর ।

তেছেই যাদবেজ বোষ মধ্যাংশ সুল্লর ॥

চোছেই রামেশ্বর বোষ তেওজ প্রদান ।

হরিচরণ বোষে কুল আদান প্রদান ॥

রস ভজে জানাবাদ রত্ননাথ রায় ।

বাড়ি কমল শৌর্য্য বহু কাশী বিরচয় ॥

তৎসুত ২১প কোমু মদনমোহন

রামেশ্বরসুত বহু মদনমোহন ।

দানে নরোত্তম বোষ দ্বিতীয় নন্দন ॥

দোছেই বৈষ্ণবচরণ বোষ কনিষ্ঠ তনয় ।

চোছেই তেওজ কৃষ্ণবোষ গুণময় ॥

শিবসুত রাজারাম বোষেতে গ্রহণ ।

হুই অঙ্গে হইল শৌর্য্য কাশী স্রবচন ॥

তৎসুত ২২প কোমু কৃষ্ণরাম

কৃষ্ণরাম বহুর দান উপােনেতে সম্মান

রামপ্রসাদ বোষে গুণবান :

গ্রহণে বোষ গ্রামরাম হুই অঙ্গে হইল নাম

ঘটক বহু কাশী হ্রবচন ॥

তৎসুত ২৩প কোমু সদানন্দ

জন্মকূলে সদানন্দ বহু পুণ্যবান ।

দ্বিতীয় পুত্র কেবলরাম বোষে দিলে দান ॥

গ্রহণে রামকান্ত মিত্র সেও বাড়িকুল ।

কাশী ভণে হুই অঙ্গেতে নহিল প্রফুল ॥

তৎসুত ২৪প কোমু পঞ্চানন

পঞ্চানন বহু মৃত্যু কূলে মহীয়ান ।

পাঁচুসুত কৃষ্ণপ্রসাদ বোষে সাম্যাদান ॥

দোছেই গোঁকুল বোষ পঞ্চম নন্দন ।

রামসুত কৃষ্ণচন্দ্র বোষেতে গ্রহণ ॥

হুই অঙ্গে বাড়াইয়ে বহু না পাইলে যশ ।

ঘটক বহু কাশী ভণে যশোর নিবাস ॥

২২প কোমু কৃষ্ণরাম বহুর ২য় সুত

২৩প বাকোমু বিনোদরাম

এক অঙ্গে বাড়িলে মৃত্যু বহু বিনোদরাম ।

কৃষ্ণানন্দ মিত্রে কুল মৃত্যু হটল নাম ॥

কাশীরাম বহু বলে কূলে হইল যশ ।

পুত্র দ্বারার তবে পাক রহিল আশাস ।

তৎসুত ২৪প কোমু রামসুন্দর

সুন্দর সুন্দর দানে নারায়ণ বোষ ।

গংগাংশে পাড়াইয়া না পাইলে ভোষ ॥

সহজ দ্বিতীয় কমল বোষেতে গ্রহণ ।

শৌর্য্য ২২পে দানাদান কাশী স্রবচন ॥

২২প কোমু কৃষ্ণরাম বহুর ৩য় সুত

২৩প বাকোমু কালীচরণ

তৃতীয় পুত্র কালীচরণ বহু পুণ্যবান ।

শৌর্য্যকূলে রূপরাম বোষে দিল দান ॥

গ্রহণে গরছেই কৈলে গঙ্গাধর বোষে ।

দোজ দোছেই নাই ঘটক কাশী ভাষে ॥

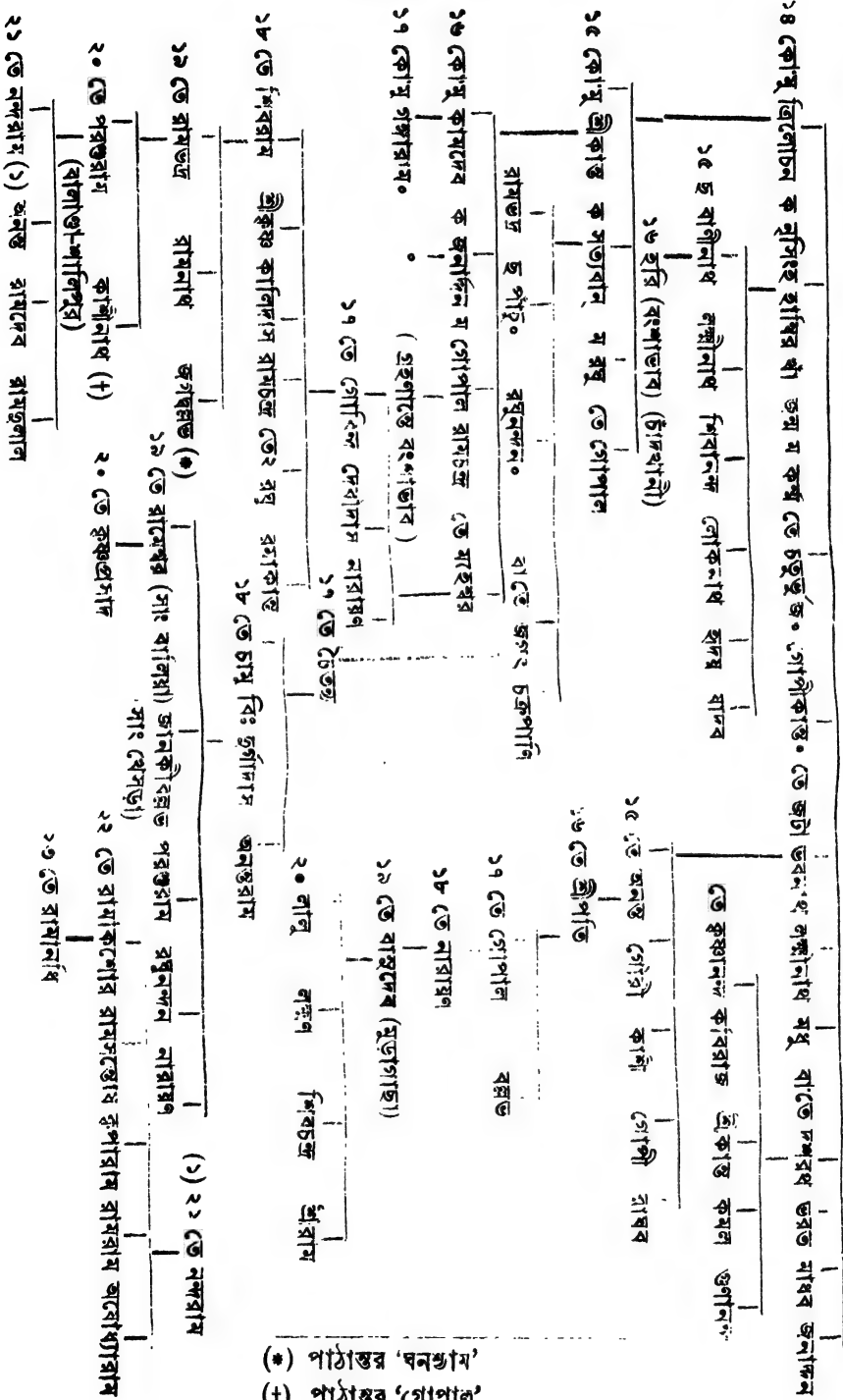
তৎসুত ২৪প কোমু কার্তিকচরণ

কার্তিকচরণ বহুর কূলে নহিল সন্তোষ ।

দানাপ্রাণে তৃতীয় পুত্র রাধাকান্ত বোষ ॥

গ্রহণে ভারিগিমিত্র রামকান্তসুত ।

হুই অঙ্গে নিমিত্ত বহু কাশী বিরচিত ॥



(\*) পাঠান্তর 'মনমায়'  
(†) পাঠান্তর 'গোপাল'

কুবের স্মৃত শঙ্কু বসু ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশ-নির্ণয় ।

কোমু কুবেরস্মৃত ১৩প কোমু শঙ্কুবসোঃ কুলং

বসুকুলভব এবঃ শ্রীলশঙ্কুবিরেজে  
প্রকৃতকপরমেশে দত্তপুত্রঃ স্বধৃতঃ ।  
তদম্ম বিমলকীর্তিঃ কৃতিবাসাশ্রাজেহং  
মুদমপি ন চ লেভে শ্রীলমালাধরে চ ॥  
নচ গুণমপি গতা শ্রীলগোবিন্দঘোষে  
তদপি গুণশ্রেণ্যা শ্রীধরো মুখ্যবর্ধ্যঃ ।  
গ্রহণমপি চকার শ্রীলস্বামীশমিত্রে  
কোমলকুলবঃপ্যঃ শ্রীলপরাশরে চ ॥  
তৃতীয়গুণমধাপ শ্রীকরে মিত্রকেহসৌ  
স্বধমুদমপি ভেজে শ্রীলসানাতনে চ ।  
গোপালস্মৃত স্মৃতাং প্রাপ্য পৌত্রীকগ্রহণং যযৌ ।  
দানাদানেন মুখ্যশ্চ কোমলে কোমলাশ্রয়ঃ ॥

তৎস্মৃত ১৪প কোমু ত্রিলোচনবসোঃ

ত্রিলোচনঃ প্রদানতো গণেশঘোষকুঞ্জরে ।  
প্রমোদমত্রিণো যযৌ জগৎপতো চ ঘোষকে ॥  
তৃতীয়দানতো গতৌ ততোহি পীতবাসসং ।  
ত্রিলোচনং নতঙ্গুণং জগাম মুখ্যরাজকঃ ॥  
বনাদিমালিনে কুলং চকার মিত্রসম্ভবে ।  
স কংশবৈরিঘোষকে স্বধী বভূব নৈব সঃ ॥

তৎস্মৃত ১৫প কোমু শ্রীকান্তবসোঃ

শ্রীকান্তঃ কিল দানতো ন চ কৃতী লক্ষ্মাদিনাথাজ্জে  
তস্মাদাননঘোষজে মুররিণৌ পুত্রে মুদং প্রাপ্তবান্ ॥  
পশ্চাৎ শ্রীযুতবিশ্বনাথতনুজে প্রল্লাদিতঃ খ্যাতকে  
গৃহ্ন শ্রীজগদাদিনাথতনুজাং ভাগ্যাবভৌ ভূতলে ॥  
ভূয়োহনন্তস্মৃতাং ততঃ স্মৃতিবান্ কাঠিঃ চকার  
কিতৌ ।

মধ্যাংশং খলু রাঘবং গুণযুতো গোপালঘোষং ততঃ ॥

তৎস্মৃত ১৬প কোমু কামদেববসোঃ

শ্রীকামদেবঃ শ্রীকামদেবে মিত্রে  
প্রদানানুপকামমাপ ।  
সোহংগু রামাদিত্তে চ মিত্রে  
পশ্চাৎ শুভানন্দকে ঘোষজে চ ।  
চণ্ডাদিদাসস্মৃত স্মৃতাং গৃহীত্বা  
তোষং যযৌ নৌ বহুবংশজয়া ॥

কোমু শঙ্কুস্মৃত ১৪প ক নৃসিংহস্মৃত কুলং

কৃষ্ণেন দুর্গাবরজো নৃসিংহ নিন্দা খলু দেবরাজাং ॥

তৎস্মৃত ১৫প ছ বাণীনাথস্য

বাহুনা যত্ননা কৃষ্ণাং বাণীনাথো বিরাজতে ॥

লোচনস্মৃত ১৫প ক সত্যবান্‌বসোঃ

লক্ষ্মীনাথো গুণং লেভে মাধবে পরিনিদনং ।  
শ্রীকান্তে চ পুন নিন্দাং শিবানন্দে পুনস্তথা ।  
সত্যবান্‌ গ্রহণে ধৃতঃ সমেত্য মধুকন্তকাং ॥

তৎস্মৃত ১৬প ছ পাঁচুবসোঃ

গোপীজনরামভদ্রাং পঞ্চাননঃ কুলে কৃতী ॥

শঙ্কুস্মৃত ১৪প জয় ম কৰ্ম্ম তে চতুর্ভূজস্য  
চতুর্ভূজবসুদানং ঘোষং লেভে মহেশ্বরং ॥

শঙ্কুস্মৃত ১৪প তে ভবনাথস্য

শুভরাজাৎ গুণং লেভে গৌরীঘোষাদ্ গুণং নহি  
ভবনাথো মুদা রেজে পুনঃশ্রীলোক্যনাথতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৫প তে অনন্তস্য

অনন্তোহপি মহেশেন ঘোষদামোদরেণ চ ।  
কচিত্তং গুণমাধতে বহুবংশসমুত্তমঃ ॥

তৎস্মৃত ১৬প তে শ্রীপতিবসোঃ

বাদবে ভূল্যতাং লেভে গুণং চণ্ডাদিদাসতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৭প তে গোপালস্য  
গোপালো বনভাঙ্কিতো বাণীনাথেন নিন্দিতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৮প তে নারায়ণস্য  
রাজবলভযোগেন নারায়ণস্য ভগ্নতা ॥

তৎস্মৃত ১৯প তে বাহুবলস্য  
শিবেন যধুনা চৈব বাহুবলো বিরাজতে ॥

শত্ৰুস্মৃত ১৪প বাতে দশরথস্ত  
জগন্নাথক কংসারিং সত্যবন্তং পুনর্গতঃ ।  
কলাধরেন যিত্রেন (?)..... ॥

তৎস্মৃত ১৫প তে কৃষ্ণানন্দস্য  
অনন্তেন সমাযোগাৎ কৃষ্ণানন্দো বিরাজতে ॥

কোমু ত্রিলোচনস্মৃত ক সত্যবান্‌স্মৃত

১৬প বাতে জগৎসো:

জীবনেন যশোলেভে জগন্মৃত্যুজয়াধভো ॥

তৎস্মৃত ১৭প তে চৈতন্ত্যস্ত

রামচন্দ্রং রাজীবং চ রাজেন্দ্রং চন্দ্রকণ্ঠকাং ।

লেভে চৈতন্ত্যনামা চ কুলকীর্তিবিবর্ধনং ॥

তৎস্মৃত ১৮প তে চামু হর্গাদাস্ত  
লেভে রামেশ্বরং শৌর্য্যং যিত্রক রামচন্দ্রকং ।

চামুচৈতন্ত্যযোগেন গঙ্গাদাসী কুলাধিতঃ ।

পুনঃ কুশলযোগেন কুশলং নৈব জায়তে ॥

তৎস্মৃত ১৯প তে রামেশ্বরবল্যো:  
রামেশ্বরবল্যলৈভে বনভং রামনাথকং ॥

কোমু ত্রীকান্তস্মৃত ১৬প তে মহেশ্বরস্য  
বিষ্ণুদাস সত্যবন্তং গঙ্গারামং মহেশ্বরঃ ॥

তৎস্মৃত ১৭প তে গোবিন্দস্য  
গোপীকান্তেন নিন্দ্যো সো চণ্ডিদাসেন সাধুভা ।  
রাজীবেন সমাযোগাৎ গোবিন্দঃ কুলনিন্দিতঃ ॥

তৎস্মৃত ১৮প তে শিবরামস্য  
রামকান্তেন যিত্রেন মুরারিষোষকশ্রমা ।  
নিন্দিতঃ শিবরামাশ্র বহুবংশসমুত্তবঃ ॥

তৎস্মৃত ১৯প তে রামভদ্রস্ত  
রামভদ্রবসু ধৃত্যো রাজেন্দ্রধোষকশ্রমা ॥

### বাগাণ্ডা-সমাজ—কুবেরস্মৃত ক রত্নের বংশ

১২ কোমু কুবের [ ১১৮ পৃষ্ঠার পূর্ববংশ ]

১৩ ক রত্ন ( ২য় পুত্র )

১৪ ছ রত্নরাজ

!

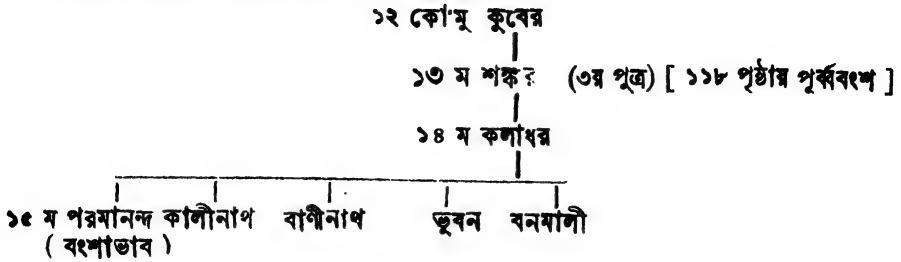
### অংশ-নির্ণয় ।

কোমু কুবেরস্মৃত ১৩প ক রত্নস্য কুলং  
কপিলেশ্বরেণ ধৃত্যোহসৌ মালাধরপরাশরাং ।

ধিধা নৃসিংহযোগেন রাজতে বহুপুত্রবঃ ॥

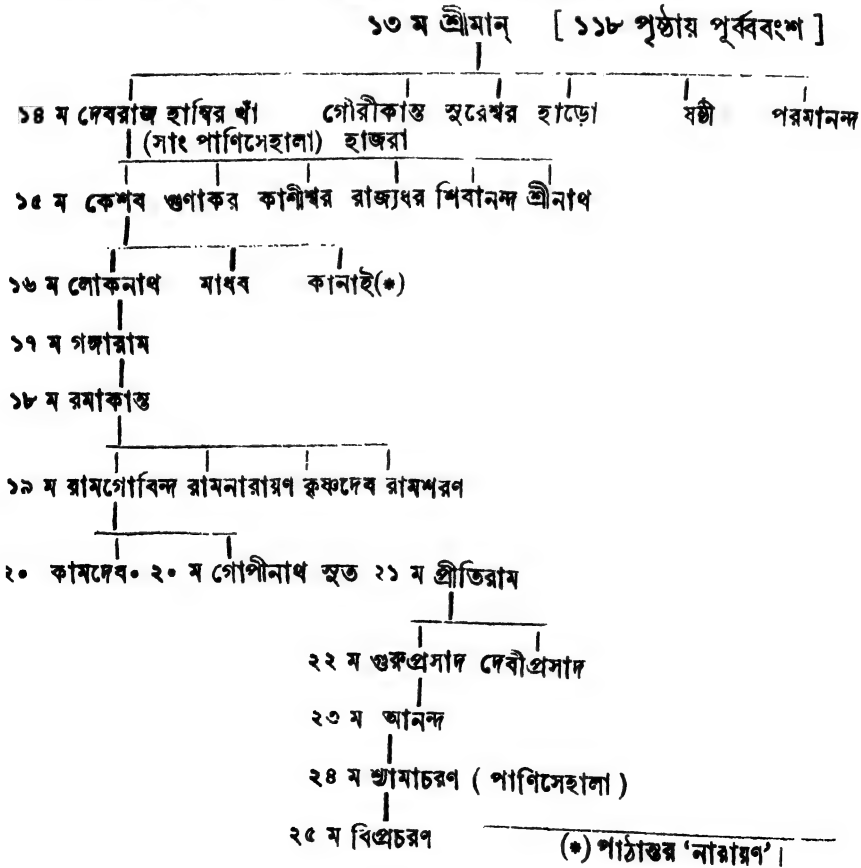
তৎস্মৃত ১৪প ছ রত্নরাজস্য

দামত্ৰীধরধোখ্যাং রত্নরাজো বিরাজতে ॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—কুকেরহুত ম শঙ্কর বহু-বংশঅংশ-নির্ণয়।

কুকেরহুত ১৩প ম শঙ্করস্য  
শ্রীধরং বর্দ্ধয়ামাস শঙ্করো বহুসন্তবৎ ।  
চকার গ্রহণং নিন্দাং মধ্যমে চ পরাশরে ॥

তৎহুত ১৪প ম মালাধরস্য  
শঙ্করংসারিষোগেন মালাধরঃ কুলাগ্রণীঃ ।

বাগাণ্ডা-সমাজ—সর্বশিশু বংশজ ম শ্রীমানুবহু বংশ

## অংশ-নির্ণয় ।

১৩প ম শ্রীমান বসোঃ ১৭লং

দক্ষা দৈত্যারিষোষে চ ভৈরবগ্রহণে গতঃ ।

যুধিষ্ঠিরং পুনর্লেভে শ্রীমান বসুকুলোত্তমঃ ॥

তৎসুত ১৪প ম দেবরাজস্য

গোপালত্রিপুরাভ্যাক্ষ দেবরাজো বিরাজতে ।

জগন্নাথেন ঘোষণে নিত্যানন্দাং পুনঃ কৃতী ॥

তৎসুত ১৫প ম কেশবস্য

শ্রীপতিঞ্চ পুনর্গৌরীং কেশবো গুণদং যযৌ ।

নৃসিংহঘোষযোগেন মুর্চ্ছিতং কুলকর্ষণি ॥

তৎসুত ১৬প ম লোকনাথস্য

রাজীবমিত্রযোগেন লোকনাথো বিনিন্দিতঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম গঙ্গারামস্য

রমানাথেন কৃষ্ণেন গঙ্গারামো বিরাজতে ।

দ্ব্যঙ্গেন চন্দ্রমাসাশ্চ পুনর্নিন্দাধিকং বযৌ ॥

তৎসুত ১৮প ম রমাকান্তস্য

মিত্রশ্রীমধুসূদনো বিজয়তে সত্রঙ্গসিংহাসনং

ছত্রং বস্য বভূব রূপ স্কৃতী বংশী যশোগায়নী ।

কণ্ঠাত্মগমেব সুন্দরতঃ রত্নেশগোবিন্দকৌ

থ্যাতঃ শ্রীলরমাদিকান্তকঃ স্বধীর্ঘ্যাংশভূমিপতিঃ ।

তৎসুত ১৯প ম রামগোবিন্দস্য

কৃষ্ণেনৈব জগাম সুন্দরযশোকীর্ণংগতো হৃদযিতঃ

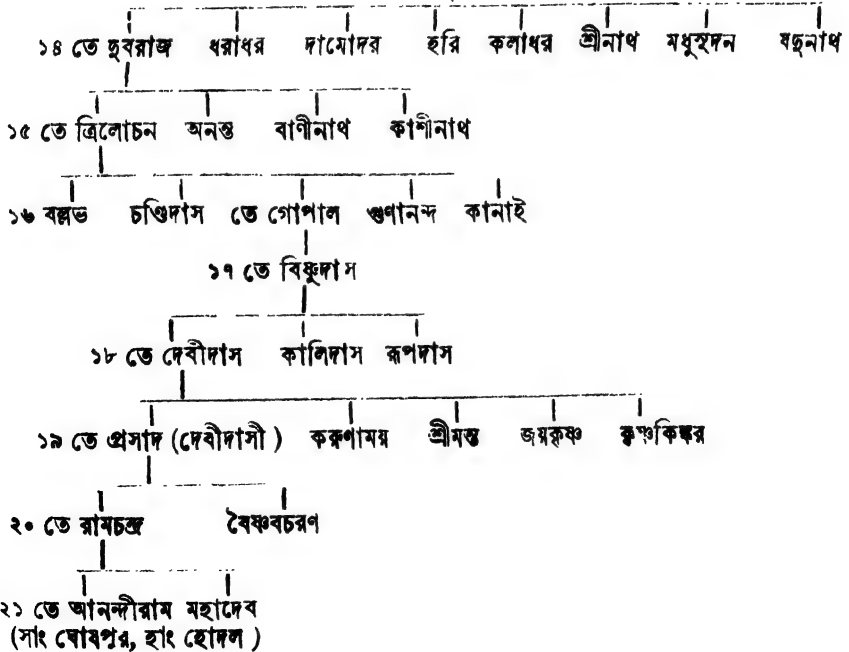
শ্রীগঙ্গাধরমিত্রমেব চাকচরিতং কৃষ্ণং প্রিয়ং রাজকং

শ্রীনারায়ণদর্শনার্বিজয়তে শ্রীরামগোবিন্দকং

সন্তোষং পরিগম্য নাপি স্কৃতী গোপীবস্কৃত্তলে ॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—প্রভাকর সুত বা'ক সুদর্শন বংশজ তে মালাধর বসুবংশ

১৩ তে মালাধর [ ১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]





অংশ-নির্ণয় ।

প্রমু প্রভাকরবংশজ  
সর্কানন্দস্বত ১৩প তে মালাধরস্য কুলং  
যুধিষ্ঠিরদেবরাজ্যং মালাধরঃ কুলাগ্রণীঃ ॥  
তৎস্বত ১৪প তে দেবরাজস্য  
নাড়িকেন সমাযোগাদ্ যুবরাজো বিরাজতে ॥  
তৎস্বত ১৫প তে ত্রিলোচনস্য  
সঙ্কেতমিত্রবোঁগস্ত লেভে লোচনসংজ্ঞকঃ ॥  
তৎস্বত ১৬প তে গোপালস্য  
নিধিবল্লভযোগেন গোপালঃ কুলভূষণঃ ॥  
বাগাণ্ডা-সমাজ--তে বিশেষ্বরস্বত তে চতুর্ভূজ বসু-বংশ

তৎস্বত ১৭প তে বিকুদাসস্য  
চক্ষুণ স্বলরেনৈব বিকুদাসো বিনিমিতঃ ॥  
তৎস্বত ১৮প তে দেবীদাসস্য  
চৈতন্যদৈবকীর্নাভ্যং দেবীদাসো বিরাজতে ।  
বাসুদেবেন ঘোষণে পপাত পাণিসংজ্ঞকে ॥  
তৎস্বত ১৯প তে প্রসাদস্য  
গোপীভিখারী মথুরা প্রসাদস্ত প্রদায়কঃ ॥

১৩ তে চতুর্ভূজ [ ১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১১ তে রামানন্দ শ্রীকান্ত শিবচন্দ্র রাঘব যাদব অচ্যুত

১৬ তে গঙ্গাদাস ( রঙাদোষ হেতু কুলক্ষয় )

অংশ-নির্ণয় ।

বাক প্রদর্শনস্বত বাতে বশিষ্ঠস্বত তে বিশেষ্বরস্বত  
১৩প তে চতুর্ভূজ  
লক্ষ্মীপতিঞ্চ দৈত্যারিং সর্কানন্দাদিঘোষকং ।  
চতুর্ভূজবসুর্কা দহার বিমলং বশঃ ॥  
বাগাণ্ডা-সমাজ--বিকর্তন স্বত তে ভৈরব-বসু-বংশ

তৎস্বত ১৪প তে কেশবস্য  
গোপাল কৃষ্ণঘোষাভ্যং কেশবো গুণসংযুতঃ ॥  
তৎস্বত ১৫প তে রামানন্দস্য  
চণ্ডিদাসেন রঘুনা রামানন্দো বিরাজতে ॥

১৩ তে ভৈরব [ ১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]

১৪ তে কংসারি

১৫ ক গোবিন্দাধ তে রূপরাম রাঘব ত্রিগতি

১৬ তে কমললোচন

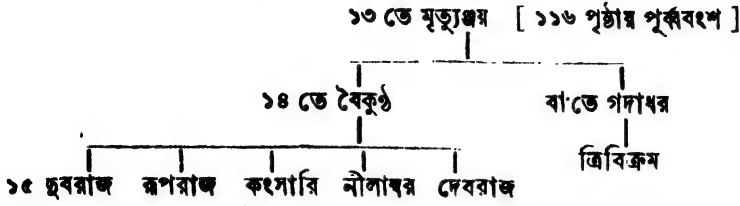
অংশ-নির্ণয় ।

প্রমু প্রভাকরবংশজ  
তে বিকর্তনস্বত ১৩প তে ভৈরব (ভৈ) বসো:  
পরশরায় ঘোষায় দৃষ্টা রেজে বসুন্তমঃ ।  
শ্রীনাথঘোষযোগেন কুলভ্রান্তচ ভৈ বসুঃ ॥  
যুধিষ্ঠিরেণ ঘোষণে বযৌ তস্ত কুলভ্রমঃ ॥

তৎস্বত ১৪প তে কংসারিবসো:  
দেবরাজহারিঞ্চৈব বর্জমান ধরন্তথা ।  
পরমানন্দমিত্রঞ্চ জগাম শ্রীলকংসকঃ ।  
তৎস্বত ১৫প তে ত্রিগতিবসো:  
ত্রিগতিশ্চ গুণং লেভে সত্যবৎ শিবমিত্রতঃ ॥

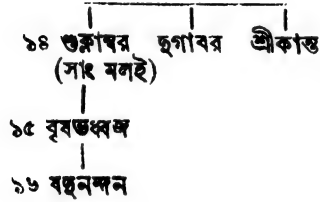
( ২৭১ পৃষ্ঠায় শেষে বসিবে )

মাহীনগর-সমাজ—বহু বংশ



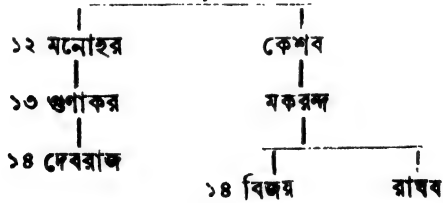
ক বিভাকরহৃত তে দেবরাজ বহুবংশ

১৩ তে দেবরাজ [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব বংশ ]



মাহীনগর-সমাজ — বহু বংশ

১১ কোমু পদ্মনাভ [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ ]



পান্ডিগ্গিষ্ঠ (খ)

(২১৫ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ গজরক্ষ খানের সংস্কৃত অংশ-  
কারিকার মধ্যে বসিবে)

১৯ কোমু রামেশ্বরহৃত ২০প মধুবসোঃ কুলং  
কালীং শ্রীকৃষ্ণবোধ্যং তে কুং প্রাপ্য মধুঃ কৃতী ॥

১৯ কোমু রামেশ্বরহৃত ২০প তে মণিরায়হৃত  
কিশোরং বাদবাধ্যং জগাম মণিরায়কঃ ॥

## বিশেষ-ভ্রমসংশোধন ।

৬ পৃষ্ঠায়—“অজবজকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ ।

তীর্থযাত্রাং পুনর্গচ্ছন পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥”

এই শ্লোকটি ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক প্রচলিত মনুসংহিতায় এই শ্লোক নাই । স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

১২ পৃষ্ঠায়—৭ম ও ৮ম পংক্তিতে ‘রাঢ়বাসী ঘোষবংশ’ স্থলে ‘নাগাধর ঘোষবংশ’ হইবে ।

৩০ পৃষ্ঠায়—২৩ পংক্তির পর ‘রুদ্র গৌতম গোত্র’ বসিবে ।

৪৯ পৃষ্ঠায়—শেষ ছত্রে ‘বিরাট গুহ’ স্থলে ‘দশরথ গুহ’ হইবে ।

৮০ পৃষ্ঠায়—‘পুরন্দর ঋ: ১৬শ শতক’ স্থানে ‘১৫শ শতক’ হইবে ।

৯০ পৃষ্ঠায়—২ পর্যায় গোবর্দ্ধনদত্তের পুত্র ৩ নীলাধরের ‘কনকদত্তী’ উপাধি হইবে ।

১০০ পৃষ্ঠায়—১০ পংক্তির পর মহীশতির পিতামহ ও গুণাকরের পুত্র, ‘মাধব’ নাম বসিবে [ ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশাবলী দ্রষ্টব্য ]

১০৪ পৃষ্ঠায়—‘সর্কীশিব’ স্থানে ‘সর্কীশি’ হইবে ।

১১৭ পৃষ্ঠায়—১৩ পর্যায় ছভায়া ‘মার্কণ্ড’ স্থানে ‘মার্কণ্ডের’ হইবে ।

১২৯ পৃষ্ঠায়—‘বাঙ্গালা কারিকায় ‘বাদব বগর’ উপর ছত্রে (১৩ পংক্তি হইতে উঠিয়া) ‘১৬শ পর্যায় একজাই’ বসিবে ।

১৭৬ পৃষ্ঠায়—১৬প ম জীবন ত্রিমন্ত্রার অপর পুত্র ‘রামচন্দ্র’ এবং ১৭প প্রমু কৃষ্ণ-দাসের পুত্র ‘লক্ষণ’ নাম বসিবে ।

১৮৪ পৃষ্ঠায় ১৭প সমু চাঁদের প্রথম পুত্র ‘কৃষ্ণ ( বংশহীন )’ নাম বসিবে এবং ১৯প সমু শ্রীবল্লভের ১১শ পুত্র ‘রত্নেশ্বরের’ নাম বসিবে ।

২০৫ পৃষ্ঠায়—১৩প সমু গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব ঋার ১ম পুত্র ‘পীতাম্বর ( বংশহীন )’ নাম এবং ১৭প সমু কামদেবের প্রথম ছই পুত্র ‘দেবকীন্দন, কবিবল্লভ’ এবং চতুর্থ পুত্র ‘মাধব’ নাম বসিবে ।

২০৯ পৃষ্ঠায়—২১প বাকোমু মাধবরামের পাঠান্তর ‘সর্কীশিব’ পাঠটাকার বসিবে ।

২১০ পৃষ্ঠায়—২১প ম রামবল্লভের সহিত ‘অবধূত’ পাঠ বসিবে ।

২১৮ পৃষ্ঠায়—১৩প বাসমু গোপীনাথ পুরন্দর খানের প্রথম পুত্র ‘পদ্মনাভ ( মৃত )’ নাম এবং ঐ পৃষ্ঠায় ১৪প সমু কেশব ঋার ৪র্থ পুত্র ‘শ্রীগর্ত ( মৃত )’ নাম বসিবে ।

- ২২২ পৃষ্ঠায়—১৪প বাক 'ঐনিবাসের পুত্র রামনাথের পরে এই নামগুলি বধাক্রমে  
বসিবে—'বিপ্রদাস, সত্যবান, শিবানন্দ ও চিত্রাঙ্গদ'।
- ২৫২ পৃষ্ঠায়—১৩প সমু উগ্রকণ্ঠের ৪র্থ পুত্র 'সঙ্কেতের' নাম বসিবে।
- ২৭৩ পৃষ্ঠায়—২১প ছিংম প্রাণবল্লভের ৫ম পুত্র 'রুশরাম' এবং ২৩প ছিঃ ম সদাশিবের  
পর 'বিনাম পতিরাম' পাঠ বসিবে।
- ২৫৮ পৃষ্ঠায়—১৭প ম গোপীকান্তের পুত্র 'বংশী ও পরশুরাম ( সাং বালেনা)' নাম  
বসিবে এবং তৎপরে বংশাভাব হইবে।
- ২৫৯ পৃষ্ঠায়—১৫প ম বনমালীর ৪র্থ পুত্র 'চন্দ্রশেখর ( মৃত )' নাম বসিবে।
- ২৬০ পৃষ্ঠায়—১৪প ম ত্রিলোচনের অপর পুত্র 'ঐশতি' নাম বসিবে। ঐ পৃষ্ঠায় কোণাক-  
বংশীয় '১৪প নরসিংহ ১৫প গরুড়ের পরে বসিবে' এবং তৎপরে 'পরশুরাম  
চতুর্ভূজ ও জগন্নাথ' এই তিনটি নাম বসিবে। ঐ বংশীয় ২০প ম  
রামকৃষ্ণের ৫ম পুত্র 'রামজীবন' নাম বসিবে।
- ২৬১ পৃষ্ঠায়—১৪প ছ ত্রিবিক্রমের 'গোপাল, দেবানন্দ, মুরারি ও কংসারি' এই কয়টি  
ভ্রাতার নাম বসিবে।
- ২৬৬ পৃষ্ঠায়—১৩প ম জটধরের ১ম পুত্র 'ঐধর ( মৃত )' নাম বসিবে ঐ পৃষ্ঠায় ১৬প ম  
ভবানন্দের ২য় পুত্র কালিদাসের 'গন্ধর্ব' খাঁ' উপাধি বসিবে।
- ২৬৮ পৃষ্ঠায়—১৩প তে বিশ্বম্ভরের পুত্র অনিরুদ্ধ স্থানে 'নন্দন ও অলকার' নাম হইবে।  
ঐ পৃষ্ঠায় ১৪ তে গৌরীধরের ১ম পুত্র 'মাধব' ও ৩য় পুত্র 'কৃষ্ণ' এই দুই  
নাম বসিবে।
- ২৭৩ পৃষ্ঠায়—১৪প প্রমু দেবরাজের পুত্র ম২ হরিহর ও ম২ দামোদরের স্থানে কোন  
কোন কুলপঞ্জিকায় কেবল বাণেশ্বরের নাম লিখিত হইয়াছে। ঐ পৃষ্ঠায়  
১৮প প্রমু রাজীবের উপাধি 'সাদাধি' বসিবে। ঐ পৃষ্ঠায় ২০প বাক রাজা-  
রামের অপর দুই পুত্র 'রঘুনাথ ও জ্ঞানকীর' নাম বসিবে।

### মুদ্রণের অন্তঃকরণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১৪	ময়নামতীর	ময়নামতীর
২৯	১৩	( সেন ) [ ছাড় ]	সৌকালিন
৩৫	১৭	ঐহরিষ	ঐহরিষ
৩৫	১৯	কামরূপতি	কামরূপপতি
৪৫	২৩	তুপ হইলে	তুপ হইতে
৬৩	২০	তাস্বর	ভাস্বর
৬৭	২০	পুত্রগণের	বংশধরগণের

সংখ্যা	বিভি	অর্থ	সংখ্যা
১০১	২১	শৌখ্যাদিভেদক	শৌখ্যাদিভেদক
১০২	১১	বটপ্রোজ	বটপ্রোজ
১০৩	২	বোবংকুরো	বোবোংকুরো
১০৪	১৬	গ্রামক	গ্রামক
১০৫	১০	দাস	দাস
১০৬	২২	ও	ও
১০৭	২৮	( ছাড় ইহাছে )	রাহা কর্ণবর্ণে
১০৮	১৬	কুলশৃঙ্খলাং	কুলশৃঙ্খলাং
১০৯	১৭	সম্প্রদায়	সম্প্রদায়
১১০	১৯	ভক্তাশ্রয়	ভক্তাশ্রয়
১১১	২১	কুলববংকীশানবোব	কুলববংকীশানবোব
১১২	৭	আইচ, ভজ,	আইচ, রাহা, ভজ,
১১৩	২০	ঠেকা ঠোক	ঠেকা ঠেকি
১১৪	পর্যায়	ধো	ধো
১১৫	১৮	জগ্রাহবৈ	জগ্রাহ বৈ
১১৬	২	বহুর	বহুর
১১৭	১২	সহ	শৌখ্য
১১৮	২৩	প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধি
১১৯	১৮	১৭শ পর্যায়	১৬শ পর্যায়
১২০	১৪	ত্রিপর্যায়	এ পর্যায়
১২১	১১	কপ্রসাদ	কৃষ্ণপ্রসাদ
১২২	২৩	মধুহলাল	মধুহলাল
১২৩	১০	পিত্তাভর	পিণ্ডভর
১২৪	১৫	বহুভবন স্বজনং	বহুভবন স্বজনং
১২৫	২১	পিত্তভাক্	পিণ্ডভাক্
১২৬	১১	জগন্নাথ	জগন্নাথ
১২৭	১৫	দ নাং	দানং
১২৮	৫	পুত্ররোহনমাতঃ	পুত্ররোহন মাতঃ
১২৯	৩০	গ্রহান	গ্রহান
১৩০	২৭	য়েন	কহেন
১৩১	১৭	সমালম্বান	সমালম্বান



